

(সমসাময়িক ভারত উল্লেখ ৭৩)

সমসাময়িক ভারত

চতুর্থ কল্প—ইউরোপীয়ান্ পর্যটক

প্রথম খণ্ড

ই—প—১—টাইটেল

যতীন্দ্র নাথ সমাদার বি. এ., এম্. আর. এ. এম্., প্রণীত

সর্বজন প্রশংসিত নাটকাবলী

(১) মণিমালা ৥০/০ (২) শিখের কথা ৫০ (৩) অভিশাপ ১২

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সমাদার প্রবৃত্তিবাগীশ

বি. এ., এফ্. আর. ই. এম্., এফ্. আর. হিষ্ট. এম্., এম্. আর. এ. এম্.,
এম্. আর. এম্. এ., মহাশয়ের

(১)	অর্থনীতি	১২	(২)	অর্থশাস্ত্র	১০
(৩)	ইংরাজের কথা	১০
(৪)	সমসাময়িক ভারত প্রথম খণ্ড	১
(৫)	" দ্বিতীয় খণ্ড	১
(৬)	" তৃতীয় খণ্ড	১৫/০
(৭)	" অষ্টম খণ্ড	৩
(৮)	" উনবিংশ খণ্ড	৩
(৯)	" চতুর্থ খণ্ড (যন্ত্রস্থ)				
(১০)	" পঞ্চম খণ্ড				
(১১)	" নবম খণ্ড				
(১২)	" একাদশ খণ্ড				
(১৩)	" একবিংশ খণ্ড				
(১৪)	সাহিত্য পঞ্জিকা (Annual Literary year Book)				

(সমসাময়িক ভারত—উনবিংশ খণ্ড)

ইউরোপীয়ান্ পর্যটক

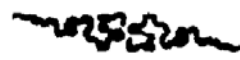


(প্রথম খণ্ড)

(শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যোগেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত এম্. এ.,
মহাশয় লিখিত ভূমিকা সহ)

—o:0—

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদার



প্রকাশক

শ্রীনলিনীক রায়

“সমসাময়িক ভারত” কার্যালয়

মোরাদপুর, পাটনা ।

১৩২২

মূল্য ৩ টাকা

বাজ সংস্করণ ৭ টাকা

୩୧୨୮

ସିଲାହେର ଏଜେଣ୍ଟ—ବି. ଏইଚ୍. ବ୍ଲାକଓସେଲ—

୧୦, ୧୧ ବ୍ରଡସ୍ଟ୍ରୀଟ, ଅକ୍ଲାହୋର୍ଡ ।

କମିକାତାର ଏଜେଣ୍ଟ—ହିଲ୍ଟନ ଏଣ୍ଡ କୋଂ—

୧୦୯, କଲେଜ ସ୍ଟ୍ରୀଟ ।

ପ୍ରେକାଶକ—ଶ୍ରୀନଳିନୀକ୍ଷ ରାୟ

“ସମସାମୟିକ ଭାରତ” କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

ମୋରାଦପୁର, (ପାଟନା) ।

୩୧୨୮

ସିଲାହେର ଏଜେଣ୍ଟ—ବି. ଏইଚ୍. ବ୍ଲାକଓସେଲ—

୧୦, ୧୧ ବ୍ରଡସ୍ଟ୍ରିଟ, ଅକ୍ଲ୍ୟାଫୋର୍ଡ ।

କଲିକାତାର ଏଜେଣ୍ଟ—ହିଲ୍ଟନ ଏଞ୍ଡ କୋଂ—

୧୦୯, କଲେଜ ସ୍ଟ୍ରିଟ ।

ପ୍ରେକାଶକ—ଶ୍ରୀନଳିନୀକ୍ଷ ରାୟ

“ସମସାମୟିକ ଭାରତ” କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

ମୋରାଦପୁର, (ପାଟନା) ।

বঙ্গসাহিত্যানুরাগী

পূজনীয়

মাননীয়

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী

এম্. এ., এল্. এল্. ডি., সি. আই. ই.,

ভাইস্-চ্যান্সেলার মহোদয়কে

ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

স্নেহাস্পদ গ্রন্থকার কর্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল।

পাটলিপুত্র, কাঙ্কন ১৩২২

নিবেদন

“সমসাময়িক ভারত” গ্রন্থাবলীর চতুর্থকল্প—“ইউরোপীয়ান্ পর্যটকে”র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল।

মাননীয় কালীমবাজারাধিপতি, মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি, মাননীয় শ্রীর আশুভোষ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহোদয়গণ পূর্বাপরই আমাকে নানাক্রমে সাহায্য করিতেছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যত্ননাথ সরকার মহোদয়ও আমাকে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে যথোচিত উপদেশাদি দানে উপকৃত করিতেছেন এবং এই খণ্ডের অনেকগুলি মূল্যবান পাদটীকাও সংযুক্ত করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ দাসও শ্রীযুক্ত মহোদয়ও এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আমার ক্ষুদ্র লেখনীর সম্ভবপর নহে। পূর্বে পূর্বে খণ্ডে যাহাদিগের বীথি উল্লেখ করিয়াছি তদ্ব্যতীত রাজা মণিলাল সিংহ রায়, কুমার মণীন্দ্র চন্দ্র সিংহ, রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী ও রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠ নাথ সেন মহোদয়গণকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ দিতেছি।

নানা কারণে গতবৎসরের প্রকাশিত খণ্ড ও এই খণ্ডের মধ্যে অনেক সময়ের ব্যাবধান হইল। এইবার একসঙ্গে আরও পাঁচখণ্ড যজ্ঞস্থ করিয়াছি এবং ভরসা করি এই বৎসরেই এই গুলি গ্রাহক অনুগ্রাহকের হস্তগত হইবে।

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি. এ. মহাশয় ও স্নেহান্বিত ছাত্রদ্বয়
শ্রীমান জ্যোতির্শ্রয় ঘোষ বি. এ ও শ্রীমান রামেন্দ্র মোহন সিংহ বি. এ প্রক
সংশোধন ও ভূতপূর্ব ছাত্র ও মজঃফরপুর কলেজের ইতিহাসের বর্তমান
সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীমান অতুলানন্দ সেন এম্. এ নির্ঘণ্ট প্রণয়ন
করিয়াছেন। আমি অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ি, এ সময় রাখাল বাবুর
সাহায্য না পাইলে এই খণ্ড বাহির করিতে পারিতাম না। ইন্সপিরিয়াল
লাইব্রারীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ কুমার ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ আচা
মহাশয়ও নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন। ইহাদিগকেও এই অবসরে
ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

“সমসাময়িক ভারত” কার্যালয়

মোরাদপুর, পাটনা

ফাল্গুন, ১৩২২।



অতিরিক্ত পত্র



চিত্র সূচীতে উল্লিখিত ছবি ব্যতীত নিম্নোক্ত আরও দুইখানি ছবি প্রদত্ত হইয়াছে।

- (১) “আশ্মাডা” ধ্বংশের পরে রাজ্যী এলিজাবেথের শোভাযাত্রা।
- (২) সেন্ট টমাসের সমাধিস্থল।

৬৭ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় :—

“আরাকান রাজ্যের এক প্রান্ত উচ্চ পর্বতমালা বেষ্টিত। এই সকল পর্বত কাশ্মীর, চীন, কাথে এবং মাগাচীনের পর্বতমালার সহিত সংযুক্ত। অপর পার্শ্বে সমুদ্র। পশ্চিমে গভীর নদী ও সমুদ্র—বঙ্গদেশ এই প্রান্তেই অবস্থিত। দেশমধ্যে প্রবেশ অত্যন্ত কষ্টকর। ইহার পরাজয় হঃসাধ্য। অধিবাসিরা মঘ নামে পরিচিত। খ্রীষ্টান ব্যতীত ইহারা অন্য কোন জাতিকে দেশ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। এই দেশে সুন্দর সুন্দর হস্তী পাওয়া যায় ; অশ্ব একেবারেই পাওয়া যায় না। আরাকানেক হস্তী অপর সকল হস্তী অপেক্ষা দেখিতে ও গুণে শ্রেষ্ঠ। শায়েস্তা খাঁ এই প্রদেশ জয় করেন। ইতঃপূর্বে আর ইহা কোন দিন বিজিত হয় নাই।” (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যত্ননাথ সরকার মহাশয়ের “Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays.”)

ଭୂମିକା

(ପୂଜନୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ ଶୁଣ୍ଠ ଏସ୍.ଏ,
ମହାଶୟ ଲିଖିତ)

ভূমিকা

অধ্যাপক সমাদারের “ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে ইউরোপীয় ভ্রমণকারী”র ভূমিকা স্বরূপ কিছু লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। বঙ্গীয় পাঠকের নিকট অধ্যাপক সমাদারের কোন পরিচয়ের প্রয়োজন দেখি না, কারণ, তিনি বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যিক কৃতিত্বের জন্ত সর্বজন পরিচিত এবং তিনি যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা সামান্য নহে। আবার একরূপ কার্যে আমার বিশেষ দক্ষতা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। তথাপি আমি কিছু লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি। কারণ আমার মতে অধ্যাপক সমাদার, ভারতের বিদেশী পর্যটকগণের বিবরণের সহিত আমাদের পরিচয় করাইতে চেষ্টা করিয়া বাস্তবিক অমূল্য কাজ করিতেছেন।

কতিপয় বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম যে আমাদের স্বদেশের অতীত ইতিহাসের পুনর্গঠনে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, এই পুনর্গঠনের উপকরণের কিয়দংশ, আমাদের বাঙ্গালী কবির কাব্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি বলিয়াছিলাম যে শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের মুকুন্দরামের কাব্য এই তমোময় যুগের একাংশ আলোকিত করে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে রাল্ফ ফিচ (যাঁহার বৃত্তান্ত এই খণ্ড-ভুক্ত হইয়াছে) এই সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া যাহা দেখিয়া শুনিয়া ছিলেন তাহার সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কবিবর্ণিত বিবরণের সহিত যদি এই ভ্রমণকারীর বিবরণ মিলিয়া যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা একটি আশ্চর্য্য ঐতিহাসিক সাদৃশ্য। কবি

ও ভ্রমণকারীর বিবরণে পরস্পরের বিবরণের যাথার্থ্য সম্বন্ধে এমন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যাহাতে সন্দেহের কোন কারণ থাকে না এবং উভয় বিবরণই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুতরাং ঐতিহাসিকগণ উভয়ের বিবরণ মোটামুটি ভ্রমশূন্য বলিয়া ধরিয়া লইতে দ্বিধা করিবেন না। এই মত গ্রহণ করিলে অধ্যাপক সমাদারের গ্রন্থের যথেষ্ট মূল্য আছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী মানব জাতির চিন্তাপ্রবাহ ও উন্নতির ইতিহাসে বিখ্যাত যুগ এবং এই শতাব্দীদ্বয়ের এই শক্তির গতি বুঝিতে যাহা সাহায্য করে তাহা প্রকৃত পক্ষে আমাদের আদরের জিনিষ।

অন্য এক উপলক্ষ্যে আমি নিবেদন করিয়াছিলাম যে, ষোড়শ শতাব্দী বাঙ্গালীর পুনরুত্থানের যুগ। এই সময়ে বাঙ্গালী জাতির নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক ও মানসিক জাগরণ ঘটিয়াছিল। উৎসাহশীল ব্যক্তিগণ বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছিল, বাঙ্গালী জাতির চিত্ত বিভিন্ন জাতির চিত্তের সংস্পর্শে আসিতেছিল, ফলপ্রসূ কল্পনার দ্রুত প্রচার হইতেছিল। ইয়ুরোপের গ্রাম বহুদিন তমসচ্ছন্ন থাকিবার পরে বাঙ্গালার “মানুষ চক্ষু খুলিয়া দেখিল।” কেহ কেহ এই নব জাগরণ বশতঃ মানবজীবনের নন্দিতার বিষয় চিন্তা করিতে ব্যাপৃত হইলেন এবং স্বর্গস্থ কীরূপ তাহাই ধারণা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ এই নবধর্ম প্রচারক দিগের মাহাত্ম্য গান করিয়া স্বীয় ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এতদিন সামাজিক ও রাজনৈতিক আবেষ্টন যে অন্ধকারে আবৃত ছিল অনেকে সেই চিত্রের কথা ভাবিয়া কাব্যমোদে দিন যাপন করিতে লাগিলেন ও এই গ্রামণ্য বসুন্ধরার অন্তর্ভুক্ত এই শোভাময়ী বঙ্গদেশের বাহ্য প্রকৃতির শোভা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় সপ্তদশ শতাব্দী সম্বন্ধে আমি বলিয়াছিলাম যে, “এই শতাব্দীতে ইয়ুরোপ ও ভারতের ইতিহাস শীঘ্র শীঘ্র

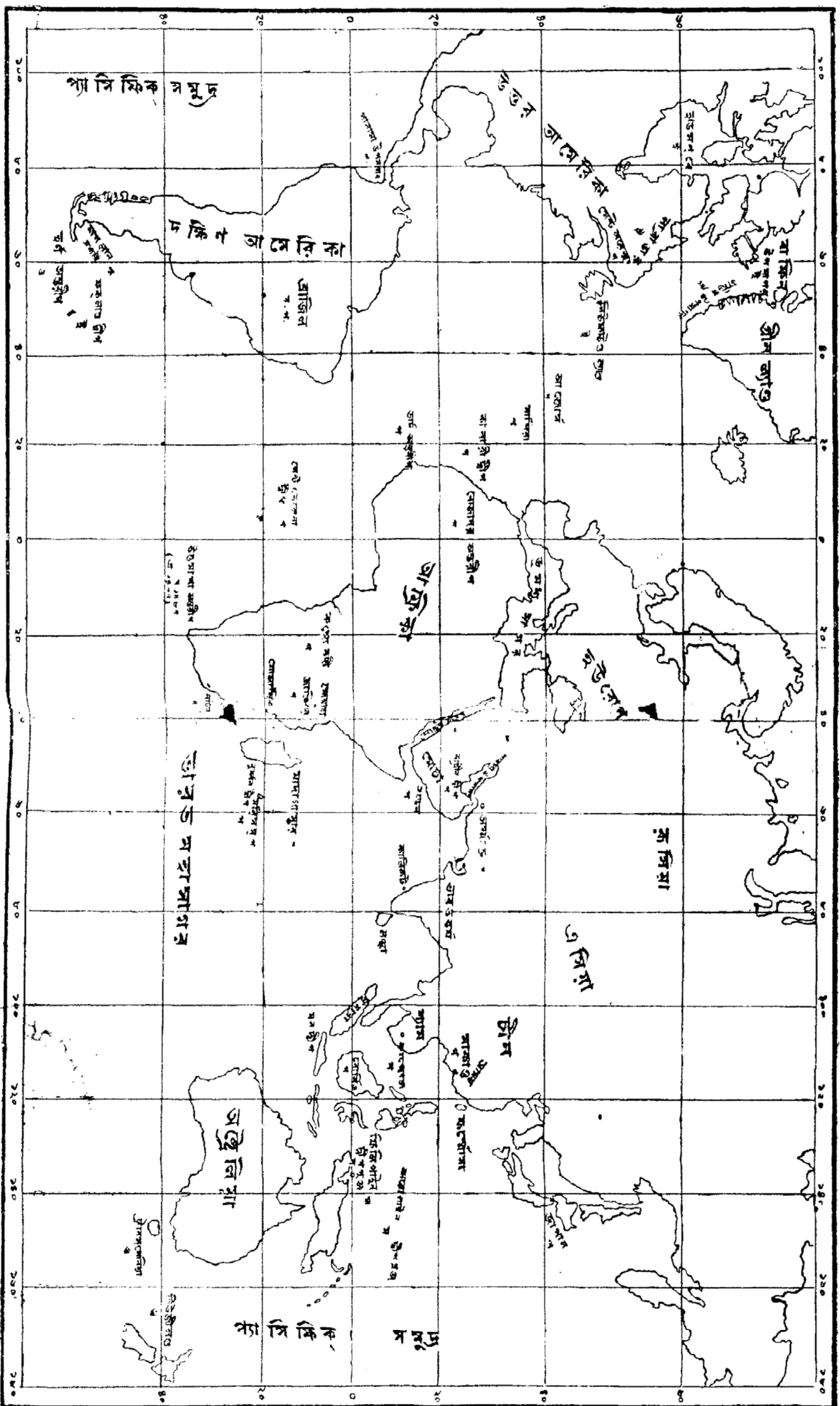
গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। ভারতে এই শতাব্দীতেই বার্নিয়ারবর্ণিত ভ্রাতৃ-বিরোধ ঘটে। এই ভ্রাতৃ বিরোধের সমস্ত বিবরণ বার্নিয়ার স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যদিও এই ঘটনায় মুগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর হইল বলিয়া বোধ হইয়াছিল তথাপি এই ঘটনাই মুগল সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বসূচনা করিয়াছিল। ইয়ুরোপে যুক্তপ্রদেশ (হলণ্ড ও বেলজিয়ম) স্বাধীনতা লাভ করিল, দ্বিতীয় ফিলিপ পর্তুগালের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পৃথিবীর বিজিত প্রদেশ সমূহ এক রাজদণ্ডের অধীন হইল।

“সেল্ডেন্ কর্তৃক প্রচারিত “সামুদ্রিক বাণিজ্যে একাধিপত্য নীতি” কিছুকাল প্রচলিত থাকিয়া গ্রোটিয়াস্ কর্তৃক পূর্বে প্রচারিত “অবাধ সামুদ্রিক বাণিজ্য নীতির” নিকট পরাস্ত হইল। পোপের যে সনন্দ বলে পর্তুগীজগণ উত্তরাংশ অস্তরীপের পূর্বাংশস্থিত প্রদেশে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল, তাহা এখন আর কেহ গ্রাহ্য করিত না। ভারতে আকবরের রাজত্বে যেরূপ মানবজীবনের সর্বদিকে সজীবতা দেখা যাইতেছিল, ইংলণ্ডেও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ জাতির জীবনে যাহা মহৎ ও শ্রেষ্ঠ তাহা এলিজাবেথরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল।”

যখন আমরা ভাবি যে এই সপ্তদশ শতাব্দীতে “ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি”র সূত্রপাত হয়, তখন আমরা এই শতাব্দীর গুরুত্ব বুঝিতে পারি। এলিজাবেথের রাজত্বের শেষভাগে এই কোম্পানি পরিবর্তনশীল বাণিজ্যজীবন-নাটকের অভিনয় আরম্ভ করেন। এই অভিনয়ের ফলে আধুনিক রাজনৈতিক জগতের আশ্চর্য্য সৃষ্টি বর্তমান ব্রিটিশ-ভারত-সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং যে গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা এলিজাবেথের ইংলণ্ড ও আকবরের ভারতবর্ষের বিষয় জানিতে পারি

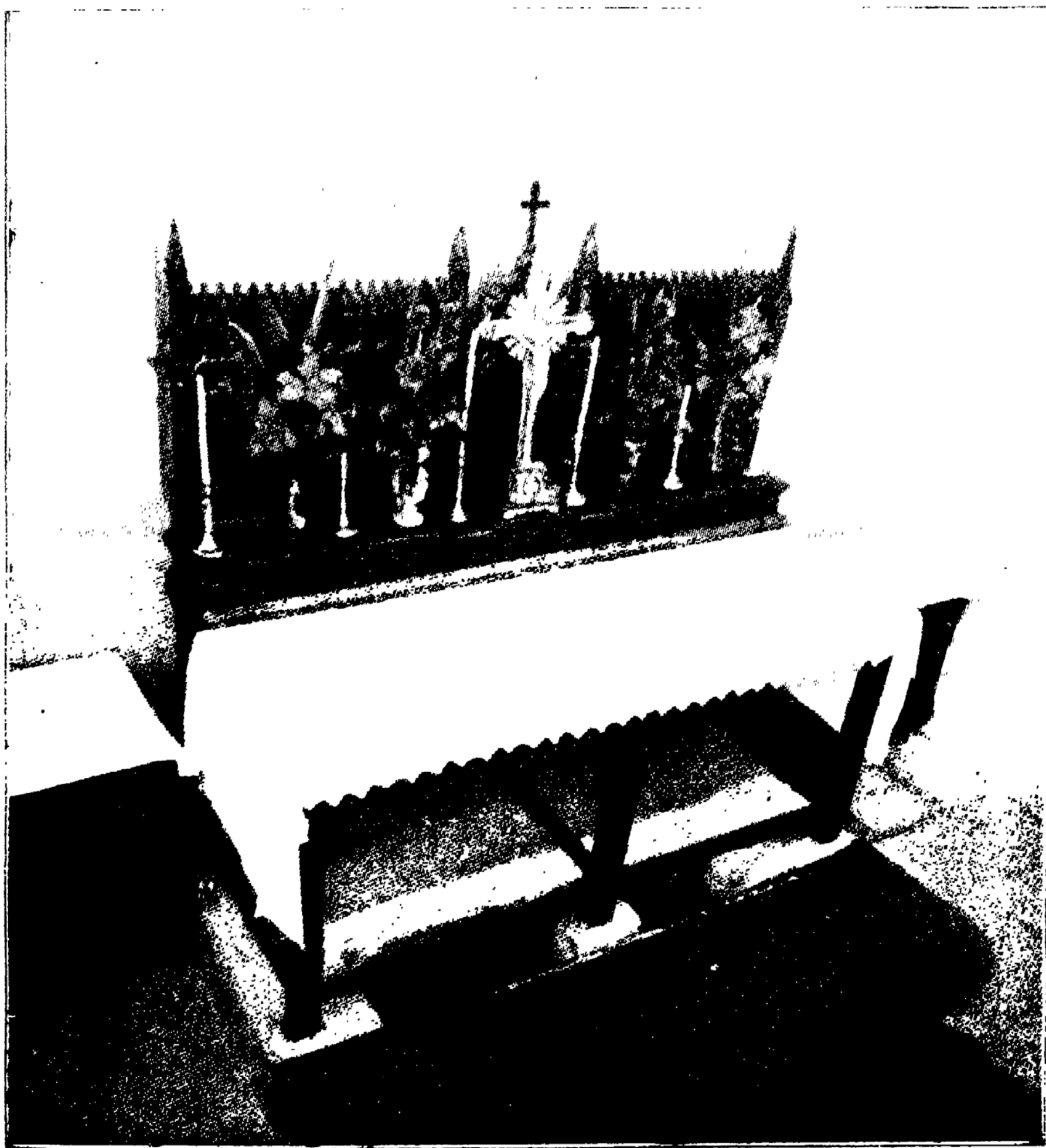
তাহা আমাদের আদরের জিনিষ। ইয়ুরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের বিবরণ যে এবিষয়ে আমাদের সাহায্য করে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে মিল্ডেন্ হলের বিবরণ অধ্যাপক সমাদ্দার আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তিনি ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগলকুলতিলক আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে দিল্লী ও আগ্রা পরিদর্শন করেন। তিনি যেক্রপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকে যেক্রপ বিষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল, আকবরের দৃঢ় হস্তের পরিবর্তে তখন জাহাঙ্গীর ও শাহ জাহানের দুর্বল হস্তে মোগল সাম্রাজ্য পরিচালিত হয় তখনও সার টমাস রোর গ্রাম রাজদূতগণকে সেইরূপ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। কাপ্তেন হকিন্স্ (ইঁহার বিবরণ অধ্যাপক সমাদ্দার কর্তৃক নিশ্চয়ই “সমসাময়িক ভারতে” প্রদত্ত হইবে) আমাদিগকে মুগল সাম্রাজ্যের বিভব, রাজসভার জীবন এবং জনসাধারণের প্রতি বাদশাহের মনোভাবের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে আইনের কঠোরতা, সাধারণ বিচার প্রথা এবং বাদশাহের দৈনন্দিন কার্যের কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কঠোর কৰ্ম্মবীর ও নাবিক হইয়াও যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা অণু ভ্রমণকারীদিগের বিবরণ হইতে বড় বেশী বিভিন্ন নহে।

এই সকল কারণে অধ্যাপক সমাদ্দারের মূল্যবান্ গ্রন্থাবলী আমার মতে অত্যন্ত সমরোপযোগী ও বিশেষ আদরের জিনিষ। তাঁহার এই মহৎ উদ্ভবের আমি সফলতা কামনা করি।



প—পট্টবীজ
 ই—ইংরাজ
 ও—ওলন্দাজ
 প—পোপনবাসী

“ইউরোপীয়ান প্যট্রিক” প্রথম খণ্ড
 ভারতবর্ষ অধ্যয়ণ কর্ত্তে
 ইউরোপীয় জাতিগণ কর্ত্তক দেশ আবিষ্কার



সেন্ট টমাসের সমাধিস্থল
[প্রবাদ এই যে সেন্ট টমাস্ এই স্থানে সমাধিত হইয়াছিলেন]

নির্ঘণ্ট

অফা ১০২

অশ্বাজ ২, ৬, ৮, ৯, ১৪, ১৮, ৩৬,
৩৭, ৩৯, ৪২, ১০১, ১৬১,

১০৪, ১৭৫

অল্বদোনি ২০৯

আইভি ১১৯

আইয়ান গোমিস্ ৮৭

আইয়ামাহি ৮৭, ৮৮

আইট ৮

আকবর ৫০, ৫১, ৫২, ৬২, ৭১,
১১৫, ২১৫, ২২৭ (বাদশাহ

দেখুন)

আগেট ৯

আচীম ৯২

আঞ্জেলীস ৩৫

আথানেসিয়াস্ নিকিটিন্ ৫, ৮

আরব , ১৭

আরাকান ৭, ২২, ৬৬, ৭৩

আর্মেনিয়া ৩৩, ১২৯

আলমদিয়া ১৬৪

আলেকজান্দার ২২৬

আলবোকোর ১২১

আব্দুলফজল

(আবুলফজল) ২০৯, ২১২, ২১৪,
২৫৫, ২৫৬

আলেশো ৩২, ৫৩, ১০২, ১১৪,
১৭৪, ১৯৭, ২০১

আবরিস ৩৩

আবিসিনিয়া ১৭, ১৬৪

আব্রাহাম ১০২

আভা ৮, ৮৯

ইউজিন ৫

ইউফ্রটিস্ ১৬, ৩৩, ৩৪, ৩৫

ইথিওপিয়া ১২২, ১৬৫

ইরাটস্থিনিস্ ২২৬

ইরাবতী ৭

ইহুদী ১২৯, ১৪৪, ১৫০, ১৬৮

ঈশাখা ৭১

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଦାନ୍ତବାଦ ୨୦୦,

୨୩୬ ୨୪୭

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ୨୪୯

ସୂକ୍ଷ୍ମ ୨୫୬, ୨୫୯

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଦାନ୍ତବାଦ ୩୭, ୩୯, ୭୧,

୧୦୦, ୧୦୮, ୧୬୦, ୧୭୫, ୨୧୭,

୨୨୦

ଗନ୍ଧା ୧୬, ୧୮, ୬୩

ଗନ୍ଧା ୮୦

ଗାଗର ୮୧

ଗିନି ୧୨୦

ଶୁଭ୍ରାଟ ୮, ୧୮

ଗୋଡ଼ ୬୨, ୭୮, ୧୧୬

ଗୋଲକନ୍ଦା ୧୫

ଗୋସ୍ଥୀ ୧୮, ୧୯, ୨୩, ୩୭, ୩୮, ୮୩,

୮୮, ୧୧୧, ୧୨୦, ୧୨୨, ୧୨୬

୧୮୩, ୧୮୪, ୧୮୮-୫୦, ୧୫୮-

୧୬୫, ୧୬୬, ୧୭୫, ୧୭୮, ୧୯୯,

୨୨୧

ଚନ୍ଦନ ୧୦

ଚାନ୍ଦିକାନ ୧୧

ଚାନ୍ଦିକା ୬୬

ଚାନ୍ଦିକା ୭୧

ଚାଳଡିଆ ୬

ଚୌନ ୩, ୬୮, ୮୨, ୮୮, ୯୨, ୧୨୮

ଚୌନ ୮, ୧୮, ୯୯, ୧୧୧, ୧୧୩,

୧୧୬, ୧୫୭

ଜଗନ୍ନାଥ ୨୨

ଜନ ଏଲଡ୍ରେଡ୍ ୧୧୧, ୧୧୫

ଜନ୍ ଡି ମାରିଗ୍ନୋଲି ୩

ଜନ ନିଉବରୀ . ୫୩, ୧୦୬, ୧୦୯,

୧୧୧, ୧୧୬

ଜନ ହିଉସେନ୍ ଡି ନିନମୋଟେନ୍ ୧୧୨,

୧୨୩-୧୨୮

ଜାଫରୀ ୫୮

ଜାୟୋରିନ ୧୫, ୯୮

(ଜିନୋସାର) ହିରୋନିମୋ ଡି ଆଣ୍ଟୋ

୫, ୧୦,

ଜିଲାମ ୭

ଜିବ୍ରାଲ୍ଟାର ୧୭୮

ଜିବ୍ରାଲ୍ଟାର ୧୨୫, ୧୮୩, ୧୮୮, ୧୫୩,

୧୭୫-୧୭୭, ୧୯୯, ୨୦୧, ୨୦୩,

୨୦୯-୧୦, ୨୧୩, ୨୧୬, ୨୧୭,

୨୧୮, ୨୨୦, ୨୦୯-୨୧୫

(ଜେଲାଲ୍‌ଦିନାସ୍) ଆକବର ୮୯,

୫୧

জার্দেনা ৩

টমাস্‌ ষ্টীফেনস্‌ ২৩, ১১৫

টাইগার ৩২

টাণ্ডা ৬২, ৬৩

টানা ৪০

টানাসেরাই ৯১

টালিপো ৬৮, ৮৮

টার্ণাসেরি ১৫

টিম্মারদাস ৬৩

টেনাসরৌপ ৭

টেনেরিফ ১২০

ট্যাভারীস্‌ ২১৭

ডন গঞ্জালো ১৭৫

ডন ফ্রান্সিস্কো ৩৭

ডন মাথিয়াস্‌ ৩৭

ড্রাগোন ৮৪

ডামন ৪০

ড্যানভার্স ১৯১

ডিউ ১৪, ১৮, ৩৯, ৪০, ১১১, ১৫২

১৫৭

ডুকাট ৪৫, ৭৫, ১১০, ১৫৩

ডুয়ার্টে বারবোসা ১২

ড্রেক ২৬, ২৭, ১১২

তাতার ৬৮

তাপ্রোবেন ৭

তারিঘি ৮২

ত্রিপুরা ৬৬, ৭৩, ১১৬

ত্রিপোলী ১০, ৩২, ১০২, ১১১

ভুরকী ১৬০

ভৈমুরলং ৪

দরবার ১২৫

দামাঙ্কাস্‌ ৬, ১৪, ১৩৯

দারমেন ৬৮

দাবুল ৯, ১৫

দিল্লী ৪, ১৯, ৩৯, ৬৫

দ্বন্দ্বযুদ্ধ ২০

নরসিংহ রাজ্য ৭০

নাইট ২৭

নিউবেরী ২৮, ৩১, ১০৯, ১০৬,

১১৫

নিকোলাস্‌ পাইমেন্টা ২০, ২৩

নিকিটিন্‌ ৯, ১০, ১১

নিউ কলেজ ১১৫

নিউফাউন্ডলাণ্ড ২৫

নিকোলাস্‌ পাইমেন্ট ২০, ২৩

নিগ্রোস ৭৩, ৭৪, ৮

ফেমিং ১১০

ফাদারগণের জ্ঞান ও সাধুতা সম্বন্ধে

বাদশাহের ধারণা ২৬০

কর্তৃক কুমারীর মূর্তি প্রদর্শন ২৬০

বড়দিন প্রতিপালন ২৫৮

প্রতি বাদশাহের অত্যধিক সদয়ভাব
২৫৭

হস্তে রাজকুমারগণের শিক্ষাপ্রণ ২৭৩

পারশু ভাসা শিক্ষা ২৫০

বাদশাহের সহিত ভোজন ২৪৯

আগ্রাযাত্রা সম্বন্ধে মতামত ২২৫

আগ্রায় পৌছান ২২৮ ২২৮

বাদশাহ দর্শন ২২৯, ২৩৫

অর্থ নিতুমণ ২২০, ২৫৩

মৌলবাদিগণের সহিত তর্ক ২৩৬, ২৩৮

বাদশাহের ব্যবহার ২ : ৭

অগ্নিপরীক্ষার প্রস্তাব সম্বন্ধে মতামত
২৩৯, ২৫১

অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে মতামত
২৪১

ফাদার রডলফ ২১৩, ২১৪, ২২৬,
২২৭, ২৩০, ২৪৭, ২৪৯, ২৫০,
২৫৭, ২৫৯, ২৬২, ২৬৭,

একোয়া ভাইভা ২১৪, ২২৬

মনসিরাট ২২৬ ২৭১

বাস্তবিক ভিন্সেন্সিয়াস ২২৭

গায়েস ২১৬,

শ্রী ফন্স ৪৫

বন্ধ্যা ১০, ১১৬,

বসোরা ৬, ৩৫, ৩৬, ১০১, ১১৫,
১১৬

বাকলা ৬৯, ৭০, ১১৬,

বাকু ৮

বাদশাহ ২২৫, ২২৯, ২৪০, ২৪২,
২৪৩, ২৫২, ২৫৩, ২৫৬, ২৫৭,
২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৭-
২৭৫

বাদশাহি সৈন্ত ২৬৩, ২৬৪

নওবাস ২৫৫ ২৬৬

প্রাসাদ ২৭১

রাজস্ব ২৬৩, ২৬৪,

বাহু ৩৯

বান্দৌ ৯২, ১১৯

বানগানৌ ১২৯

বামনৌরাজ্য ৯, ১০, ১১

বারমপোর ৪৯

মেদন ৭৪
 মেরিনো স্ত্রানুটো ২
 মেলিয়ান্ কোটা ৮
 মোকাডন্ ১৬৫
 মোচা ৩৯, ৬৬
 মোজাষিক ১৮২
 যবদ্বীপ ৮
 যমুনা ৫৫, ৬৩
 যোগী ১৪৬
 “রাম” ৬৬
 রি গঞ্জেলেন্ ডিক্কাভিনা ৪
 রিচার্ড ষ্টেপার ৩২
 রোমান্ ক্যাথলিক ৫
 রোলি ৮৫
 লঙ্কা ১০, ৭২
 “লরেল” ১০০, ১১৯
 লণ্ডল ৫২, ১০২
 লহিবানাস্ ১১৭
 লাডোভিকো ডি ভার্থেমা ১৩
 লাহোর ২২
 লাবন ৯৪
 লিড্‌স ২৮, ৩১, ১১৫
 লিন্‌সোটেন্ ১২৩-১২৪

লীগ ৪৪, ৯৯
 লোহিত সাগর ১০, ১৪
 শেখ নুরুল হক ২১১
 শ্রামদেশ ৭৯, ১৮১
 “শ্বেতহস্তীর নরপতি” ৭৭
 শ্রীপুর ৭০, ৭১
 ষ্টোরী ২৮, ৩১, ১১৫
 সকোট্রা ৮
 সতীদাহ ১২, ২২, ২৬, ২৬২
 সপ্তগ্রাম ১৯, ৫৪, ৬৪, ৬৫, ৬৬,
 ১১৬ .
 সমরকন্দ ৪
 সাতীন ৯
 সিজার ডি ফেডারিক্ ১৩, ১৭, ১৮
 সিরিয়ণ ৮২, ১১৬
 সিরিয়া ১০, ৩২, ১১৭
 সিবাষ্টিয়ান্ মানরিক্ ২০, ২১, ২২
 ২৩
 সুমাত্রা ৭, ১০, ১৫, ১৭, ৮২, ৯২,
 ১১৭
 “সুসমাত্রা” ২৩৬
 সেন্ট টমাস্ ৩, ৭১, ১৫২
 সেন্টথোম্ ৮২

“সরিষন” ৮০

সৌরঙ্গ ৫০

সেকুহডোর ৪৮, ৪৯

স্বর্ণগ্রাম ৭১

স্মার জন্ মাণ্ডেভিল ৩, ৪

স্মার জজ্জ বার্ডউড ৩, ১১৮

হর (দেবতা) ৫৭

হিডালকান্ ৪৪, ৪৮, ১২৬

হিরাট ১৪

হিরোনিমো ডি আন্টো ষ্টিফানো ৯

হিরোনিমাস্ জেভিয়ার্ ২১৬

হুমাযুন ২৩৩

১০নং শ্রামাচরণ দেব ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মহেশ প্রেন হইতে শ্রীউপেন্দ্র নাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত ।

"Recommended as Prize and Library Books"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার সম্পাদিত

সমসাময়িক ভারত

প্রথম খণ্ড—১৥০ দ্বিতীয় খণ্ড—১৥০ তৃতীয় খণ্ড—১৮০ অষ্টম
খণ্ড—৩ উনবিংশ খণ্ড—৩ ।

শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের অত্যন্ত আদরের সামগ্রী এবং বিদ্যানুভাগী প্রত্যেক
ব্যক্তির প্রয়োজনীয় । বাঙ্গালা ভাষার ও প্রত্যেক লাইব্রেরীর গৌরবের সামগ্রী ।

প্রত্যেক খণ্ডই সম্পূর্ণ—প্রতি খণ্ড সুন্দর কাগজে, সুন্দর কাপড়ের বাইণ্ডিংএ,
সোনার জলে নয়নরঞ্জন ডিজাইন, সুশোভিত । প্রতি খণ্ডের স্বল্প বহু
মূল্যবান ভূমিকা ।

চতুর্থ, পঞ্চম, নবম, একাদশ, দ্বাদশ ও একবিংশ খণ্ড যন্ত্রস্ত ।

কতিপয় সংবাদপত্রের মতামতের সারাংশ—

"The amount of patient and scholarly work displayed
by the author would do credit to a savant."—*Bengalee*.

"The scholarly notes and the careful editing clearly
prove that the series when completed will be a valuable
treasure in the Bengali literature."—*A. B. Patrika*.

"Will be a magnificent acquisition to Bengali literature."
Indian Mirror.

"A voluminous work which will considerably enrich
the Bengali literature."—*Empress*.

"তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বহুকালের অভাবপূর্ণ করিবার জন্য
বহুপরিশ্রম করিয়াছেন ।"—*ভারতবর্ষ* ।

"ব্যাপার প্রকৃতই বিরাট । গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ হইলে লেখক বঙ্গসাহিত্যের
প্রকৃত পুষ্টিসাধনে সক্ষম হইবেন ।"—*ভারতী* ।

"ভারত-ইতিহাসের এক শ্রেণীর উপাদান সংগ্রহ করিয়া পাঠককে
অপরিসীম কৃতজ্ঞতা-বোধে পৌঁছাইয়া দিতেছেন"—*আর্য্যাবর্ত* ।

প্রাক শ্রেণীভুক্ত হইলে যখন যে খণ্ড প্রকাশিত হইবে তাহার

শ্রীযুক্ত বনেন্দ্র নংগাচাঁকর—“এই পর্যায়লব্ধ গ্রন্থাবলী যে বঙ্গসাহিত্য সমাজে বিশেষ আদরণীয় ভাৱে বলাই বহুলা। তোমার এই অধ্যবসায় অক্ষুণ্ণ থাকিয়া আমাদের সারস্বত ভাণ্ডারে নিয়ত নিযুক্ত থাক এই আমার আশীৰ্বাদ।”

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় চরপ্রসাদ শাস্ত্রী—“You are certainly doing a service to the Bengali-knowing people.”

শ্রীযুক্ত বনেন্দ্র নংগাচাঁকর—“No where in any other country has such an attempt been undertaken by a single scholar.”

ভাইসচান্সেলারগণের অভিমত—

- ১। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—“এই পুস্তক পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও রচনা নৈপুণ্যের প্রচুর পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের একটি মহাইরত্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে।”
- ২। শ্রীযুক্ত অশ্বত্থাষ মথোপাধ্যায়—“তোমার গ্রন্থ পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। ইহা অতি সুন্দর হইবে।”
- ৩। ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী—“তোমার বই অত্যন্ত আশ্লাদ ও মনোযোগের সহিত পড়িতেছি এবং সংবাদপত্র সমূহে ইহার ভূয়সী প্রশংসা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্লাদিত হইয়াছি।”

হাইকোর্টের জজদিগের অভিমত—

- ১। শ্রীযুক্ত প্রভুনাথ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—“গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার জগৎ বিশেষরূপে প্রশংসাই।”
- ২। শ্রীযুক্ত আশ্বত্থাষ চৌধুরী—“ইহা আমি যত্নের সহিত পড়িয়াছি। ইহা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। অতি মূল্যবান সংগ্রহ।”
- ৩। শ্রীযুক্ত সাবদা চরণ মিত্র—“ভাষার গৌরব বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন হইল।”

The Calcutta University is purchasing 50 Copies of each Volume

৫০০ টাকা ব্যয়ে এই গ্রন্থাবলীর মুদ্রাঙ্কণ শেষ হইবে।

সূচী

	পৃষ্ঠা
চিত্রসূচী	১০
ভূমিকা	১৭০
ইউরোপীয়ান্ পর্যটক	১

ফীচের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ২৯—১২২

প্রথম খণ্ড—৩১

বিস্মরা, ফেলুগিয়া, বাবিলন, বাবেল, অশ্বাজ ...	৩১
ডিউ, ডামন্, চৌল, গোয়া ...	৩৯

দ্বিতীয় খণ্ড—৪৭

বিজাপুর, গোলকন্দা, মছলিপটম্, বেলাপোন্, বিজনি ...	৪৭
আগ্রা, ফতেপুর, সপ্তগ্রাম, প্রয়াগ ও বারাণসী ...	৫১
পাটনা, গৌড়, কুচবিহার, হুগলি, সপ্তগ্রাম, ত্রিপুরা, ভূটান, বাকলা, শ্রীপুর, সোনারগাঁ ...	৬১

তৃতীয় খণ্ড—৭৩

সুনীপ, পেণ্ড	৭৩
---------------------	----

চতুর্থ খণ্ড—৯১

মালাকা, জাপান, বঙ্গদেশ, সিংহল, কোচীন, কালিকট, বিস্মরা, ...	৯১
আলেক্সো, লণ্ডন	৯১

ফীচের-ভ্রমণ বৃত্তান্তের পরিশিষ্ট ১০৩

রাজ্ঞী এলিজাবেথের পত্রদ্বয়	১০৫
ফীচের কারারোধ	১০৯
ফীচের স্বদেশ প্রত্যাগমন ও শেষ জীবন	১১৩
ফীচের সংক্ষিপ্ত জীবনী	১১৪
জন নিউবেরী	১১৬
ষ্টীফেন্সের পত্র	১১৯

জন হিউয়েন ভন্ লিন্সোটেনের পর্যটন বৃত্তান্ত ১২৫—১৯৪

জন হিউয়েন্ ভন্ লিন্সোটেনের পর্যটন	১২৫
লিন্সোটেনের পরিশিষ্ট	১৮৯

জন্ মিল্ডেনহলের পর্যটন বৃত্তান্ত—১৯৫—২০৫

মিল্ডেনহলের পরিশিষ্ট	২০৫
----------------------	-----	-----	-----

সাধারণ পরিশিষ্ট—২০৭

আকবরের দরবারে জিন্মুইট	২০৯
ডানিয়েল্ বার্টলি লিখিত পাদ্রী একোয়াভাইভার বৃত্তান্ত	২১৭
মন্সিরাটের বৃত্তান্ত	২২৬

চিত্র-সূচী

১।	ভারতবর্ষ অন্বেষণ কর্লে ইউরোপীয়ান্ জাতিগণ কর্তৃক দেশ		
		আবিষ্কার (মানচিত্র)	
২।	ভারত মহাসাগর ও তন্নিকটবর্তী প্রদেশে ইউরোপীয় উপনিবেশ		
৩।	রাজা এলিজাবেথ ও তাঁহার সচিবদ্বয়—বার্লি ও ওয়াসিংহাম্	২৪	
৪।	সম্রাট আকবর (যোগীবেশে)	...	৫১
৫।	“সুই—মা—ডা”	...	৮৪
৬।	জন্ হিউয়েন্ ভন্ লিন্সোটেন্	...	১২৫
৭।	গোয়ায় পৰ্তুগীজগণ	...	১৪০

বহুবর্ণের চিত্র

৮।	আকবরের মৃগয়া (খোদাবক্স লাইব্রারীর বহুপ্রাচীন চিত্র		
—	হইতে)	...	মুখপত্র
৯।	বারাণসী	...	৫৬
১০।	দেওয়ানী আম্ (খোদাবক্স লাইব্রারীর বহু প্রাচীন চিত্র		
	হইতে)	...	২৩০



আকবরের মগয়া
খুদাবক্স লাইব্রারী হইতে

ভারতে ইউরোপীয়ান পর্যটক

“সমসাময়িক ভারতে”র প্রথম কল্প “প্রাচীন ভারতে” আমরা ইউরোপ হইতে যে সকল ব্যক্তি এতদেশে আগমন করিয়া স্বচক্ষে দর্শনান্তর অথবা অন্তের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া ভারতীয় বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের বর্ণনা ধারাবাহিক ক্রমে প্রদান করিতেছি। চতুর্থ কল্প বা “ইউরোপীয়ান পর্যটকে” আমরা ইউরোপ হইতে অগ্ৰাণু যে সকল মহাজন ভারতবর্ষে আগমন করিয়া তাঁহাদের সমসাময়িক কালের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিবার প্রয়াস পাইব।

প্রথম কল্পে বর্ণিত গ্রীক রোমান প্রভৃতি লেখকগণের বর্ণনা ও ঋষি টমাসের (১) পৌরাণিক কাহিনী ব্যতীত আমরা অল্পবিস্তর উল্লেখযোগ্য

(১) প্রবাদ এই মহর্ষি টমাস, যিঙ কতৃক প্রত্যাশিষ্ট হইয়া ধর্মপ্রচারার্থ ভারতবর্ষে আগমন করেন। “The apostle Thomas, much against his will and inclination, had to undertake the work of preaching the Gospel to the Indians ; and that to induce him to obey the mandate he had received, our Lord appeared to him in person and sold him to

অনেকগুলি ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত নানা স্থলে দেখিতে পাই। আমরা সংক্ষেপে প্রথমতঃ সেই সকল বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া পরে “প্রথম ইংরাজ-পর্যটক পদবাচ্য” (২) ফীচ হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যান্ত সকলের বর্ণনা প্রদান করিব এবং কি কারণে ও কি প্রকারে ইংরাজ পর্যটকগণের দৃষ্টি ভারতবর্ষের উপরে নিপতিত হয় তাহাও প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

মেরিনো স্ত্রানুটো নামক ভিনিস নগরের একজন অভিজ্ঞ ১৩০০ হইতে ১৩০৬ সাল পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের নানাস্থান পর্যটন করেন। তাঁহার আলেখ্যে (৩) তৎকালীন ভারত ও ভিনিসের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় মূল্যবান বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় ; কিন্তু, তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই।

স্ত্রানুটোর প্রত্যাগমনের দশ বৎসর পরে ওডোরিকো ডি পর্ডেনোন (৪) নামক সন্ন্যাসী (৫) অর্মাজে (৬) পৌছেন এবং তথা হইতে চারিজন

Habban, a minister of King Gondophares of the Indians, who had been sent to Syria in search of competent builders able to undertake the construction of a palace for his Sovereign.” (A. E. Medlycott's “India and the Apostle Thomas.”) এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে এবং অনেকে ইহা স্বীকার করেন না যে, টমাস ভারতবর্ষে আসিয়া-ছিলেন। বিশপ মেডলিকট প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, টমাস দাক্ষিণাত্যে দেহত্যাগ করেন এবং তথায় তাঁহার সমাধি হইয়াছে।

(২) “The first Englishman entitled to the appellation of a traveller, as far as India is concerned, was “Master Ralph Fitch, Merchant of London” (European Travellers in India : Oaten.)

(৩) পুস্তকের নাম “Liber Seceretorum fidelium Crucis super Terrae Sanctae recuperatione.”

(৪) Odorico di Pordenone.

(৫) Friar (এক শ্রেণীর খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারক)।

(৬) Ormuz.

ধর্মযাজকের অস্থি সংগ্রহার্থ ১৩২১ সালে তিনি বর্তমান বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী টানা নামক স্থানে উপনীত হন। প্রবাদ এইরূপ যে, এই চারিজন ধর্মযাজককে হত্যা করা হয় এবং অগ্রতম ধর্মপ্রচারক জোর্দেনা ইঁহাদিগকে সমাহিত করেন। পর্ডেনোন এইস্থান হইতে সমুদ্রপথে “পেলোমাম” (৭) “সিলান” (৮), করমণ্ডল উপকূল ও চীন এবং অন্যান্য স্থানে গমন করেন।

অগ্রতম সন্ন্যাসী জন ডি ম্যারিগনোলি (৯) চীনের রাজধানী পিকিন হইতে প্রত্যাগমন কালে ১৩৪৭ সনে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইনিও করমণ্ডল উপকূলস্থ সেন্ট টমাসের সমাধিস্থলে গমন করেন। স্মার জন ম্যাণ্ডেভিল (১০) নামক জনৈক ইংরাজ পর্যটকও এসিয়ার কোন কোন স্থানে পর্যটন করেন এবং যদিও তিনি ভারতবর্ষের যৎকিঞ্চিৎ কাহিনী প্রদান করিয়াছেন, তথাপি তাহাতে বিন্দুমাত্রও আস্থা স্থাপন করা যায় না। সার জর্জ বার্ডউড (১১) যথার্থই বলিয়াছেন যে, যদিও ম্যাণ্ডেভিল ভারতবর্ষের কথা লিখিয়াছেন তথাপি তিনি যে কখনও ভারতবর্ষে আগমন

(৭) বর্তমান কুইলোন।

(৮) লঙ্কা বা সিংহল।

(৯) John de Marignolli. ইনিও ফ্রান্স ছিলেন।

(১০) Sir John Mandeville ; ইনি ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত করেন।

(১১) Sir George Birdwood তাঁহার সুবিখ্যাত “Report on the Old Records of the India Office” পুস্তকের ১৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন “He speaks of the marvyles of Inde,” but it is certain he was never there. He may be described as the father of English sensation writers, and is not to be trusted even when he may be telling the truth !”

করেন নাই, তাহা সূনিশ্চিত এবং ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী যে সকল লেখক বর্ণনা করিয়া ইংলণ্ডবাসীর কোতূহল উদ্রেক করিয়াছেন ম্যাণ্ডেভিলকে তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করা যাইতে পারে। সত্য কথা বলিলেও তাঁহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে মনে করিতে হইবে।

১৪০৩ খৃষ্টাব্দে রি গঞ্জেলজ ডি ক্লাভিজো নামক (১২) পর্তুগীজ-অমাত্য পর্তুগালের নরপতি কর্তৃক সমরকন্দে তৈমুরলংগের দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইনিও ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই ; কিন্তু অনতিপূর্বেই তৈমুর ভারতবর্ষে অভিযানে ব্যাপ্ত থাকাতে ইনি উত্তর-ভারত-সংক্রান্ত কিছু কিছু বৃত্তান্ত লোক-প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছিলেন। লোক পরম্পরায় যাহা শ্রুত হন, তাহাই তিনি স্বীয় পুস্তকে (১৩) লিপিবদ্ধ করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা তিনি লিখিয়াছেন তাহা সত্য না হইলেও কথঞ্চিৎ চিত্তাকর্ষক। তিনি দিল্লীকে রাজধানী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে যে সমৃদ্ধিশালী অনেক নগর আছে ও অধিবাসীরা যে ধনী তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, তিনি বলিয়াছেন যে, “দেশের নরপতি ও অধিবাসীরা খৃষ্টধর্মাবলম্বী। অল্প জাতিও আছে বটে, কিন্তু তাহারা ঘৃণিত।” এ বর্ণনা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে সত্য মিশ্রিত থাকিলেও অধিকাংশই অসঙ্গতি পরিপূর্ণ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে কতগুলি ইউরোপীয়ান পর্যটক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন তাহা সূনির্দেশ করা দুঃসাধ্য। তিনজনের বর্ণনা যথায়থ ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় ; চতুর্থের বর্ণনা পাওয়া যায় না। ভিনিস

(১২) Ruy Gonzalez de Clavigo.

(১৩) পুস্তকের নাম “Narrative of the Embassy of Ruy Gonzalez de Clavigo to the Court of Timour, at Samarcand.” A.D. 1403-1406.

বাসী নিকোলো ডি কন্টি, ক্রসীয়ান্ আথানেসিয়াস্ নিকিটিন্ এবং জিনোয়ার হিরোনিমো ডি সান্টো স্টিফানো তৎকালীন ভারতের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু, পিট্রো কভিলহাম্ নামক স্পেনবাসীর বর্ণনা লোপ পাইয়াছে (১৪)।

নিকোলো ডি কন্টি ভারতবর্ষ ও পূর্বাঞ্চলস্থ অন্ত্যান্ত দেশে ১৪১৯ হইতে ১৪৪৯ অর্থাৎ প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর অতিবাহিত করেন। মিসরের প্রান্তদেশে স্ত্রী পুত্রের জীবন রক্ষার্থ নিজেকে অন্য ধর্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে, ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া পোপের (১৫) নিকট পাপ-মোচনের জন্ত প্রার্থনা করেন। পোপ চতুর্থ ইউজীন কন্টিকে তাহার পর্যটনের ইতিহাস বর্ণনা করিবার জন্ত আদেশ প্রদান

(১৪) Nicolo de' Conti : Athanasius Nikitin : Hieronimi di Santo Stefano : Pedro Covilham.

(১৫) "During his travels Conti had once, while in Egypt, been compelled to abjure his religion in order to save his wife and his children from death. Some five years after his return, troubled in conscience by the memory of his faithlessness, Conti sought absolution from Pope Eugene for his sin. The Pope was exceedingly happy in his choice of a penance for the erring wanderer. He ordered him to relate his adventures to Poggio Bracchiolini, his famous secretary, who wrote a Latin Version of them." কন্টি স্বদেশ প্রত্যাগমনের পাঁচ বৎসর পরে অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়ায় পোপ তাঁহাকে তাহার পর্যটনের ইতিহাস বর্ণনার আদেশ প্রদান করেন এবং তদনুসারে কন্টি পোপের সেক্রেটারীর নিকট উহা বর্ণনা করেন। সেক্রেটারী উহা লাতীন ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন।

করেন এবং তদনুসারেই কন্টি যে সকল স্থানে ভ্রমণ করেন, সেই সকলের বৃত্তান্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

কন্টি আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়া ছয়শত বণিকের সহিত নিজ পণ্য সহ দামকাস হইতে যাত্রা করিয়া আরবের মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া চালডিয়ায় পৌছেন। তথা হইতে বোগদাদ, পরে আট দিবসে বসোরা, চারিদিনে পারশ্যোপসাগর, পাঁচদিনে কালকাস এবং পরে অম্মাজে উপনীত হন। ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়া আরব দেশের কালেকেসিয়া(১৬)বন্দরে যাইয়া পারসীভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তথায় তদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তিনি কয়েকজন পারসীক বণিকের সহিত একমাসে কাশে পৌছেন। কন্টি লিখিয়াছেন যে, কাশেতে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। পশ্চিম ভারতবর্ষের উপকূল হইয়া জলপথে কুড়িদিনে তাঁহার উপকূলবর্তী পাকামুরিয়া ও হেলী নামক দুইটা নগরে গমন করেন। এই দুইটা স্থানে, কন্টি উল্লেখ করিয়াছেন যে, আদা পাওয়া বাইত। এই স্থান হইতে প্রায় তিনশত মাইল অগ্রসর হইয়া বণিকগণ বিজয়নগরে উপস্থিত হন। কন্টি এই সমৃদ্ধিশালী নগর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে বিজয়নগরে এক লক্ষ সৈন্য আছে ; অধিবাসীরা ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারে এবং তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহাদের পত্নীগণ সহমৃত্যু হয়। রাজা ভারতবর্ষের সকল নরপতি অপেক্ষা পরাক্রান্ত এবং তাঁহার দ্বাদশ সহস্র পরিচারিকা আছে ; এই সকল পরিচারিকার চারি সহস্র সদাসর্বদাই পদব্রজে তাঁহার অনুগমন করে এবং তাঁহার রন্ধনশালায় ব্রতী

(১৬) এই স্থান নির্দ্ধারিত হয় নাই। কালেকেসিয়া-কালহাট বলিয়া বার্ডউড নির্দেশ করিয়াছেন। বিজয়নগরকে কন্টি “বিজেনেগালিয়া” (Bizenegalia) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কন্টি সিংহল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা যে ভ্রমপূর্ণ তাহা বলাই বাহুল্য।

থাকে ; অল্প চারিসহস্র অশ্বারোহণে অথবা শিবিকায় তাঁহার অনুগামিনী হয় ; দ্বিসহস্র তাঁহার সহিত সহমৃত্যু হয় । সহমরণ ইহাদের মধ্যে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হয় । বিজয়নগর হইতে আট মাইল দূরবর্তী, পেলাগঙ্গা নামক সহর এই রাজ্যেরই অধীন ; ইহার দশ মাইল বিস্তৃতি । এই স্থান হইতে স্থলপথে আমরা পুতিপাটনা পৌছি এবং তথা হইতে সেন্ট টমাসের সমাধিস্থল-সুশোভিত মালাপুরে যাই । মালাপুরে একটা বৃহৎ ও সুন্দর গির্জা আছে । অধিবাসীরা নেথোরিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত । সমগ্র প্রদেশ মালাবার নামে খ্যাত ।

এই প্রদেশের প্রান্তভাগে প্রায় দ্বিসহস্র মাইল বিস্তৃত জিলাম নামক একটা প্রসিদ্ধ দ্বীপ আছে ; এই দ্বীপে পদ্মরাগ, মণি, অশ্রু প্রস্তুত এবং প্রচুর ঝাড়ুচিনি আছে । উইলোর গায় এক প্রকার বৃক্ষও এই দ্বীপে আছে । দ্বীপমধ্যে তিন মাইল বিস্তৃত ব্রাহ্মণ-শাসিত একটি নগর আছে ; এই সকল ব্রাহ্মণগণ দর্শনের অধ্যয়নে জীবনাতিপাত করে এবং ইহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ ।

ইহার অনতিদূরেই সুমাত্রা নামক দ্বীপ আছে ; প্রাচীন কালে ইহা তাপ্রোবেণ নামে আখ্যাত হইত । আমরা এই স্থানে এক বৎসর অতি-বাহিত করি । এই স্থানে সর্বোৎকৃষ্ট মরিচ জন্মে । দ্বীপের এক অংশস্থ অধিবাসিবৃন্দ মনুষ্যমাংস ভোজন করে ।

এই স্থান হইতে আমরা টেনাসরীম এবং গঙ্গার বদ্বীপ হইয়া কার্ণো-ভেম ও মারেজিয়া পৌছি । আমরা নদীর উভয় তীরস্থ নানাপ্রকার ফল-মূল সুশোভিত সুন্দর সুন্দর গ্রাম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি । এই সকল গ্রামে প্রচুর পরিমাণে রক্তা এবং নারিকেল জন্মে ।

পরে আমরা আরাকান পৌছি এবং ইরাবতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া

আভায় গমন করি। অত্রস্থ অধিবাসীরা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই মত্তপানে সময়ান্তিপাত করে।

অতঃপর কন্টি পেণ্ড ও যবদ্বীপে নয়মাস অতিবাহিত করিয়া সমুদ্রপথে কাষে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথা হইতে তিনি কোচীন, কোলাঙ্গরিয়া পলিউরিয়া, মেলিয়ান কোটা ও কালিকট হইয়া সেকোটায় গমন করেন। শেষোক্তস্থানে দুইমাস অতিবাহিত করিয়া তিনি কাষে হইতে যাত্রা করিয়া ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে গৃহে প্রত্যাগমন করেন (১৭)।

কন্টির প্রত্যাগমনের চতুর্বিংশ বৎসর পরে রুসীয়াবাসী আথানে-সিয়াস নিকিটিন বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার জন্ম-স্থান ভার (১৮) পরিত্যাগ করিয়া ভল্গা নদী হইয়া কাস্পিয়ান সাগরে উপনীত হন। অঙ্গাকান পৌছিলে দস্যুতে তাঁহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে এবং তিনি কারাগৃহে প্রেরিত হন। মুক্তিলাভ করিয়া তিনি বাকু হইয়া বোখারা পৌছেন। বোখারা তখন বাণিজ্য-প্রধান স্থান ছিল। প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কিছুকাল সারীতে অবস্থান করেন এবং তথা হইতে পারস্ত হইয়া তিনি অশ্মাজে পৌছেন। এই স্থান হইতে জাহাজে করিয়া তিনি ভারত-মহাসাগর (১৯) উত্তীর্ণ হইয়া মক্কাট, গুজরাট, কাষে ও চৌলে উপনীত হন। শেষোক্তস্থলে তিনি জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিদরে (২০) গমন করিয়া চারি বৎসর

(১৭) Hakluytus Posthumus or Purchas His Pilgrimes. Volumes XI. Chap VII.

(১৮) Tver.

(১৯) নিকিটিন ভারত মহাসাগরকে “Doria Hondustankaia” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(২০) বিদর তখন বামনী রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল।

অতিবাহিত করেন। বিদর তখন বামনীর রাজ্যের রাজধানী ছিল। বিদর হইতে তিনি কনকন উপকূল হইয়া অস্মাজে এবং পরে স্থলপথে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

আমরা নিকিটিনের বৃত্তান্ত হইতে কয়েকটি স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

অস্মাজ—পৃথিবীর একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এই স্থানে সকল দেশীয় লোক এবং সকল প্রকার পণ্য পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর যে স্থানে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই অস্মাজে আমদানী হয়। তবে, শুক্কের হার অত্যন্ত বেশী—মূল্যের এক দশমাংশ।

কালেশ্বরাট—ভারত মহাসাগরের একটি প্রধান বন্দর। এই স্থানে পরিচ্ছদ, সাটীন ও কস্মল আমদানী হয় এবং নীল প্রস্তুত হয়। এই স্থানে “আগেট” নামক মণিও পাওয়া যায়।

দাবুল—কনকানের অন্তর্গত দাবুলে মহীশূর হইতে অশ্বের আমদানী হয়। ইহাও একটি বিস্তৃত বন্দর।

কালিকট—এই স্থানে মরিচ, দারুচিনি, আদা, রংয়ের বৃক্ষ, লবঙ্গ এবং নানা প্রকার মসলার আমদানী হয়।

বিদর—মুসলমান রাজ্যের রাজধানী। এই স্থানে অশ্ব, নানা প্রকার পণ্য এবং কৃষ্ণবর্ণের ক্রীতদাস ক্রয় বিক্রয় হয়।

বিজয়নগর—হিন্দু নরপতি অত্যন্ত পরাক্রান্ত। তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্তের অবধি নাই এবং তিনি পর্বত-গৃহে বাস করেন। এই প্রকাণ্ড নগর তিন দিকে দুর্গ-বেষ্টিত, মধ্যস্থলে নদী। নগরটি দুর্ভেদ্য।

অন্যতম পর্য্যটক হিরোনিমো ডি সাণ্টো ষ্টিফানোও “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ” এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদনোদ্দেশে পঞ্চদশ শতাব্দীর

শেষভাগে এতদ্দেশে আগমন করেন। যতদূর অবগত হওয়া যায় তাহাতে ১৪৯৪ হইতে ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষে অতিবাহিত করেন। মিসরের রাজধানী কাইরো হইতে যাত্রা করিয়া তিনি নীলনদ হইয়া কেনে নামক স্থানে পৌঁছেন এবং তথা হইতে জলপথে মিসরের দুর্গম মরুভূমিতে সাত দিন অশেষ ক্লেশভোগ করিয়া লোহিত সাগরের অন্তর্গত কোসিরে ও এডেন হইয়া কালিকট পৌঁছেন। এই পর্য্যটক উল্লেখ করিয়াছেন যে, কালিকটে তখন মরিচ এবং আদা জন্মিত। কালিকট হইতে জাহাজ-যোগে ছাব্বিশ দিনে তিনি লঙ্কায় উপনীত হন। লঙ্কায় তখন প্রচুর দারুচিনির বৃক্ষ জন্মিত এবং নানা প্রকার মূল্যবান্ প্রস্তুত পাওয়া যাইত। এই স্থান হইতে দ্বাদশ দিনে তিনি করমণ্ডল উপকূলে উপস্থিত হন। এইস্থানে চন্দন উৎপন্ন হইত। দীর্ঘকাল এই স্থানে বাস করিয়া তিনি বস্ত্রের অন্তর্ভূত পেণ্ড, তথা হইতে মালাকা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থান হইয়া সিরিয়ার অন্তর্গত ত্রিপোলীতে উপনীত হন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর পর্য্যটকত্রয়ের মধ্যে ষ্টিফানোর বৃত্তান্তে আমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই পাই না এবং কন্টি ও নিকিটিন যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই প্রাধান্যযোগ্য। ইঁহাদের বর্ণনা হইতে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় বিশেষ কিছু অবগত না হওয়া গেলেও, সামাজিক অবস্থা অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়।

কন্টি যখন এতদ্দেশে আগমন করেন, তখন বামনী রাজত্ব ব্যতীত বিজয়নগর রাজ্যের সমকক্ষ অন্য কোন রাজ্য ছিল না। বিজয়নগরের তৎকালীন অবস্থা অবগত হইতে হইলে কন্টি ও নিকিটিনের বর্ণনার উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতে হয়। কন্টি বলিয়াছেন যে, বিজয়নগর, অর্থাৎ রাজধানীর পরিধি ষাট মাইল ছিল এবং ৯০,০০০ সহস্র অধিবাসী

অস্বাভাবিক সক্ষম ছিল। কিন্তু, এ প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিজয়নগর এ সময়ে তাহার কীর্তির শীর্ষস্থান অধিকার করে নাই। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৫৬৫ বৎসর পর্যন্ত ইহা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সুতরাং, সে হিসাবে কন্টি তথাকার সৈন্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রকৃতই উল্লেখযোগ্য।

উভয় পর্যটকের কেহই বিজয়নগর রাজ্যের পরিমাণ প্রদান করেন নাই বটে ; (২১) কিন্তু, কন্টি ও নিকিটিন উভয়ের বর্ণনা হইতেই আমরা বিজয়নগর ও বামনী রাজ্যের বিবাদ বিসম্বাদের যথেষ্ট ইতিহাস প্রাপ্ত হই। নিকিটিন বিজয়নগরের সমৃদ্ধির ও উহার অবস্থানেরও বিষদ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। নিকিটিন হইতে আমরা বামনী রাজ্যেরও অনেক ইতিহাস অবগত হইতে পারি। এই সম্বন্ধে আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয়ান্ পর্যটকগণের মধ্যে একমাত্র নিকিটিনই বামনী-রাজ্যে আগমন করেন। নিকিটিন বিদরনগরকে এই রাজ্যের সর্বপ্রধান নগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় বিদরের সমৃদ্ধির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, নগরটী বহুজনাকীর্ণ ; কিন্তু, প্রদেশস্থ অধিবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র। অভিজনগণ ধনী এবং বিলাসপ্রিয়। তাঁহাদিগকে রোপ্যানিষিত খটায় বহন করা হয় এবং গমনাগমনকালে তাঁহাদের অগ্রে সুসজ্জিত অশ্বারোহণে কুড়িজন অশ্বারোহী ও পশ্চাতে তিনগত অশ্বারোহী, পাঁচশত পদাতিক ও বাঘকরগণ গমন করে। নিকিটিন বলিয়াছেন যে, বিজয়নগরের

(২১) আবদার রজাক নামক আরবদেশীয় বণিক ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে পারস্যের বাদশাহ কর্তৃক বিজয়নগরের নরপতির নিকট দূতরূপে প্রেরিত হন। বিজয়নগরের বৃত্তান্ত জানিতে হইলে রজাকের মূল্যবান বৃত্তান্ত পাঠ করা একান্ত কর্তব্য।

বিক্রমে অভিযানকালে সুলতান ৯০০,০০০ সৈন্য, ১৫০,০০০ অশ্ব ও ৫৭৫টি হস্তী সঙ্গে লইয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয়, কন্টি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে আমাদেরকে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। তৎকালীন বঙ্গের বৈদেশিকগণের বৃত্তান্ত আরও অধিক পরিমাণে হস্তগত হইলে, ঐতিহাসিকগণের অধিকতর সুবিধা হইত। কন্টি সেই সময়কার আইন কানুন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা যে কেবল বিজয়নগরে প্রচলিত ছিল তাহা বলিয়া মনে হয় না। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, অপরাধী সাক্ষীদ্বারা স্বীয় নির্দোষিতাপ্রমাণে অশক্ত হইলে তাহাকে দেবতার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইত এবং তাঁহার সম্মুখে তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইত যে সে নির্দোষ। পরে, তাহাকে উত্তম কোদালি লেহন করিতে হইত এবং যদি উহাতে তাহার জিহ্বায় কোনরূপ ক্ষত না হইত তবে সে নির্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত।

কন্টি যে সময় ভারতবর্ষে আগমন করেন, সে সময়ে সতীদাহ প্রচলিত ছিল। কন্টি সতীদাহের নিম্নোক্ত বর্ণনা করিয়াছেন :—“মধ্যভারতে মৃতদেহকে দাহ করা হয় এবং তাহাদের স্ত্রীগণকেও প্রায়ই তাহাদের সহিত দাহ করা হয়। বিবাহের সময় যেক্রপ নির্দ্ধারিত হয় সেই হিসাবেই স্ত্রীকে সহমৃতা হইতে হয়। প্রথমা স্ত্রী আইনানুসারে সহমৃতা হইতে বাধ্য— এমন কি সে স্ত্রী একমাত্র পত্নী হইলেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু, অন্যান্য স্ত্রীগণকে এই সর্তে বিবাহ করা হয় যে, স্বামীর মৃত্যুর পর তাহারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভা-বৃদ্ধিকরণার্থ সহমৃতা হইবে। এতদ্দেশে ইহা অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখা হয়। মৃত স্বামীকে উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া খট্টার উপর স্থাপন করা হয়। পিরামিডের আকারে শবের উপরে চিতা সজ্জিত করা হয়। এই চিতা সুগন্ধী কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

চিতায় অগ্নি প্রদান করিলে, স্ত্রী বহুমূল্য বেশ ভূষায় সজ্জিতা হইয়া চিতা প্রদক্ষিণ করে। বহুসংখ্যক লোক সতীর সঙ্গে সঙ্গে চিতা প্রদক্ষিণ করে এবং নানারূপ বাগ্মধ্বনি হইতে থাকে। ইতিমধ্যে, একজন পুরোহিত উচ্চ-স্থানারূঢ় হইয়া জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে ও পরজন্মে ঐ স্বামীর সহিত পুনর্বার মিলিতা হইবার কথা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। চিতার চতুর্দিকে কয়েকবার পরিভ্রমণ করিয়া, সতী ও ভ্রাতৃ বস্ত্র পরিধান করিয়া অবগাহনান্তর চিতায় ঝম্প প্রদান করেন। যদি কেহ এরূপ করিতে ভীতা হয়, তবে তাহাকে বলপূর্বক চিতায় নিক্ষেপ করা হয়। পরে, চিতা-ভস্ম সংগ্রহ করিয়া পাত্রে স্থাপন করা হয়।”

কন্ঠির পুস্তকে বিজয়নগরের সম্বন্ধীয় আরও অনেক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় এবং সকলদিক্ পর্যালোচনা করিলে ইহা স্বীকার করা যাইতে পারা যায় যে, তাঁহার বৃত্তান্ত অত্যন্ত মূল্যবান্ (২২)।

ইংরাজ-পর্যটকগণের এতদেশে আসিবার পূর্বে, আরও কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটক ভারতবর্ষে আগমন করেন। লাডোভিকো ডি ভার্থেমা, ডুয়াটে বারবোসা, সিজার ডি ফেডারিকি, ফার্নাণ্ডো নুনিজ এবং ডেমিঙ্গোজ পিজের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এতন্মধ্যে ভার্থেমা, বারবোসা এবং ফেডারিকি অধিকতর উল্লেখযোগ্য। বিজয়নগরের হিন্দুরাজত্বের বৃত্তান্ত জানিতে হইলে নুনিজের পুস্তক অত্যাৱশ্যক।

লাডোভিকো ডি ভার্থেমা বোলোনার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ভারত-বর্ষ ব্যতীত আরও অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং যে যে দেশে

২২) নিকিটিন বিদর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “All are black and wicked, and the women all harlots, or witches, or thieves, or cheats ; and they destroy their masters with poison.”

গমন করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশেরই মূল্যবান বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভার্থেমার পর্যটনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি রাজনৈতিক বা বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভ্রমণ করেন নাই—ভ্রমণের জন্তই দেশ পর্যটন করিয়াছিলেন। পর্তুগীজগণের ভারতবর্ষে প্রাধান্যলাভ করিবার অব্যবহিত পূর্বেই তিনি এতদ্দেশে আগমন করেন এবং স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিবার পথ তিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

১৫০২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভার্থেমা ইউরোপ পরিত্যাগ করেন এবং কাইরো, বিরাট, দামস্কাস এবং মক্কা হইয়া লোহিতসাগরের পথে এডেনে উপনীত হন। খৃষ্টধর্মাবলম্বী গুপ্তচরবোধে শেযোক্ত স্থলে তাঁহাকে কারাগৃহে নিক্ষেপ করা হয়। অতিকষ্টে অব্যাহতি লাভ করিয়া তিনি আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলে গমন করেন এবং তথা হইতে জাহাজে করিয়া গুজরাটের অন্তর্গত ডিউয়ে উপস্থিত হন। পুনরায় তিনি ভারত-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া অস্মাজে পৌঁছেন। তথা হইতে হিরাট নগর দেখিয়া পুনর্বার অস্মাজে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সমুদ্র-পথে কাশ্বে উপনীত হন। ভার্থেমা কাশ্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, “গুজরাটবাসীরা মাংসাহারে বা জীবিতপ্রাণিহত্যা বিরত থাকে। তাহারা মুসলমানও নহে, হিন্দুও নহে। কিন্তু তাহাদের অধিপতি মুসলমান-ধর্মাবলম্বী। তাঁহার গোঁপ এত দীর্ঘ যে, তিনি উহা জ্বীলোকের কেশের স্তায় মস্তকের পশ্চাতে বাঁধিয়া রাখেন এবং তাঁহার দাড়ী এত বড় যে, উহা তাঁহার কটীদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত থাকে।”

কাশ্বে হইতে ভার্থেমা চোল, দাবুল, ওনোর, এবং মাঙ্গালোর হইয়া বিজয়নগর পৌঁছেন। বিজয়নগর পরিদর্শন করিয়া তিনি কালিকটে

গমন করেন। কালিকট এই সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল এবং ভার্থেমার পুস্তকের এক তৃতীয়াংশ কালিকটের বর্ণনাপূর্ণ। কালিকট পরিত্যাগ করিয়া, তিনি লক্ষাদ্বীপ হইয়া পুলিকাট, নেগাপটম, “টার্ণাসেরি” এবং “বাস্কেল” (২৩) দর্শন করেন। অতঃপর তিনি পেণ্ডু, মালাক্কা, সুমাত্রা ও বোর্নিয়োয় গমন করেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি পর্তুগীজ ও কালিকটের জামোরিনে যে জলযুদ্ধ হয় তাহা দর্শন করেন। পরে, তিনি কোচীনে কার্যগ্রহণ করেন এবং অবশেষে ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ-জাহাজে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

অন্যতম পর্যটক বারবোসা ষোড়শশতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইনিও বিজয়নগরের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(২৩) ভার্থেমা দক্ষিণাত্যের রাজনীতির প্রশংসা করিয়াছেন। বারবোসা বলিয়াছেন যে, অপরাধীর দোষগুণানুসারে বিচার হইত। তবে, বারবোসা ইহাও বলিয়াছেন যে, কালিকটে অভিজনগণ নানারূপ সুবিধা উপভোগ করিতেন এবং তাহারা কোন অপরাধেই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতেন না। দরিদ্রগণ নানারূপ অসুবিধা-ভোগ করিত। “বাস্কেলের” স্থান নির্দেশে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ ইহাকে সন্দীপ ও হাতীয়ার মধ্যবর্তী কোন স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভার্থেমা বাস্কেল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে “I never saw a country in which provisions were so cheap.” অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য এত সস্তা তিনি আর কুত্রাপিও দেখেন নাই। “Here they found the richest merchants they had ever met ; the principal exports were cotton and silk stuffs...The country abounded in grains of every kind—sugar, ginger and cotton and was withal the best place in the world to live in.” অর্থাৎ এই স্থানে সর্বাপেক্ষা ধনী বণিকগণ থাকে। কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। দেশে সকল প্রকার শস্ত, চিনি, আদা ও কার্পাস হয়। পৃথিবীর মধ্যে বাস করিবার এই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান। সোজাসুজি ভার্থেমার “বাস্কেল”কে বঙ্গদেশ বলা যাইতে পারে কি ?

বিজয়নগরের অতীত নরপতি কৃষ্ণদেবরায়ের রাজ্যাভিষেকের পূর্বে কি পরে তিনি বিজয়নগরে গমন করেন তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। তিনি বিজয়নগরের চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন। বিজয়নগরের বৃহৎ এবং সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদগুলি, ইহার প্রশস্ত গৃহ সকল, রাজপথ ও উদ্যান, ইহার অগাধ বাণিজ্য—এই সকল বিষয়েরই তিনি যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন। বিজয়নগরাধিপতি যে দাক্ষিণাত্যের রাজার সহিত অনবরত যুদ্ধ করিতেন তাহারও কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দেশ সুশাসিত ছিল এবং বিজয়নগরের রাজপথে সকল দেশের সকল জাতি সমবেত হইয়া ব্যবসায় করিত।

উড়িষ্যা সম্বন্ধে বারবোসা এইরূপ বলিয়াছেন :—

“উড়িষ্যা হিন্দুরাজ্য ; অধিবাসীরা সুদক্ষ সৈন্য। নরপতি প্রায়ই বিজয়নগরের রাজার সহিত যুদ্ধ করেন। উড়িষ্যাধিপতির পদাতিক সৈন্য সংখ্যায় যথেষ্ট—এবং ইহারা সুপটু। এতদেশে বন্দরের সংখ্যা অত্যল্প এবং ইহা বাণিজ্যপ্রধান স্থান নহে। উপকূল হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত দুই শত একুশ মাইল স্থান ইহার অধিকৃত। গঙ্গার অপর পারে বঙ্গদেশ অবস্থিত। উড়িষ্যাধিপতি মধ্য মধ্য বঙ্গদেশের সহিতও যুদ্ধ করেন। সকল ভারতীয় তীর্থযাত্রী স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করে। গঙ্গা স্নান-রাজ্যস্থ উৎস হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহারা মনে করে যে, ইহাতে স্নান করিলে সকল পাপ দূরীভূত হয়। এই নদী অত্যন্ত বৃহৎ এবং সুন্দর,—উভয় তীরে সমৃদ্ধিশালী হিন্দুনগর সমূহ সুশোভিত ; এই নদী ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী-ভূভাগে ভারতবর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড অবস্থিত। এই ভূভাগ উর্বরা ; ইহার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও প্রীতিপ্রদ এবং এই নদী হইতে মালাক্কা পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ডে ভারতবর্ষের তৃতীয় খণ্ড অবস্থিত।

বার্বোসা বঙ্গদেশ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন—গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইয়া আমরা বঙ্গরাজ্যে উপনীত হই। রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং উপকূলে অনেক নগর আছে। বন্দরে মুসলমান ও হিন্দু বাস করে। ইহারা নানাক্রম পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে। প্রান্তদেশে “বেঙ্গল” বলিয়া একটি নগর আছে। ইহার অধিবাসীরা খেতকায় এবং বলশালী। নানা-দেশীয় বৈদেশিকগণ এই নগরে বাস করে। এতদেশের জলবায়ু নাতি-শীতোষ্ণ ও দেশ উর্বরা বলিয়া আরব, পারস্ত ও আবিসিনিয়ার বণিকগণও এইস্থানে সমবেত হয়। ইহারা সমৃদ্ধিশালী এবং মক্কাদেশীয় নৌকার জাহাজ অনেকগুলি নৌকার অধিকারী। এই সকল নৌকার করিয়া এই সকল বণিকগণ করমণ্ডল, মালাবার, কাশ্মীর, পেশ্বর, সুমাত্রা, সিংহল ও মালাক্কায় গমনাগমন করে। এই দেশে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস, ইক্ষুদণ্ড, উত্তম আদা ও লঙ্কারিচ উৎপন্ন হয় এবং সুন্দর সুন্দর বস্ত্রাদিও প্রস্তুত হয়। অধিবাসীরা এই সকল বস্ত্র পরিধান করে এবং ইহা অন্ত্র রপ্তানীও হয়। এই স্থানে ময়দাও প্রস্তুত হয় ; কিন্তু অধিবাসীরা পাউরুটি প্রস্তুতে সক্ষম নহে। ইহা চর্ম্মের থলির অভ্যন্তরে পুরিয়া জাহাজে করিয়া অন্ত্র প্রেরিত হয়। বঙ্গদেশে নানাপ্রকার ফলও রক্ষিত হয়। এতদেশে বহু পরিমাণে অশ্ব, গাভী, মেঘ এবং সুরহং কুক্কট পাওয়া যায়। এতদেশীয় মুসলমান বণিকগণ হিন্দু মাতাপিতার নিকট হইতে সন্তান ক্রয় বা অপহরণ করিয়া আনয়ন করে। এতদেশীয় রাজা মুসলমান ও ধনী এবং তাঁহার হিন্দু প্রজাগণ তাঁহার অমুগ্রহ লাভের আশায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।”

ফেডারিকি অথবা সিজার ফেডারিক ইটালীবাসী ছিলেন। তিনি ১৫৬৩ হইতে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণ করেন। ১৫৬৩

খৃষ্টাব্দে তিনিস হইতে যাত্রা করিয়া তিনি অম্মাজ পৌছেন এবং তথা হইতে জাহাজে করিয়া ডিউ গমন করেন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে ফেডারিক গোয়ায় উপনীত হন এবং তথা হইতে স্থলপথে বিজয়নগরে যান। দুই বৎসর পূর্বে বিজয়নগর দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজগণ কর্তৃক ধ্বংস হইয়াছিল। তিনি এই ধ্বংসের এক করুণোদ্বেককারী বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

ফেডারিক বিজয়নগর হইতে গোয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। সম্ভবতঃ তিনি উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, পেণ্ড ও অন্তান্ত্রস্থানেও ভ্রমণ করেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া পর বৎসরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ফেডারিক উড়িষ্যা ও গঙ্গানদীর নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন :—

“উড়িষ্যা একটা সুন্দর রাজ্য এবং এরূপ সুশাসিত যে, যে কোন ব্যক্তি নিরাপদে সুবর্ণ হস্তে করিয়া দেশমধ্যে ভ্রমণ করিতে পারে। রাজা হিন্দু জাতীয় ; তাঁহার রাজধানী কটকে অবস্থিত, ইহা সমুদ্র হইতে স্থলপথে ছয় দিবসের ব্যবধান। এই রাজা বৈদেশিকগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন ; বিশেষতঃ, যাহারা বাণিজ্যার্থে এতদ্দেশে গমনাগমন করেন, তাঁহাদিগকে অত্যধিক শ্রদ্ধা করেন। তিনি এই সকল বাণিকগণের নিকট হইতে শুদ্ধ গ্রহণ অথবা তাহাদিগকে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করেন না। যে সকল জাহাজ এই প্রদেশে আগমন করে তাহা হইতেই কেবল সামান্য শুদ্ধগ্রহণ করা হয়। উড়িষ্যার প্রত্যেক বন্দরেই ২৫।৩০ ধানি ক্ষুদ্র বুহৎ জাহাজে চাউল এবং সুন্দর শুভ্র বস্ত্র ও তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই তৈলে মৎস্ত ভাজিত করা হয় এবং ইহা খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু। এতদ্ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে মাখন, লাক্ষা, মরিচ, আদ্রক, হরীতকী এবং রেশম-বস্ত্র প্রভৃতির

জন্ত এক প্রকার তৃণ এতদেশে পাওয়া যায়। ষোড়শ বৎসর পূর্বে এতদেশীয় রাজা ও এই রাজ্য পাটনাধিপতি কর্তৃক বিনষ্ট হয়। পাটনাধিপতি বঙ্গদেশের অধিকাংশেরও রাজা। তিনি এই রাজ্য জয় করিয়া তাঁহার রাজ্যে প্রচলিত ত্বকের ত্রায় দ্রব্যের মূল্যের শতকরা বিংশভাগ-শুল্ক প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি অল্পকালের জন্তই এই রাজ্য ভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; কারণ, তিনি আগ্রা ও দিল্লীর অধিপতি কর্তৃক বিনাযুদ্ধে পরাজিত হন।

“আমি উড়িষ্যা হইতে বঙ্গদেশের পিকুইনো বন্দরে গমন করি। ইহা উড়িষ্যা হইতে পূর্বদিকে একশত সত্তর মাইল। উপকূল ভাগ হইতে সমুদ্রপথে ৫৪ মাইল অগ্রসর হইয়া আমরা গঙ্গানদীতে পড়ি; গঙ্গার বদ্বীপ হইতে সাতগাঁনামক নগরে গমন করি। সাতগাঁ বদ্বীপ হইতে একশত মাইল; জোয়ারের সময় নৌকাপথে সাতগাঁয় পৌঁছিতে হয়। এতদেশীয় নৌকাকে বজরা বলে এবং নাবিকগণ সুদক্ষ। সাতগাঁ পৌঁছিবার পূর্বে বটর নামক স্থানে পৌঁছিতে হয়। জাহাজ ইহার পরে আর অগ্রসর হইতে পারে না। প্রত্যেক বৎসর তাহারা বটরে খড় দ্বারা গৃহ ও বিপণি নিৰ্ম্মাণ করে এবং যতদিন জাহাজগুলি এইস্থানে থাকে, ততদিন এই গৃহগুলি রক্ষা করা হয়। কিন্তু, জাহাজগুলির প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গৃহগুলিতে অগ্নি প্রদান করা হয়। আমি ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। সাতগাঁ যাইবার কালে আমি এই ঝোঁটীকে বহুসংখ্যক লোকপরিপূর্ণ ও বাজার সমন্বিত দেখিয়াছিলাম কিন্তু, প্রত্যাগমন কালে দেখিলাম যে সমস্ত ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজগুলি সপ্তগ্রামে যাইয়া পণ্য বোঝাই করে।”

পীজ্ ও মুনিজের বর্ণনার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা প্রসঙ্গান্তরে গমন করিব। পীজ্ দাক্ষিণাত্যের উৎসবাদির বৃত্তান্ত ও উৎসবকালীন

ব্যাসাদির বর্ণনা করিয়াছেন। মুনিজ্ ও পীজ্ উভয় হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালে নরহত্যা সম্পাদিত হইত। মুনিজ্ দাক্ষিণাত্যের কুষকগণের একটি চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, “রাজাই সকল ভূমির অধিকারী ছিলেন এবং তিনিই উহা কুষকগণকে প্রদান করিতেন। কুষকগণকে উৎপন্ন দ্রব্যের ১/৫ অংশ রাজাকে প্রদান করিতে হয় ; কুষকগণের কোন ভূমি নাই। প্রজাগণ ইচ্ছামত রাজার নিকট আবেদন করিতে পারিত। কোন স্থানে দস্যুতা হইলে সেই স্থানের শাসনকর্তাই উহার জন্ত দায়ী হইতেন। চুরি করিলে, চোরের হস্তচ্ছেদন করা হইত। নিয়ন্ত্রণীশ্ব লোকেরা অপরাধ করিলেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইত। রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে অপরাধীর চর্ম উঠাইয়া ফেলা হইত। বন্দ-যুদ্ধ অনুমোদিত হইত,—তবে অনুমতি লইতে হইত।”

ভারতবর্ষের এক প্রান্তে যখন পর্তুগীজগণ স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল, তখন কয়েকজন পর্তুগীজ ধর্মযাজক ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। এই সকল ধর্মযাজকগণের মধ্যে নিকোলাস্ পাইমেন্টা (২৪) এবং সিবাষ্টিয়ান্ মান্রিক্ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত— ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রধান যিশুইট ধর্মযাজক ক্রিষ্টিয়াস একোয়াভাইভাকে

(২৪) পাইমেন্টার পুস্তকের নাম “Indian Observations gathered out of the letters of Nicholas Pimenta, Visitor of the Jesuits in India, and of many others of that Societie, written from divers Indian regions, principally relating the countries and accidents of the Coast of Coromandal and of Pegu.” পাইমেন্টার পত্রগুলি ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ক্রিষ্টিয়াস একোয়াভাইভাকে লিখিত হইয়াছিল।

কতকগুলি পত্র লেখেন। এই পত্র গুলিতে দাক্ষিণাত্যের বিবরণ সূচক বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানরিক চাণ্ডিকান, চট্টগ্রাম ও কেদার রায়ের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

সিবাটিয়ান্ মানরিক্ ১৬১২ খৃষ্টাব্দে আবার তিনজন ধর্ম্মপ্রচারকের সহিত খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারার্থে বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। পরবর্তী ত্রয়োদশ বৎসর তিনি ভারতবর্ষের অনেক স্থান দর্শন করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার বর্ণিত সকল বৃত্তান্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। গোয়া হইতে অন্ততম তিনজন ধর্ম্মপ্রচারকের সহিত যাত্রা করিয়া তাঁহারা জলপথে আঞ্জেলিম (২৫) নামক স্থানে পৌঁছেন। তাঁহাদিগকে তত্রস্থ নবাবের নিকট লইয়া যাওয়া হইলে এবং জাহাজের কাপ্তেনের প্রতি জাহাজের চাবীগুলি দিবার আদেশ হইলে, তিনি অস্বীকার করিলেন। তৎক্ষণাৎ কাপ্তেন ও মানরিকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তাঁহাদিগকে বন্ধন ও গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করাইয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইল। কাপ্তেন, মানরিককে প্রবোধ দিতে লাগিলেন এবং এ সকলই কেবল তাঁহারা গুপ্তচর কিনা ইহাই পরীক্ষার্থ হইতেছে বলিলেন। কয়েকজন সৈন্ত উন্মুক্ত তরবারী হস্তে কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া, প্রায় সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করিবে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে, কাপ্তেনের কথাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইলে তাঁহারা লুগলির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

মানরিক্ তৎকালীন বঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের সুবাদারের অত্যাচারের

(২৫) আঞ্জেলিমকে পাইমেণ্টা গঙ্গাতীরবর্তী বলিয়াছেন। এই স্থানটি "হিজলী" বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

জন্ত ঐ প্রদেশের সমধিক উন্নতি হইত না। যদি কোন ভূম্যধিকারী সরকারী খাজানা দিতে অসমর্থ হইতেন, তবে সুবাদার তাঁহার জমি বাজেয়াপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না; তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিজন পর্যন্ত কারারুদ্ধ করিতেন। কিন্তু, মান্রিক্ এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশীয় প্রজা বেত্রাঘাত ভিন্ন কিছুতেই রাজস্ব প্রদান করিত না এবং স্বামী বিনা বেত্রাঘাতে রাজস্ব প্রদান করিয়াছে শুনিলে, স্ত্রী তাহাকে কিয়দিবস অনশনে বা অর্দ্ধাসনে কাটাইতে বাধ্য করিত। অধিবাসীরা মনে করিত যে, যে আঘাত করে সেই প্রভু; যে আঘাত করেনা সে কুকুর (২৬)। মান্রিক্ সতীদাহের কথা, হিন্দুর গো-গঙ্গার প্রতি ভক্তি, জগন্নাথে ও সাগরে (২৭) দেহত্যাগের কথারও উল্লেখ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া মান্রিক্ চট্টগ্রাম ও তথা হইতে আরাকানে গমন করিয়াছিলেন। এইস্থানে অনেকদিন বাস করিয়া তিনি বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করেন। গোয়ায় প্রত্যাগমন কালে তিনি পুনর্ব্বার কারারুদ্ধ হন। মুক্তিলাভ করিয়া তিনি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, কোচীন চায়না প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় বঙ্গদেশে গমন করেন। কিয়দিবস তথায় অবস্থান করিয়া তিনি আগ্রা ও তথা হইতে গঙ্গাপথে লাহোরে উপনীত হন।

মান্রিক্ কাবুল, কান্দাহার ও পারস্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (২৮)।

(২৬) "He who gives blows is a master ; he who gives none is a dog."

(২৭) মান্রিক্ লিখিয়াছেন যে, তখন গঙ্গা-সাগর কুস্তীর-পরিপূর্ণ থাকিত এবং কুস্তীরগণ কর্তৃক ভক্ষিত হইবার উদ্দেশ্যেই সন্ন্যাসীরা সাগরে ঝম্পপ্রদান করিত।

(২৮) মান্রিকের পুস্তকের নাম "Itinerario de las misiones del India Oriental." সর্ব্বপ্রথমে ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহা রোমে প্রকাশিত হয়।

নিকোলাস্ পাইমেন্টা ও সিবাষ্টিয়ান্ মানরিকের পূর্বে ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে টমাস্ ষ্টীফেন্স নামক একজন ইংরাজ ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতে ইনিই সর্বপ্রথম ইংরাজ—ইতিপূর্বে আর কোন ইংলণ্ডবাসী ভারতবর্ষে আইসেন নাই। ষ্টীফেন্স গোয়া পৌঁছিয়া সাল্‌সিটের ধর্মপ্রচারকগণের কলেজের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষে থাকিবার সময় তিনি তাঁহার পিতাকে দুই খানি (২৯) পত্র লিখিয়াছিলেন। এই পত্রদ্বয়ে গোয়ার কথঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায়। কথিত হয় যে, তাঁহার পত্রপাঠ করিয়াই ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-লিপ্সা কাহারও কাহারও মনে বলবতী হয়।

পর্যটক হিসাবে ষ্টীফেন্সের কোন মূল্য নাই। সে হিসাবে লণ্ডনের বণিক্ রাল্‌ফ্ ফীচের স্থান অনেক উচ্চে এবং পর্যটকদিগের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ফীচের আমূল বৃত্তান্তই আমরা “সমসাময়িক ভারতের” এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। ফীচের বর্ণনা আরম্ভ করিবার পূর্বে ইংলণ্ডের তৎকালীন অবস্থা আলোচনা করা এবং ফীচের পর্যটনের বৃত্তান্ত দিবার পূর্বে আমরা প্রথমে প্রকৃত যে কারণে “প্রথম ইংরাজ” এতদ্রোশে আগমন করেন তাহাই পর্যালোচনার প্রয়াস পাইব। ইংরাজের ভারতবর্ষে আগমনের প্রধান কারণ নির্ধারণ করিতে হইলে ইংলণ্ডের তৎকালীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দরকার।

১৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পোপ পঞ্চম পিয়াস ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথকে ধর্ম্মাধিকার হইতে বঞ্চিত ও সিংহাসনচ্যুত

করিবার আদেশ-সূচক এক আজ্ঞাপত্র প্রচারিত করেন (৩০)। এই আজ্ঞাপত্র যাহাতে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান স্থানে পৌঁছে তাহার ব্যবস্থা করা হয় এবং মে মাসের পঞ্চদশ দিবসের দিন উহার একখানি লণ্ডনের বিশপ মহাশয়ের দ্বারদেশে সংযোজিত রহিয়াছে দেখা যায়। রাজ্যীর মন্ত্রিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আর কোনও স্থানে এইরূপ আজ্ঞাপত্র আছে কিনা অনুসন্ধানের আদেশ প্রদান করিলে, একজন ছাত্রের নিকটও অন্য একখানি পাওয়া যায়। এই ছাত্রকে পীড়ন করিলে সে স্বীকার করে যে, সে ফেণ্টন নামক এক ব্যক্তির নিকট উহা প্রাপ্ত হইয়াছে। ফেণ্টনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে নির্কির্বাদে এইরূপ আজ্ঞাপত্র প্রচারের কথা স্বীকার করিল; কিন্তু নানারূপে পীড়ন করিলেও সে নিজ সহকারীদিগের নাম প্রদান করিল না।

যাহা হউক পোপের এইরূপ অশ্রাব্য আজ্ঞাপত্র প্রচারের জন্ত দেশবাসী সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং ইহা যে ইংলণ্ডের শত্রু ফ্রান্স বা স্পেনের প্ররোচনায় হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। এদিকে

(৩০) ঐতিহাসিক ভনরান্ক (Von Ranka) এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন “In the name of Him, who had raised him to the Supreme throne of Right, he (the Pope) declared Elizabeth to have forfeited the realm of which she claimed to be Queen; he not merely released her subjects from the Oath they had taken to her, we likewise forbid, her barons and peoples henceforth to obey this woman's commands and laws under pain of excommunication.” ইংলণ্ডের সর্বজনপ্রিয় রাজ্যীর প্রতি এরূপ কটুক্তি-সূচকবাক্য প্রয়োগে জনসাধারণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল এবং এরূপ অপমানসূচক বাক্য প্রযুক্ত হওয়ার জন্তই অতি অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত অপর সকলেই রাজ্যীর সপক্ষে একত্রীভূত হইয়াছিল।



রাজ্ঞী এলিজাবেথ ও তাঁহার সচিবদ্বয় (লর্ড বালি ও ওয়াসিংহাম)

এই আজ্ঞাপত্র প্রচারিত হইবার একপ্রকার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন রোমান ক্যাথলিক স্পেনের নরপতি কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া এলিজাবেথের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার হত্যার প্রয়াস পাইতে লাগিল। ফলে ইংলণ্ডীয় প্রটেষ্টান্টগণ তাঁহাদের রাজ্যীর রক্ষার্থে বন্ধ-পরিকর হইলেন এবং এইরূপ অত্যাচার হত্যা ঘণাকর মনে করিয়া অনেক রোমান ক্যাথলিকও রাজ্যীর পক্ষাবলম্বন করিলেন। জাতীয় স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য রাজ্যীর সকল প্রজা এক হইয়া সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল (৩১)। এই স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা হইতেই ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ড বাণিজ্যপ্রধান স্থান হইয়া পড়িল।

ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেন তৎকালে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করাতে স্পেন আমেরিকার সহিত বাণিজ্য করিয়া দিন দিন আরও সমৃদ্ধিশালী হইতেছিল। স্পেন-রাজ এই সময়ে পর্তুগাল ও তাহার উপনিবেশগুলি অধিকারকরণে সক্ষম হওয়াতে স্পেনের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এতদিন ইংলণ্ড স্পেনের এই বাণিজ্যবৃদ্ধির কোনরূপ বাধা প্রদান করে নাই—ইংলণ্ডবাসি-গণের দৃষ্টি “ব্যাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ” এই মহামন্ত্রের প্রতি আকর্ষিত হয় নাই। কিন্তু, স্পেন ক্ষমতা ও অর্থবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন ইংলণ্ডকে স্বীয় পদানত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ ও চেষ্টা করিতে লাগিল তখনই ধীরে

(৩১) প্রথিত নামা ঐতিহাসিক ডাঃ ক্রাইটন তাঁহার “Burleigh and his Times” নামক পুস্তকে সত্যই লিখিয়াছেন “Opposition to the Papacy was shown to be a necessary safeguard of the national independence. The stirring events of Elizabeth’s reign bound her people together, and demanded that they should offer a united front to their foes.”

ধীরে ইংলণ্ডের দৃষ্টি এই অর্থপ্রদানকারী বাণিজ্যের প্রতি পতিত হইল। প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ এই পথের পথিক হইলেন। ক্রমেই দেশের ও দেশের দৃষ্টিপাত ও সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যীর সহানুভূতিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, স্পেনকে দমন রাখিতে হইলে ও স্পেনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে বাণিজ্যবৃদ্ধি ও নূতন দেশ আবিষ্কার করাই একমাত্র উপায়।

বাপারটী বিপজ্জনক হইলেও অগ্রবর্তী হওয়ার নাবিকের অভাব হইল না। এই সকল নাবিকের মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ইয়র্কসায়ার-বাসী মার্টিন ফুবিশার ও ডিভনসায়ারের ড্রেক।

১৫৭৭ খৃষ্টাব্দের শীত ঋতুর ডিসেম্বর মাসে চারিখানি জাহাজ সহ ড্রেক পৃথিবী পরিদর্শনাথ যাত্রা করেন। ইহার কিসদিবস পূর্বে নবেম্বর মাসের ৬ই তারিখে রাজ্যীর নিকট একখানি পত্র প্রেরিত হয়। এই পত্র হইতে তৎকালীন অবস্থা বেশ অনুমিত হয়। পত্র-লেখক লিখিয়াছেন “রাজ্যী যেন সর্বপ্রথমে স্বর্গরাজ্য অভিলাষ করেন এবং যাহাদিগের হইতে পরমেশ্বর রাজ্যীকে পৃথক্ করিয়াছেন তাহাদের সহিত যেন যোগদান না করেন। রাজ্যী যেন নিজেকে পরাক্রান্ত ও শত্রুদের দুর্বল করিতে চেষ্টা করেন এবং সমুদ্রপথে প্রকাশে বা ছলে বৃদ্ধ করিতে পারেন ও নূতন দেশ আবিষ্কার ও অধিকার করিবার অনুমতি পত্র দান করিতে পারেন। রাজ্যীর আদেশ পাইলে আমি সুসজ্জিত রণতরী সহ নিউফাউণ্ডলণ্ডে যাইয়া ফ্রান্স, পর্তুগাল এবং স্পেনের বাণিজ্যতরী আক্রমণ করিতে প্রস্তুত আছি। আক্রমণ করিয়া শ্রেষ্ঠপণ্য সকল এতদ্দেশে আনয়ন ও অবশিষ্ট ধ্বংস করিতে পারি। রাজ্যীর ইচ্ছা হইলে আমাদিগকে পরে জলদস্যু বলিয়া বিচার করিতে পারেন; কিন্তু আমি

এবংপ্রকারে তাহাদের রণতরী সমূহ ও নাবিকদিগকে ধ্বংস করিতে পারি। যদি এ কার্যো রাজ্যীর অনুমতি প্রাপ্ত হই, তবে তৎপরে আমরা স্পেন হইতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া অধিকার করিব। তাহা হইলে রাজ্যী তথাকার স্ত্রবর্ণ ও রোপোর আকর ও ভূমির অধিকারিণী হইবেন। রাজ্যীর আদেশ পাইলেই আমি ইহা করিব। তবে অনুমতি শীঘ্র শীঘ্র প্রার্থনা করি, কারণ মনুষ্যজীবন অনিত্য।”

দুই বৎসর দশ মাস জলপথে অতিবাহিত করিয়া এবং উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণানন্তর ডেক স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। প্রত্যাবর্তনের পূর্ব হইতেই তাঁহার জলযাত্রাসম্বন্ধীয় নানাকথা ইংলণ্ডে প্রচারিত হইতেছিল। পরিশেষে তিনি স্পেনীয় নাবিকগণ হইতে লুণ্ঠিত পণ্য সহ দেশে পৌঁছিলে জাহাজে অবস্থানকালীনই রাজ্যী এলিজাবেথ তাঁহাকে “নাইট” উপাধিতে ভূষিত করিলেন। উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া ডেকের ভূপ্রদক্ষিণ এবং অগাধ ধনসম্পত্তি (৩২) সহ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দেখিয়া তাঁহার স্বদেশীয় অগ্ৰাণ্য নাবিকের চিত্ত এই দিকে আকৃষ্ট হয় এবং অগ্ৰাণ্য ঘটনার সহিত এই ঘটনাই যে রালফ্ ফীচ্ প্রভৃতির ভারতবর্ষে আসিবার অন্ততম কারণ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। স্পেন দেশীয় রাজা, সৈন্য এবং নাবিকগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্ৰাণ্য দেশবাসী বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয়গণকে অগ্ৰাণ্য যাইয়া বনবৃক্ষের পথে বাধা দিতে থাকিলেও, ধীরে ধীরে ইংলণ্ডবাসিগণের মনে যে ইচ্ছা বলবতী হইতেছিল, তাহা প্রতিহত করিবার ক্ষমতা

(৩২) “Various calculations have been made of the value of the tons of Silver and the large sums of gold and jewels seized either ashore or afloat on the South American coast by this single Vessel, which contained a mere handful of men.” (Ryley's Fitch).

কাহারও ছিল না। নিউবেরী, ফীচ, লিডস্ ও ষ্টোরীৰ বাণিজ্য-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করায় ইংলণ্ডে যে কিরূপ ফললাভ করিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষের বর্তমান মানচিত্র দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—সে সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই (৩৩)।

(৩৩) “For cool and deliberate daring the journey of Fitch and his fellow-travellers hardly finds a parallel even in Elizabethan history ; its ultimate results will be found in a modern map of India.” (Ryley’s Fitch).

କ୍ଷୀତ୍ୱେନ ଅମୃତ-ସ୍ୱତାନ୍ତ ।

ফীচের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

প্রথম খণ্ড ।

[বির্রা—ফেলুগিয়া—বাবিলন—বাবেল—অশ্মাজ]

১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে, আমি, রালফ্ ফীচ ভারতবর্ষ এবং পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য দেশ দেখিবার উদ্দেশ্যে, বণিক্ জন্ নিউবেরি (যিনি ইতিপূর্বেও একবার অশ্মাজে গিয়াছিলেন), মণিকার উইলিয়াম লিডস্ এবং চিত্রকর জেমস টোরী, (১) মাননীয় সার এডওয়ার্ড অস্ববর্ন্ (২) ও রিচার্ড টেপার

(১) জন্ এলড্রেড নামক লণ্ডনের অন্ততম বণিক্ও এই “ টাইগার ” জাহাজে যাত্রা করিয়াছিলেন । এই সুবিখ্যাত বণিক্ ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে নরকক সাগরে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি ফীচের সহযাত্রী হইবার পূর্বে ত্রিপোলী, বোগদাদ এবং বসোরায় গমন করিয়াছিলেন । ফীচ, নিউবেরি ও অন্যান্য বণিকের সহিত এলড্রেড ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে “ টাইগার ” জাহাজে করিয়া যাত্রা করিয়া ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন । সুবিখ্যাত “ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ” স্থাপনে এলড্রেড বিশেষ যত্ন করেন এবং উক্ত কোম্পানীর প্রথম ডিরেক্টরগণ মধ্যে তিনি অন্ততম ডিরেক্টর ছিলেন । কোম্পানীতে তিনি ছয় হাজার টাকার অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন । তিনি ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন । মহাকবি সেক্সপীর তাঁহার ম্যাকবেথ নাটকে টাইগার জাহাজের উল্লেখ করিয়াছেন ।

“ A Sailor's wife had chestnuts in her lap,
And munch'd, and munch'd and munch'd, ' Give me' quoth I ;
' Aroint thee, witch !' the rump-fed ronyn cries,
Her husband's to Aleppo gone, master o' the 'Tiger.”

(২) সার এডওয়ার্ড অস্ববর্ন্ কেটের অন্তঃপাতী আসফোর্ডে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে

(৩) নামক নাগরিক ও লণ্ডনের অন্ত্যন্ত বণিক কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া “টাইগার” নামক লণ্ডনের এক জাহাজে সিরিয়ার অন্তর্গত ত্রিপোলী উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। তথা হইতে আমরা দলবদ্ধ বণিকগণ সঙ্গে সপ্ত দিবসে আলেক্সেন্দ্রিয়া (৪) পৌঁছি। তথায় উপনীত হইয়া এবং উপযুক্ত সহচর পাইয়া উদ্ভূতপৃষ্ঠে আমরা সার্কি দুই দিবসে বির্রায় (৫) উপস্থিত হই।

বির্রা একটা ক্ষুদ্র সহর; কিন্তু, এইস্থানে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় এবং নগর-প্রাচীর ধৌত করিয়া ইউফ্রেটীস নদী প্রবাহিতা হইতেছে। আমরা একখানি নৌকা ক্রয় করিয়া বাবিলন যাইবার জন্ত মাঝিদিগের সহিত চুক্তি করি। নিম্নাভিমুখে যাইবার কালে নদীর বেগ এত বেশী যে, এই সকল নৌকায় আর প্রত্যাগমন করা যায় না। নৌকায় করিয়া

অন্যগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি লণ্ডনে আগমন করেন। সেই সময়ে লণ্ডনের লর্ড মেয়র সার উইলিয়াম হিউয়েটের কন্যা ধাত্রীর দোষে টেমস নদীতে পড়িয়া যাওয়া মাত্র, অস্ববর্ণ নদী-গর্ভে ঝপ্প প্রদান করিয়া বালিকাকে উদ্ধার করেন। ইহাতে সার উইলিয়াম হিউয়েট অস্ববর্ণকে আশ্রয় প্রদান করেন। পরে অস্ববর্ণ হিউয়েটের কন্যাকে বিবাহ করেন, ও লণ্ডনের মেয়রপদে নির্বাচিত হন। রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে তুরস্কের সহিত বাণিজ্যার্থে যে “লেভান্ট কোম্পানী” প্রতিষ্ঠিত হয়, অস্ববর্ণ তাহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

(৩) টেপার ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় নূতন উপনিবেশ স্থাপনের জন্ত নিযুক্ত হন। “ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী” প্রতিষ্ঠায়ও টেপার যত্নবান ছিলেন এবং তিনি সার্কি সপ্ত সহস্র মুদ্রার অংশ ক্রয় করেন।

(৪) আলেক্সেন্দ্রিয়া সম্বন্ধে পার্চাস নবম খণ্ড নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। “Aleppo is called of the inhabitants Habb, the Chief Mart of all the East frequented by Persians, Indians, Armenians and all Europeans.”

(৫) বির্রা—বিরজেক বা বির—ইউফ্রেটীস নদীর বামতীরবর্তী নগর।

মাঝিগণ ফেলুগিয়া (৬) নামক নগরে লইয়া যায় এবং তথায় নৌকাখানি বিক্রয় করিতে হয়। যাহা বিব্রায় পক্ষাণে ক্রয় করিতে হয়, তাহার মূল্য ফেলুগিয়ায় সাত কি আট। বিব্রা হইতে ফেলুগিয়া পৌছিতে ষোড়শ দিবস অতিবাহিত হয় ; সুতরাং একখানিমাত্র নৌকা করিয়া ভ্রমণ বিপজ্জনক ; কারণ, নৌকাখানি ভাঙ্গিয়া গেলে আরব-দস্যুগণের হস্তে পণ্যরক্ষা করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়। রাত্রিকালেও উত্তমরূপে প্রহরী না রাখিলে উহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। কারণ, আরবদেশীয় দস্যুগণ সস্তরগণ করিয়া নৌকার নিকটে আসিয়া দ্রব্যাদি চুরি করণাস্তর পলায়ন করে। এই জন্ত বন্দুক রাখা বিশেষ সুবিধাজনক ; ইহারা বন্দুককে বিশেষ ভয় করে। ইউফ্রেটীস নদী তীরে, বিব্রা হইতে ফেলুগিয়ার মধ্যে কয়েক স্থানে শুক প্রদান করিতে হয়। এই সকল শুক আরব ও মরুভূমির অধিপতি আবরিসের পুত্রগণকে প্রদান করিতে হয়। ফেলুগিয়া একটা ক্ষুদ্র গ্রাম ; এই স্থান হইতে এক দিবসে বাবিলনে যাওয়া যায়।

বাবিলন সূর্যহৎ নগর না হইলেও বহুজনাকীর্ণ এবং পারশ্ব, তুরষ্ক ও আরবদেশীয় বৈদেশিকগণ এইস্থানে সমবেত হওয়ার জন্ত ইহা একটা বাণিজ্য-প্রধান স্থানে পরিণত হইয়াছে। এই স্থান হইতেই বণিকগণ দলবদ্ধ হইয়া ঐ সকল স্থানে গমন করে। টাইগ্রীস নদী হইয়া আর্মেনিয়া হইতে এই স্থানে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আনীত হয়। ছাগচর্মনির্মিত থলিয়া বায়ু-পূর্ণ করিয়া ও তছপরি কাষ্ঠখণ্ড সকল স্থাপন করিয়া ভেলা প্রস্তুত করা হয় ও তাহাতেই এই সকল পণ্য আনয়ন করা হয়। পণ্য নামাইয়া দিয়া ও ঐ সকল থলিয়া বায়ু-শূন্য করিয়া উহাদিগকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে প্রত্যর্পণ করা হয়।

(৬) ফেলুগিয়া—ইউফ্রেটীস নদীতীরবর্তী ক্ষুদ্র গ্রাম।

পুরাকালে বাবিলন পারশ্ব রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ; কিন্তু, বর্তমানে উহা তুরস্কের অন্তর্ভূত । বাবিলনের অপর পার্শ্বে একটী সুন্দর গ্রাম আছে । এই গ্রাম হইতে নৌকা-নির্মিত সেতু দ্বারা পার হইয়া বাবিলনে পৌঁছিতে হয় । নদীদিয়া কোন নৌকা গতায়ত করিবার সময় উল্লিখিত নৌকা-নির্মিত সেতু হইতে কয়েকখানি নৌকা খুলিয়া লওয়া হয় (৭) ।

বাবেলের প্রাসাদ (৮) টাইগ্রিস নদীর এই পারে, নগর হইতে সাত কি আট মাইল দূরে নির্মিত হইয়াছিল । ইহা এক্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে । ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ক্ষুদ্র পর্বত বলিয়া ভ্রম হয় এবং এক্ষণে ইহার কোন আকার নাই । সূর্য্যকিরণ-তপ্ত ইষ্টকদ্বারা ইহা নির্মিত হইয়াছিল এবং ইষ্টকের মধ্যে কতক পরিমাণে বেত্র ও তালবৃক্ষের পত্র ব্যবহার করা হইয়াছিল । ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার কোন দ্বারদেশ দেখা যায় না । ইউফ্রেটীস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী একটী বৃহৎ সমতল ক্ষেত্রের উপর ইহা নির্মিত হইয়াছিল (৯) ।

ইউফ্রেটীস নদীপথে দুইদিবস অতিবাহিত করিয়া আইট (১০) নামক

(৭) রাইলি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ফীচ বোগদাদের কথা এই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন । পার্চাস এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভুলক্রমে এই সহরকে বাবিলন বলা হইয়াছে ; প্রকৃতপক্ষে ইহাই বোগদাদ ।

(৮) বাইবেল—জেনেসিস—১১।১-৯ দ্রষ্টব্য ।

(৯) সম্ভবতঃ ফীচ এই স্থানে সুবিখ্যাত বেলের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ উল্লেখ করিয়াছেন । “From this location, which accords, with that of Caesar Frederick, who, however, designates the remains “the Tower of Nimrod or Babel,” Master Fitch may refer to the mound marking the great temple of Bel.” (Ryley’s Fitch).

(১০) “Ait.”

স্থানে উপনীত হইলে একটি অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। একটি মুখ হইতে অনবরত উত্তপ্ত আলকাতরা ধুমসহ নির্গত হয় ; এই আলকাতরা নিকটবর্তী বৃহৎ একটি ভূমিতে পতিত হয় এবং তজ্জন্ত এই ভূমি সর্বদাই আলকাতরা-পূর্ণ থাকে (১১)। মুরগণ বলে যে, ইহাই নরকের দ্বার। এত অধিক পরিমাণে আলকাতরা নির্গত হয় যে, এতদেশবাসীরা তাহাদের ব্যবহৃত নৌকাগুলির বহির্দেশে দুই বা তিন ইঞ্চি পুরু করিয়া ইহার প্রলেপ দেয় এবং তজ্জন্ত নৌকায় জল প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাদের নৌকাগুলিকে দানেক (১২) বলে। টাইগ্রীস নদী জলপূর্ণ থাকিলে আট কি নয় দিবসে বাবিলন হইতে বসোরা যাওয়া যায় ; নদী জলপূর্ণ না থাকিলে আরও অধিক দিবস আবশ্যক করে।

প্রাচীনকালে বসোরা (১১) আরবদিগের অধিকৃত ছিল ; কিন্তু বর্তমানে ইহা তুরকীগণের অধীনস্থ। তবে, বাহারা ইউফ্রেটীস নদী-মধ্যস্থ দ্বীপ-সমূহে বাস করে, তাহাদিগকে তুরকীগণ পরাজিত করিতে পারে নাই। দ্বীপবাসীরা সকলেই চোর এবং তাহাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই ; ইহারা নিজ নিজ উষ্ট্র, অশ্ব, স্ত্রী পুত্র সকল সহিত একস্থান হইতে অন্তস্থানে গমনাগমন করে। ইহারা নীলবর্ণীয় সুদীর্ঘ অঙ্গাবরণ ব্যবহার করে ; ইহাদের স্ত্রীগণের কর্ণ ও নাসিকা তাম্র ও রৌপ্যের অঙ্গুরীপূর্ণ এবং উহারা পদেও তাম্রের অঙ্গুরী পরিধান করে।

(১১) চেসনি শিলাজতুর উৎস (The bituminous fountains of Hit) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(১২) “Danec.”

(১১) পারশ্বোপসাগরের উপরে স্থাপিত সুপ্রসিদ্ধ বন্দর।

বসোরা পারস্তোপসাগরের নিকটে অবস্থিত। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে মসলা ও ঔষধ আমদানী হয়। এই সকল পণ্য অশ্মাজ হইতে আনীত হয়। গম, চাউল এবং খজ্বুরও এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং এই স্থান হইতেই বাবিলন, অশ্মাজ ও ভারতবর্ষের সকল স্থানে প্রেরিত হয়। আমি বসোরা হইতে পারস্তোপসাগর হইয়া অশ্মাজে উপনীত হই। পারশ্বকে বামপার্শ্বে এবং আরবের উপকূল-ভাগকে দক্ষিণে রাখিয়া আমরা অনেকগুলি দ্বীপ অতিক্রম করি। বাহারীম দ্বীপও (১২) ইহার মধ্যে ছিল। এই দ্বীপেই গোলাকার ও উজ্জ্বল (১৩) মুক্তা পাওয়া যায়।

অশ্মাজ দ্বীপের পরিধি (১৪) পঁচিশ কি ত্রিশ মাইল। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা শুষ্ক দ্বীপ। এখানে লবণ ব্যতীত অন্য কিছুই উৎপন্ন হয় না। এই দ্বীপবাসীদের আবশ্যকীয় জল, কাষ্ঠ বা খাদ্য দ্রব্য এবং অন্যান্য সকল দ্রব্যই পারশ্ব হইতে আনীত হয়। পারশ্ব এই দ্বীপ হইতে প্রায়

(১২) “Ilande Baharim” (Fitch) বর্তমান নাম বাহরীন দ্বীপ ; এক্ষণেও এই স্থানে প্রচুর মুক্তা পাওয়া যায়।

(১৩) “Orient”—lustrous—উজ্জ্বল।

(১৪) অশ্মাজ দ্বীপ পারস্তোপসাগরের মুখে স্থাপিত। ইহার প্রকৃত পরিধি ত্রয়োদশ মাইল। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অশ্মাজ বাণিজ্য-প্রধান স্থান ছিল। আলবুকার্ক ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে ইহা অধিকার করেন। “The wealth and prosperity of Ormuz is described in glowing terms by all early travellers in Asia and it is called in ancient books the richest jewel set in the ring of the world.” বর্তমানে অশ্মাজ একপ্রকার জনশূন্যস্থান—এক্ষণে পারশ্বের অধিকৃত।

দ্বাদশ মাইল দূরবর্তী। সকল দ্বীপগুলিতেই প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মে এবং এই সকল দ্বীপ হইতেই অস্মাজে সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রেরিত হয়। পর্তুগীজগণের এইস্থানে একটা দুর্গ আছে; ইহা এই সমুদ্রের অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত; ইহাতে পর্তুগালাধিপতির একজন কাপ্তেন এবং আবশ্যকীয় সৈন্য আছে। সৈন্যদের কতক এই দুর্গে ও কতক নগরে বাস করে। এই নগরে, সকল জাতীয় বণিক ও অনেক মুর ও খ্রীষ্টান আছে। ইহা সকল প্রকার মসলা, ঔষধ, রেশম, রেশম-বস্ত্র, পারশুর বস্ত্র, বাহারীম দ্বীপ হইতে আনীত মুক্তা ও পারশুর অশ্ব বিক্রয়ের স্থান। অশ্বগুলি ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়। এই স্থানের অধিপতি একজন মুর। ইনি নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং পর্তুগালের অধীন। ইহাদের স্ত্রীগণ অদ্ভুত ভাবে সজ্জিতা হয়। ইহারা নাসিকায়, কর্ণে, গলদেশে, হস্তে ও পদে মুক্তাশোভিত অঙ্গুরী ব্যবহার করে। কর্ণে রোপ্য ও স্বর্ণের তালা এবং নাসিকার পার্শ্বে স্বর্ণের দীর্ঘ পিণ্ড পরিধান করে। কর্ণে ভারী মুক্তা পরিধান করে বলিয়া তাহাদের কর্ণের ছিদ্র একরূপ প্রশস্ত হয় যে, ছিদ্রপথে তিনটা অঙ্গুলী প্রবেশ করান যায়। এইস্থানে পৌঁছবার অব্যবহিত পরেই আমরা কারাক্ক হইলাম এবং দুর্গাধ্যক্ষ ডন মথিয়াস ডি আলবুকার্ক আমাদের পণ্যের কতকাংশ বাজেয়াপ্ত করিলেন। তিনি আমাদের একগারই অক্টোবরে জাহাজে করিয়া গোয়ার রাজ-প্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন ডন ফ্রান্সিসকো ডি মাসকরেনহাস গোয়ার রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। যে জাহাজে আমরা গোয়ায় প্রেরিত হইয়াছিলাম উক্ত জাহাজের কাপ্তেনই উহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন এবং উহাতে একশত কুড়িটা অশ্ব ছিল। অশ্ববহনকারী-জাহাজে পণ্য থাকিলে, ঐ পণ্যের শুদ্ধ দিতে হয় না; কেবল অশ্বগণের উপর শুদ্ধ প্রদান করিতে হয়। কিন্তু, যে জাহাজে

অশ্ব থাকে না, সেই জাহাজে গোয়ায় আগমন করিলে মূল্যের শতকরা অষ্টমাংশ শুদ্ধ প্রদান করিতে হয় (১৫) ।

(১৫) হাকলিট “Principal Navigationsএ” (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথমমাংশে) নিম্নোক্ত ভূমিকা দৃষ্ট হয় :—

NARRATIVE OF RALPH FITCH.

“The voyage of M. Ralph Fitch marchant of London by the way of Tripolis in Syria, to Ormus, and so to Goa in the East India, to Cambaia, and all the Kingdome of Zelabdim Echebar the great Mogor, to the mighty riuer Ganges, and downe to Bengala, to Bacola, and Chonderi, to Pegu, and from thence to Malacca, Zeilan, Cochin, and all the coast of the East India : begunne in the yeere of our Lord 1583, and ended 1591, wherein the strange rites, maners, and customes of those people, and the exceeding rich trade and commodities of those countries are faithfully set downe and diligently described by the aforesaid M. Ralph Fitch.”

অর্থাৎ লণ্ডনের বণিক্ মাষ্টার রালফ্ ফীচের ত্রিপোলি, সিরিয়া, অস্মাজ ও গোয়া, কাম্বৈ এবং মহাপরাক্রান্ত মোগল বাদসাহ জেলালুদ্দিন আকবরের রাজ্যে ভ্রমণ এবং তথা হইতে বঙ্গদেশ, বাকলা, রাজা চাঁদরায়ের রাজ্য, পেগু, শ্রাম, মালাক্কা, সিংহল, কোচীন এবং পূর্বভারতবর্ষের উপকূল পর্যটন—১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ ও ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে শেষ । পূর্বোক্ত রালফ্ ফীচ কর্তৃক ঐ সকল দেশের অত্যাশ্চর্য আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, লাভজনক বাণিজ্য ও মূল্যবান পণ্য প্রভৃতি সংক্রান্ত যথাযথ বর্ণনা ।

Zelabdim—Jalal-ud-din—(জেলালুদ্দিন) ।

Chonderi—Chand Rai—চাঁদরায় ।

Zeilan—Ceylon—সিংহল ।

Bacola—আইন আকবরীর সরকার বাগলা—বাকলা ।

[ডিউ, ডামন, চৌল ও গোয়া]

সিন্ধু প্রদেশের (১) উপকূল-ভাগ অতিক্রম করিয়া নবেম্বর মাসের প্রথম দিবসে আমরা ভারতবর্ষের প্রথম যে নগরে অবতীর্ণ হই, তাহা ডিউ (২) নামে খ্যাত। ইহা কাশ্মিরা রাজ্যের অন্তর্গত একটা দীপে অবস্থিত এবং এই প্রদেশে পর্তুগীজদিগের অধিকারস্থ নগরগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত। ইহা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, পণ্যপরিপূর্ণ; কারণ, এইস্থানে মকা, অশ্মাজ এবং অন্যান্য স্থানের জন্ত মূর ও খ্রীষ্টিয়ানগণের জাহাজে নানাপ্রকার পণ্য আমদানী হয়। অনুমতি-পত্র না পাইলে মূরগণ এই স্থান অতিক্রম করিতে পারে না। কাশ্মেটা এই প্রদেশের প্রধান নগর (৩); ইহা সুবৃহৎ ও বহুজনাকীর্ণ এবং সুদৃশ্য। কিন্তু, দুর্ভিক্ষ হইলে ইহারা যৎসামান্য মূল্যে নিজ সন্তান বিক্রয় করে। কাশ্মির পূর্ববর্তী সুলতান বাহু (৪) ডিউয়ের অবরোধ কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং অব্যবহিত পরেই আগ্রা ও দিল্লীর নরপতি মহাপরাক্রান্ত মোগল কর্তৃক ইহা অধিকৃত হয়। আগ্রা ও দিল্লী কাশ্মে প্রদেশ হইতে চল্লিশ দিবসের পথ। এই

(১) ফীচ “Coast of Zindi” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) ডিউ বর্তমানেও পর্তুগীজদিগের অধিকৃত। অন্যতম পর্যটক লাদোভিকো ডি ভার্থেমা ডিউ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“There is an immense trade in this City.”

(৩) পার্শ্বীক নাম—কাশ্মেয়াট বর্তমান কাশ্মে।

(৪) বাহাদুর সাহ—১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে হত হইয়াছিলেন।

স্থানের জীলোকেরা হস্তে হস্তিদন্তনির্মিত অসংখ্য অঙ্গুরী (৫) পরিধান করে। ইহাতে তাহারা একরূপ আনন্দোপভোগ করে যে, তাহারা অনাহারে থাকিয়াও কঙ্কণ পরিধানে ইচ্ছা করে। ডিউ হইতে আমরা পর্তুগীজদিগের দ্বিতীয় নগর ডামনে (৬) পৌছি। ইহাও কাষে প্রদেশান্তর্গত এবং ডিউ হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী। এখানে শস্ত্র ও চাউল ব্যতীত অত্র কিছুই আমদানী রপ্তানী নাই। এইস্থানে অনেকগুলি গ্রাম আছে; শান্তির সময় তাহারা (৭) এইগুলি নির্বিবাদে অধিকার করে; কিন্তু যুদ্ধের সময় নগরগুলি শত্রুর করায়ত্ত হয়।

এই স্থান হইতে আমরা বাসেম (৮) ও তথা হইতে টানায় (৯) পৌছি। এই উভয় স্থানেই কেবল শস্ত্র ও চাউলের ক্রয়-বিক্রয় হয়। নবেম্বর মাসের দশ তারিখে আমরা চোলে (১০) উপস্থিত হই। এই স্থানে দুইটী নগর আছে একটী পর্তুগীজদিগের অধিকৃত, অপরটী মুরদের অধিকারভুক্ত (১১)।

(৫) শাখা (?)

(৬) ডামন—অন্যতম পর্তুগীজ-অধিকৃত স্থান।

(৭) ফীচ “They” অর্থে সম্ভবতঃ পর্তুগীজদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

(৮) বর্তমান বেসিন।

(৯) বর্তমান থানা (Thana)।

(১০) ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে চোল আহম্মদনগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তখন মুর্তাজা নিজামসাহ ঐ রাজ্যের নরপতি ছিলেন। যদি ফীচ আহম্মদনগরের অধীনস্থ স্থানীয় কোন শাসনকর্তার কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন, তবে হয়ত মালিক উপাধিধারী কোন আবিসিনিয়ামের কথা বলিয়াছেন। ১২ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১১) গুজরাটীধিপতি সা বাহাদুর ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে এই সকল স্থান পর্তুগীজ-গণকে দান করেন। অন্যতম পর্যটক জন হিউয়েন ভন লিন্সোটেইন্ তাহার

পৰ্তুগীজদিগের টা সাগরের নিকটবর্তী, এবং আটীর-বেষ্টিত। ইহার অনতি-দূরেই মুরদিগের নগর—ইহা “সা মালুকো”(১২) নামক মুর নরপতি কর্তৃক শাসিত। এই স্থানে প্রচুর মসলা, ঔষধ, রেশম, রেশমীবস্ত্র, চন্দন, হস্তিদন্ত চীনদেশীয় নানারূপ পণ্য এবং গাগর(১৩) হইতে প্রস্তুত বহু পরিমাণে চিনি ক্রয় বিক্রয় হয়। এই চিনি যে বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত হয়, তাহাকে তাল বলে; পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা লাভজনক বৃক্ষ। ইহাতে সকল সময় ফল হয় এবং এই বৃক্ষ মত্ত, তৈল, চিনি, সিকা ও রজ্জু উৎপাদন করে। ইহার পত্র-দ্বারা লোকে গৃহের চাল ও জাহাজের পাল এবং উপবেশন বা শয়নের জন্তু মাদুর প্রস্তুত করে। বৃক্ষের শাখা দ্বারা গৃহ ও সম্মার্জনী

পষাটনের বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন “প্রথমে ডামন, পরে বেসিন, চৌল, ডাবুল এবং অবশেষে গোয়া”। “First Daman, from thence fifteen miles under 19 degrees and a half the town of Basin, from Basin ten miles under 19 degrees the town and fort of Chaul, from Chaul to Dabul are ten miles, and lyeth under 18 degrees; from Dabul to the town and Island of Goa are 30 miles, which lyeth under 15 degrees and a half.” (Hakluyt Society, 1885, vol 1). প্রত্যাগমন কালে ফীচ বলিয়াছেন যে, গোয়া হইতে চৌল ৯০ মাইল।

(১২) “Xa-maluco” (ফীচ) ১০ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১৩) “Gagara” (ফীচ)। স্মার হেন্‌রি জনষ্টন লিখিয়াছেন—“Fitch has mixed up the Palmyra with the wild Date and the Cocoanut. The nuts of the Palmyra i. e. the tree-palm do not yield oil and the sugar derived from its sap is not as abundant as that from the wild Date-palm.” অর্থাৎ ফীচ বগুথর্জুর ও নারিকেলের সহিত তাল মিশ্রিত করিয়াছেন।

এবং বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা জাহাজ নির্মাণ করে। বৃক্ষের শীর্ষদেশ হইতে মৃত্তা নির্গত হয়। এতদেশবাসীরা এই বৃক্ষের একটী শাখা কর্তন করিয়া, শক্ত করিয়া বন্ধন করে এবং ইহাতে একটী মৃত্তিকাভাগ বুলাইয়া দেয়। এই ভাগ তাহারা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় খুলিয়া লইয়া ইহাতে শুষ্ক দ্রাক্ষা নিক্ষেপ করে এবং অল্পক্ষণেই পাত্রমধ্যস্থ রস মণ্ডে পরিণত হয়। এইস্থানে ভারতবর্ষ, অশ্বাজ ও মক্কা হইতে অনেক জাহাজ সমাগত হয়। এই স্থানে অনেক মূর ও হিন্দু বাস করে। ইহাদের মধ্যে একটী অভিনব প্রথা প্রচলিত আছে। ইহারা গোপূজা করে এবং গৃহপ্রাচীর চিত্রিত করিবার জন্ত গোময় ব্যবহার করে। ইহারা প্রাণিহত্যা করে না—এমন কি উৎকৃণ হত্যাও করে না। ইহারা জীবহিংসা অত্যন্ত দূষণীয় মনে করে। ইহারা মাংসাহার করে না, কেবল চাউল, ছন্ধ ও শাকসব্জী ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী সহমৃতা হয় ; যদি স্ত্রী সহমৃতা না হয়, তবে তাহার মস্তক মুণ্ডন করা হয় এবং ভবিষ্যতে তাহার কোন অনুসন্ধানই করা হয় না। তাহারা বলে যে, মৃত দেহ সমাহিত করা অত্যন্ত দূষণীয় ; কারণ, মৃতদেহ হইতে অনেক প্রকার কীট নির্গত হইবে এবং তাহারা দেহ গ্রাস করিলে, আর আহার পাইবে না। সুতরাং, তাহাদের মতে, দেহে অগ্নি প্রদান করাই সমীচীন। কাশ্মীর প্রদেশে অধিবাসীরা জীবজন্তু হত্যা করে না এবং কদাপিও হত্যা করে নাই। খজুর, কুক্কুর বা বিড়াল এবং পক্ষীর জন্ত নগরে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। তাহারা পিপীলিকাদিগকেও মাংস প্রদান করে(১৪)।

(১৪) বোম্বাই গেজেটীয়ার বলিতেছেন “কীচ চৌল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ফ্রেডারিকের পুস্তক হইতে আমূল গ্রহণ করিয়াছেন এবং নারিকেল হইতে যে শর্করা পাওয়া যায়, উভয়েই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, আমরা নারিকেল

ভারতবর্ষে পর্তুগীজদিগের যে সকল নগর আছে, তন্মধ্যে গোয়াই সর্ব-প্রধান। রাজপ্রতিনিধি পারিষদবর্গ সহ এই স্থানেই বাস করেন। ইহা একটা দ্বীপে অবস্থিত। এই দ্বীপ ২৫ কি ৩০ মাইল। ইহা একটা সুন্দর নগর এবং ভারতীয়গণ কর্তৃক প্রস্তুত হইলেও উত্তম। দ্বীপটীও সুন্দর; নানাবিধ ফলপূর্ণ বৃক্ষের উদ্যান ও প্রচুর তালবৃক্ষ এবং কয়েকটা গ্রামও আছে। এই স্থানে সকল জাতীয় বণিক আছে। পর্তুগাল হইতে প্রত্যেক বৎসরে যে (১৫) ৪।৫।৬ খানি রণতরী ভারতবর্ষে আগমন

হইতে চিনি পাই না—খজুর বা তাল হইতেই চিনি উদ্ধৃত হয়। ফীচের এই অংশের বর্ণনার শেষাংশ দেখিলে পর্য্যটক যে খজুর বৃক্ষেরই উল্লেখ করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

(১৫) সার জর্জ বার্ডউড ভারতবর্ষের সহিত পর্তুগীজদিগের বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সুদীর্ঘ হইলেও আমরা উহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। “When the Portugese at last, rounding the Cape of Good Hope, burst into the Indian ocean like a pack of hungry wolves upon a well-stocked sheep-walk, they found a peaceful and prosperous commerce, that had been elaborated during 3000 years by the Phœnicians and Arabs, being carried on along all its shores. Here were collected the cloves, nutmegs, mace and ebony of the Moluccas, the sandal-wood of Timor, the costly camphor of Borneo, the benzoin of Sumatra and Java, the aloes-wood of Cochin China, the perfumes, gums, spices, silks, the rubies of Pegu, the fine fabrics of Coromandel, the richer stuffs of Bengal, the spikenard of Nepaul and Bhutan, the diamonds of Golconda, the “Damascus Steel” of Nirmul, the pears, sapphires, topazes and cinnamon of Ceylon, the pepper, ginger, and satin wood of

করে, তাহা সর্বপ্রথমে এই স্থানেই আইসে। সাধারণতঃ তাহারা সেপ্টেম্বর মাসে এই স্থানে আসিয়া ৪০ কি ৫০ দিবস অতিবাহিত করে এবং পরে কোচীনে যাইয়া পৰ্তুগালে লইয়া যাইবার জন্য জাহাজগুলিতে মরিচ বোঝাই করে। অনেক সময় তাহারা একখানি জাহাজ গোয়াতেই বোঝাই করিয়া অগ্রগুণি কোচীনে প্রেরণ করে। কোচীন এইস্থান হইতে দক্ষিণ দিকে এক শত লীগ। গোয়া হিডাল্‌কান্ (১৬) রাজ্যে অবস্থিত। এই রাজ্য ছয় কি সাতদিবস পথ দূরবর্তী। ইহার প্রধান নগর বিজাপুর বলিয়া খ্যাত।

এই স্থানে পৌঁছবা মাত্র আমরা কারাকুদ্ধ হইলাম এবং বিচারকের

Malabar, the lac, agates and sumptuous brocades and jewelry of Cambay, the costus and graven vessels, wrought arms, and broided shawls of Cashmere, the bdellium of Scinde, the musk of Tibbet, the galbanum of Khorassan, the assafoetida of Afganistan, the sagapenum of Persia, the ambergris, civet, and ivory exported from Zanzibar, and the myrrh, balsam, and frankincense of Zeila, Berbera and Shehr". অর্থাৎ পৰ্তুগীজগণ যখন উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ভারত মহাসাগরে উপনীত হইল তখন তাহাদের অবস্থা অনুমান করিতে হইলে মনে করিতে হইবে যে, একটা মেঘশালা এক ক্ষুধার্ত নেক্‌ডের দল কতৃক আক্রান্ত হইয়াছে। মূল্যবান সকল প্রকার দ্রব্যই তখন ভারত মহাসাগরের বন্দরে আমদানী হইয়া রপ্তানী হইত।

(১৬) "Hidalcan" (ফীচ)। বিজাপুরের আদিল সাহ বা আদিলখান নরপতির উপাধির অপভ্রংশ। আলি আদিল সাহের ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হইলে দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল বিজাপুর সিংহাসন লাভ করিয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত রাজত্বান্তে ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

নিকট পরীক্ষিত হইলাম। আমাদের অভিজ্ঞান পত্রের অনুসন্ধান করা হইল এবং আমরা গুপ্তচর বলিয়া অভিযুক্ত হইলাম। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে তাহারা কিছুই প্রমাণ করিতে পারিল না। ডিসেম্বর মাসের দ্বাবিংশ দিবস পর্য্যন্ত আমরা কারারুদ্ধ থাকিলাম; পরে আমাদের নিকট দুইসহস্র ডুকাটের (১৭) প্রতিভূ লইয়া মুক্তি দেওয়া হইল। এই প্রতিভূ ফাদার স্ট্রীফেন্স (১৮) ও অন্য একজন ধর্ম্মবন্ধু জোগাড় করিয়া দিলেন। আমাদের জামীন্দার আন্দ্রিয়াস টাবোরারকে আমরা ২১৫০ ডুকাট প্রদান করিলাম কিন্তু, সে আমাদের নিকট আরও অধিক দাবী করাতে আমরা রাজপ্রতিনিধি ও বিচারকের নিকট আবেদন করিলাম। কিন্তু, রাজপ্রতিনিধি আমাদের দিগকে কটুবাক্য বলিলেন এবং আমাদের শীঘ্র স্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন, নতুবা আমাদের দিগকে অন্য অপরাধে অভিযুক্ত করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। সুতরাং, মুক্তিলাভের আশায় আমরা নগর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের (১৯) পাঁচ তারিখের প্রাতঃকালে সেই স্থান ত্যাগ করিলাম। নদী পার হইয়া আমরা ভীতচিত্তে পদব্রজে দুইদিবস অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমরা পথও চিনিতাম না এবং কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারায় কোন পথপ্রদর্শকও লইয়াছিলাম না।

(১৭) মুদ্রাবিশেষ।

(১৮) ২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৯) হাকলিট এপ্রিল মাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ফীচ, নবেম্বর মাসের ২৯ তারিখের কথা লিখিয়াছেন। ফীচ ও সঙ্গিত্রয় অন্তর্ভুক্ত একবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড

[বিজাপুর, গোলকন্দা, মছলিপটুম,
বেলাপোর, ও বিজনি]

সর্বপ্রথমে আমরা বেলেরগাঁ (১) নামক নগরে উপনীত হইলাম। ইহা প্রচুর পরিমাণে হীরক, মুক্তা ও অশ্রু মূল্যবান্ প্রস্তরের ক্রয়-বিক্রয়স্থান। বেলেরগাঁ হইতে আমরা বিজাপুরে গমন করিলাম। ইহা একটি সুবৃহৎ সহর এবং এতদেশীয় রাজার রাজধানী। রাজার দরবারে অনেক হিন্দু আছে। ইহারা সকলেই পৌত্তলিক। বনমধ্যস্থ মন্দিরে ইহাদের দেবমূর্তি থাকে। এই সকল মন্দিরকে “প্যাগোডা” কহে। দেবমূর্তির কতক গাভী, কতক বানর, কতক মহিষ, কতক ময়ূর এবং কতকগুলি ভূতের গ্রাম আকারের। এইস্থানে বহুসংখ্যক হস্তী পাওয়া যায়। এই সকল হস্তী যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। অধিবাসীদের প্রচুর সুবর্ণ ও রৌপ্য আছে। ইহাদের গৃহগুলি প্রস্তরনির্মিত, সুন্দর এবং উচ্চ।

এইস্থান হইতে আমরা গোলকন্দায় গমন করিলাম। এই স্থানের নরপতি “কুটুপ ডি লাসাস” (২) নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। এই

(১) ফীচ্—“Belleragan” বলিয়া লিখিয়াছেন। রাইলী ইহাকে বর্তমান “বেলগাঁ” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(২) “Cutup de lashach” সম্ভবতঃ মহম্মদ কুলি কুতব সা—ইনি ১৫৮০ হইতে রাজত্ব করেন।

স্থানে, হিডাল্‌কান্ (৩) রাজ্যে এবং দাক্ষিণাত্যের রাজ্যের রাজ্যে হীরক (৪) পাওয়া যায়। এই নগরটী সুন্দর; গৃহগুলি ইষ্টক ও কাষ্ঠ নির্মিত; নগরে ফল ও সুপের জলের বিন্দুমাত্রও অভাব নাই। এই স্থানের পুরুষ ও স্ত্রীলোক কটীদেশে একখানি মাত্র কাপড় পরিধান করিয়া গমনাগমন করে—দ্বিতীয় বস্ত্র ব্যবহার করেনা। আমাদের নিকট এইস্থান অত্যন্ত উষ্ণ বোধ হইয়াছিল।

মে মাসের শেষভাগ হইতে এইস্থানে শীতঋতু আরম্ভ হয়। এই প্রদেশে মছলিপটম (৫) বলিয়া একটা বন্দর আছে। এইস্থান হইতে ইহা আট দিবসের পথ। এই বন্দরে ভারতবর্ষ, পেগু ও সুমাত্রা হইতে বহুসংখ্যক জাহাজ মরিচ, মসলা এবং অন্যান্য মূল্যবান্ পণ্য লইয়া সমাগত হয়। এই প্রদেশ অত্যন্ত সুন্দর এবং উর্বর।

এই স্থান হইতে আমি সেরুইডোর(৬) প্রদেশে গমন করি; এতদেখিয়া

(৩) “হিডাল্‌কান্” (Hidalcan) পূর্ববর্তী ৪৪ পৃষ্ঠা ১৬ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৪) অন্ত্যতম পর্যটক লিন্সোটেন্ বলিয়াছেন যে, হীরক ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যেই ইংরাজ পর্যটকগণ এতদেশে আগমন করেন। ফীচ্, অন্ত্যত্রও হীরকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, রাইলী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অন্ত্য উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই যে ফীচ্ ও তাহার সঙ্গিত্রয় এতদেশে আসিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। “It can not be doubted that far larger motives prompted and sustained the adventurers” (Ryley’s Fitch. Page 93.)

(৫) করমণ্ডল উপকূলস্থ প্রথম ইংরাজ-উপনিবেশ। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে কাণ্টেন হিপন্ এই স্থানে কুঠী স্থাপন করেন এবং ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে গোলকন্ডার মুসলমান নরপতি ইংরাজদিগকে এই স্থানের জন্ত এক ফার্মান্ প্রদান করেন।

(৬) “Seruidore”—সম্ভবতঃ বিদর সহর (Ser—সহর Vidore—বিদর—সহর বিদর) ভ্রমক্রমে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

সমসাময়িক ভারত, উনবিংশ খণ্ড



সম্রাট্ আকবর (যোগীবেশে)

রাজা বারিদ সাহ নামে কথিত হইয়া থাকেন (৭)। গৃহগুলি খড় ও কদম নির্মিত। এখানে অনেক মূর্ ও হিন্দু আছে, কিন্তু ইহারা অধার্মিক।

সেরুইডোর হইতে আমি বেলাপোরে (৮) এবং তথা হইতে বারাম-পোরে (৯) উপনীত হই। শেষোক্ত স্থান জেলালুদ্দীন্ আকবরের অধিকৃত। এই স্থানের মুদ্রা রোপ্যনির্মিত, গোলাকার, এবং ইহার মূল্য কুড়ি পেন্স। মুদ্রার রোপ্য উত্তম। এই প্রদেশটি অত্যন্ত সুবৃহৎ এবং বহুজনাকীর্ণ। জুন, জুলাই এবং আগষ্ট অর্থাৎ বর্ষাঋতুতে রাজপথ জলপূর্ণ থাকায় অশ্বারোহণ ব্যতীত গমানাগমন অসাধ্য। এদেশের গৃহগুলি কদম ও খড় দ্বারা নির্মিত। এইস্থানে প্রচুর পরিমাণে কার্পাসের বস্ত্র ও পশম-নির্মিত চিত্রিত বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। চাউল ও অগ্ন্যন্ত শস্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হয়। আমরা যে সকল গ্রাম ও নগর অতিক্রম করিতেছিলাম, সেই সকল স্থানেই আট দশ বৎসরের বালক ও পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকার বিবাহ দেখিয়াছি। বর ও কনে উভয়েই উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়া ও একই অশ্বে আরোহণ করিয়া নগর মধ্য দিয়া গমন করে ও সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার বাগ্মধ্বনি হইতে থাকে। এবম্প্রকারে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহারা চাউল ও নানাপ্রকার ফল

(৭) ফীচ “The king is called, the king of Bread” লিখিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহা বিদর রাজ্যের নরপতিগণের “বারিদ সাহ” উপাধির অপভ্রংশ।

(৮) বেরার প্রদেশের অন্তর্গত আকোলা জিলায় অবস্থিত।

(৯) বুর্হানপুর। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত নিমরা জিলার একটি নগর। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে ইহা নাসির খাঁ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬০০ সনে আকবর ইহা অধিকার করেন। আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে। আবুল ফজল বলিয়াছেন যে, গ্রীষ্মকালে ইহা ধূলী-ধূসরিত এবং বর্ষাকালে ইহার রাজপথগুলি কদম পরিপূর্ণ হয়।

ভক্ষণ করে এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় নৃত্যে অতিবাহিত করিয়া বিবাহবাসর সম্পন্ন করে। দশবৎসরবয়স্ক না হইলে স্ত্রীপুরুষ এক শয্যায় শয়ন করে না। তাহাদের মতে এত অল্পবয়সে বিবাহ দিবার কারণ এই যে, পিতার মৃত্যু হইলে মাতার সহমৃত্যু হইতে হয়; সুতরাং পিতার মৃত্যু হইলে পুত্রের স্বপুত্র অভিভাবকরূপে পুত্রের লালন পালন করিতে পারে এবং তাহারও পুত্র কন্যাদিগকে বিবাহিত দেখিয়া দেহত্যাগ করিতে পারে।

এই স্থান হইতে আমরা মাণ্ডোওয়ে (১০) নগরে গমন করি। মাণ্ডোওয়ে একটি সুরক্ষিত বৃহৎ নগর। দ্বাদশ বৎসর অবরোধ করিয়া আকবর (১১) ইহা অধিকার করিয়াছিলেন। অন্ত্যাত্ম দুর্গের গ্নান ইহা একটি উচ্চ পর্বতোপরি স্থাপিত এবং ইহার পরিধিও সুরহৎ।

মাণ্ডোওয়ে হইতে আমরা বিজনি (১২) ও তথা হইতে সেরিঙ্গে (১৩) উপনীত হই। শেষোক্ত স্থানে আমাদের সহিত বহুসংখ্যক সৈন্য, হস্তী ও উষ্ট্র ছিল। এইস্থানে প্রচুর কার্পাস, কার্পাসবস্ত্র ও ঔষধের আমদানী হয়।

(১০) মাণ্ডোগড় বা মাণ্ডু। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভূত খাড় রাজ্যের একটি নগর। আকবর ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ইহা অধিকার করেন।

(১১) ফীচ, সর্বত্রই আকবরকে “Zelabdim Echebar ” বলিয়াছেন।

(১২) উজ্জয়িনী—১৫৭১ সনে আকবর কর্তৃক অধিকৃত হয়।

(১৩) সিরঞ্জি—রাজপুতনার অন্তর্গত টঙ্ক রাজ্যের নগর। এককালে ইহা মসলিন ও ছিটের জন্ম স্থানসিদ্ধ ছিল।

[আগ্রা, ফতেপুর, সপ্তগ্রাম, প্রয়াগ ও বারাণসী]

আমরা পরে আগ্রা পৌঁছি। পশ্চিমধ্যে আমাদের অনেকগুলি নদী অতিক্রম করিতে হয়। বর্ষার জল নদীগুলির জল এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, অনেক সময় জীবনরক্ষার্থ আমাদের সন্তরণ করিতে হইয়াছিল। আগ্রা একটা সুবৃহৎ নগর ; বহু জনাকীর্ণ ; গৃহগুলি প্রস্তুতনির্মিত ; রাজপথগুলি সুন্দর ও বৃহৎ এবং ইহার পাদদেশে একটা নদী প্রবাহিতা হইতেছে। এই নদী বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছে। এই নগরে প্রাকারবেষ্টিত একটা সুন্দর ও সুরক্ষিত দুর্গ আছে। এই স্থানে অনেক মুর ও হিন্দু বাস করে। ইহার রাজা “জেলাবদীন্ আকবর” নামে খ্যাত। অধিবাসীরা সাধারণতঃ তাঁহাকে আকবর বলে।

আগ্রা হইতে আমরা ফতেপুরে (১) গমন করি। এই স্থানেই রাজার দরবার হয় (২)। এই নগর আগ্রা হইতে বৃহৎ ; কিন্তু, ইহার গৃহ ও রাজপথগুলি সেরূপ প্রশস্ত নহে। এইস্থানে মুর ও হিন্দু উভয় প্রকারেরই বহু অধিবাসী বাস করে। পরম্পরা প্রকাশ এই যে, আগ্রা ও ফতেপুরে রাজার একসহস্র হস্তী, ত্রিশসহস্র অশ্ব, চতুর্দশ

(১) আকবর কর্তৃক ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর সকল স্থান হইতে এই স্থানে বণিকগণ সমাগত হইত।

(২) “He keepeth a great Court, which they call Derrican”—
কীচ। Derrican সম্বন্ধে রাইলী পাদটীকায় লিখিয়াছেন “Probably Dera-i-khan, house of the Prince.”

শত সুশিক্ষিত যুগ, ষাটশত দাসী এবং অত্যাশ্চর্য্যজনক চিতা ব্যাঘ্র, মহিষ, কুকুট এবং বাজপক্ষী আছে। রাজার সুরহং দরবার গৃহ (৩) “দেরিকান” নামে খ্যাত। আগ্রা ও ফতেপুর উভয়ই সুরহং ও উভয়ই আমাদের লগুনাপেক্ষা বৃহৎ ও জনাকীর্ণ। আগ্রা ও ফতেপুর দ্বাদশ মাইল(৪) ব্যবধান এবং এই সুদীর্ঘপথ খাণ্ড ও অন্যান্য দ্রব্যের বিপণিতে পরিপূর্ণ। বিপণিগুলি একরূপ লোকপরিপূর্ণ যে, দেখিলে মনে হয় প্রত্যেকটী দোকানই যেন এক একটী হাট। আর দর্শকের মনে হয়, তিনি যেন পথ অতিক্রম করিতেছেন না, যেন একই নগরে রহিয়াছেন। নগরে অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যান আছে ; ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সুন্দর কারুকার্য্য-শোভিত ও সুবর্ণ-খচিত। যানে দুইটী করিয়া চক্র আছে এবং উহা আমাদের ইংলণ্ডীয় বৃহৎ কুকুরের ন্যায় দুইটী ক্ষুদ্র ষণ্ড দ্বারা আকর্ষিত হয়। এই সকল ক্ষুদ্রাকারের ষণ্ডগুলি দ্রুতগতিতে অশ্বের সমকক্ষ। প্রত্যেক যানে দুই কি তিনটী লোক যাইতে পারে। যানগুলি রেশম বা অন্ত কোন রকম সুন্দর বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই স্থানে পারশ্য এবং ভারতবর্ষের বহির্দেশস্থ বণিকগণ রেশম, বস্ত্র ও মূল্যবান্ মুক্তা, হীরক ও প্রবাল সহ সমাগত হয়। রাজা শার্টের ন্যায় একটী শ্বেত অঙ্গাবরণ (৫) ও লোহিত বা পীতবর্ণের ক্ষুদ্র এক ষণ্ড বস্ত্র মস্তকে পরিধান করেন। খোজাবাতীত অন্ত কেহই তাঁহার অন্তঃপুরে গমন করিতে পারে না। এই খোজাগণই তাঁহার পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

(৩) “Dericcan”—দেওয়ানী—আম-দরবার গৃহ। পূর্ববর্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৪) বাস্তবিক পক্ষে ইহা একবিংশ মাইল ব্যবধান।

(৫) “Cabie” (ফীচ)। পারসীক কোয়াবা (Quaba).

আমরা তিনজনেই ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত ফতেপুরে অবস্থিতি করিলাম। তৎপরে, জন্ নিউবেরী লাহোর নগরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তথা হইতে তিনি পারস্ত ও আলেক্সো বা কনষ্টান্টিনোপল—যে স্থানে তিনি সহজে গমন করিতে পারিবেন, সেই উদ্দেশে রওনা হইলেন। তিনি আমাকে বঙ্গদেশ ও পেশুর অভিমুখে যাত্রা করিতে উপদেশ দিলেন। দুই বৎসর পরে, ভগবানের কৃপা থাকিলে ইংলণ্ডীয় কোন জাহাজে আসিয়া বঙ্গদেশে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন (৬)। মণিকার উইলিয়ম লীড্‌স্কে ফতেপুরে আকবরের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলাম। আকবর তাঁহাকে যত্ন করিতেন। তিনি তাঁহাকে গৃহ, কয়েকজন ক্রীতদাস, একটি অশ্ব এবং প্রত্যহ ছয়টি করিয়া সিকা মুদ্রা (৭) দিতেন। আশ্রা হইতে, লবণ, অহিফেন, হিং, সীসক, কার্পেট এবং অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের কোন এক ফ্রেপ রপ্তানীকালীন

(৬) নিউবেরী ও লীড্‌স্‌ সম্বন্ধে আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সার হেনরী জনষ্টন বলিয়াছেন—“Very likely the jeweller married an Indian wife and lost all inclination to return to England. At any rate he is not heard of again. Nor indeed was John Newberry, who seems to have reached Lahore, but thenceforth disappeared, having been, it is supposed, murdered in the journey between there and Persia.” অর্থাৎ, সম্ভবতঃ মণিকার ভারতবর্ষে বিবাহ করিয়া আর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অন্ততঃ পক্ষে তাঁহার আর কোন বিবরণ শ্রুত হওয়া যায় না। জন্ নিউবেরী লাহোর পৌঁছিয়াছিলেন ; তৎপরে, তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু অবগত হওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পারস্তের পথে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

(৭) “Sixe S.S” (ফীচ)। “Shillings sterling” কি ?

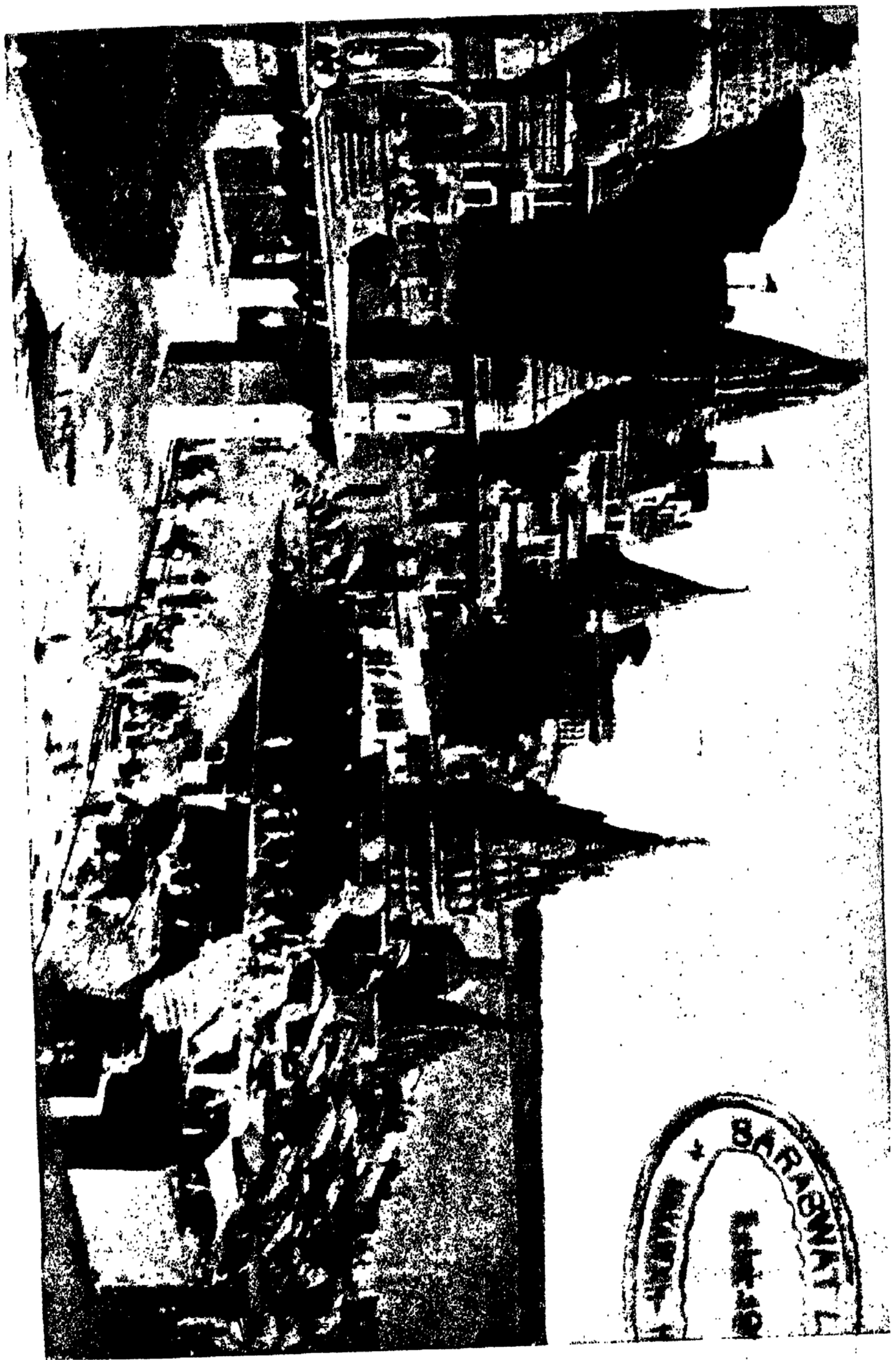
যমুনা নদীবাহী একশত আনীথানি নৌকার সঙ্গে আমি বঙ্গদেশের অন্তর্গত সপ্তগ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থানের প্রধান বণিকগণ মুসলমান ও হিন্দু—উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত। এতদেশে অনেকগুলি অদ্ভুত আচার প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণগণই ইহাদের পুরোহিত। ইহারা জলমধ্যে আসিয়া নানারূপ আচার সহকারে গলদেশে সূত্র স্থাপন এবং উভয়হস্তে জল নিক্ষেপ করে। ঐ সূত্র প্রথমে দুই হস্ত দ্বারা এবং পরে এক হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করে। শীত বা গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই তাহারা অবগাহন করে। এই সকল হিন্দুগণ কদাপি মাংসাহার বা প্রাণিহত্যা করে না। ইহারা তণ্ডুল, মাখন, ছন্ধ ও ফল ভক্ষণে জীবন ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার জলমধ্যে উলঙ্গাবস্থায় প্রার্থনা করে এবং উলঙ্গ হইয়াই মাংস রন্ধন ও আহার করে। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ইহারা মৃত্তিকোপরি শয়ন করে, এবং গাত্রোথান করিয়া ৩০ কি ৪০ বার সূর্য্যের দিকে হস্তোত্তোলন এবং পরে হস্ত ও পদ বিস্তৃত করিয়া এবং বাম পদের পূর্বে দক্ষিণ পদ রাখিয়া পৃথিবীকে চুম্বন করে। যখনই তাহারা শয়ন করে, তখনই তাহারা সীমা নির্দেশার্থ অঙ্গুলীদ্বারা মৃত্তিকায় চিহ্ন স্থাপন করে। ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ কপোলদেশে, কর্ণে এবং গলদেশে পীতবর্ণের মৃত্তিকা লেপন করে। ইহারা এই মৃত্তিকা চূর্ণ করে এবং প্রত্যহ প্রাতে ঐরূপ লেপন করে। ইহাদেরই কয়েকজন বৃদ্ধ ঐরূপ পীতবর্ণের মৃত্তিকা আধারে করিয়া রাজপথে গমন করে এবং যে সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাদের মস্তকে ও গলদেশে লেপন করে। ইহাদেরই পত্নীগণ, ১০, ২০, কি ৩০ জন একত্রে দলবদ্ধ হইয়া নদীতীরে গমন করে এবং তথায় স্নান ও অন্ত্যান্ত আচার সমাপনান্তে কপালে এবং মুখে চিহ্ন করে এবং কিছু মৃত্তিকা সঙ্গে করিয়া

গান করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করে। দশ বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই ইহাদের কণ্ঠাগণ বিবাহিতা হয়। পুরুষগণের সাতটা স্ত্রী থাকিতে পারে। ইহারা ইহুদীগণাপেক্ষাও ধূর্ত। যখন একে অপরকে নমস্কার করে, তখন হস্তোত্তোলন করিয়া ও মস্তকস্পর্শ করতঃ “রাম,” “রাম” বলে।

আগ্রা হইতে বঙ্গদেশে আসিবার কালে আমি যখন প্রয়াগে উপনীত হই, তখন দেখি সেইস্থানে যমুনা গঙ্গানাম্নী এক বৃহতী নদীর সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে। ইহার পরে আর যমুনার নাম শ্রুত হওয়া যায় না। গঙ্গা উত্তর-পশ্চিম হইতে বহির্গতা হইয়া পূর্বাভি-মুখিনী হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছে। এতদ্দেশে যথেষ্ট ব্যাঘ্র, তিতির, ঘুঘু ও নানাপ্রকার কুক্কট পাওয়া যায়। এই স্থানে অনেক উলঙ্গ ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যায়। অধিবাসীরা উহাদিগকে সন্ন্যাসী বলে এবং বিশেষরূপে সম্মান করে। আমি একটা সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলাম—সে অগ্ৰ্যন্তের গ্রাম একটা বিকটাকার জন্তুবিশেষ। সে অঙ্গে কিছুই পরিধান করিতে চাহিত না; তাহার দাড়ী অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল এবং তাহার ক্ষুদ্রদীর্ঘ কেশদ্বারা সে তাহার শরীরের কতকাংশ আবৃত করিয়া রাখিত। তাহার অঙ্গুলীর দুই একখানি নখ দুই ইঞ্চি দীর্ঘ ছিল; কারণ, সে তাহার নখের কোন অংশই ছেদন করিত না। সে কাহারও সহিত বাক্যালাপও করিত না। তাহার সঙ্গে আট কি দশজন শিষ্য থাকিত এবং তাহারাই উহার হইয়া কথোপকথন করিত। যখন কেহ তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা করিত, তখন সে তাহার বক্ষঃস্থলে নিজ হস্ত স্থাপন করিত, কিন্তু কোন কথা কহিত না। এমন কি, সে রাজার সহিতও কথোপকথন করিত না। আমরা প্রয়াগ

হইতে নৌকাপথে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম গঙ্গা এই স্থানে অত্যন্ত প্রশস্তা। এই স্থানে নানাবিধ মৎস্য, বহু কুকুট, হংস, সারস এবং অন্যান্য পক্ষী পাওয়া যায়। এই প্রদেশ অত্যন্ত উর্বর এবং বহু-জনাকীর্ণ। এতদেশীয় পুরুষগণের অধিকাংশেরই মুখমণ্ডল দাড়ী-শূণ্য; ইহাদের অনেকেরই মস্তক দীর্ঘ। কাহারও কাহারও মস্তকের চূড়াব্যতীত অন্যান্যংশ মুণ্ডিত। এই গঙ্গানদীতে অনেক দ্বীপ আছে। গঙ্গার জল সুমিষ্ট এবং সুপেয় এবং ইহার নিকটবর্তী স্থান সকল উর্বর।

প্রয়াগ হইতে আমরা বারাণসীতে আগমন করি। ইহাও একটা বৃহৎ নগর এবং এই স্থানে কার্পাস নিষ্পিত বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এই স্থানের সকল অধিবাসীই হিন্দু এবং আমি কদাপি ইহাদের মত পৌত্তলিক দেখি নাই। বহুদূরদেশ হইতে হিন্দুগণ এই স্থানে তীর্থ দর্শনার্থ সমাগত হয়। নদীতীরে বহুপরিমাণে সুন্দর সুন্দর গৃহ সকল দৃষ্ট হয় এবং সাধারণতঃ সকল গৃহেই দণ্ডায়মান দেবমূর্তি বিদ্যমান। মূর্তিগুলি প্রস্তর বা কাষ্ঠনির্মিত। গৃহগুলির গ্রাম মূর্তিগুলি কিন্তু সুন্দর নহে। সেগুলি সিংহ, ব্যাঘ্র, বা হনুমানের গ্রাম পশ্বাকার। কতকগুলি আবার পুরুষ, স্ত্রী বা ময়ূরের গ্রাম; কতকগুলি চারি হস্ত বিশিষ্ট ভূতের গ্রাম। ইহাদের কতক যুগ্মাসনাসীন; কাহারও হস্তে এক দ্রব্য; অপরের হস্তে অল্প দ্রব্য। প্রাতঃকালে, এমন কি সূর্যোদয়ের পূর্বেও স্ত্রী পুরুষগণ নগর হইতে আসিয়া গঙ্গায় অবগাহন করে। অনেকগুলি বৃদ্ধ মৃত্তিকাস্তূপের উপর উপবেশন করিয়া প্রার্থনা করে এবং যাত্রীদিগকে তিনটা কি চারিটা করিয়া খড় (৮) প্রদান করে। এই সকল যাত্রী ঐ খড়গুলি অঙ্গুলী মধ্যে স্থাপন করিয়া গঙ্গায় অবগাহন করে। কেহ কেহ কপোলদেশ



BARANAT L
KABUPATEN
KABUPATEN

চিত্রিত করিবার জন্য উপবেশন করে। ইহারা বস্ত্রমধ্যে তণ্ডুল, যব অথবা অর্থ রক্ষা করে ও স্নানান্তে প্রার্থনারত-বৃদ্ধগণকে ইহা দান করে। দানান্তে বৃদ্ধগণ ইহাদিগকে আশীর্বাদ করে এবং ইহাতেই সকলে পবিত্র হয়। পরে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন মূর্তির নিকট গমন করিয়া পূজা করে। নানাস্থানে দণ্ডায়মান মূর্তি আছে—ইহারা তাহাদিগকে হর বলে। বৃহৎ বৃহৎ নানারূপ খোদিত প্রস্তরের উপরে ইহারা জলদান করে এবং এই সকল প্রস্তরের উপরে ইহারা তণ্ডুল, গম, যব এবং অন্যান্য দ্রব্য নিক্ষেপ করে। এই হর দেবতার, নথবিশিষ্ট চারিটি হস্ত আছে। এই সকল মূর্তি ব্যতীত অধিরোহণীবিশিষ্ট ইহাদের একটি পবিত্র কূপ আছে। এই কূপের জল অত্যন্ত ময়লা এবং দুর্গন্ধবিশিষ্ট ; কারণ, ইহাতে অনবরত যে প্রচুর পুষ্প নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতেই ইহার জল ঐরূপ দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইয়া গিয়াছে ; তথাপি সদা সর্বদাই ইহাতে লোক অবগাহন করে (৯)। কারণ, ইহারা বলে যে, ইহাতে স্বয়ং ভগবান স্নান করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্তু ইহাতে অবগাহন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ইহারা ঐ কূপ হইতে বালুকা সংগ্রহ করে। এই বালুকাকে ইহারা বড় পবিত্র বলিয়া মনে করে। ইহারা জলমধ্য ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই প্রার্থনা করে না। ইহারা অবগাহন কালে হস্ত দ্বারা মস্তকের উপরে জল প্রদান করে। স্নানান্তে ইহারা তিনবার সামান্য পরিমাণে জলপান করে এবং পরে স্বগৃহস্থ দেবতার নিকট গমন করে।

কেহ কেহ নিজের দৈর্ঘ্যানুযায়ী স্থান ধৌত করণান্তর তথায় হস্ত পদ বিস্তার করতঃ শয়নাবস্থায় প্রার্থনা করে এবং গান্ধোথান

না করিয়া সেই মৃত্তিকা ২০।৩০ বার চুষ্মন করে। কেহ কেহ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১৫টী কি ১৬টী পাত্ৰসহ পূজা করে এবং পূজাকালীন ক্ষুদ্র ঘণ্টাধ্বনি করে। ইহারা পাত্ৰের চতুর্দিকে জলের গণ্ডী প্রদান করিয়া পূজা করে। অনেকে ইহাদের নিকট উপবেশন করিয়া থাকে এবং একজন ঐ পাত্ৰগুলি পূজকের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। পূজকগণ পাত্ৰের উদ্দেশ্যে নানা কথা বারংবার উচ্চারণ করে। তাহারা তাহাদের দেবতাদের নিকট গমন করে এবং তাহাদিগকে পূজা করে। পূজান্তে তাহারা নিকটবর্তী সকলের কপোলদেশ চিহ্নিত করে। ইহা বিশেষ গৌরব জনক মনে করা হয়। অনেক সময় পঞ্চাশ, কোন কোন সময় একশত জনও এই কুপে স্নানার্থ সমাগত হইয়া এই সকল দেবমূর্তিকে পূজা করে।

ইহাদের গৃহে যে সকল দণ্ডায়মান দেবমূর্তি দেখা যায় গ্রীষ্মকালে উহাদিগকে বাজন করা হয়। যাত্রী সমাগত হইলে তাহারা একটা ক্ষুদ্র দোলায়মান ঘণ্টা ধ্বনি করিতে থাকে এবং অনেকে ইহাদিগকে ভিক্ষা প্রদান করে। তাহারা দূরদেশ হইতে আগমন করে, তাহারা নিশ্চয়ই ভিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। এই সকল দেবমূর্তির অধিকাংশই কৃষ্ণবর্ণের এবং ইহাদের পিত্তলনির্মিত নথ আছে। কোন কোন মূর্তি ময়ূরের উপর উপবিষ্ট থাকে ; কোন কোন মূর্তি দীর্ঘনখবিশিষ্ট কদাকার অগ্নাশ্রু পক্ষীর উপরেও স্থাপিত হইয়া থাকে। দেখিতে কোন মূর্তিই সুন্দর নহে ; এবং, সকলগুলিই দেখিতে বিভিন্নাকারের। একটা মূর্তিকে তাহারা অগ্নাশ্রু অথবা অধিক সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে। কারণ, তাহারা বলে যে, এই দেবতাই তাহাদিগকে সকল প্রকার খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করিয়া থাকে এবং একজন সদা সর্বদাই উহাকে ব্যজনী-হস্তে

বাতাস করিতে থাকে। এই প্রদেশে মৃত ব্যক্তিগণের কেহ ভস্মীভূত হয়, কেহ অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় নদীতে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কুকুর ও শৃগালগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আহার করে। এদেশে স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীগণ সহমৃতা হয়। যদি স্ত্রী সহমৃতা না হয়, তবে তাহার মস্তক মৃগুন করা হয় এবং পরে আর তাহার কোন অনুসন্ধানই লওয়া হয় না। কটীদেশে সামান্য একটু বস্ত্র বন্ধন ব্যতীত অধিবাসীরা আর কোনরূপ বস্ত্র পরিধান করে না। স্ত্রীলোকগণের গলদেশে, হস্তে ও কর্ণে রৌপ্য, তাম্র ও টানের অলঙ্কার এবং অঙ্গুলীতে প্রস্তর-সুশোভিত হস্তিদন্তের অঙ্গুরী শোভা পায়। ইহাদের কপালের মধ্যদেশ হইতে মস্তকের চূড়াদেশ পর্য্যন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা হয়। শীত ঋতুতে (আমাদের মে মাসে) পুরুষেরা তুলা-পূর্ণ অঙ্গাবরণ ও আমাদের দেশীয় মুদীদের হামামদিস্তার ন্যায় মস্তকাবরণ ব্যবহার করে। মস্তকাবরণে ছিদ্র থাকে এবং কর্ণের নিম্নে বাঁধিবার জন্ত সূত্র থাকে। যদি কোন পুরুষ বা স্ত্রী পীড়িত হয় এবং তাহার জীবনের আশা না থাকে, তবে তাহাকে সমস্ত রাত্রি দেবতার নিকট রাখা হয়। ইহাতে হয় সে রক্ষা পায় বা তাহার মৃত্যু হয়। যদি সেই রাত্রিতে সে সুস্থ না হয়, তবে তাহার বন্ধু-বান্ধবগণ সমাগত হইয়া তথায় কিয়ৎকাল উপবেশন করিয়া ক্রন্দন করে এবং পরে নলনির্মিত ক্ষুদ্র ভেলায় তাহাকে স্থাপন করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেয়।

স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহকালে উভয়ে নদীতীরে আগমন করে, এবং নদীতীরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, গাভী ও গোবৎস রাখা হয়। আর সেই বর, কনে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, গাভী ও বৎস একত্রে জলমধ্যে গমন করে। বর কনে ব্রাহ্মণকে চারি গজ পরিমিত শুভ্র এক খণ্ড বস্ত্র ও নানাপ্রকার

দ্রব্য-পূর্ণ এক করণ্ড প্রদান করে। ব্রাহ্মণ বস্ত্রখানি গাভীর উপরে স্থাপন ও গাভীর পুচ্ছ স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ করে। কনের হস্তে জলপূর্ণ তাম্র বা পিত্তলের একটি পাত্র থাকে এবং বর ব্রাহ্মণের ও কনের হস্তস্পর্শ করিয়া থাকে এবং সকলেই গাভীর পুচ্ছ ধরিয়া থাকে। পাত্রস্থিত জল গাভীর পুচ্ছের উপরে নিক্ষেপ করা হয় এবং এবম্প্রকারে ঐ জল সকলের হস্ত স্পর্শ করে। তখন, ব্রাহ্মণ, বর ও কনের বস্ত্র একত্র বন্ধন করে। পরে, তাহারা গাভী ও গোবৎস প্রদক্ষিণ করিয়া দরিদ্রগণকে যথাসাধ্য ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে গাভী ও গোবৎস দান করে। অবশেষে স্ত্রী ও পুরুষ তাহাদের বিভিন্ন দেবতার নিকট গমন করিয়া অর্থদান ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করণান্তর মৃত্তিকা চুষন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। ইহাদের প্রধান দেবতাগুলি কৃষ্ণবর্ণের এবং দেখিতে অত্যন্ত কদাকার ; বিকটাকার মুখবিশিষ্ট ; কর্ণ মণিমুক্তাযুক্ত ; দন্ত ও চক্ষু রোপ্য ও কাচনির্মিত এবং হস্ত নানা দ্রব্যপূর্ণ। পাছুকা পরিধান করিয়া দেব-মন্দিরে গমন নিষিদ্ধ। দেবমন্দিরে সদা সর্বদাই দীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে।

[পাটনা—গৌড়—কুচবিহার—ভূগলি—সপ্তগ্রাম—
ত্রিপুরা—ভূটান—বাকলা—শ্রীপুর—সোনারগাঁ]

জলপথে গঙ্গানদী হইয়া আমি বারাণসী হইতে পাটনা গিয়াছিলাম ।
পথিমধ্যে আমি অনেক সুন্দর নগর ও উর্বর প্রদেশ দেখিয়াছিলাম । গঙ্গার
সহিত বহু বৃহতী নদী সম্মিলিতা হইয়াছে । ইহার কতকগুলি গঙ্গারই
শ্রায় বড় এবং এই জন্তই গঙ্গার প্রস্থ এত অধিক । বর্ষাকালে এক
কূল হইতে অত্র কূল দৃষ্টিগোচর হয় না । ভারতবাসী পুরুষগণ অর্দ্ধ-
দণ্ডাবস্থায় গঙ্গায় নিষ্কিপ্ত হইলে তাহাদিগের বদনমণ্ডল নিম্নদিকে ও স্ত্রী-
লোকগণের মুখ এক্রপাবস্থায় উর্দ্ধদিক হইয়া ভাসমান হয় । আমি প্রথমে
মনে করিয়াছিলাম যে, শরীরের সহিত কিছু বন্ধন করিয়া দিবার জন্ত এক্রপ
হয় ; কিন্তু, তাহারা বলিল যে, এক্রপ কিছুই করা হয় না । আরব-
দেশীয় চোরের শ্রায় এদেশে অনেক চোর আছে (১) । ইহাদের নির্দিষ্ট
আবাস নাই ; কোন সময় একস্থলে, অত্র সময় অত্রত্র বাস করে ।
এই স্থানের স্ত্রীলোকে রা রোপ্য ও তায়ে সুসজ্জিতা থাকে । পদাঙ্গুলিতে
এত অধিক পরিমাণে রোপ্য ও তাম্রের অঙ্গুরী পরিধান করে যে,
ইহারা পাছুকা পরিধান করিতে পারে না । পাটনায় নিম্নলিখিত প্রকারে
সুবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । অধিবাসীরা ভূমিতে গভীর কূপ খনন করিয়া,
ঐ মৃত্তিকা খোঁত করে এবং এবম্প্রকারে সুবর্ণ প্রাপ্ত হয় । ঘাহাতে ঐ

(১) ৩৫ পৃষ্ঠায় বসোরার বিবরণেও ফীচ এইপ্রকার ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন ।
ইহাদের শ্রায় যাযাবর জাতি বর্তমানেও দৃষ্ট হয় ।

মৃত্তিকা কুপমধ্যে পতিত না হয়, তজ্জন্ত ইহারা গর্তের চতুর্দিক ইষ্টক দ্বারা বেষ্টন করে। পাটনা একটি বৃহৎ ও দীর্ঘ নগর। প্রাচীনকালে ইহা একটি রাজ্য ছিল ; কিন্তু, এক্ষণে ইহা প্রবলপরাক্রান্ত মোগলাধিপতি আকবরের অধীন। অধিবাসীরা কুশ ও দীর্ঘাঙ্গ এবং দীর্ঘজীবী। রাজপথগুলি অত্যন্ত বৃহৎ ; গৃহগুলি মৃত্তিকা-নির্মিত এবং খড়দ্বারা আচ্ছাদিত। এই নগরে কার্পাস, কার্পাসের বস্ত্র, প্রচুর পরিমাণে চিনি, প্রচুর অহিফেন ও অন্যান্য পণ্য পাওয়া যায়। চিনি এইস্থান হইতে বঙ্গদেশে ও অন্তর্ভুক্ত রপ্তানী হয়। এই স্থানের শাসনকর্তা আকবরের অধীন—ইনি “টিপ্পারদাস” (২) নামে কথিত হন এবং অধিবাসীরা ইঁহাকে ষৎপরোনাস্তি সম্মান করে। পাটনায় আমি একটি কপট অবতার দেখিয়াছিলাম। এই ব্যক্তি বাজারে অশ্বের উপর আরোহণ ও নিদ্রার ভান করিয়া উপবিষ্ট ছিল এবং অনেক ব্যক্তি আসিয়া হস্তদ্বারা প্রথমে ইহার পাদস্পর্শ করিয়া, পরে নিজ নিজ হস্ত চুষন করিতেছিল। তাহারা ইঁহাকে মহৎ বলিয়া বিবেচনা করিতেছিল ; কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে সে একটি অলস-প্রকৃতির লোক ছিল মাত্র। আমি তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া-ছিলাম। এতদেশবাসীরা এইরূপ কপটতা ও ভণ্ডামি করে।

পাটনা হইতে আমি গোড়ের (৩) অন্তর্গত টাণ্ডা (৪) নামক দ্বীপে গমন করি। পূর্বকালে ইহা একটি রাজ্য ছিল। কিন্তু, এক্ষণে ইহা আকবরের অধিকৃত। এই স্থানে প্রচুর কার্পাস ও কার্পাসবস্ত্রের

(২) “Tipperdas” (ফীচ)। সম্ভবতঃ তৎকালীন শাসনকর্তার নাম বা উপাধির অপভ্রংশ। ফীচ অনেকস্থলে এইরূপ করিয়াছেন।

(৩) ফীচ গোড়কে “Gouren” বলিয়া লিখিয়াছেন।

(৪) হাকলিট টাণ্ডাকে মালদহের একটি ক্ষুদ্র নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আমদানী ও রপ্তানী হয়। অধিবাসীরা কটীদেশে সামান্ত একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করে—অন্য কোনরূপ বস্ত্র পরিধান করে না। এই স্থান বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রদেশে ব্যাঘ্র, বন্য-মহিষ এবং প্রচুর পক্ষী পাওয়া যায়। অধিবাসীরা অত্যধিক পরিমাণে পৌত্তলিক। পূর্বকালে বর্ষার সময় গঙ্গা নিকটবর্তী প্রদেশ ও গ্রাম সমূহকে প্লাবনে নষ্ট করিয়াছিল এবং তৎকাল সেই সময় হইতেই টাণ্ডা গঙ্গা হইতে তিন মাইল দূরবর্তী। গঙ্গার পূর্বের ভূমি এক্ষণে শুষ্কাবস্থায় রহিয়াছে। আগ্রা হইতে যমুনা ও গঙ্গা হইয়া বঙ্গদেশে পৌঁছিতে আমি পাঁচমাস অতিবাহিত করিয়াছিলাম। তবে, ইহাপেক্ষা স্বল্প সময়েও পৌঁছান যায়।

বঙ্গদেশ হইতে আমি কুচবিহারে (৫) যাই। ইহা টাণ্ডা হইতে উত্তরদিকে পঞ্চবিংশ দিবসের পথ। এতদেশীয় নরপতি হিন্দুজাতীয়—ইহার নাম “সুকেল কাউন্স” (৬)। ইহার বৃহৎ রাজ্য কোচীন চায়না হইতে অনতিদূরবর্তী। শেষোক্ত স্থান হইতেই এই রাজ্যে মরিচের আমদানী হয়। এই রাজ্যের বন্দরের নাম কাছিগেট (৭)। উভয়দিকে স্মৃতিষ্ক বংশদণ্ড বা বেত্র দ্বারা সমস্ত প্রদেশ সুরক্ষিত। এতদেশবাসীরা

(৫) ফীচ “Coache” লিখিয়াছেন।

(৬) রাইলী লিখিয়াছেন “Col. Haughton, late Commissioner of the Cooch Behar Division, has kindly furnished me with a Coorshinamah, or genealogical table of the Cooch Behar family in which this prince appears under the name of Sukladuge or Seela Roy; he was progenitor of the Durrung branch of the family.” গুরুধ্বজ কুচবিহারাধিপতি নরনারায়ণের ভ্রাতা ছিলেন। ইনি সিংহাসনাধিরোহণ না করিলেও অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন।

(৭) “Cacchegate” (ফীচ)। এইস্থান নির্দ্বারিত হয় নাই।

ইচ্ছা করিলে তাহাদের দেশকে জল দ্বারা প্লাবিত করিতে পারে।
এরূপ অবস্থায় মনুষ্য বা অশ্ব এ দেশে প্রবেশ করিতে অক্ষম হয়। যুদ্ধের
সময় দেশবাসীরা সকল জল বিষাক্ত করে। এই স্থানে প্রচুর রেশম,
শৃগনাভি ও কার্পাস নিশ্চিত বস্ত্র পাওয়া যায়। অধিবাসীদিগের কণ
অত্যন্ত বৃহৎ—এক বিতস্তি পরিমাণ দীর্ঘ; বাল্যকালে বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা
উহারা এইরূপ দীর্ঘায়তন করে (৮)। এ দেশে হিন্দু ব্যতীত অন্য জাতি
নাই—ইহারা প্রাণিহত্যা করে না। এই স্থানে মেষ, কুকুর, বিড়াল, পক্ষী
ও অন্যান্য জীব জন্তুর জন্ত দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। জীবজন্তু, বৃদ্ধ বা
খঞ্জ হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এই সকল চিকিৎসালয়ে রক্ষা করা
হয়। যদি কোন ব্যক্তি কোন জন্তু ধৃত বা ক্রয় করিয়া আনয়ন করে,
তবে অধিবাসীরা তাহাকে অর্থ বা খাদ্য প্রদান করে এবং উহাকে মুক্ত
করিয়া দেয় অথবা চিকিৎসালয়ে রক্ষা করে। এতদেশীয়েরা পিপীলিকাকে
মাংস প্রদান করে। সামান্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্ত ইহারা বাদাম (৯) ব্যবহার
করে। এই বাদাম তাহারা অনেক সময় আহার করে।

এই স্থান হইতে আমি হুগলি প্রত্যাভর্তন করি। বঙ্গদেশের এই
স্থান পর্তুগীজদিগের অধিকৃত। ইহা সপ্তগ্রাম হইতে তিন মাইল দূর-
। পর্তুগীজগণ ইহাকে “পোর্টো পিকুইনো” (১০) বলে। রাজপথ

(৮) সমসাময়িক ভারত, মেগস্থেনিস, ১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৯) বাস্তবিক বাদাম ব্যবহৃত হইত কিনা? কুচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি
উত্তরাঞ্চলস্থ স্থানে বাসকালে আমরা কড়ির ব্যবহার দেখিয়াছি। ফীচের দৃষ্টিভ্রমে
কড়ির স্থলে বাদাম লিখিত হয় নাই ত? অবশ্য, ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে,
মেক্সিকো দেশে কাকাও নামক ফল ব্যবহৃত হইত।

(১০) সম্ভবতঃ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

দস্যুসকুল বলিয়া আমরা বনপথে অগ্রসর হইয়াছিলাম। আমরা গোড়ে অত্যন্ত সংখ্যক গ্রাম দেখিতে পাইয়াছিলাম—প্রায় সকলগুলিই পরিত্যক্ত এবং মহিষ, শূকর, হরিণ এবং ব্যাঘ্র পরিপূর্ণ। “পোর্টো পিকুইনো” হইতে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে “আঞ্জেলি” (১১) নামক পোতাশ্রয় আছে ; ইহা উড়িষ্যা (১২) অন্তর্গত। ইহা একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল এবং এই রাজ্যের নর-পতি বৈদেশিকগণের প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিতেন। পরে, ইহা নিকটবর্তী পাটন-রাজ কর্তৃক অধিকৃত হয়। অধিকদিন ইহা পাটন-রাজের অধিকারভুক্ত ছিল না ; কারণ ইহা আগ্রা, দিল্লী ও কাশ্মীর অধিপতি আকবরের অধীনস্থ হয়। উড়িষ্যা সপ্তগ্রাম হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছয় দিবসের পথ। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে চাউল, কার্পাস-বস্ত্র এবং ঘাসের বস্ত্রও পাওয়া যায়। শেষোক্ত দ্রব্য অনেকটা রেশমের জায়। তখন হইতে সুন্দর বস্ত্র এই প্রদেশে নির্মিত হইয়া ভারতবর্ষে ও অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হয়। এই আঞ্জেলি পোতাশ্রয়ে ভারতবর্ষ, নেগাপটম্, সুমাত্রা, মালাক্কা এবং অন্যান্য স্থান হইতে প্রত্যেক বৎসর অনেক জাহাজ সমাগত হয় এবং এই স্থান হইতে ভারতবর্ষের জন্ত প্রচুর পরিমাণে চাউল, কার্পাস-বস্ত্র, চিনি, মরিচ, মাখন এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হয়।

সপ্তগ্রাম মুসলমানদিগের অধিকৃত একটা সুন্দর নগর—সকল দ্রব্যই এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে একস্থান বা অন্য

(১১) হিজলীর বন্দর বলিয়া অনুমিত হয়।

(১২) ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে দায়ুদের মৃত্যু হইলে উড়িষ্যা মোগলরাজ্য ভুক্ত হয়। ঐ সময় হইতে ১৭৫১ সন পর্য্যন্ত উহা মোগলদের করায়ত্ত থাকিয়া ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-গণের অধিকার ভুক্ত হয়।

স্থানে একটী করিয়া হাট আছে। এই হাটগুলিকে তাহারা “চাণ্ডো” বলে। অধিবাসীদের ‘পেরিকোস’ (১৩) নামক বৃহৎ নৌকা আছে। তাহারা এই নৌকায় করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়া চাউল ও অন্যান্য পণ্য ক্রয় করে। এই সকল নৌকায় ২৪ কি ২৬টী দাঁড় আছে; ইহারা প্রচুর ভার বহন করিতে পারে; কিন্তু নৌকার কোন আচ্ছাদন নাই। এই স্থানের অধিবাসীরা গঙ্গাজলকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। ইহাদের নিকটে কূপের পানীয় জল থাকিলেও, ইহারা দূরবর্তী গঙ্গা হইতে গঙ্গাজল আনয়ন করে। যদি পান করিবার উপযুক্ত পরিমাণে গঙ্গাজল না থাকে, তবে অন্য জলের উপর গঙ্গাজল ছিটাইয়া উহাই পান করে এবং এক্রপ করিলে তাহারা পবিত্রতা বোধ করে।

সপ্তগ্রাম হইতে আমি ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তর হইয়া অগ্রসর হই। এই রাজ্যের সহিত মোগলগণের অনবরত যুদ্ধ চলিতেছে। আরাকান (১৪) ও “রাম” (১৫) রাজ্য মোগলদিগের অধিকৃত এবং ইহা ত্রিপুরা-রাজ্যাপেক্ষা

(১৩) বর্তমানেও “কোস” নামক নৌকা পাওয়া যায়।

(১৪) পারসীক রাখাং (Rakhang)।

(১৫) বর্তমানে চট্টগ্রামের দক্ষিণস্থ এক নগর। “Rame” (ফীচ)—শ্রীর অর্থার ফেয়ার প্রণীত “বঙ্গীয় ইতিহাসে” দৃষ্ট হয় যে চট্টগ্রাম আরাকানের অধিকার ভুক্ত ছিল। তিনি বলিয়াছেন (২৭০ পৃষ্ঠা) “The name of Ramu is applied to the Country of Chittagong in a general description of Bengal which is found in Purchas. (Vol. v. p. 508). These instances probably explain the name of Ruhmi, Rahma, or Rahma given to a kingdom on the Sea Coast of the Bay of Bengal by Arabian Voyagers in the ninth and tenth centuries of the Christian era. It has been supposed to refer to Ramri in Arakan, or to Ramanya, the classic

পরাক্রান্ত বলিয়া চট্টগ্রাম অনেক সময় আরাকানাধিপতির (১৬) হস্তগত হয়

name of Pegu. There is now a village called Ramu in the Southern part of the Chittagong district, which is a police station. It probably represents the name by which the territory in question was known to the Arabs. and which we may now conclude extended from the north bank of the river Naf to the confines of Bengal. Fitch heard the name when in Chittagaon and the King of Arakan then held the country north of the Naf.” অর্থাৎ পার্চীস বঙ্গদেশের যে একটি বৃত্তান্ত তাহার পুস্তকের ৫ম খণ্ডে প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে রামু নাম চট্টগ্রামকেই বলা হইয়াছে। নবম ও দশম দশাব্দীতে আরব দেশীয় বণিকগণ বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থ যে স্থানকে রুমি, রাম অথবা রমো বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ ইহাই সেই স্থান। ইহা আরাকানের অন্তর্গত রামড়ি বা পেগুর ভাল নাম রমনা বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। বর্তমানে, চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণে রামু নামে একটি গ্রাম আছে। আরবগণ যে রাজ্যের উল্লেখ করিত সম্ভবতঃ বর্তমান রামুই সেই রাজ্য নির্দেশ করিতেছে। আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, নারায়ণ নদীর উত্তর কূল হইতে বঙ্গদেশের সীমা পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল এবং আরাকানাধিপতিই নারায়ণ নদীর উত্তরস্থ প্রদেশের রাজা ছিলেন। হাণ্টার বলেন যে, এই জেলা ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী অর্থাৎ বঙ্গদেশে আফগানদের প্রাধান্যের সময়েই মুসলমানদের করায়ত্ত হইয়াছিল। মোগল ও আফগানদের বিবাদের সময় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইহা আরাকান রাজের পুনরুদ্ধার করতলগত হয়; কিন্তু, মোগলেরা ইহা আরাকানরাজ্যভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন না এবং ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে তোডরমল ইহার খাজনা নির্ধারণ করেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহা মোগলদের রাজ্যভুক্ত হয়।

(১৬) ফীচ “Under the king of Recon” বলিয়াছেন। এই সময়ে চট্টগ্রাম আরাকানের অধীনস্থ ছিল। পূর্বোক্ত ১৫ টীকা দ্রষ্টব্য।

পূৰ্বোক্ত কুচবিহার হইতে ভোটান (১৭) রাজ্য চারি দিবসের পথ ; ইহার প্রধান নগর “কৌচী” (১৮) এবং রাজা “দারমেন” (১৯) বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। অধিবাসীরা বলবান্ এবং সুদীর্ঘ আকারের। চীন ও তাতার হইতে বণিক্গণ এই স্থানে আগমন করে। এই সকল বণিক্গণ মৃগনাভি, কঙ্কল, (২০) মণি, রেশম, মরিচ এবং পারস্তে উৎপাদিত জাফরনের ন্যায় জাফরন ক্রয়ের জন্য এই প্রদেশে সমাগত হয়। এই প্রদেশ শ্রবহৎ—ইহা অতিক্রম করিতে তিন মাস সময় অতিবাহিত হয়। এই প্রদেশে অত্যন্ত উচ্চ পর্বত আছে। একটী পর্বত এরূপ অত্যাচ্চ যে, এই স্থান হইতে ছয় দিবসের পথ অগ্রসর হইলেও ইহা সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল পর্বতে এক বিতস্তি-দীর্ঘ কর্ণ-বিশিষ্ট (২১) মনুষ্য বাস করে। এই সকল মনুষ্যের কর্ণ দীর্ঘ না হইলে উহাদিগকে বানর বলিয়া অভিহিত করা হয়। অধিবাসীরা বলে যে, পর্বতে আরোহণ করিলে সমুদ্রগামী জাহাজ দৃষ্টিভূত হয় ; কিন্তু এই সকল জাহাজ কোন্ স্থান হইতে আগমন করে বা কোথায় গমন করে তাহা ইহারা বলিতে পারে না। পূৰ্বোক্ত হইতে এই স্থানে বণিক্গণ আগমন করে। অধিবাসীরা বলে যে, এই সকল বণিক্গণ চীন হইতে আগমন করে এবং তাহাদের দেশ উষ্ণ-

(১৭) “Bottanter” (ফীচ)। পারসীক ভাষায় লিখিত পুস্তকে ইহা “Bhutant” বলিয়া লিখিত।

(১৮) “Couche or Quicken” ফীচ।

(১৯) “Dermain” (ফীচ)—ধর্ম্মরাজ।

(২০) ভূটানের কঙ্কল চিরপ্রসিদ্ধ ; সনাতন “ভোট কঙ্কলের ” কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(২১) মেগস্থেনিস ১০০ পৃষ্ঠা ও পূর্ববর্তী ৮ পাদটীকা (৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

প্রধান। কিন্তু, যাহারা পর্বতের অপর পার্শ্বে—অর্থাৎ উত্তর হইতে আগমন করে, তাহারা বলে যে, তাহাদের দেশ শীতপ্রধান। উত্তরদেশীয় এই সকল বণিক্গণ—পশমের বস্ত্র, মস্তকাবরণ, শ্বেতবর্ণের প্যাণ্টালুন এবং মস্কো বা তাতার দেশীয় পাছুকা ব্যবহার করে। ইহারা বলে যে, ইহাদের দেশে সুন্দর অশ্ব পাওয়া যায়; কিন্তু, অশ্বের সংখ্যা অত্যন্ত। কাহারও কাহারও ৪, ৫, কি ৬ শত অশ্ব ও গাভী আছে। ইহারা দুগ্ধ ও মাংস আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা গাভীর পুচ্ছ ছেদন করিয়া বহুমূল্যে বিক্রয় করে। এতদেশে গাভীর পুচ্ছকে অত্যন্ত আদর করা হইয়া থাকে। এই সকল পুচ্ছের কেশ এক গজ দীর্ঘ; অধিবাসীরা হস্তীর মস্তকে শোভা-সম্বন্ধনার্থ ইহা ব্যবহার করে এবং ইহা পেণ্ড ও চীনে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত ও ক্রয় বিক্রয় হয়। অধিবাসীরা অত্যন্ত দ্রুতগামী।

বঙ্গদেশীয় চট্টগ্রাম হইতে আমি বাকলায় (২২) উপনীত হই। এত-

(২২) রাইলী বাকলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “Probably Barisal, the present headquarters of the Bakarganj district.” বেভারিজ সাহেব এ সম্বন্ধে তাঁহার “District of Bakarganj”এ বলিয়াছেন “According to one tradition, much of the present district was formerly the bed of a large river, called Sugandha or Fragrant. This river threw up chars the lands at the east receiving the names of Bakla.It is certain that the general name for much of the present district was Bakla.Bakla is mentioned by the traveller Ralph Fitch who visited it in 1586. He says “From Chatigan...teeth.” This Bacola has entirely disappeared, and it is only a conjecture which identifies it with Kachua, the ancient seat of the Chandradwip Rajhas. Fitch

দেশীয় রাজা হিন্দু ও দয়ালু এবং বন্দুক ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। তাঁহার সুবহৎ উর্বর রাজ্যে চাউল, প্রচুর পরিমাণে কার্পাস বস্ত্র এবং রেশম-বস্ত্র পাওয়া যায়। গৃহগুলি সুন্দর ও উচ্চ ; রাজপথ সুপ্রশস্ত ; অধিবাসীরা মাত্র কটীদেশে ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা হস্তে ও গলদেশে বহু পরিমাণে রৌপ্যচক্র ব্যবহার করে এবং পাদদেশে রৌপ্য, তাম্র ও হস্তিদন্ত নির্মিত অঙ্গুরী পরিধান করে।

বাকলা হইতে আমি গঙ্গাতীরবর্তী শ্রীপুর (২৩) গমন করি। রাজা

does not mention how he came to it from Chatigan—nor is there any local tradition of there having been a town called Bacola or Bakla. If a town so large and flourishing as that described by Fitch ever existed in Bakargunj it must have been washed away by the Meghna very many years ago.”

তৎপরে, বেভারিজ সাহেব আইন-ই-আকবরি হইতে বাকলার বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। “সরকার বাকলা সমুদ্রতীরে অবস্থিত। দুর্গটি বৃক্ষরাজি মধ্যে স্থাপিত। এই রাজত্বের উনত্রিংশ বৎসরে বৈকালে পাঁচটার সময় জলপ্লাবনে সরকার বাকলা সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত হইয়া যায়। রাজা নৌকায় করিয়া পলায়ন করেন ; তাঁহার পুত্র পূর্ণানন্দ রায় অশ্রান্ত লোকজন সহ দেবমন্দিরের উর্দ্ধদেশে আশ্রয় লাভ করেন। উক্ত দেবমন্দির ব্যতীত সকল গৃহাদি বিনষ্ট হয় এবং এক্ষণকারে ২০০,০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।”

বেভারিজ বলিতেছেন যে, এই ঘটনা ১৫৮৩ কি ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ঘটে কিন্তু ২৩ বৎসর পরে ফীচ বাকলার আসিলেও এ সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

নিকোলাস পাইমেণ্টাও বাকলার বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৩) শ্রীপুর—টেলার সাহেব তাঁহার “Topography of Dacca” নামক পুস্তকের ৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন “Seeripore” was situated about 60 leagues to the south of Sunergong. The Portugese are said to have

চাঁদরায় (২৪) নামে খ্যাত। অধিবাসীরা সকলেই বিদ্রোহভাবাপন্ন—ইহাদের নরপতি আকবরের অধীনতা স্বীকার করে না। কারণ এই স্থানে এত অধিক নদী ও দ্বীপ আছে যে, ইহারা একটি হইতে অন্যটীতে পলায়ন করে এবং আকবরের অশ্বারোহী সৈন্য ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারে না। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস-বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

শ্রীপুর হইতে অষ্টাদশ মাইল ব্যবধানে স্বর্ণ গ্রাম (২৫) অবস্থিত। ভারতবর্ষের মধ্যে এই স্থানেই সর্বাপেক্ষা উত্তম কার্পাস-বস্ত্র (২৬) প্রস্তুত হয়। এই সকল প্রদেশের প্রধান নরপতি ঈশা খাঁ (২৭) অত্র সকল নরপতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং খৃষ্টীয়ানদের বিশেষ বন্ধু। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ন্যায় গৃহগুলি ক্ষুদ্র এবং খড়ের ছাউনি বিশিষ্ট; দেওয়ালের চারি পার্শ্বে কয়েকখানি মাদুর দেওয়া হয় এবং ব্যাঘ্র ও শৃগাল হইতে রক্ষা পাওয়ার

settled here about the middle of the 16th century.” শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের “কেদার রায়” ৭১—৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ফীচ “Serrepore” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং গঙ্গাতীরবর্তী বলিয়াছেন। তজ্জন্য কেহ কেহ ইহাকে শ্রীরামপুর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু, চাঁদরায়ের উল্লেখ ও অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করিলে ইহাকে চাঁদ রায় কেদার রায়ের শ্রীপুর বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। রেনেলের মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

— (২৪) “Chondery” (ফীচ) চাঁদরায়।

(২৫) “Sinnergan” ফীচ। মুসলমান সময়ের অন্ততম রাজধানী—বর্তমানে ঢাকা জিলার একটি নগর গ্রাম।

(২৬) ঢাকাই মসলিন্। কানিংহাম আর্কিয়লজিকাল সাভে’ রিপোর্ট ১৫ খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৭) অন্ততম বার ভূঞা। চাঁদরায়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার রাজ্য মোগল হস্তগত হয়। শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় প্রণীত “বার-ভূঞার” ইতিহাস ৫৫—৫৮ দ্রষ্টব্য।

জন্তু একটা করিয়া দ্বার আছে। অনেক অধিবাসী অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। এই স্থানে মাংসাহার অথবা জীবহত্যা করা হয় না। অধিবাসীরা চাউল, ছন্ধ ও ফল ভোজনে জীবনধারণ করে। সামান্য একটু বস্ত্র পরিধান করে; শরীরের অন্যান্য স্থান আবৃত রাখিবার জন্তু অন্য কোনরূপ বস্ত্র ব্যবহার করে না। এই স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস-বস্ত্র রপ্তানী হয় এবং ভারতবর্ষের নানা স্থান, এবং লঙ্কা, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানের ব্যবহারের জন্তু চাউলও এই স্থান হইতে প্রেরিত হয়।

তৃতীয় অঙ্ক

[সুন্দীপ ও পেণ্ড]

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নবেম্বর আলবার্ট করোআলস নামক এক ব্যক্তির একখানি ক্ষুদ্র জাহাজে করিয়া আমি পেণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গঙ্গানদী দিয়া ও সুন্দীপ, ত্রিপুরা, আরাকান এবং মোগলরাজ্য অতিক্রম করিয়া ও উহাদের বামপার্শ্বে রাখিয়া এবং দক্ষিণ ও পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া, আমরা পেণ্ডের অন্তর্গত নিগ্রেসের সৈকতে উপনীত হইলাম। প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইলে আমরা জাহাজের পণ্যাদি সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতাম; কারণ জাহাজে এত পণ্য ও লোক ছিল যে শয়ন করিবার স্থানমাত্র ছিল না। বঙ্গদেশ হইতে পেণ্ড নব্বই লীগ। আমরা নিগ্রেসের সৈকতে উপনীত হইয়া দেখিলাম যে যে স্থানে ইহা সর্বাপেক্ষা কম গভীর সে স্থানেও ইহা ৪ ফাদম। তিন দিবস পরে আমরা কসমীনে (১) উপস্থিত হইলাম। ইহা একটা অতি সুন্দর নগর, সুসজ্জিত এবং সু-অবস্থিত। অধিবাসীরা আকারে দীর্ঘ, কৌলোকেরা সুশ্রী; তাহাদের মুখমণ্ডল গোলাকার ও তাহাদের চক্ষুগুলি ক্ষুদ্র। গৃহগুলি উচ্চস্তম্ভোপরি নির্মিত, ব্যাঘ্রভয়ে অধিবাসীরা এই সকল গৃহে অধিরোহণী সাহায্যে আরোহণ করে। এতদেশে সকল

(১) কুশীমানগড়ের অপভ্রংশ, বর্তমান বেসীন। ইহা বেসীন নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। কথিত হয় যে, ১২৪৯ খৃষ্টাব্দে তালেং বংশীয় এক রাজকুমারী দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফীচের উল্লিখিত সকল স্থান নির্দেশ করা অসম্ভব।

প্রকার দ্রব্যই প্রচুরপরিমাণে জন্মে। এখানে সুবৃহৎ ডুম্বুর, কমলা, নারিকেল এবং অগ্ৰাণ্ণ ফল পাওয়া যায়। মৈকতস্থান খুব উচ্চ ; কিন্তু প্রণালীতে প্রবেশ করিবার পর ভূভাগ নীচু। ইহা নদীসঙ্কুল এবং জনপদবাসীরা ‘পারোস’ নামক নৌকা করিয়া যত্রতত্র গমনাগমন করে এবং এই সকল নৌকায় তাহারা স্ত্রী পুত্র পরিজন লইয়া গৃহের গ্ৰাম বাস করে।

নিগ্রেস হইতে পেগু, নদীপথে দশ দিবসের ব্যবধান। আমরা কসমীন হইতে পেগুতে নৌকা করিয়া গমন করি এবং নদীপথে অগ্রসর হইয়া মেডন নামক সুন্দর নগরে পৌঁছি। এই স্থানে বহু পরিমাণে ‘পারোস’ আছে ; কারণ অধিবাসীরা গৃহ পণ্যাদি এই সকল নৌকায় করিয়া নদীর উপরেই বাস করে। ইহারা যত্রতত্র নদীপথেই গমনাগমন করে এবং নৌকাতেই সকল পণ্য রক্ষা করে। আতপ নিবারণার্থ তাহারা মস্তকে বৃহৎ ছত্র ব্যবহার করে। ছত্র বৃহৎ গাড়ীর চক্রের গ্ৰাম এবং নারিকেল ও ডুম্বুর বৃক্ষপত্র-নির্মিত এবং অত্যন্ত পাতলা।

মেডন হইতে আমরা ডেলায় গমন করি ; ইহাও একটি সুদৃশ্য সহর এবং ইহার একটি সুন্দর বন্দর আছে। এই বন্দর হইতে অনেক জাহাজ মালাক্কা, মকা ও অগ্ৰাণ্ণ স্থানে গমন করে। এই স্থানে ১৮টি কি ২০টি সুদীর্ঘ ও সুবৃহৎ গৃহ আছে ; এই সকল গৃহে তাহারা রাজ্যের অনেক হস্তী রক্ষা করে। এই স্থানের বনে তাহারা বহু হস্তী ধৃত করে। ইহা একটি অত্যন্ত উর্বর দেশ।

ডেলা হইতে আমরা কিরিয়ন্ (২) গমন করি। ইহাও একটি সুন্দর নগর এবং ইহারও একটি বন্দর আছে। মকা, মালাক্কা, সুমাত্রা এবং

(২) কিরিয়ণ বা আন্-লিন্। পেগুনদীর বামতীরে।

অগ্ৰাণ্য স্থান হইতে অনেক জাহাজ এই বন্দরে সমাগত হয়। জাহাজ সকল এই স্থানে অবস্থান করিয়া ভাৰাবতরণ করে ও পরে নৌকাপথে এই সকল পণ্য পেণ্ডতে প্রেরিত হয়।

কিরিয়ন্ হইতে আমরা মাকাও (৩) নামক সুন্দর সহরে গমন করি। এই স্থানে আমাদের নৌকাসকল রক্ষা করিয়া আমরা রজ্জু ও লেপ নিৰ্ম্মিত এক প্রকার আসনে উপবেশন করিয়া সেই দিবসেই পেণ্ড পৌছি। বাহকগণ এই সকল আসনের দণ্ড ধারণ করিয়া বহন করে। আমরা সেই দিবসেই পেণ্ড পৌছি।

পেণ্ড একটা সুবৃহৎ নগর, সুরক্ষিত এবং অস্তান্ত সুন্দর। ইহার প্রাচীরগুলি প্রস্তর নিৰ্ম্মিত এবং ইহার চতুর্দিকে বৃহৎ পরিখা রহিয়াছে। এই স্থানে দুইটা নগর আছে—একটা পুরাতন, একটা নূতন। পুরাতন নগরে বৈদেশিক সকল বণিক্ ও স্থানীয় অনেক বণিক্ বাস করে। পুরাতন নগরেই সকল পণ্য বিক্রীত হয়। বিক্রীত পণ্যের পরিমাণও প্রচুর। নগরের চতুর্দিকে অনেক উপনগর আছে। গৃহ সকল বেত্র নিৰ্ম্মিত ও খড় দ্বারা আচ্ছাদিত। এই বেত্রকে বংশ বলে।

প্রত্যেকের গৃহে একটা করিয়া গুদাম আছে। পণ্যরক্ষার্থ ইহা ইষ্টক দ্বারা নিৰ্ম্মিত হয় ; কারণ, অনেক সময়ে এক ঘণ্টায় চারি পাঁচশত গৃহ ভস্মীভূত হয়। সুতরাং গুদাম না থাকিলে ও বায়ু প্রবাহিত হইলে অল্প সময়েই তোমার সমস্ত ভস্মীভূত হইবার আশঙ্কা আছে।

নূতন নগরে রাজা, অভিজ্ঞান ও ভদ্রলোক বাস করেন। ইহা অতি সুবৃহৎ নগর, বহুজনাকীর্ণ, চতুষ্কোণ এবং সুন্দর প্রাচীর-বেষ্টিত এবং

(৩) কেহ কেহ ফীচ-লিখিত মাকাওকে মে-কে Meh-Kay বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

বহুকুস্তীর ও জলপূর্ণ পরিখা বেষ্টিত। নগরের কুড়িটি প্রস্তর নির্মিত দ্বার আছে। প্রহরীদের জন্ত উচ্চ গৃহ রহিয়াছে—এইগুলি কাষ্ঠনির্মিত, সুবর্ণের গিল্টি করা এবং দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী। নগরের রাজপথ গুলি একরূপ সুন্দর যে, আমি একরূপ আর কুত্রাপি দেখি নাই—এক দ্বার হইতে অন্যটী সোজা এবং একরূপ প্রশস্ত যেদশ কি দ্বাদশ জন ব্যক্তি একত্র তাহাদের মধ্য দিয়া অশ্বারোহণে গমন করিতে পারে। রাজপথের উভয় পার্শ্বে প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারদেশে একটি করিয়া তালবৃক্ষ রহিয়াছে ; ইহাতে যেক্রপ ছায়া প্রদান করে, সেইরূপ শোভাও বৃদ্ধি করে। গৃহগুলি কাষ্ঠনির্মিত ও টাইল দ্বারা আচ্ছাদিত। রাজপ্রাসাদ নগরভাস্করে অবস্থিত এবং প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত। অভ্যন্তরস্থ মন্দিরগুলি কাষ্ঠনির্মিত, অত্যন্তম রূপে গিল্টি করা এবং সম্মুখে প্রচুর কারুকার্য্যসম্বিত। শেষোক্ত স্থলও মূল্যবান্ গিল্টি করা। যে গৃহে তাঁহার দেবমূর্তি রহিয়াছে, উহার টাইল রোপ্য নির্মিত এবং মন্দিরের প্রাচীরগুলি সুবর্ণের গিল্টি করিয়া সুসজ্জিত। রাজপ্রাসাদের প্রথম দ্বারের অভ্যন্তরে একটি সুবৃহৎ কক্ষ আছে। এই কক্ষের উভয় পার্শ্বে রাজ-হস্তিগণের জন্ত গৃহ রহিয়াছে ; এই সকল গৃহ সুবৃহৎ ও সুন্দর। হস্তিচয় নরপতি কর্তৃক যুদ্ধে নিয়োজিত হয়। অগ্গাণ্ড হস্তীর মধ্যে তাঁহার চারিটি শ্বেত হস্তী আছে ; ইহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক এবং এই হস্তী সুহৃৎ। এই নরপতি ব্যতীত অন্য কাহারও শ্বেত হস্তী নাই ; অগ্গ কাহারও থাকিলে এই রাজা উহা চাহিয়া পাঠাইবেন। যখন এইরূপ কোন শ্বেত হস্তী রাজার নিকট আনীত হয়, তখন নগরের সকল বণিক্ এই হস্তী দেখিবার জন্ত আদিষ্ট হয় এবং প্রত্যেক বণিক্কেই হস্তীকে অর্দ্ধ ডুকাট করিয়া উপহার প্রদান করিতে হয়। একরূপ করিয়া প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয় ; কারণ,

নগরে অনেক বণিক আছে। তৎপরে তাহারা রাজগৃহে বাস করিলেও তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী আসিয়া সেই হস্তী দেখিতে পার। এই রাজার উপাধি “শ্বেত হস্তীর নরপতি।” যদি অণু কোন রাজার শ্বেত হস্তী থাকে, এবং যদি তিনি উহা ইহাকে প্রদান না করেন, তবে ইনি তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন। কারণ, এই রাজা অপর রাজাকে জয় না করা অপেক্ষা নিজরাজ্যের অধিকাংশ ধ্বংস করিতেও প্রস্তুত হইবেন। এতদেখিয়াই এই সকল শ্বেত হস্তীকে অত্যন্ত যত্ন করে। প্রত্যেকটি হস্তী সূবর্ণের গিল্টি করা গৃহে বাস করে এবং রৌপ্য ও সূবর্ণের পাত্রে আহার গ্রহণ করে। নদীতে প্রতাহ স্নানার্থ গমন কালে তাহাদের উপরে সূবর্ণের চাঁদোয়া অথবা ছয়জন কি আটজন লোক তাহাদের প্রত্যেকটির উপরে রেশম বস্ত্র ধারণ করিয়া গমন করে। আট দশ জন হস্তীর পুরোভাগে ঢকা ও অগ্ন্যাগ্নি বাজ্যস্ত্রের ধ্বনি করে। যখন হস্তীর স্নান সমাপন হয় এবং সে নদী হইতে কূলে আগমন করে, তখন একজন ভদ্রলোক তাহার পদগুলি রৌপ্যপাত্র করিয়া ধোত করে। ইনি রাজা কর্তৃক এই কার্যের জগুই নিয়োজিত আছেন। কৃষ্ণবর্ণের হস্তী যতই বৃহৎ হউক না কেন এরূপ যত্ন করা হয় না। অত্যন্ত বৃহদাকারের ও সুন্দর শেষোক্ত হস্তীও পাওয়া যায়—ইহাদের কোন কোনটি ৯০ ফীট পর্যন্ত উচ্চ ও হয়। প্রকাশ এইরূপ যে রাজার পাঁচ সহস্র যুদ্ধ-হস্তী আছে। এতদ্ব্যতীত অশিক্ষিত আরও অনেক হস্তী আছে।

এই রাজার একটী সূবৃহৎ স্থান আছে। তিনি বহু হস্তীদিগকে এই স্থানে ধৃত করেন। ইহা পেণ্ডু হইতে এক মাইল দূরবর্তী; স্থানের অভ্যন্তরে সুন্দর প্রাঙ্গন আছে এবং তন্মধ্যে বৃহৎ একটী কুঞ্জও রহিয়াছে, অনেক শিকারী এই বনমধ্যে হস্তিনীসহ প্রবেশ করে; কারণ

স্ত্রীহস্তী ব্যতীত বহু হস্তী আবদ্ধ করা যায় না। করিণীদিগকে এই উদ্দেশ্যেই শিক্ষা দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক শিকারীর এই প্রকার ৫০৬টা শিক্ষিতা হস্তিনী আছে। তাহারা বলে যে তাহারা স্ত্রীগুলিকে এমন এক-রূপ তৈল মর্দন করায় যে (৪) উহার গন্ধ পাইলে বহু হস্তিগণ উহাদিগকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে চাহে না। শিকারিগণ বহু হস্তিগণকে উপযুক্ত স্থানের নিকটে আনয়ন করিলে, তাহারা নগরে সংবাদ প্রেরণ করে এবং অনেক অশ্বারোহী ও পদাতিক নগর হইতে সেই স্থানে সমবেত হইলে তাহারা স্ত্রীহস্তীকে একটি সোজা পথে প্রবেশ করিতে বাধ্য করে। এই পথ প্রাসাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

করিণী ও বহুহস্তী এই পথে প্রবেশ করিলে প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করা হয়। পরে তাহারা করিণীকে বহির্দেশে আনয়ন করে। হস্তী একাকী রহিয়াছে দেখিতে পাইলেই সে ক্রন্দন ও চীৎকার করিতে থাকে এবং গৃহপ্রাচীর ভগ্ন করিবার চেষ্টা করে। এই সকল প্রাচীর বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা নির্মিত। হস্তী নিজ দন্ত দ্বারা এই সকল কাষ্ঠ-খণ্ডের কতকাংশ ভগ্ন করিতে সক্ষম হয়। তৎপরে শিকারীরা তীক্ষ্ণ বেত্র দ্বারা হস্তীকে আঘাত করিতে থাকে এবং তাহাকে একটি গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য করে। তথায় তাহারা তাহার শরীরের মধ্য-প্রদেশ ও পাদদেশ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে এবং তিন চারিদিন তাহাকে আহার ও জল না দিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে বাধ্য করে। পরে, তাহারা সেই স্থানে একটি করিণী, আহার এবং পানীয় আনয়ন করে এবং হস্তীও কয়েক দিবসে বশুতা স্বীকার করে।

এই হস্তীগুলিই রাজার যুদ্ধের সময়ে প্রধান সাহায্য করে। যখন

(৪) সম্ভবতঃ ফীচ এইস্থানে হস্তিমদের উল্লেখ করিয়াছেন।

তাহারা যুদ্ধে প্রেরিত হয়, তখন তাহাদের পৃষ্ঠদেশে কাষ্ঠনির্মিত এক-খানি আসন স্থাপন করিয়া উহা রজ্জু দ্বারা বন্ধন করা হয়। এই আসনের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট পাঁচ ছয় জন বন্দুক, তীর, ধনুক, বর্শা ও অগ্নাশ্রু অস্ত্র সহ যুদ্ধ করে। অধিবাসীরা বলে যে, হস্তীর চর্ম এত পুরু যে স্থানবিশেষ ব্যতীরেকে গুলিও ইহাদের চর্ম বিদ্ধ করিতে পারে না। অধিবাসীদের অস্ত্রাদি একেবারেই ভাল নহে। ইহাদের বন্দুক আছে বটে ; কিন্তু, ইহাদের লক্ষ্য করিবার শক্তি নাই। বর্শা ও তরবারিগুলি আকারে ক্ষুদ্র এবং তীক্ষ্ণধার নহে।

রাজা বিশেষ জাঁকজমকের সহিত দরবার করেন। বহির্দেশে উপবেশনকালে, তাঁহার সকল অমাত্য তাঁহার উভয় পার্শ্বে দূরে দূরে উপবেশন করেন এবং বহুসংখ্যক প্রহরী সেই স্থান রক্ষা করে। দিবসে দুইবার রাজা বহির্দেশে উপবেশন করেন। দরবার-প্রাপ্তি শ্রবণে। কোন ব্যক্তি রাজার সহিত বাক্যালাপের ইচ্ছা করিলে, তাহাকে হাঁটু গাড়িয়া উপবিষ্ট হইয়া নিজ হস্তদ্বয় দ্বারা মস্তকস্পর্শ করতঃ মস্তক দ্বারা তিনবার ভূমিস্পর্শ করিতে হয়। প্রবেশকালে, মধ্যপথে এবং রাজার নিকটে পৌঁছিয়া, তিনবার এইরূপ করিতে হয়। পরে, প্রার্থী রাজার নিকটে উপবেশন করিয়া নিজ প্রার্থনা নিবেদন করে। যদি তিনি রাজার প্রিয়পাত্র হন, তবে তিনি রাজাসনের ৩৪ হস্তের মধ্যে উপবেশন করেন ; তাহা না হইলে আরও অধিক দূরে উপবেশন করিতে হয়।

যুদ্ধোদ্যমকালে রাজা অনেক সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। আমি যে সময় ঐ স্থানে ছিলাম, তখন তিনি শ্রাম-দেশের অন্তর্গত ওড়িয়া নগরে তিন লক্ষ সৈন্য এবং পঞ্চ সহস্র হস্তী

সহকারে যুদ্ধার্থ গমন করেন। ত্রিংশ সহস্র সৈন্য তাঁহার শরীর রক্ষা করিত।

এতদেশের অধিবাসীরা বৃক্ষের মূল, ওষধি, পত্র, কুকুর, বিড়াল, ইন্দুর ও সর্প আহার করে—ইহারা বিশেষ কিছুই পরিত্যাগ করে না। বহির্দেশে গমনকালে, রাজা বহুসংখ্যক গ্রহরী ও অভিজ্ঞ বেষ্টিত ইহা ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ কখনও বা হস্তিপৃষ্ঠে উত্তমরূপে স্তবর্ণের গিল্টি করা আসনে উপবেশন করিয়া, কখনও বা ঘোড়শ বা অষ্টাদশ ব্যক্তি কর্তৃক বাহিত যানে বসিয়া ঘটিয়া থাকে। শেবোক্ত আসনের উদ্দেশ্য আচ্ছাদিত, কিন্তু, উহার চতুর্দিকে কোনরূপ আচ্ছাদন নাই। ইহার সর্বাবয়ব উত্তমরূপে স্তবর্ণের গিল্টি করা এবং মুক্তা ও মণি সুশোভিত। এই সকল মূল্যবান্ দ্রব্য এদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদেশীয় ভাষায় এই শকটকে “সেরিয়ন্” (৫) বলা হয়। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীই রাজার সম্মুখে বহুবার আমোদ প্রমোদ করে। রাজার নাবিকসৈন্য বা জাহাজ নাই। তাঁহার গৃহগুলি স্তবর্ণে ও রৌপ্যে পরিপূর্ণ। এদেশে স্তবর্ণ ও রৌপ্যের যথেষ্ট আমদানী হয় ; কিন্তু, খরচ মাত্র নাই। রাজার মুক্তা, মণি এবং অগ্ন্যাত্ৰ মূল্যবান্ প্রস্তরের খনি আছে।

রাজপ্রাসাদের নিকটেই রাজার বহুমূল্য ধন আছে ; ইহা তাঁহার অতিসম্মিকটে অবস্থিত বলিয়া, তিনি ইহা মূল্যবান্ মনে করেন না। প্রাচীরবেষ্টিত ও দ্বারদ্বয় সমন্বিত একটি অঙ্গনে ইহা রক্ষিত হয়। এই দ্বারদ্বয় সকল সময়েই উন্মুক্ত থাকে এবং সকল ব্যক্তি সকল সময়েই ইহা দর্শন করিতে পারে। এই প্রাঙ্গণমধ্যে মূল্যবান্ গিল্টি করা

(৫) আমেরিকার অন্তর্গত পেরু ও ফ্লোরিডায়ও এবপ্রকারে মনুষ্যকে স্বন্ধে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

চারিটি গৃহ আছে ; এই সকল গৃহ সীসক দ্বারা আচ্ছাদিত । প্রত্যেক গৃহমধ্যে মূল্যবান্ ও সুদীর্ঘ দেবমূর্তি রহিয়াছে । প্রথম গৃহে স্বর্ণ-নির্মিত একটি রাজমূর্তি রহিয়াছে ; তাঁহার মস্তকে বৃহৎ বৃহৎ মণি-মুক্তা-সমন্বিত মুকুট রহিয়াছে । এই রাজমূর্তির নিকটে স্বর্ণনির্মিত চারিটি বালকের দণ্ডায়মান মূর্তি আছে । দ্বিতীয় গৃহে একটি সুবৃহৎ ও আশ্চর্যজনক রোপ্যমূর্তি রহিয়াছে—এই মূর্তিটি একটি গৃহের ন্যায় উচ্চ ; এই মূর্তির এক একটি পদ মনুষ্যপদের ন্যায় লম্বা ; এই মূর্তিটি উপবিষ্টাবস্থায় রহিয়াছে এবং ইহার মস্তকে মূল্যবান্ প্রস্তরশোভিত একটি মুকুট আছে । তৃতীয় গৃহে, শেষোক্ত মূর্তি অপেক্ষা বৃহৎ পিত্তল-নির্মিত ও বহুমূল্যমুকুটপরিহিত একটি মূর্তি আছে । চতুর্থ বা শেষ গৃহে আবার পূর্বোক্ত মূর্তি অপেক্ষাও বৃহৎ ও বহুমূল্য-প্রস্তর-সমন্বিত মুকুটপরিহিত এক পিত্তল-মূর্তি আছে ।

এই প্রাঙ্গণের অনতিদূরেই আর চারিটি অত্যশ্চর্য্য দেবমূর্তি আছে । ইহারা তাম্রময় এবং যে স্থানে নির্মিত হইয়াছিল, সেই স্থানেই রহিয়াছে । কারণ ইহারা এত বৃহৎ যে, ইহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার উপায় নাই । চারিটি মূর্তি গিল্টি করা চারিটি গৃহে রক্ষিত আছে । মূর্তিগুলির মস্তক ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থল গিল্টি করা এবং তাহাদের দেখিতে কৃষ্ণবর্ণের মোরিমানের ন্যায় । এই সকল প্রতিমূর্তি গিল্টি করিতে তাহাদের প্রভূত অর্থ ব্যয় হয় ।

রাজার এক স্ত্রী ও প্রায় তিনশত উপপত্নী আছে । ইহাদের গর্ভে তাঁহার প্রায় ৮০ কি ৯০টা সন্তান সন্ততি জন্মিয়াছে । তিনি প্রায় প্রত্যহই বিচারার্থ উপবেশন করেন । বিচারার্থীরা কোনরূপ বাক্যালাপ করে না ; কিন্তু, সূচী অপেক্ষা দীর্ঘ লৌহখণ্ড দ্বারা পত্রে আবেদন লিখিয়া

রাজার সম্মুখে স্থাপন করে। এই সকল পত্র প্রায় সওয়া গজ দীর্ঘ এবং দুই ইঞ্চি প্রস্থ; এই সকল পত্রের দুইটা ভাঁজ। আবেদনকারী উপহার হস্তে কিঞ্চিদূরে দণ্ডায়মান থাকে। যদি তাহার আবেদন গ্রহণীয় হয়, তবে রাজা উপহার গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা পূর্ণ করেন। আবেদন গ্রহণীয় না হইলে, রাজা উপহার গ্রহণ করেন না।

কাশ্মের অহিফেন, সেন্ট থোম বা মছলিপটুমের চিত্রিত বস্ত্র এবং বঙ্গদেশীয় শ্বেত বস্ত্র ব্যতীত অত্র কোন পণ্য পেগুতে আমদানী হয় না। উপযুক্ত দ্রব্যগুলি বহুপরিমাণে তথায় ব্যয়িত হয়। এই স্থানে তাহারা সৈয়া নামক মূল দ্বারা রঞ্জিত কার্পাসসূত্রও যথেষ্ট পরিমাণে আনয়ন করে। এই লোহিত বর্ণ কিছুতেই নষ্ট হয় না। ইহা এই স্থানে মহামূল্যে বিক্রীত হয় এবং বহু পরিমাণে আমদানীও হয়। বঙ্গদেশ, সেন্ট থোম এবং মছলিপটুমের জাহাজগুলি নিগ্রোসের সৈকত হইতে কস্মিনে আগমন করে। সমুদ্রতীরবর্তী মার্তান নামক পেগুর বন্দরে অনেক জাহাজ চন্দন, পোসিলেন এবং চীনের অগ্ন্যাগ্ন পণ্য, বোনিয়ো দ্বীপের কর্পূর এবং সুমাত্রার অন্তর্গত ক্রটীনের মরিচ আমদানী হয়। পেগুর অন্তর্গত সিরিয়ণ বন্দরে মক্কার পশম বস্ত্র, লাল রং, ভেল্ভেট, অহিফেন ও অগ্ন্যাগ্ন পণ্য আইসে। পেগুতে আটটা দালাল আছে; ইহারা তারিঘি নামে অভিহিত হয় এবং ইহারা গ্ৰাম্য মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য। পারিশ্রমিক বাবুদ ইহারা মূল্যের শতাংশের দুই অংশ প্রাপ্ত হয়। তাহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া পণ্য বিক্রীত হয় বলিয়া, তাহারাই তোমাদের প্রাপ্য আদায় করিয়া দেয়। যদি দালাল নির্দ্ধারিত দিবসে মূল্য প্রদান না করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে স্বগৃহে লইয়া রাখিতে পার,—উহাদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত

লজ্জাকর। যদি তাহাতেও সে মূল্য প্রদান না করে, তবে তুমি তাহার স্ত্রী, সন্তান এবং ক্রীতদাসগণকে লইয়া তোমার দ্বারদেশে রোদ্রে বন্ধন করিয়া রাখিতে পার। এদেশের এই রীতি। এতদেশীয় প্রচলিত মুদ্রা পিত্তলনির্মিত এবং ইহা “গম্বা” নামে অভিহিত হয়। ইহা দ্বারা লোকে স্রবর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, মৃগনাভি এবং অন্যান্য সকল দ্রব্যই ক্রয় করিতে পারে। স্রবর্ণ ও রৌপ্য পণ্যের দ্বারা ক্রয় বিক্রয় হয় এবং অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় ইহারও মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এতদেশীয় প্রচলিত পিত্তল মুদ্রার নির্ধারিত ওজন আছে এবং ইহা আমাদের দেশীয় অর্ধ ক্রাউন মুদ্রার দ্বিগুণ। পেগুতে স্রবর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, মণি, মৃগনাভি, গন্ধ, লঙ্কামরিচ, টীন, সীসক, তাম্র, লাক্ষা, চাউল, চাউলের মণ্ড ও চিনি পাওয়া যায়। চিনি বড় অল্পই পাওয়া যায় কারণ এদেশের হস্তীগুলিই এদেশের ইক্ষুবংশ ধ্বংস করে, নতুবা এতদেশে অনেক চিনি হইত। এতদেশবাসীরা মন্দির নির্মাণেও এই সকল ইক্ষুদণ্ড ব্যবহার করে। তাহাতেও চিনির ক্ষতি হয়। এই ইক্ষুদণ্ড নির্মিত মন্দিরগুলি দেখিতে পাঁউরুটির দ্বারা ; কোন কোনটী গির্জার দ্বারা উচ্চ ও বেশ প্রশস্ত ; কতকগুলির পরিধি প্রায় একচতুর্থাংশ মাইল। মন্দিরগুলির অভ্যন্তর মৃদ্ধিকা ও প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। এই সকল মন্দির নির্মাণে তাহারা প্রচুর পরিমাণে স্রবর্ণ প্রয়োগ করে ; কারণ, মন্দিরগুলি গিল্টি করা এবং কোন কোনটীর নিম্ন হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ গিল্টি করা। উনুত্তর অবস্থায় থাকে বলিয়া বৃষ্টিতে গিল্টি নষ্ট হয় এবং তজ্জন্ত প্রতি দশ কি দ্বাদশ বৎসর অন্তর তাহারা নূতন করিয়া গিল্টি করে। যদি তাহারা অবস্রকারে স্রবর্ণ নষ্ট না করে, তবে পেগুতে স্রবর্ণ অত্যন্ত প্রতুল হইত এবং সম্ভাও হইত।

পেগু হইতে দুই দিবসের পথে একটা দেবমন্দির আছে ; ইহা পেগুবাসী সকলেরই তীর্থক্ষেত্র ; ইহা “ডগোন” নামে অভিহিত হয় । ইহা অত্যন্ত সুবৃহৎ এবং নিম্ন হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত গিল্টি করা । নিকটবর্তী একটা গৃহে ইহাদিগের পুরোহিত (৬) বাস করে । এই গৃহ ৫৫ পদ দীর্ঘ এবং ইহার মধ্যে তিনটা পথ এবং গিল্টি করা ৪০টা স্তম্ভ আছে (৭) । ইহার চতুর্দিক উন্মুক্ত এবং চতুর্পার্শ্বে গিল্টি করা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ আছে । ইহার অভ্যন্তর ও বহির্দেশ উভয়ই

(৬) পুরোহিতগণকে “Tallipoies” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ।

(৭) পেগুর সুপ্রসিদ্ধ প্যাগোডা—“শুই—মা—ডা” (Shwe—maw—daw) ।

আমরা ইহার চিত্র প্রদান করিলাম । প্রবাদ এই যে, এই মন্দির দুই সহস্র বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল । বর্ম্মার ইতিহাস লেখক সাইম্ মন্দিরের নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন—“This extraordinary pile of buildings is erected on a double terrace, one raised upon another ; the lower and greater terrace is about 10 feet above the natural level of the ground, forming an exact parallelogram ; the upper and lesser terrace is similar in shape, and rises about 20 feet above the lower terrace, or 30 feet above the level of the country. I judged a side of the lower terrace to be 1,391 feet ; of the upper, 684.” সাইম্ বলিয়াছেন যে, প্যাগোডা বা মন্দিরটী ইষ্টক ও স্রকী নির্মিত, নিম্নে অষ্টভূজাকৃতি এবং উচ্চে পঁচাল । সর্ব্বনিম্নে ৫৭টা চূড়া এবং কিঞ্চিদূর্বে আরও ৫৩টা চূড়া । ভূমি হইতে মন্দিরশীর্ষ ৩৬১ ফীট ।

গিণ্টি করা। যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য চতুর্পার্শ্বে সুন্দর সুন্দর গৃহ আছে। পুরোহিতদিগের ধর্মপ্রচার করিবার জন্য অনেকগুলি সুদৃশ্য গৃহ আছে; এই সকল গৃহের অভ্যন্তরে সূর্যের গিণ্টি করা অনেক পুরুষ ও স্ত্রীমূর্তি রহিয়াছে। আমার মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। ইহা অত্যন্ত উচ্চ। ইহাতে পৌছিবার জন্য চারিটা পথ আছে—এই চারিটা পথের উভয় পার্শ্বে ফলবান্ বৃক্ষরাজী একরূপভাবে প্রোথিত হইয়াছে যে লোক সকল দুই মাইল পথ ছায়ায় ছায়ায় অগ্রসর হইতে পারে। উৎসব দিবসে লোকসমাগমের জন্য স্থলপথে বা জলপথে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর; কারণ পেগুরাজ্যের সকল স্থল হইতে যাত্রীগণ এই সকল উৎসবে সমাগত হয়।

পেগুতে অনেক পুরোহিত আছেন; ইহারা সকল প্রকার দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে ধর্মোপদেশ দেন। অনেক লোক এই সকল পুরোহিতের ধর্মব্যাখ্যাশ্রবণার্থ সমাগত হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পূর্বে দ্বারদেশস্থ বৃহৎ পাত্রের জল দ্বারা পাদ ধৌত করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবেশকালে, প্রথমতঃ পুরোহিতের নিকট ও পরে সূর্যের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ হস্তদ্বয় মস্তকে স্পর্শ করিয়া, শেষে উপবেশন করিতে হয়। পুরোহিতগণের পরিধেয় কিছু আশ্চর্যজনক; তাহারা কেবল ধূসর বর্ণের একখণ্ড পাতলা বস্ত্র পরিধান করে ও স্বক্কেদে পীঠিবর্ণের একখানি বস্ত্র বহন করে। এই উভয় খণ্ডই প্রশস্ত কোমর-বন্ধদ্বারা শরীরের সহিত বন্ধন করিয়া রাখা হয়। গলদেশ হইতে স্তনদ্বারা যে চর্মখণ্ড বুলাইয়া রাখা হয়, তাহাতেই তাহারা উন্মুক্ত মস্তকে ও নগ্নপদে উপবেশন করে। কেহই জুতা পরিধান করে না। ইহারা দক্ষিণ হস্তে কিছুই পরিধান করে না এবং গ্রীষ্মকালে সূর্যোত্তাপ

ও বর্ষায় বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বৃহৎ ছত্র ব্যবহার করে। পুরোহিত হইবার পূর্বে তাহারা বিদ্যালয়ে যাইয়া কুড়ি বা ততোধিক কাল অধ্যয়ন করে; পরে তাহারা “রোলি” অভিধেয় এক পুরোহিতের সম্মুখে আগমন করে। ইনি সর্বাভিজ্ঞ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত; ইনি তাহাদিগকে নানারূপ বাধা দেন এবং তাহারা বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিবে কিনা, স্ত্রীসংসর্গ হইতে বিরত থাকিবে কিনা এবং চিরকালের জন্ত ‘টালিপো’র ব্যবসায়াবলম্বন করিবে কিনা, এই সকল সম্বন্ধে বহুবার পরীক্ষা করেন। যদি কেহ এই সকল প্রস্তাবে সম্মত হন, তবে তিনি বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে নগরভ্যন্তরে বাস্তবধনি সহকারে ভ্রমণ করেন; এবম্প্রকারে তিনি প্রমাণ করেন যে, “টালিপো” হইবার জন্ত তিনি সকল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতেছেন। কয়েকদিবস অতিবাহিত হইলে তিনি পুরোহিতের বেশে দশ কি দ্বাদশ জন ব্যক্তি কর্তৃক বাহিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া ও নিজ বন্ধুবান্ধব এবং অনেকগুলি পুরোহিত সমভিব্যাহারে নগরবহির্ভাগে স্বগৃহে গমন করেন এবং তথায় তাঁহাকে রাখিয়া অত্র সকলেই প্রস্থান করে। প্রত্যেক পুরোহিতেরই একটা করিয়া ক্ষুদ্র গৃহ আছে; ইহা ছয় কি আটটা কাষ্ঠস্তম্ভের উপরে স্থাপিত এবং দ্বাদশ কি চতুর্দশটা সোপানবিশিষ্ট অধিরোহণীর সাহায্যে এই গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। সাধারণতঃ এই সকল গৃহ রাজপথের সন্নিকটে এবং বৃক্ষ ও বনমধ্যে নির্মিত হয়। কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা নির্মিত বৃহৎ পাত্র স্কন্ধদেশের সহিত বন্ধন করিয়া ইহারা ইহাদের আহাৰ্য্য-ভিক্ষার্থ গমন করে। ইহারা চাউল, মৎস্য ও শাকসব্জীই আহাৰ করে। ইহারা কিছুই প্রার্থনা করে না; কিন্তু দ্বারদেশে সমাগত হইলেই কোন গৃহস্থ এক দ্রব্য

অন্য গৃহস্থ অন্য দ্রব্য প্রদান করে। ইহারা সকল বস্তুই এই পাত্রে রক্ষা করে। ইহারা বলে যে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যেই সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। ইহারা চন্দ্র দৃষ্টে উৎসব সম্পন্ন করে এবং প্রতিপদে ইহাদের প্রধান উৎসব সংঘটিত হয়। এই দিবসে অধিবাসীরা স্বীয় স্বীয় মন্দিরে চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য প্রেরণ করে। মন্দিরস্থ সকল পুরোহিত একত্র হইয়া প্রেরিত আহাৰ্য্য ভক্ষণ করে। পুরোহিতগণের ধর্মপ্রচারকালে অনেক ব্যক্তি বেদীতে উপহার স্থাপনা করে। বেদীর নিকটে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি ঐ সকল উপহার গ্রহণ করে। পরে ইহা পুরোহিতগণের মধ্যে বিভক্ত হয়। ধর্মপ্রচার ব্যতীত ইহাদের অন্য কোন প্রকার উৎসব বা পূজা আমি দেখিলাম না।

পেণ্ডু হইতে আমি লাজিয়ানদের (৮) দেশের আইয়ামাহিতে গমন করি। লাজিয়ানদের আমরা ‘আইয়ানগোমিস’ (৯) বলি। ইহা পেণ্ডুর উত্তর-পূর্বে পঞ্চবিংশ দিবসের পথ। গমনকালে আমি অনেক উর্বর ও চিত্তবিনোদক দেশ অতিক্রম করিয়াছিলাম। এই প্রদেশ অত্যন্ত নীচু এবং সুন্দর সুন্দর নদীপরিপূর্ণ। গৃহগুলি অত্যন্ত কদর্যা—বেত্র-নির্মিত এবং খড় দ্বারা আচ্ছাদিত। এই স্থানে বন্য-মহিষ ও হস্তী আছে। আইয়ামাহি একটা অত্যন্ত সুন্দর ও বৃহৎ নগর—ইষ্টকনির্মিত গৃহগুলি জনপূর্ণ। রাজপথ সকল সুপ্রশস্ত, অধিবাসীরা সুদৃশ্য ও বনবান্। ইহারা কেবল একখানি বস্ত্র পরিধান করে; ইহারা মস্তক ও পদদ্বয় অনাবৃত রাখে। এই সকল দেশে অধিবাসীরা জুতা পরিধান

(৮) “Langeiannes” (ফীচ) ।

(৯) সান্টেটের অন্তর্গত জিমী ।

করে না। এতদেশীয় স্ত্রীলোকগণ পেগুর স্ত্রীগণ অপেক্ষা সুশ্রী। এই সকল দেশে গম্ব জন্মে না। ইহারা চাউলের পিষ্টক প্রস্তুত করে। এই আইয়ামাহিতে চীন হইতে অনেক বণিক্ আগমন করে এবং প্রচুর পরিমাণে মৃগনাভি, সুবর্ণ, রোপ্য এবং চীনদেশীয় অন্যান্য দ্রব্য আনয়ন করে। এইস্থানে প্রচুর আহাৰ্য্য পাওয়া যায়। এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে, অন্ত্রের ঞায় ইহারা মহিষের দুগ্ধ দোহন করে না। এইস্থানে প্রচুর তাম্রও পাওয়া যায়। এই দেশে অসুস্থ ব্যক্তিগণ আরোগ্যান্তে ভূতকে মাংস প্রদান করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে। আরোগ্য লাভ করিলে, তাহারা নানাপ্রকার বাণ্যযন্ত্রসহ উৎসব করে এবং সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নৃত্য করে। ইহাদের বন্ধুগণ কুকুট, ডুম্বুর, ও অন্যান্য ফলসহ সমবেত হইয়া নৃত্যসহকারে ভূতের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে ও এবম্প্রকারে ভূতকে দূরীভূত করে। নৃত্যগীতকালে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ও ভূতের নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকে। তাহারা বলে যে এই প্রকারে ভূত দূরীভূত হয়। কেহ পীড়িত হইলে এক কি দুইটা “টালিপো” রোগীর রোগশয্যায় উপবেশন করিয়া যাহাতে ভূত আঘাত না করে এবং সন্তুষ্ট থাকে, তজ্জন্ম সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া গান করে। কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহারা বেত্র-নির্মিত মন্দিরের ঞায় গৃহ প্রস্তুত করে এবং উহা গিল্টি করিয়া তন্মধ্যে শব স্থাপন করে এবং চতুর্দশ কি ষোড়শজন ব্যক্তি উহা স্কন্ধে করিয়া বাণ্যধ্বনিসহকারে নগরবহির্ভাগে গমন করিয়া শব দাহন করে। মৃতের সকল পুরুষ বন্ধু তাহার সমভিব্যাহারে গমন করে এবং তাহারা পুরোহিতগণকে অনেক মাদুর ও বস্ত্র প্রদান করে। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহারা দুইদিবসকাল উৎসব করে। পরে, মৃতের স্ত্রী সকল প্রতিবেশিনী সহকারে শ্মশানে

গমন করিয়া নির্দিষ্টকাল ক্রন্দন করে এবং অভস্মীভূত অস্থিগুলি সংগ্রহ করিয়া ও প্রোথিত করণান্তর গৃহে প্রত্যাগমন করে। এইখানেই এই ব্যাপারের শেষ হয়। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আত্মীয় পুরুষ ও স্ত্রীগণ নিজ নিজ মস্তক মুণ্ডন করে। বিশেষ ঘনিষ্ঠ না হইলে ইহারা মস্তক মুণ্ডন করে না ; কারণ, ইহারা নিজ নিজ কেশের অত্যধিক যত্ন করে।

কাপলান্ নামক স্থানে অধিবাসীরা মুক্তা ও অন্যান্য মণি সংগ্রহ করে। ইহা পেগুর অন্তর্গত আভা নামক স্থান হইতে ছয়দিবসের ব্যবধান। উচ্চ উচ্চ পর্বত হইতে এইগুলি সংগৃহীত হয়। যাহারা এই সকল মুক্তা প্রভৃতির গহ্বর খনন করে, কেবল তাহারাই গহ্বর-সকাশে যাইতে পারে।

ব্রহ্মগণ নিজ নিজ পদ বা উদর অথবা শরীরের অগ্র কোন অংশ কোন কৃষ্ণবর্ণের দ্রব্যদ্বারা রঞ্জিত করে ; প্রথমে তাহারা চন্দ্র ক্ষতবিক্ষত করিয়া পরে উহাতে একপ্রকার রং প্রয়োগ করে ; এই রং সদাসর্বদাই থাকে। অধিবাসীদের মধ্যে ইহা বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হয় ; কিন্তু রাজাত্মীয় ব্রহ্মগণ ব্যতীত কেহই এরূপ করিতে পারে না। এতদেশ-বাসীরা শ্মশ্রু রাখে না ; মুখমণ্ডলের কেশ উৎপাটন করে। কেহ কেহ মুখের স্থানবিশেষে বোল কি কুড়িটা কেশ রাখিয়া অগ্র সমস্তই উৎপাটন করে। শ্মশ্রুবিশিষ্ট ব্যক্তি দেখিলে ইহারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই তাহাদের দন্ত কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করে ; কারণ, তাহারা বলে যে কেবল কুকুরের দন্তই শ্বেতবর্ণের।

পেগুদের মধ্যে কোন মোকদ্দমায় কোন্ পক্ষের দাবী গ্রাহ্য ইহা স্থির করা কঠিন হইলে, উভয় পক্ষই গভীর জলে দুইখানি বেত্র স্থাপন

করে এবং উভয় পক্ষ ঐ বেত্র ধরিয়া জলমধ্যে গমন করে। জলমধ্যে যে অধিকক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারে, তাহারই জয়লাভ হয় (১০)।

(১০) ফীচের বর্ণনাগমন উপলক্ষে রাইলী লিখিয়াছেন “The risks he ran in this unsettled region, where the western adventurers were already not too favourably known, were perhaps less on the whole than on the Malabar coasts, where Portugese jealousy was added to native suspicion and Mussulman rivalry” অর্থাৎ মালাবার উপকূলে পর্তুগীজ-দিগের ঈর্ষা ও মুসলমানগণের সহিত প্রতিদ্বন্দিতার জন্ত ঐ স্থানে ভ্রমণ অধিকতর বিপজ্জনক ছিল।

এ স্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, গোয়াপেক্ষাও পেশুর খ্যাতি অধিকতর ছিল।

চতুর্থ খণ্ড

[মালাকা, জাপান, বঙ্গদেশ, সিংহল, কোচীন, কালিকট,
বির, আলেপ্পো, লগুন] ।

১০ই জানুয়ারী আমি পেণ্ডু হইতে মালাকা (১) গমন করিলাম ।
পথিমধ্যে মার্তাবান এবং তৌদীপ প্রভৃতি পেণ্ডুর অনেকগুলি বন্দর,
অতিক্রম করিলাম । শেষোক্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণে চীন পাওয়া যায়
ও ঐ চীন ভারতবর্ষে প্রেরিত হয় । এতদ্ব্যতীত, আমরা টানাসেরাই

(১) ফীচের মালাকাগমনের অব্যবহিতপূর্বেই উহা পর্তুগীজদিগের হস্তগত
হয় । অশ্রুতম ইউরোপীয়ান্ পঘাটক লিন্সোটেন্ লিখিয়াছেন যে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দের
প্রারম্ভেই গোয়ায় সংবাদ পৌঁছে যে আচীন ও জহোরের অধিপতিদ্বয় একযোগে
পর্তুগীজদিগের চীন ও জাপানের সহিত বাণিজ্যপথ রোধ করিয়াছেন । এই সংবাদে
সেপ্টেম্বরমাসে ডম—পোলো—ডি—লিম—পিরেইরা (Dom Paulo de Lima
Pereira) সৈন্যসামন্ত সহ উক্ত নরপতিদ্বয়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন । তিনি
উহাদিগকে পরাভূত করিয়া ১৫৮৮ সনের এপ্রিলমাসে গোয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন ।

১৬৪১ খৃষ্টাব্দে মালাকা ওলন্দাজগণকর্তৃক অধিকৃত হয় । ইংরাজগণ ১৭৯৫
খৃষ্টাব্দে ইহা অধিকার করেন ; কিন্তু, ১৮১৮ হইতে ১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত ইহা ওলন্দাজ-
গণের করায়ত্ত থাকিয়া শেষোক্ত সনে পুনর্ব্বার ইংরাজাধিকারে আইসে । মালাকা
পূর্বে বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল । কবি নর্মান্ ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

“Malacca’s market grand and opulent,
Whither each Province of the long seaboard
Shall send of merchantry rich varied hoard.”

ও অগ্ন্যাগ্নি বহু দ্বীপ অতিক্রম করিয়া ফেব্রুয়ারী মাসের অষ্টম দিবসে মালাক্কা পৌঁছিয়াম। এই স্থানে পর্তুগীজদিগের একটা দুর্গ আছে ; ইহা সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত। নগরের বহির্ভাগস্থ চতুর্দিকের দেশ মালয় জাতির অধিকৃত—ইহারা অত্যন্ত অহঙ্কারী। ইহারা কটিবন্ধে ও মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করে—এতদ্ব্যতীত ইহারা এক প্রকার উলঙ্গ। এই স্থানে চীন, মালাক্কা, বান্দা ও যাবাদ্বীপপুঞ্জের দ্বীপসমূহ হইতে অনেক জাহাজ প্রচুর পরিমাণে মসলা, ঔষধ এবং হীরক ও অগ্ন্যাগ্নি মূল্যবান্ পণ্য সহ সমাগত হয়। এই সকল দ্বীপে গমনাগমন করা মালাক্কার কাপ্তেনের অনুমতি ব্যতীত সম্ভবপর নহে ; সেই জন্য কাপ্তেন প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ উপায় করেন। সুমাত্রা-দ্বীপে অধিষ্ঠিত আচীমের রাজার সহিত পর্তুগীজদিগের অনেক সময় যুদ্ধ হয়। আচীম হইতেই বহুপরিমাণে মরিচ ও অগ্ন্যাগ্নি মসলা প্রত্যেক বৎসর পেশু ও লোহিত মহাসাগরের অন্তর্গত মক্কা ও অগ্ন্যাগ্নি স্থানে প্রেরিত হয়।

পর্তুগীজগণ চীনের অন্তর্গত মাক্কাও হইতে জাপানে গমন কালে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শ্বেত রেশম, সূবর্ণ, মৃগনাভি, এবং চীনা মাটির বাসন লইয়া যায় এবং প্রত্যাবর্তনকালে জাপান হইতে কেবল রৌপ্য লয়। তাহাদের একটা বৃহৎ জাহাজ প্রতি বৎসর সেই স্থানে গমন করে এবং তথা হইতে ছয় সহস্রের অধিক রৌপ্যমুদ্রা চীনে আনয়ন করে। জাপান হইতে আনীত এই মুদ্রা ও ভারতবর্ষ হইতে আনীত আরও দুই সহস্র মুদ্রা তাহারা চীনে বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় প্রয়োগ করে এবং তাহারা চীন হইতে সূবর্ণ, মৃগনাভি, রেশম, তাম্র, চীনা মাটির বাসন, এবং অগ্ন্যাগ্নি বহু মূল্যবান্ ও গিল্টি করা দ্রব্য

আনয়ন করে। পর্তুগীজগণ চীনের অন্তর্গত কাণ্টনে বাণিজ্য করিতে আসিয়া মাত্র কয়েক দিবস কাণ্টনে অতিবাহিত করে। নগরের দ্বারদেশে আগমন করিলে একখানি পুস্তকে তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করিতে হয় এবং রাত্রিতে বহির্দেশে গমনকালে ঐ নাম কাটিয়া দিতে হয়। রাত্রিতে তাহারা নগরাভ্যন্তরে বাস করিতে পারে না; নগর-বহির্ভাগে নিজ নিজ নৌকায় তাহাদের রাত্রিবাস করিতে হয়। সময় অতিক্রান্ত হইলে কেহ সেই স্থানে বাস করিলে, তাহার প্রতি মন্দ ব্যবহার করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। চীনদেশবাসিগণ বড় সন্ধিগ্ন এবং বৈদেশিকগণকে বিশ্বাস করে না। বৈদেশিকগণ যে তাঁহার দেশে আগমন করে, কথিত হয় যে, রাজা এ সংবাদ অবগত হয়েন না। এবং ইহাও সত্য যে, সাধারণ অধিবাসিবৃন্দ কদাচিৎ তাহাদের রাজাকে দেখিতে পায় এবং যে স্থানে তিনি উপবেশন করেন, সে স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সক্ষম নহে। তিনি ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলে, ক্ষুদ্র গবাক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দররূপে গিল্টি করা আসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন। ঐ গবাক্ষদ্বারা তিনি ইচ্ছানুসারে তাঁহার প্রজাদিগকে দেখিতে পান; কিন্তু, তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় না; কারণ তাঁহার বহির্দেশে থাকা কালে, প্রজারা মস্তকে হস্তার্পণ করতঃ মস্তক মৃত্তিকা সংলগ্ন করিয়া থাকে এবং তিনি অতিক্রান্ত না হইলে উহা উত্তোলন করিতে পারে না। মৃতের জন্ত শোক করিতে হইলে তাহারা শ্বেতসূত্রনির্মিত পাছুকা এবং খড়ের মস্তকাবরণ ব্যবহার করে। স্বামী স্ত্রীর জন্ত দুই বৎসর ও স্ত্রী স্বামীর জন্ত তিন বৎসর কাল শোক প্রকাশ করে; পুত্র পিতার জন্ত এক বৎসর ও মাতার জন্ত দুই বৎসর ঐরূপ করে। ষত দিন ধরিয়া তাহারা শোক প্রকাশ করে, ততদিন তাহারা শবের উদরস্থ অস্থি বাহির ও

উদর চূর্ণ দিয়া পূর্ণ করিয়া, উহা শবাধারে স্থাপন করতঃ গৃহে রক্ষা করে। পরে নির্দিষ্ট শোকসময় অতিবাহিত হইলে, তাহারা উহা বাগ্ধ্বনি সহকারে বহির্দেশে লইয়া গিয়া দাহন করে। গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে তাহারা শোক-চিহ্ন দূরীভূত করিয়া ইচ্ছামত বিবাহ করে। পুরুষগণ ইচ্ছানুসারে যতগুলি ইচ্ছা উপপত্নী রাখিতে পারে ; কিন্তু, একটীর অধিক স্ত্রী রাখিতে পারে না। চীনবাসিগণ এবং কোচীন চায়নার অধিবাসিগণ কুকুর বা বিড়ালের লোম নির্মিত সূতীক্ষ্ম পেন্সিল দ্বারা লেখে। ইহাদের লেখা নিম্নাভিমুখী।

যাবার অন্তর্গত লাবন্ দ্বীপ হইতে উৎকৃষ্ট হীরকের আমদানী হয়। এই সকল হীরক নদীমধ্যে পাওয়া যায় ; কারণ, রাজা পর্বত খনন করিতে দেন না।

আয়াত্বা (২) নামক যাবার অন্ততম দ্বীপ হইতেও হীরক আইসে। রাজার এক রাশি সূবর্ণের মূর্তিকা আছে। ইহা নদী মধ্যে জন্মে এবং রাজার যখন সূবর্ণের অভাব হয়, তখন তাঁহার কর্মচারীরা ঐ মূর্তিকার কতকাংশ কর্তন করিয়া দ্রবীভূত করে এবং ঐরূপ করিলেই সূবর্ণ উৎপাদিত হয়। এই মূর্তিকার শি বৎসরে একবার মাত্র দৃষ্ট হয় ; এপ্রিল মাসে যখন নদীর জল হ্রাস হয়, তখনই ইহা দেখা যায়।

বীমা নামক অন্ততম দ্বীপে স্ত্রীলোকগণ ভ্রমণ ও পরিশ্রম করে ; পুরুষগণ গৃহরক্ষাদি কর্মে ব্যাপ্ত থাকে (৩)।

(২) আয়াত্বা—বর্তমান যাম্বা বা যাম্বি। ওলন্দাজগণ ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে একটি কুঠী নির্মাণ করে। এই নগরের চতুর্দিকে হিন্দু দেবতাগণের বহু প্রস্তরমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৩) সুনোয়া নামক “ডচ্, ইষ্ট ইণ্ডিসে”র দ্বীপ।

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ আমি মালাক্কা হইতে মার্তাবানে এবং তথা হইতে পেগুতে প্রত্যাবর্তন করি। এই প্রকারে আমি পেগুতে দ্বিতীয়বার আগমন করিয়া সেপ্টেম্বর মাসের সপ্তদশ তারিখ পর্য্যন্ত তথায় অতিবাহিত করিয়া জাহাজে আরোহণ করি এবং প্রতিকূল বায়ুর জন্ত নানারূপ কষ্ট ভোগ করিয়া পরবর্তী নবেম্বর মাসে ঈশ্বরানুগ্রহে বঙ্গদেশে পৌছি। জাহাজ অভাবে আমি তথায় ১৫৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের তিন দিবস পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া কোচীনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। একে অনেক বণিক ও অপরাপর যাত্রী—তায় গ্রীষ্মকাল সূত্রাং স্বচ্ছলে সুপেয় বারির অভাবে এই যাত্রায় আমরা অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করি। বাহা হউক ভগবানের ইচ্ছায় আমরা মার্চ মাসের ছয় তারিখে সিংহলে পৌছি ; জল গ্রহণের ও অত্যন্ত খাদ্যদ্রব্যের জন্ত এই স্থানে আমরা পাঁচ দিবস অপেক্ষা করি।

এই সিংহল দ্বীপ অতি সুন্দর ও উর্বর ; কিন্তু রাজার সহিত পর্তু-গীজদের ক্রমাগত যুদ্ধের জন্ত দ্রব্যাদি অত্যন্ত মহার্ঘ। পর্তুগীজদিগের দুর্গে তিনি কোনরূপ খাদ্য আনয়ন করিতে দেন না বলিয়া, অনেক সময় পর্তুগীজগণ খাদ্যাভাব বোধ করে। উহাদের খাদ্যাদি প্রতি বৎসর বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া থাকে। নরপতি রাজা উপাধিধারী এবং মহাপরাক্রান্ত। পর্তুগীজদিগের কলঙ্কো দুর্গে তিনি এক লক্ষ সৈন্য ও বহু হস্তী সহ অভিযান করেন। সিংহলের অধিবাসীরা সকলেই উলঙ্গ ; তবে অনেকে বন্দুক ব্যবহারে সুদক্ষ। রাজা অপরের সহিত বাক্যালাপকালে এক পারের উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া অন্য পদ জামুর উপর গুলু ও হস্তে তরবারী ধারণ করেন। বাক্যালাপকালে রাজার উপবেশন করা রীতি-বিরুদ্ধ। রাজা কার্পাস ও উর্ণামিশ্রিত সুন্দর চিত্রিত অঙ্গাবরণ ব্যবহার

করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কেশ উত্তমরূপে বিণ্ডিত থাকে ; তিনি মস্তকে ক্ষুদ্র একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার শরীরের অগ্ন্যাংগাংশ উন্মুক্ত থাকে। এক সহস্র শরীররক্ষী সৈন্য তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া থাকে এবং তিনি তাহাদের মধ্যস্থলে থাকেন। যখন তিনি গমনাগমন করেন, তখন অনেকগুলি শরীররক্ষী তাঁহার অগ্রে ও অবশিষ্টে তাঁহার পশ্চাদনুগমন করে। ইহারা সিংহলজাতীয় ; কথিত হয় যে এই জাতি সকল মালাবার জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাদের কর্ণগুলি অত্যন্ত বৃহৎ (৪) ; কর্ণ যতই বৃহদাকারের হয়, ততই ইহারা অধিক সম্মানার্হ হয়। কাহারও কাহারও কর্ণ একবিতস্তিপরিসীমিত। ইহারা দারুচিনি কাষ্ঠ ব্যবহার করে এবং ইহা অতি সুগন্ধী। এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে মুক্তা ও অগ্ন্যাংগা নানা প্রকার মূল্যবান্ প্রস্তর পাওয়া যায় ; উত্তম উত্তম সকল প্রকার মণি ইত্যাদিও পাওয়া যায় ; কিন্তু, এতদেশীয় নরপতি সে গুলি খনি হইতে উদ্ধৃত করিতে দেন না, কারণ তিনি মনে করেন যে, ওরূপ করিলে শত্রুরা ঐ গুলির আকর অবগত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দেশ হইতে দূরীভূত করিবে। এই দেশে অশ্ব নাম মাত্র নাই। পেগুর গায় বৃহদাকারের হস্তী এতদেশে পাওয়া যায় না ; কিন্তু, কথিত হয় যে, এতদেশীয় হস্তী আকারে ক্ষুদ্র হইলেও অগ্ন্যাংগা হস্তী ইহাদিগকে অত্যন্ত ভয় করে এবং ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না। এতদেশীয় স্ত্রীলোকগণ কটীবন্ধ হইতে জানুপর্য্যন্ত-বিলম্বিত একখানি মাত্র বস্ত্র পরিধান করে ; শরীরের অগ্ন্যাংগা স্থান অনাবৃত থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ক্ষুদ্রাকারের এবং কৃষ্ণবর্ণের। গৃহগুলিও ক্ষুদ্র তাল কি নারিকেল পত্র দ্বারা নির্মিত ও আচ্ছাদিত।

মার্চমাসের একাদশ দিবসে আমরা সিংহল হইতে যাত্রা করিয়া উত্তরাংশ অস্ট্রীপ প্রদক্ষিণ করিলাম। এইস্থানের অনতিদূরে,—নেগাপটম ও সিংহলের মধ্যে,—ধীবরেরা গুপ্তি সংগ্রহ করে। প্রতি বৎসরেই বহু পরিমাণে গুপ্তি সংগৃহীত হয় এবং তদ্বারা বঙ্গদেশের অভাব পূরণ হয়। পারসোপসাগরের অন্তর্গত বাহীনদীপের (৫) গুপ্তির জায় ইহা তত উজ্জল নহে। কমরীণ অস্ট্রীপ হইয়া আমরা পর্তুগীজদিগের কুলাবদীপ অতিক্রম করি; পর্তুগাল হইতে এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে মরিচ আমদানী হয়। উপকূলভাগ হইতে অগ্রসর হইয়া মার্চমাসের দ্বাবিংশ দিবসে আমরা কোচীন পৌঁছিলাম। ইহার জলবায়ু উষ্ণ এবং এই স্থানে বড়ই খাওয়াভাব। এই স্থানে শস্ত বা চাউল জন্মে না। যাহা পাওয়া যায় তাহা বঙ্গদেশ হইতে আনীত হয়। নদী দূরস্থ বলিয়া এই স্থানে সুপেয় জল পাওয়া যায় না। জলাভাবে এতদেশীয় অনেক লোককে কুষ্ঠগ্রস্তের জায় দেখা যায় এবং কাহারও কাহারও পদ কটীবন্ধের জায় ক্ষীত হয় এবং অধিকাংশ লোকেই গমনাগমনে অশক্ত। অধিবাসীরা মালাবার বা কালিকটের নেয়ার জাতীয়; কিন্তু, অগ্রান্ত্র মালাবার জাতীয় অপেক্ষা ইহাদের অনেক প্রভেদ আছে। ইহাদের মস্তক কেশপরিপূর্ণ—ঐ কেশ সূত্রদ্বারা বাঁধা থাকে। অধিবাসীরা দীর্ঘ এবং বলবান্ ও দীর্ঘ ভীর ও ধনুক ব্যবহারে পরিপক। ভীর ধনুকই ইহাদের প্রধান অস্ত্র। ইহা একটা বনুকও আছে; কিন্তু, ইহারা উহা ব্যবহারে সুদক্ষ নহে।

এই স্থানে মরিচ জন্মে; ইহার লতা অনেকটা আমাদের দেশীয় আমালতার জায়; কিন্তু, ইহা গমের শীষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। প্রথমে এগুলি সবুজ বর্ণের থাকে; পরিপক হইতে আরম্ভ করিলেই ইহারা

(৫) ৩০ পৃষ্ঠা মডেবা।

সেগুলি কর্তন করিয়া শুষ্ক করিতে দেয়। ইহার পত্র দ্রাক্ষার পত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও পাতলা। অধিবাসীদের গৃহগুলি ক্ষুদ্র ও নারিকেল বৃক্ষের পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। পুরুষগণ দীর্ঘ ; কিন্তু, স্ত্রীগণ ক্ষুদ্রা। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই কৃষ্ণবর্ণের। কটীদেশে ক্ষুদ্র একখানি বস্ত্র ব্যতীত, দেহের অন্যান্য সকল স্থানই অনাবৃত। ইহাদের কর্ণগুলি কুৎসিৎ, দীর্ঘ এবং উহাতে মুক্তা ও প্রস্তরসম্বিত অঙ্গুরী পরিধান করে। রাজা একস্থানে অধিক দিন বাস করেন না। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি গৃহ আছে ; তাঁহার শরীররক্ষীর সংখ্যা অত্যন্ত। তিনি তাহাদের আজ্ঞানুসারেই এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করেন। কালিকটে যে মরিচ ও দারুচিনি পাওয়া যায়, তাহা এই স্থানেই জন্মে। সর্বোৎকৃষ্ট দারুচিনি সিংহলেই জন্মে এবং ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইতেই সংগ্রহ করা হয়। এখানে প্রচুর তালবৃক্ষ আছে ; তালই ইহাদের প্রধান খাদ্য ; ইহাই তাহাদের আহার ও পানীয় জলের কার্য্য করে এবং পূর্বে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছি, এই বৃক্ষ হইতে ইহাদের অনেক আবশ্যকীয় দ্রব্য জন্মে (৬)।

নেয়ারগণ জামোরিণের প্রজা ; এই জামোরিণ মালাবারজাতিভূক্ত। নেয়ারগণ সদাসর্বদাই পর্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধ করে। জামোরিণ সদাসর্বদাই পর্তুগীজদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকেন ; কিন্তু, তাঁহার প্রজাবর্গ সমুদ্রতীরে দস্যুবৃত্তিদ্বারা পর্তুগীজদিগের দ্রব্যাদি অপহরণ করে। তাহাদের প্রধান কাপ্তেনের নাম আলি ; তাঁহার অধীনে তিনটি দুর্গ আছে। পর্তুগীজগণ জামোরিণের নিকট অনুযোগ আনয়ন করিলে তিনি উত্তর দেন যে, তিনি তাহাদের দস্যুতা করিতে প্রেরণ করেন নাই। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে, তাঁহার সম্মতিসহকারেই এই সকল

(৬) ফীচ এ স্থানেও পূর্বের স্থায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

কার্য সম্পাদিত হয়। এই সকল দস্যুগণ সিংহল হইতে গোয়া পর্য্যন্ত স্থান সকলে দস্যুতা করে এবং চারি কি পাঁচখানি নৌকা একত্র করিয়া গমন করে। প্রত্যেক নৌকায় ষাট কি সত্তর জন লোক থাকে। ইহারা এই উপকূলে অত্যন্ত ক্ষতি করে এবং প্রতিবৎসর পর্তুগীজদিগের অনেক নৌকা বিনষ্ট করে। এই সকল দস্যুর মধ্যে অনেকগুলি মুর জাতীয়। এই রাজার রাজ্য কোচীনের দ্বাদশ লীগ হইতে গোয়ার নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমি আটমাসকাল অর্থাৎ নবেম্বর মাসের দুই তারিখ পর্য্যন্ত কোচীনে অতিবাহিত করিয়াছিলাম; কারণ ইতিমধ্যে কোন জাহাজ ঐ স্থান হইতে যাত্রা করে নাই। দুই দিবস পূর্বে কোচীনে উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ জাহাজ পাইতাম। কোচীন হইতে গোয়ায় গমন করিয়া আমি তিন দিবস তথায় অতিবাহিত করি। কোচীন হইতে গোয়া একশত লীগ। গোয়া হইতে আমি চৌলে (৭) গমন করি; গোয়া হইতে চৌল ষাট লীগ। আমি চৌলে ত্রয়োবিংশ দিবস অতিবাহিত করিয়া এবং জাহাজের আবশ্যকীয় খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া অন্মাজে যাত্রা করি; বালসোরা যাইবার উদ্দেশ্যে আমি এইস্থানে পঞ্চাশ দিন বাস করি। গোয়া হইতে অন্মাজ চারিশত লীগ।

*

*

*

*

*

আমার পুস্তকের এই খণ্ড শেষ করিবার পূর্বে আমি ভারতবর্ষ ও তাহার পূর্বাঞ্চলস্থ দেশ সকল যে যে দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাদের কিছু কিছু বর্ণনা করা ভাল মনে করি।

মন্সিচ—ভারতবর্ষের অনেকস্থলে, বিশেষতঃ কোচীনে মন্সিচবৃক্ষ

অচুর জন্মে ; ইহা বিনা পরিশ্রমে ঝোপের মধ্যে উৎপন্ন হয় । পরিপক্ব হইলে অধিবাসীরা ইহা সংগ্রহ করে । গুল্মটি অস্বদেশীয় দ্রাক্ষার গ্ৰাণ এবং ইহা কোন বৃক্ষ বা দণ্ডে সংযুক্ত করিয়া না দিলে ভূমিসাৎ হয় । প্রথম সংগ্রহকালে ইহা সবুজবর্ণ থাকে ; পরে, রৌদ্র-তপ্ত হইলে কৃষ্ণবর্ণ হয় ।

আর্দ্রক—আমাদের দেশীয় পলা গুর গ্ৰাণ জন্মে ; শীকড়েই আদ্য হয় ; ইহা ভারতবর্ষের অনেক স্থানে পাওয়া যায় ।

লবঙ্গ—মালাকাদ্বীপ-পুঞ্জ উৎপাদিত হয় ; ইহা অস্বদেশীয় ‘লবঙ্গ’ বৃক্ষের গ্ৰাণ ।

জাম্বফল ও জৈত্রী—উভয়ে একত্রে বন্দাবীপে উৎপাদিত হয় । অস্বদেশীয় ‘ওয়ালনাট’ বৃক্ষাপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র ।

শ্বেত চন্দন—অত্যন্ত সুগন্ধপূর্ণ এবং ইহা ভারতবাসীগণ অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে ; সামান্য জলে ঘর্ষণ করিয়া উঠারা ইহা সর্বোৎকৃষ্ট মর্দন করে । ইহা তাইমর দ্বীপে জন্মে ।

কপূর—বহুমূল্য দ্রব্য এবং সুবর্ণাপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় । আমার বিশ্বাস ইহা খৃষ্ট-ধর্ম্মসেবী কোন দেশে উৎপাদিত হয় না । চূর্ণীকৃত কপূর চীনদেশ হইতে আইসে ; কিন্তু, যাহা বেত্রমধ্যে জন্মে এবং যাহা সর্বোৎকৃষ্ট, তাহা বোর্নিয়োদ্বীপে জন্মে ।

মুসকর—কোচীন চায়নার উৎপাদিত হয় ।

লক্ষা মরিচ—বঙ্গদেশ এবং যাবাদ্বীপে জন্মে ।

মৃগনাভি—তাতার দেশে জন্মে । তত্রস্থ বণিকগণ যাহারা উহা পেণ্ডতে বিক্রয়ার্থ আনিয়ন করে, তাহারা বলে যে উহা নিম্নোক্ত-প্রকারে সংগৃহীত হয় (৮) । তাতার দেশে ক্ষুদ্র হরিণের গ্ৰাণ এক প্রকার

(৮) কীচের মৃগনাভি সংগ্রহের বৃত্তান্ত বিশেষ আশ্চর্যজনক মনেহ নাই ।

জন্ত আছে ; দেশবাসীরা উহাকে জালবন্ধ করতঃ প্রহার করিয়া হত্যা করে। পরে উহারা উহার অস্থি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাকারে কর্তন করে এবং মাংসখণ্ডগুলি চর্ম্মমধ্যে স্থাপনা করিয়া উহা প্রহার করিতে থাকে। অবশ্যকারে মৃগনাভি নির্গত হয়।

তৈলস্ফটিক—ইহা কি প্রকারে উৎপাদিত হয়, সে সম্বন্ধে বতভেদ দৃষ্ট হয় ; তবে, অনেকেরই এই মত যে উহা সমুদ্র হইতে নির্গত হয় এবং ইহা উপকূলে পাওয়া যায়।

মণি মুক্তা—মণি মুক্তা প্রভৃতি পেণ্ডিতে পাওয়া যায়।

হীরক—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হীরক পাওয়া যায়—যথা, বিজয়নগর, আগ্রা, দিল্লী, এবং যাবাদ্বীপ।

মুক্তা—সর্বোৎকৃষ্ট মুক্তা পারশ্বোপসাগরের অন্তর্গত বাহ্রীনদীপে পাওয়া যায়। নিকৃষ্টগুলি সিংহলদ্বীপের নিকটবর্তী পিস্ফারি এবং চীনের সর্ব দক্ষিণ উপকূলবর্তী আইনাম্ দ্বীপে জন্মে।

* * * * *

অম্বাজ হইতে আমরা বালসারা বা বসোরা এবং তথা হইতে বাবিলনে গমন করি। পথের অধিকাংশ মনুষ্যগণ কর্তৃক রজ্জুদ্বারা আকর্ষিত নৌকা করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। বাবিলন (২) হইতে স্থলপথে আমি মসুলে উপনীত হই। মসুল নিনেভার নিকটবর্তী ; নিনেভা বর্তমানে জনশূন্য ও ধ্বংসাবশেষপূর্ণ ; ইহা টাইগ্রীস নদীর তীরবর্তী। মসুল হইতে আমি মাদ্দিন গমন করি ; মাদ্দিন আর্যোনিয়ানদের দেশে অবস্থিত ; কিন্তু, বর্তমানে এইস্থানে কুর্দি নামক এক জাতি বাস

করে। মাদ্রিদ হইতে আমি অফা গমন করি ; ইহা একটা ক্ষুদ্র সুন্দর সহর এবং এইস্থানে মৎস্যপূর্ণ একটা উৎস আছে। মুরগণ এই উৎস-সকাশে আব্রাহাম সংক্রান্ত অনেক উৎসব সম্পাদন করে। মুরগণ বলে যে আব্রাহাম এককালে এইস্থানেই বাস করিতেন। তথা হইতে আমি বিব্রায় (১০) যাইয়া ইউফ্রেটীস নদীতে গমন করি। বিব্রা হইতে আলেপ্পো যাইয়া কয়েকমাস বাস করি ; তথা হইতে ত্রিপোলি হইয়া ও ইংলণ্ডগামী একখানি জাহাজ দেখিতে পাইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করি এবং অনুকূল বায়ুতে ও ঈশ্বরানুগ্রহে আমি ১৫৯১ সনের ২৯শে এপ্রিল লণ্ডনে উপনীত হই।

আটমাস আমি আমার স্বদেশের বহির্ভাগে ছিলাম (১১)।

(১০) ৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১১) কীচের জীবনের অবশিষ্টাংশের জন্ত পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

କ୍ଷୀତ୍ୱେର ଧ୍ରୁବ-ସ୍ୱତାନ୍ତେର ପରିମିତି

পরিশিষ্ট

রাজ্ঞী এলিজাবেথের পত্রদ্বয়

[যাহাতে নিউবেরী ও তাঁহার সঙ্গিত্রয়ের সুবিধা হয় তৎক্ষণ
রাজ্ঞী এলিজাবেথ, সম্রাট্ আকবরকে ও তাঁনের সম্রাটকে দুই
খানি সুপারিস্ পত্র, নিউবেরীর নিকট দিয়াছিলেন] ।

প্রথম পত্র—সম্রাট্ আকবরের প্রতি :—

“ Elizabeth by the grace of God, Queen of England,
etc. To the most invincible, and most mightie prince,
lord Zelabdim Echebar King of Cambaya. Invincible
Emperor, etc. The great affection which our subjects
have to visit the most distant places of the world,
not without good will and intention to introduce the
trade of marchandize of al nations whatsoever they
can, by which meanes the mutual and friendly trafique
of marchandize on both sides may come, is the cause
that the bearer of this letter John Newbery, jointly
with those that be in his company, with a curteous
and honest boldnesse, doe repaire to the borders and
countreys of your Empire, we doubt not but that your
imperial Maiestie through your royal grace, will

favourably and friendly accept him. And that you would doe it the rather for our sake, to make us greatly beholding to your Maiestie ; wee should more earnestly, and with more wordes require it, if wee did think it needful. But by the singular report that is of your imperial Maiesties humanitie in these uttermost parts of the world, we are greatly eased of that burden, and therefore wee use the fewer and lesse words ; only we request that because they are our subjects, they may be honestly intreated and received. And that in respect of the hard journey which they have undertaken to places so far distant, it would please your Maiesty with some libertie and securitie of voiage to gratifie it, with such privileges as to you shall seeme good : which curtesie if your Imperiall Maiestie shal to our subjects at our requests performe, wee, according to our royall honour, will recompence the some with as many deserts as we can. And herewith we bid your Imperial Maiestie to farewel."

উপর্যুক্ত পত্রের মর্ম :—

রাজ্ঞী এলিজাবেথ লিখিতেছেন যে, “আমাদের প্রজাগণের বিভিন্ন দেশ দেখিবার ইচ্ছা এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলদেশের পণ্যাদি পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত করিবার উদ্দেশ্যে, পত্রবাহক জন্ নিউবেরী আপনার রাজ্যে যাইতেছেন। আমাদের সন্দেহ নাই যে, আপনি তাঁহাকে সাদরে ও বহু-ভাবে গ্রহণ করিবেন। এরূপ কার্য আপনি আমাদের প্রতি সম্মান বশতঃ

ও উপকৃত করিবার আশায়ই করিবেন। আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তি এতদেশ পর্য্যন্ত যেরূপ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে এসম্বন্ধে আপনাকে বিস্তৃত লেখা অনাবশ্যক। তবে আমরা এই অনুরোধ করিতেছি যে, আমার প্রজাগণ যেন উত্তম ব্যবহার প্রাপ্ত হন। এবং তাঁহারা এত দূরদেশে যাত্রা করিতেছেন বলিয়া যেন আপনি তাঁহাদিগকে যেরূপ মনে করেন সেই রূপ অনুগ্রহ করিবেন। আপনি আমাদের প্রজাগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবেন, আমরাও যথাসাধ্য আপনার অনুগ্রহের প্রতিদানের চেষ্টা করিব।”

দ্বিতীয় পত্র—চীন সম্রাটের প্রতি :—

“ Elizabeth by the grace of God Queene of England, etc. Most Imperial and invincible prince, our honest subject John Newbery the bringer here of, who with our favour hath taken in hand the voyage which nowe hee pursueth to the parts and countreys of your Empire, not trusting upon any other ground then upon the favor of your Imperiall clemencie and humanitie, is mooved to undertake a thing of so much difficultie, being perswaded that hee having entred into so many perils, your Maiestie will not dislike the same, especially, if it may appeare that it be not damageable unto your royall Maiestie, and that to your people it will bring some profite : of both which things he not doubting, with more willing minde hath prepared himselfe for his destinated voyage unto us

well liked of. For by this meanes we perceive, that the profit which by the mutual trade on both sides, at the princes our neighbors in ye West do receive, your Imperial maiestie and those that be subject under your dominion, to their great joy and benefit shall have the same, which consisteth in the transporting outward of such things whereof we have plenty, and in bringing in such things as we stand in need of. It cannot otherwise be, but that seeing we are borne and made need one of another, and that wee are bound to aide one another, but that your imperial Maiestie wil wel like of it, and by your subjects not like indeur wil be accepted. For the increase whereof, if your imperial Maiestie shall adde the securitie of passage, with other privileges most necessary to use the trade with your men, your Maiestie shall doe that which belongeth to a most honorable and liberal prince, and deserve so much of us, as by no continuance or length of time shall be forgotten. Which request of ours we do most instantly desire to be take in good part of your Maiestie, and so great a benefit towards us and our men, we shall endeavor by diligence to requite when time shall serve there unto. The God Almighty long preserve your Imperial Maiestie."

উপর্যুক্ত পত্রের মর্ম :-

“পত্রবাহক জন্ নিউবেরী, আমাদের আদেশানুযায়ী আপনার রাজ্যে, আপনার নিকট হইতে প্রত্যাশিত অনুগ্রহ ও দয়ার উপর নির্ভর করিয়াই এই বাণিজ্যে ব্রতী হইয়াছেন। আমরা আশা করি যে উক্ত নিউবেরী বহু বিপদ অতিক্রম করিয়া আপনার রাজ্যে উপনীত হইলে আপনি তাঁহাকে ঘণা করিবেন না। বিশেষতঃ, আপনার বিরুদ্ধাচরণ না করিলে এবং এই বাণিজ্যে আপনার প্রজাগণের লাভ হইলে—যে দুই উদ্দেশ্যে তিনি এই কার্যে ব্রতী হইয়াছেন—আপনি ইহা অননুমোদন করিবেন না। কারণ, আমরা দেখিতেছি যে এইরূপ পণ্য বিক্রয়ে উভয়পক্ষেরই লাভ হইবে এবং উভয়ের যে সকল দ্রবোর অনাটন আছে তাহা পূর্ণ হইবে। উভয়ের এইরূপ পরস্পর সাহায্য বাঞ্ছনীয় এবং আপনি ও আপনার প্রজাগণ, আশা করি, ইহা অননুমোদন করিবেন। আপনার স্বাম্য উদার-হৃদয় নরপতি ইহাদের প্রতি যে সকল অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন, তাহা আমরা নিশ্চয়ই প্রতিদানের চেষ্টা পাইব।”

(২)

ফীচের কারারোধ।

কারাকালকালে রালফ্ ফীচ তাঁহার লণ্ডনস্থ বন্ধু লিওনার্ড পূর্বে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে ফীচ তাঁহার পর্যটনের বৃত্তান্ত ও কারারোধের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই পত্রের আংশিক অনুবাদ প্রদান করিতেছি।

“প্রিয়তম বন্ধু মাষ্টার পূর,—

আলেন্সো পরিত্যাগের পরে আমি আর তোমাকে কোন পত্র লিখিতে পারি নাই। কারণ, আমি বাবিলনে অসুস্থ হওয়ায়, তথা হইতে বালসারা গমন করি। এই স্থান টাইগ্রিস্ নদীপথে দ্বাদশ দিবসের ব্যবধান। এ স্থান অত্যন্ত উষ্ণ। ভগবান্কে ধন্যবাদ আমি এই স্থানে সহজেই রোগমুক্ত হইলাম। এইস্থানে চতুর্দশ দিবস অতিবাহিত করিয়া আমরা অশ্বাজা-ভিমুখে যাত্রা করি। সেপ্টেম্বর মাসের পঞ্চদিবসের দিন আমরা তথাক্ পৌছি এবং ঐ মাসের নবম দিবসেই কারারুদ্ধ হই। কারাগৃহে অক্টোবরের একাদশ দিবস পর্যন্ত অতিবাহিত করিয়া অল্প দুইশত যাত্রিসহ গোয়া উদ্দেশ্যে জাহাজে করিয়া রওনা হই। ডিউ ও চোল অতিক্রম করিয়া আমরা নবেম্বর মাসের ২২ শে তারিখে গোয়া পৌছিলামাত্র কারারুদ্ধ হই। এই স্থানে আমাদের ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকিতে হয়। ভগবানের ইচ্ছায় আমরা দুইটী পাদ্রীর দর্শন পাই—একজন ইংরাজ অপরটী ফ্রেমিং। ইংরাজ ধর্মযাজকের নাম পাদ্রী টমাস্ স্টীভেন্স, অপরের নাম পাদ্রী মার্কো। ইঁহারা রাজপ্রতিনিধির ও অন্ত্রাণ কন্সচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া এবং আমাদের প্রতিভূস্বরূপ হইয়া বিশেষ উপকার করেন। ইঁহারা সাহায্য না করিলে আমরা জীবিতাবস্থায় গোয়া পরিত্যাগে সক্ষম হইলেও দীর্ঘকাল কারাবাস ভোগ করিতাম।

চতুর্দশ দিবস কারাবাসের পরে, আমাদের দ্বিসহস্র ডুকাটের প্রতিভূ প্রদানের আদেশ প্রদান করা হইল। উহা প্রদান না করা হইলে কারাগার পরিত্যাগের কোনই সম্ভাবনা ছিলনা। উপযুক্ত পাদ্রীগণ আমাদের জন্ত প্রতিভূ সংগ্রহ করিলেন। সকলেই আমাদের মুক্তিতে আশ্চর্যান্বিত হইল। অশ্বাজে এবং এইস্থানে কারাগৃহে বাসকালীন আমাদের অনেক

পণ্য বিনষ্ট হয়। তবে, কিসদংশ সুবিধামত মূল্যে বিক্রীত হইবে ; কতকের কোনই মূল্য পাওয়া যাইবে না। আমি আশা করি যে ঈশ্বরানুগ্রহে শাসনকর্তা চোল ও ডিউ হইতে প্রত্যাগমন করিলে আমরা মুক্তিলাভ করিব। সম্ভবতঃ ইষ্টারের সময় ইহা সংঘটিত হইতে পারে। তবে আমাদের একজনের প্রত্যাগমন আবশ্যককর হইবে। কারণ আমরা যথেষ্ট ক্লেসভোগ করিয়াছি এবং আমাদের পণ্যের অনেকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে। ভগবানের ইচ্ছায় ইংলণ্ডে প্রত্যাভর্তন করিতে পারিলে, আমি পুনরায় এইস্থানে প্রত্যাগমন করিব। ইহা একটা সুন্দর দেশ এবং উর্বর। রাত্রি ও দিন একই প্রকার দীর্ঘ এবং এতদেশে প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মে। এত ক্লেস সত্ত্বেও আমরা ক্লশ হই নাই—খাদ্যদ্রব্য প্রচুর ও সস্তা। অগ্ৰাণ্ড আশ্চর্য্য বিষয়ের বর্ণনা এই পত্রে সম্ভবপর নহে—সুতরাং আমি এইস্থানেই ক্ষান্ত হইলাম। ইতি ২৫শে জানুয়ারি, ১৫৮৪।”

জন্ হিউয়েন্ ভন্ লিনসোটেন্ও এই কারারোধের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। লিনসোটেনের বর্ণনা এই খণ্ড-ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া উহা আর এখানে প্রদত্ত হইল না।

জন্ নিউবেরী অর্জা হইতে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে যাত্রিত্রয়ের অস্বাভাবিক কারারোধের বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম পত্রখানি জন্ এলড্রেডকে ও দ্বিতীয়খানি পূর্বোক্ত পূর্কে ও উইলিয়াম সাল্‌স্কে লিখিত। আমরা ঐ দুইখানি পত্রের মর্ম্ম নিয়ে প্রদান করিলাম।

জন্ নিউবেরী কর্তৃক জন্ এলড্রেড এবং উইলিয়াম সাল্‌স্কে লিখিতঃ—
“গোয়াতে আমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন। সুতরাং তুমি স্পেনের রাজার নিকট হইতে কোন পত্র প্রেরণ

করিতে পারিলে আমাদের প্রভূত উপকার হইবে। ইহা, তাহারা আমাদের হতা করিতে পারে, অথবা দীর্ঘকাল কারাগারেও রাখিতে পারে। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। যে সকল পণ্য আমরা সঙ্গে আনয়ন করিয়াছি, এই গোলমাল না ঘটিলে, সে গুলি বিশেষ লাভে বিক্রয় করিতে সক্ষম হইতাম।” (১৫৮৭ সন, ২১শে সেপ্টেম্বর)।

নিউবেরী কর্তৃক পূর্বোক্ত পূর্বে গোয়া হইতে ১৫৮৪ সনের জানুয়ারী মাসের ২০শে তারিখে লিখিত পত্রের মর্ম :—

“অশ্রাজ্জ হইতে আপনাকে যে শেষ পত্র খানি লিখি তাহাতে আমাদের যে বিপদ ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা করিয়াছি। উক্ত পত্রে লিখিয়াছি যে অশ্রাজ্জে পৌঁছবার চারি দিবস পরে আমি ও আমার সঙ্গিগণ কারাগারে প্রেরিত হইলাম। আমাদেরকে অশ্রাজ্জে ও গোয়ায় কারাকদ্ধ হইবার কারণ এই যে, আমাদেরকে গুপ্তচর মনে করা হইয়াছিল এবং নাবিক ডেক্ পর্তুগালধিপতির একখানি জাহাজ এই সময় আক্রমণ করিয়াছিলেন। যাহাহউক গোয়ার প্রধান ময়যাজক এবং সেন্ট পলস্ কলেজের দুইজন পাদ্রীর অনুগ্রহ না হইলে আমাদের বহু দিবস কারাগৃহে থাকিতে হইত। সেন্ট পলস্ কলেজের পাদ্রীদ্বয় আমাদের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অশ্রাজ্জের কারাগারেও আমাদেরকে বহু দিবস অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। গোয়ায় ত্রয়োদশ দিবস অতিবাহনের পরে জেমস্ ষ্টোরী সেন্টপলের মঠে প্রবেশ করিলেন। দ্বাবিংশ দিবসের পর আমি কারাগৃহের বহির্দেশে আগমন করিলাম এবং পরদিবস ফীচ ও লীডসও আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। এই সকল বিপদ না হইলে, আমরা পণ্য-বিক্রয়ে বিশেষ ফলবান্ হইতাম। অনেকগুলি দ্রব্য বিশেষ লাভে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছি। অশ্রাজ্জে কারাগারে অবস্থানকালীন

আমি প্রাতঃকালে কারাগৃহের বহির্দেশে আসিয়া পণ্যাদি বিক্রয়ান্তে রাত্রিতে পুনর্বার তথায় প্রত্যাগমন করিতাম। বাহাহউক, বিশেষ ক্রেশ ভোগ করিলেও আমার এই স্থানে থাকিবার ইচ্ছা আছে।”

(৩)

ফীচের স্বদেশ প্রত্যাগমন ও শেষ জীবন

মালাক্কা হইতে লণ্ডন পৌঁছিতে ফীচের তিন বৎসর এক মাস অতি-বাহিত হইয়াছিল (১৫৮৮ সনের ২৯শে মার্চ হইতে ১৫৯১ সনের ২৯শে এপ্রিল)। মালাক্কা হইতে মার্তাবান, তথা হইতে পেণ্ডু হইয়া তিনি বঙ্গদেশের একটী বন্দর হইতে * সিংতলে গমন করেন। পরে কমরীন্ অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ও কুইলন্ নামক প্রসিদ্ধ বন্দর হইয়া তিনি কয়েক মাস কোচীনে অতিবাহিত করেন। পরে চৌল, অম্বাজ, বসোরা এবং বোগদাদ হইয়া এসিয়া মাইনরের কয়েকটী বাণিজ্য-প্রধান স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আলেপ্পো ও ত্রিপ্পলিস ও পরে লণ্ডনে গমন করেন।

ভ্রমণের বিষয়, লণ্ডন প্রত্যাগমনের পরবর্ত্তিকালের ফীচের জীবনীয় বিষয়ক ঘটনা সমূহের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। সকল বিষয় পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বিশেষ অগ্রগামী ছিলেন না। প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠনের সময়ে তিনি তাহার একটী অংশও গ্রহণ করেন নাই এবং যদিও তিনি বণিক্গণকে তাহার অমূল্য উপদেশাদি দ্বারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি তাহার নিকট হইতে কোন বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই। ১৬০০ সনের ১লা অক্টোবর বণিক্গণের যে সভা

রাইলী এই বন্দরকে শ্রীরামপুর বলিয়া অনুমান করেন।

হয় তাহাতে স্থিরীকৃত হয়, যে কি প্রকার পণ্য সংগৃহীত হইবে তাহা অন্য দুই জনের সহিত মাষ্টার এলড্রেড ও মাষ্টার ফীচ স্থির করিবেন।

১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের সভায় যে মন্তব্য স্থিরীকৃত হয় তাহাতে ফীচের উল্লেখ পাওয়া যায়। “Letter to be obtained from King James to the King of Cambaya, the Governors of Aden, and two more places not far from Aden; titles to be enquired of Ralph Fitch.” অর্থাৎ রাজা জেম্সের নিকট হইতে কাশ্মীর রাজা এবং এডেন ও অন্যান্য দুই স্থানের শাসনকর্তার জন্য পত্র গ্রহণ করিতে হইবে—শেষোক্ত দুই জনের উপাধি রালফ্ ফীচের নিকট অনুসন্ধান করিতে হইবে।

(৪)

ফীচের সংক্ষিপ্ত জীবনী

(“Dictionary of National Biography” হইতে উদ্ধৃত)

ভারতবর্ষে পর্য্যটনকারী রালফ্ ফীচ (১৫৮৩—১৬০৬) ইউফ্রেটীস নদীর উপত্যকা হইয়া ভারতবর্ষে আগমনকারী ইংরাজদের অন্যতম। লেভান্ট কোম্পানীর অন্তর্গত চারি জন বণিক—জন নিউবেরী, জন এলড্রেড, উইলিয়াম লীডস্ এবং চিত্রকর জেমস্ ষ্টোরী ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বাদশ দিবসে লণ্ডন হইতে যাত্রা করেন। ফীচ ও তাঁহার সঙ্গিগণ মে মাসের প্রথম দিবসে ত্রিপুরালীতে এবং তথা হইতে সাত দিবসে আলেপ্পো পৌঁছেন। পুনর্ব্বার ৩১শে তারিখে উষ্ট্র-পৃষ্ঠে বসানো হইয়া পর্য্যটকগণ তিন দিবসে ইউফ্রেটীস নদী-তীরস্থ বীরাম উপনীত হইয়া

একখানি বহৎ নৌকা ক্রয় করেন। নদী পথে ফেলুগিয়া পৌঁছিয়া তাঁহারা তীরে অবতরণ করেন ও তথায় এক সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া মরুভূমি মধ্যদিয়া বোগদাদ এবং জুলাই মাসের দ্বাবিংশ দিবসে পারশ্যোপসাগরের উপকূলস্থ বসোরায় উপস্থিত হন। এলড্রেড্ বাণিজ্যোদ্দেশ্যে তথায় অপেক্ষা করিতে থাকেন।

সেপ্টেম্বর মাসের চতুর্থ দিবসে ফীচ এবং তাঁহার অন্ত সঙ্গিত্বর অশ্বাজে উপনীত হইলে সপ্তাহমধ্যে ভিনিসিয়ান্ বণিক্গণের প্ররোচনায় তত্রস্থ শাসনকর্ত্তা কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অক্টোবর মাসের একাদশ দিবসে গোয়ার শাসনকর্ত্তার নিকট প্রেরিত হইলে তাঁহারা ডিসেম্বর মাসের দ্বাবিংশ দিবস পর্য্যন্ত কারাক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন। ষ্টোরী সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলে ফীচ, নিউবেরী এবং লীডস্ দুই জন জিসুইট ধর্ম্মবাজকের চেষ্টায় কারামুক্ত হন। এই দুই জন ধর্ম্মবাজকের মধ্যে অন্ততর, টমাস্ ষ্টাফেন্স অক্সফোর্ডের নিউ কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং ইংরাজদের মধ্যে সর্বপ্রথমে উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া ১৫৭৯ সনে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল ফীচ ও তাঁহার সঙ্গিত্বর গোয়া হইতে বিজাপুর, ও গোলকন্দা হইয়া আকবরের দরবারে উপনীত হন। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের অষ্টাবিংশ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহারা এই স্থানে অতিবাহিত করেন। নিউবেরী এই স্থান হইতে পারশ্য ও কনষ্টান্টিনোপল হইয়া যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে লাহোরাভিমুখে গমন করেন। কিন্তু, যখন নিউবেরী সম্মুখে আর কিছুই অবগত হওয়া যায় না, তখন অনুমান করা যায় যে তাঁহাকে পাঞ্জাবে হত্যা করা হয়। ষ্টোরী গোয়ার সন্ন্যাস ব্রত ত্যাগ করিয়া এতদেশীয় একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন এবং লীডস্ সম্রাট আকবরের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

ফীচ আশ্রা হইতে নৌকাযোগে প্রয়াগ, বারাণসী, পাটনা হইয়া বঙ্গদেশের অন্ততম প্রাচীন রাজধানী গোড়ে গমন করেন। এই স্থান হইতে তিনি কুচবিহার, তথা হইতে ভুগলী ও সপ্তগ্রাম দর্শন করেন। পূর্বাভিমুখে তিনি ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও তথা হইতে নৌকাযোগে বাকলা, শ্রীরামপুর, সোনারগাঁ গমন করেন। ১৫৮৬ সালের ২৮শে নবেম্বর তিনি শ্রীরামপুর হইতে পর্তুগীজদিগের একখানি ক্ষুদ্র জাহাজে বর্ম্মার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পরে ক্রমান্বয়ে বেসীন, সিরিয়ন, মাকাও ও পেণ্ডতে উপস্থিত হন। বর্ম্মার তিনি যে চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ মূল্যবান। ইতঃপূর্বে আর কোন ইংরাজ এতদেশীয় আচার ব্যবহারের চিত্র প্রকটিত করেন নাই। ১৫৮৮ সালের ১০ই জানুয়ারী তিনি পেণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া ৮ই ফেব্রুয়ারী মালাক্কা গমন করেন। ২৯শে মার্চ ফীচ স্বদেশোদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া মার্ত্তাবান, পেণ্ড, কসমিম্ হইয়া নবেম্বরে বঙ্গদেশে উপনীত হন। ১৫৮৯ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি মালাবার উপকূল পৌঁছিলে জাহাজভাবে আট মাস ক্রণায় অপেক্ষা করিতে বাধ্য হন। পরে তিন দিবস ছদ্মবেশে গোয়ায় অতিবাহিত করিয়া ২রা নবেম্বর গোয়া হইতে চোল, অম্বাজ ও তথা হইতে বসোরা গমন করেন। পরে বীর, আলেক্সো, ত্রিপোলী হইয়া ১৫৯১ সনের ২৯শে এপ্রিল লণ্ডনে উপনীত হন।

(৫)

জন্ নিউবেরী

জন্ নিউবেরী সুদক্ষ পর্যটক ও সাহসী বণিক্ ছিলেন। তিনি সর্ব-সমেত তিনবার ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন ; শেষ বারেই তিনি ফীচের সঙ্গী

হইয়াছিলেন। ফীচের গ্রাম তাঁহার সম্বন্ধেও অধিক অবগত হওয়া যায় না। ১৫৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন ভ্রমণকারিগণ ফতেপুরসিক্রীতে পৃথক হ'ন (৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), তখন নিউবেরী লাহোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং পারস্ত হইয়া ইংলণ্ড গমন ও তথা হইতে পেণ্ডতে জাহাজ প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন করেন। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, তিনি ঐরূপ কার্যের সফলতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন।

প্রথমবার তিনি জেরুজালেমে গমন করেন। নিম্নে এই বারের পর্যটনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে :—

“আমি, জন নিউবেরী লণ্ডনের অধিবাসী ও বণিক, ১৫৭৮ সনের মার্চমাসের অষ্টম দিবসে লণ্ডন নগর হইতে সিরিয়ার অন্তর্গত ত্রিপোলী ও তথা হইতে জেরুজালেম ও তন্নিকটবর্তী স্থান পরিদর্শন করিতে যাত্রা করি। আমি ফ্রান্সের অন্তর্গত মার্সেলিস্ হইয়া ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যদিয়া মে মাসের ত্রয়োদশ দিবসে ত্রিপোলী পৌছি এবং জেরুজালেম ও অন্যান্য প্রধান স্থানে গমন করি। ১৫৭৯ সনের জুনমাসের পঞ্চদশ দিবসে পুনর্বার ত্রিপোলীতে উপনীত হইয়া লাইবানাস পর্বত দর্শন ও স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৫৭৯ সনের নবেম্বর মাসের দশম দিবসে “মঙ্গলমত লণ্ডনে পৌছি।”

দ্বিতীয়বার যাত্রার নিম্নোক্ত ভূমিকা দৃষ্ট হয় :—

“আমি জন্ নিউবেরী পূর্ব্ববারে ত্রিপোলী, জেরুজালেম ও লাইবানাস পর্বতভ্রমণযাত্রায় সফলকাম হইয়া একবার আরও দীর্ঘ এবং বিপজ্জনক জলযাত্রায় ব্রতী হইয়াছিলাম। জিব্রালটার অন্তরীপ, ভূমধ্যসাগর, পূর্ব্বোক্ত ত্রিপোলী এবং ইউফ্রেটীস নদী হইয়া পারস্তোপসাগরের অন্ত্যাজ

নগর পর্য্যন্ত ও তথা হইতে পারস্তের পূর্বাঞ্চল হইয়া মিডিয়া, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, কার্মেনিয়া, ও কনষ্টান্টিনোপল ও তথা হইতে জলপথে কৃষ্ণ-সাগর হইয়া, দানিযুব নদীমধ্য দিয়া পোলণ্ড, প্রুসিয়া ও অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী হাল নগরে উপনীত হই। তথা হইতে স্থলপথে ১৫৮২ সনের আগষ্ট মাসের শেষ দিবসে লণ্ডনে পৌঁছি। এই প্রকারে আমি প্রায় দুইবৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলাম।”

নিউবেরীর উৎসাহ এত অধিক ছিল যে, তিনি ১৫৮২ সনের আগষ্ট মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া, পুনরায় ১৫৮৩ সনে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে যে ভারতীয় যাত্রার তিনিই অন্তিম প্রবর্তক ও পথপ্রদর্শক।

সার জর্জ বার্ডউড লিখিয়াছেন যে, নেউবেরী গোয়ায় পণ্যাজীবরূপে কালাতিপাত করেন। (Report on the Old Records of the India Office, ১৯৭ পৃষ্ঠা।)

(৬)

ভারতবর্ষে কি ২ দ্রব্য তৎকালে উৎপাদিত হইত, সে সম্বন্ধে রালফ্ ফীচ তাঁহার বর্ণনায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মূলগ্রন্থ (৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ১৮ হইতে ২০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ফেডারিক ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যের এক তালিকা প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই শেখোক্ত তালিকারও সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রদান করিলাম।

“ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে মরিচ ও আর্দ্রক জন্মে; বস্তুতঃ পক্ষে ভারতবর্ষের সর্বত্রই এই দুইটা দ্রব্য পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অনেক স্থলে বিনা পরিশ্রমে বগু গুল্মাদির মধ্যে মরিচ জন্মে; পক্ষ হইলে

অধিবাসীরা এই গুলি সংগ্রহ করে। মরিচের গাছ আমাদের দেশের “আইভি”র গায়।

আদ্রিকও এই ভাবে জন্মে; ভূমি কষণ ও বীজবপন করা হইলেই ইহা উৎপন্ন হয়।

লবঙ্গ মালাকা হইতে আইসে। ইহার বৃক্ষগুলি আমাদের দেশীয় “লরেল” বৃক্ষের গায়।

জাম্বফল ও জৈত্রী বান্দা দ্বীপে উৎপাদিত হয়।

তাইমর দ্বীপ হইতে শ্বেত চন্দন আমদানী হয়। মুসব্বর কোচীনচায়না হইতে আনীত হয়। লঙ্কা-মরিচ বঙ্গদেশে, পেগুতে এবং যাবাদ্বীপে জন্মে।

মৃগনাভি তাতার দেশে উৎপন্ন হয়।

তৈল-স্ফটিক ঠিক কোথায় জন্মে বলিতে পারি না; তবে, ইহা নিশ্চিত যে ইহা সমুদ্র হইতে উপকূল ভূমিতে আইসে এবং তথা হইতে সংগৃহীত হয়।

পেগু রাজ্যে মণি প্রভৃতি পাওয়া যায়। হীরক বিজয়নগর, দিল্লী ও যাবাদ্বীপ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুক্তা নানাস্থানে সংগৃহীত হয়।”

(৭)

২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত পাদ্রী ষ্টীফেন্সের পত্রের অংশ- বিশেষের অনুবাদ।

(এই পত্র ১৫৭৯সনে পাদ্রী ষ্টীফেন্স কর্তৃক তাঁহার পিতাকে লিখিত হইয়াছিল)

মার্চ মাসের শেষভাগে আমি লিস্বন পৌছিয়াছিলাম। জাহাজ রওনা হইবার মাত্র আট দিবস অবশিষ্ট ছিল। প্রকৃতপক্ষে কোন

* ষ্টীফেন্সের পত্রে যে সকল অবাস্তব কথা আছে তাহা এই অনুবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হইল না।

শুরুতর কারণ না ঘটিলে আমাদের আসিবার পূর্বেই জাহাজ যাত্রা করিত। এপ্রিল মাসের চতুর্থ দিবসে পাঁচখানি জাহাজ গোয়াভিমুখে রওনা হইল। এই সকল জাহাজে নাবিক ও সৈন্যগণব্যতীত অনেকগুলি বালক বালিকা ছিল। সমুদ্রযাত্রার ক্লেশ বালকবালিকাগণই পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিগণাপেক্ষা অধিক সহজে সহ্য করিতে পারে। যাত্রাকালে বাগ ও কামানের শব্দে সেইস্থান মুখরিত হইতেছিল। এপ্রিল মাসের দশম দিবসে আমরা মাদিরার নিকটবর্তী সান্টোবন্দরের সমীপবর্তী হইলাম। এই সময়ে একখানি ইংরাজের জাহাজ আমাদের প্রতি গোলাবর্ষণ করিল, কিন্তু কোনরূপ ক্ষতি সম্পাদনে সক্ষম হইল না। আমাদের জাহাজ বৃহৎ কামানগুলি ছাড়িতে আরম্ভ করিলেই ইংরাজ-জাহাজ দূরে প্রস্থান করিল। ইংরাজ-জাহাজখানি অত্যন্ত সুন্দর ছিল; কিন্তু, তাহাকে একপ কার্যে ব্যাপৃত থাকতে দেখাতে আমি দুঃখিত হইয়াছিলাম। সে এইরূপ ভাবেই ইতঃস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। আমরা কানারি দ্বীপপুঞ্জের নিকট পুনরায় এই ইংরাজ-জাহাজের সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। শেষোক্ত দ্বীপপুঞ্জে আমরা উপরোক্ত এপ্রিল মাসের ত্রয়োদশ দিবসে উপনীত হই। প্রতিকূল বায়ুর জন্ম আমরা এই দ্বীপে চারিদিবস অতিবাহিত করিয়া টেনেরীফ্ দ্বীপের উচ্চ পর্বত দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। মে মাসের চতুর্দশ দিবস পর্য্যন্ত একপ প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল যে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিবার আশা সূদূর পরাহত বোধ হইতেছিল। তথাপি, গিনী এবং কাপোভার্দোর দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া অবশেষে গিনীদ্বীপে উপনীত হইলাম। এই দ্বীপে অত্যন্ত গ্রীষ্ম ও বায়ুর অভাবে লোকে এতদূর কষ্ট বোধ করে যে এই দ্বীপ অতিক্রম করিতে পারিলে জাহাজবাসী লোকে

বিশেষ সুখী হয়।এই উপকূল ভাগে আমরা নানাকারে
ত্রিশদিবস অতিবাহিত করি।এই সমুদ্রে যে সকল জন্তু দেখিতে
পাওয়া যায় তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। যে সকল কুকুট আছে তাহারা
অত্যন্ত বৃহদাকারের—ইহাদের আকারানুযায়ী পৰ্তুগীজগণ ইহাদিগকে
বিভিন্ন নামে অভিহিত করে। সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে হইলে পত্র
শেষ করা সম্ভবপর হইবে না। এদেশের মৎস্যগুলি মনুষ্যের গ্ৰাস
বৃহৎ ; জাহাজ হইতে যাহা কিছু সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়, এই সকল
মৎস্য তাহা ভক্ষণ করে ; ইহারা সুবিধা পাইলে মনুষ্য-ভোজনেও বিরত
হয় না। এতদ্ব্যতীত নানাবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যও আছে। নাবিকেরা
পূর্বে উপরোক্ত মৎস্য ভক্ষণ করিত কিন্তু ইহারা মনুষ্যাহারেও বিরত
নহে দেখিয়া এক্ষণে আর এই সকল বৃহৎ মৎস্য ভক্ষণ করা হয় না।
তথাপি, নাবিকেরা বড়শা সাহায্যে এইগুলি ধৃত করে। হেরিংয়ের
গ্ৰাস, পক্ষিবিশিষ্ট একপ্রকার মৎস্যও পাওয়া যায় ; ইহারা একত্রে দলবদ্ধ
হইয়া উড্ডীয়মান হয়। ইহাদের দুই প্রকার শত্রু আছে। সমুদ্র মধ্যে
“আলবোকোর” নামক মৎস্য দ্রুতবেগে ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া
ইহাদিগকে উদরস্থ করে। ইহারা উড্ডনকালে পক্ষিসকলকর্তৃকও
ধৃত হয়।আমরা উত্তমাশা অন্তরীপের ছয় মাইল দূরে নোঙর
করিলাম। এই স্থানে একজন নাবিক একটী বৃহৎ ও বহু মূল্যবান
মুক্তা সমুদ্র হইতে সংগ্রহ করিল। সমুদ্র মধ্যে এই সকল মুক্তা জন্মে ;
এই সকল মুক্তা শক্ত ও লাল।কিছু দূর অগ্রসর হইলে আমরা
অনেকগুলি কর্কট দেখিতে পাইলাম। সহস্র সহস্র মৎস্য আমাদের
জাহাজের চতুর্পাশে দৃষ্ট হইল। আমরা এত প্রচুর মৎস্য ধৃত করিলাম
যে পঞ্চদশ দিবস আমাদের আর কোন খাদ্যদ্রব্যের আবশ্যকতা রহিলনা।

এগুলি আমাদের বিশেষ উপকারে আসিল ; কারণ আমাদের মাংস একেবারেই ছিল না এবং অন্যান্য খাদ্যেরও যথেষ্ট অভাব ছিল ।

অবশেষে নাবিকেরা কয়েকটী কুক্কুট দেখিতে পাইল । এই সকল কুক্কুট, ও সমুদ্র মধ্যস্থ কয়েকটী সর্প দেখিয়া নাবিকেরা ভারতবর্ষের সন্মিলিতে উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া স্থির করিল । পরদিন ভারতবর্ষের উপকূলভাগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল । অবশেষে অক্টোবর মাসের চতুর্বিংশ দিবসে আমরা গোয়ায় উপনীত হইলাম । এইস্থানের অধিবাসিবর্গ তামূলবর্ণের ; কিন্তু ইহাদের মুখ, ওষ্ঠ ও কণ ইতিপিয়ানগণের ও কাফ্রীর ত্রায় কদাকার নহে । অধিকাংশই মাত্র নিতান্তপরিমিত বস্ত্র ব্যবহার করে ; শরীরের অনেকাংশই অনাবৃত থাকে । ড্রাক্সা ব্যতীত এই দেশে ইউরোপীয় অন্ত কোন বৃক্ষই নাই । কিন্তু এতদেশীয় ড্রাক্সার কোন মত প্রস্তুত হয় না ; সমস্ত মতই পর্তুগাল হইতে আমদানী হয় । এতদেশবাসীরা পানার্থ জল অথবা তালের মদ অথবা নারিকেল ফলের জল পান করে । এবারে এই পর্য্যন্ত । পত্র অত্যন্ত দীর্ঘ হইল । যদি স্বাস্থ্য ভাল থাকে তবে পত্রান্তরে আরও লিখিব । ইতি ১০ই নবেম্বর, ১৫৭৯ ।

জন হিউয়েন তন,
লিন্সোটেইনের
পর্যটন-বৃত্তান্ত

জন হিউয়েন্ ভন্ লিন্সোটেনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ।

১৫৮৩ সনের এপ্রিল মাসের অষ্টম দিবসে আমরা লিসবন্ নদী হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্র মধ্য দিয়া মাদুরা দ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম ।

এই সকল জাহাজে সাধারণতঃ ৪৫ শত লোক থাকে । সৈন্ত ও নাবিক সংগ্রহ সুবিধাজনক হইলে কোন কোন সময় ইহাপেক্ষা অধিক লোক ও অসুবিধাজনক হইলে কম লোক থাকে । জাহাজগুলি যাত্রাকালে অধিক পণ্য লয় না ; কেবল কয়েক পীপা মণ্ড ও তৈল এবং সামান্য পরিমাণ অন্যান্য পণ্য লয় । ভারতবর্ষে যাত্রাকালে ইহারা প্রচুর পরিমাণে পৰ্তুগীজ-মুদ্রা সঙ্গে লয় । এতদেশীয় প্রধান বণিকগণ ভারতবর্ষ হইতে মরিচ ক্রয় করিবার উদ্দেশে বহুসংখ্যক মুদ্রা এই সকল জাহাজে প্রেরণ করে । জাহাজগুলি নদীমুখ হইতে সমুদ্রে পতিত হইলে, প্রত্যেক জাহাজের মনুষ্যের সংখ্যা গণনা করা হয় । যে সকল ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে, বক্সী তাহাদিগের নাম তালিকাভুক্ত করে এবং এইরূপ অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গের পণ্য থাকিলে ঐ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া উহাও তালিকাভুক্ত করা হয় । জাহাজের অধ্যক্ষ সুবিধামত এই সকল পণ্য বিক্রয় করিতে পারেন । যে সকল ব্যক্তি জাহাজে অবস্থিতিকালীন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের পণ্যও এইরূপ করা হয় । তবে, এই সকল পণ্যের মূল্যের স্বরাংশই পণ্য-স্বামীর হস্তগত হয়—ইহা প্রায়ই অপহৃত হয় ।

[অতঃপর লিন্সোটেন্ জাহাজের নাবিকদিগের বেতনাদির বর্ণনা করিয়া গোয়ার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন] ।

গোয়া

গোয়া পৰ্তুগীজদিগের প্রধান নগর । পৰ্তুগীজদিগের অধিকাংশ বাণিজ্যাদিব্যাপার এইস্থান হইতেই নির্বাহিত হয় । এই স্থানেই প্রধান শাসনকর্তা, প্রধান ধর্মযাজক, পৰ্তুগালের নরপতির পরামর্শদাতা এবং প্রধান বিচারক বাস করেন । এই স্থান হইতেই পৰ্তুগীজ-শাসনাধীন এসিয়ার স্থানসমূহ শাসিত হয় । সকল প্রকার ভারতীয় পণ্যই এই গোয়ার আমদানী হয় এবং আরব, আর্মেনিয়া, পারস্ত, কাশ্মীর, বঙ্গদেশ, পেশ্বর, শ্রাম, মালাক্কা, যবদ্বীপ, চীন প্রভৃতি স্থানের বণিকগণ এই নগরে সমবেত হইয়া থাকেন । গোয়া একটা দ্বীপ—ইহা একটা নদীদ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত এবং ইহার পরিমাণ প্রায় তিন নাইল মাত্র । ইহা ভারতবর্ষের উপকূলের মধ্যেই অবস্থিত । নগরের উত্তর দিক হইতে নদীটা প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণদিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অন্ধচক্রাকৃতি হইয়াছে । নগর-মধ্য দিয়াও নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং এইস্থানে ইহা অতি অল্প প্রশস্তা । এই দ্বীপের মধ্যে আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে ; এইগুলিতে তদেশীয় অধিবাসিবর্গ বাস করে । নগরের অপর পার্শ্বে নদী এত ক্ষুদ্র যে বর্ষাকালেও সকলে হাঁটিয়া পার হইতে পারে—নদীর জল জাহাজের উপরে উঠে না । এই দিকে, সম্প্রতি পৰ্তুগীজগণ যুদ্ধের সময় নগর রক্ষার্থ একটা প্রাচীর ও কয়েকটা দুর্গ নির্মাণ করিয়াছে । কারণ অনেক সময়ে “হিন্দালকান”(১)

(১) ৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

কর্তৃক নদীমুখ অবরুদ্ধ হয়। উত্তরদিকে বার্দেস(২) দ্বীপ। পর্তুগীজগণ নির্ভয়ে এইস্থানে তাহাদের জাহাজ নোঙর করিয়া পণ্যাদি বোঝাই করে। এই দ্বীপ পর্তুগীজদিগের শাসনাধীনে; ইহাতে অনেকগুলি গ্রাম আছে এবং এই গ্রামগুলি কানারীন নামক জাতিপূর্ণ। ইহাদের অধিকাংশই খৃষ্টধর্মাবলম্বী; কিন্তু ইহারা স্বদেশীয়ভাবে বস্ত্র পরিধান করে, অর্থাৎ শরীরের গোপনীয় স্থান বাতীত অগ্ন্যাগ্ন্য সকল স্থানই উলঙ্গ রাখে। এই দ্বীপ প্রচুর তালবৃক্ষে পরিপূর্ণ; নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জসমূহও এই বৃক্ষপরিপূর্ণ। এই দ্বীপে নারিকেল ফলও জন্মে। এই দ্বীপ মহাদেশ (ভারতবর্ষ) হইতে একটা নদী দ্বারা বিভক্ত। এই নদী এরূপ ক্ষুদ্র যে ইহা ভারতবর্ষ হইতে দৃষ্ট হয় না। গোয়ার দক্ষিণদিকে সালসীট নামক অন্য একটা দ্বীপ আছে; ইহাও পর্তুগীজদের অধীনস্থ এবং পূর্বেক্ত দ্বীপের ন্যায় কানারীন জাতীয় অধিবাসী ও তালবৃক্ষে পরিপূর্ণ এবং মহাদেশ হইতে একটা ক্ষুদ্র নদীদ্বারা বিভক্ত। এই সালসীট ও গোয়াদ্বীপ মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে এবং এই দ্বীপগুলিও তালবৃক্ষপরিপূর্ণ। উপরোক্ত নদীমুখে প্রাচীন গোয়া নামক একটা দ্বীপ আছে; ইহাতে উল্লেখযোগ্য কোন পণ্য উৎপাদিত হয় না এবং ইহার জনসংখ্যাও স্বল্প। উপরোক্ত বার্দেস ও সালসীট দ্বীপদ্বয় পর্তুগালের নরপতিগণকর্তৃক ভাড়া দেওয়া হয় এবং এই ভাড়াদ্বারা প্রধান ধর্মযাজক, মঠধারী, পুরোহিত এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীদের বেতন প্রদত্ত হয়। দ্বীপটি পর্বতপূর্ণ এবং কোন কোন স্থানে এরূপ মরুভূমিপূর্ণ ও অসমান যে কোন কোন স্থানে

(২) গোয়ার উত্তরে অবস্থিত স্থান; বর্তমানে ইহা পর্তুগীজ গোয়ার অংশ বিশেষ

মনুষ্যগণ বিশেষ কষ্টসহকারে ভ্রমণ করিতে পারে। সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত দ্বীপটী গ্রামপূর্ণ এবং কানারীন নামক পূর্বোক্ত অধিবাসিপূর্ণ। ইহারাই এই সকল স্থানের প্রকৃত অধিবাসী এবং ইহারা ভূমি কর্ষণ ও তালবৃক্ষ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। এই সকল কানারীনগণের গ্রাম ও বাসস্থানসমূহ দ্বীপের চতুর্দিকে, নদী বা হ্রদের নিকটে অবস্থিত। তালবৃক্ষ নিম্নভূমি ব্যতীত অন্যত্র জন্মে না বলিয়া ইহারা এই সকল স্থানে বাস করে। এই জন্ত সমুদ্রতীর বা নদীকূলে বালুকাময় ভূমি ব্যতীত অন্য কোন উচ্চ ভূমিতে তালবৃক্ষ জন্মে না। গোয়ানগরের পূর্বদিকে, বার্দেস নগরের তিন মাইল দূরে পর্তুগীজদিগের জাহাজগুলি নোঙর করা হয়। নদীতে কয়েকটি অপ্রশস্ত প্রণালী আছে; এই সকল স্থানে দুইশত টন বোঝাই জাহাজ গমনাগমন করিতে পারে। তবে, বৃহৎ বৃহৎ জাহাজগুলি বহির্দেশে পণ্য নামাইয়া দেয়। পণ্য নামাইয়া দিলে তাহারা অনায়াসে নগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। নগরটী পর্তুগীজ প্রণালীতে সুন্দর সুন্দর গৃহ ও রাজপথদ্বারা সুশোভিত; তবে গ্রীষ্মের জন্ত গৃহগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্ন। সাধারণতঃ গৃহের পশ্চাদ্ভাগে পুষ্প-বাটিকা ও ফলোদ্যান থাকে; এই সকল ফলোদ্যান ভারতীয় সকল প্রকার ফলেই পরিপূর্ণ। দ্বীপের সর্বত্রই উদ্যান ও ক্ষেত্র। উদ্যান ও ক্ষেত্রগুলি গৃহ ও ফলবৃক্ষপূর্ণ। অধিবাসীরা ক্রীড়ার্থ এই সকল স্থানে গমন করে এবং ভারতীয় স্ত্রীলোকগণ এই সকল স্থানে বিশেষ আনন্দানুভব করে। লিসবনের ন্যায় এই নগরে অনেক মঠ ও মন্দির আছে; তবে এই স্থানে সন্ন্যাসিনী নাই; কারণ স্ত্রীলোকেরা এত দূরদেশে আসিতে ইচ্ছা করে না।

পর্তুগীজদিগের শাসন ও নিয়মাবলী সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে পর্তুগালেও বেরূপ প্রচলিত এতদেশেও সেইরূপ। নগরে সকল



জন হিউয়েন্ ভন্ লিন্সোটেন

জাতি, ভারতবাসী, পোতলিক, ইহুদী, আর্মেনিয়ান, গুজরাটী, ব্রাহ্মণ, বণিক ও ভারতীয় অন্যান্য জাতি বাস ও বাণিজ্য করে। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণ করে এবং কাহাকেও বলপূর্ব্বক কোন ধর্ম্মাচরণে বাধ্য করা হয় না। তবে তাহারা শবদাহ, এবং বিবাহ ও অন্যান্য কুসংস্কার সংক্রান্ত আচরণ প্রকাশ্যে বা এই দ্বীপে সম্পাদন করিতে নিষিদ্ধ; মহাদেশে ও গোপনে (অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া) আচরণ করা নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে বা বিচার কার্য্যে এবং নগরবাসীদিগের শাসন সম্বন্ধে ইহা সকলের পক্ষেই সমান এবং পর্তুগালদেশীয় আইনই এই স্থানে প্রচলিত। তবে, একবার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়া বিধর্ম্মীদিগের কুসংস্কার আচরণ করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

এই দ্বীপে যৎসামান্য গৃহপালিত পশু, কুক্কট, মেষ, ঘুঘু পাওয়া যায়। স্থানটী অত্যন্ত অনূর্ব্বর এবং পার্কতাপ্রদেশে অবস্থিত। আবশ্যকীয় সকল দ্রব্য যথা পশু, কুক্কট, ডিম্ব, দুগ্ধ প্রভৃতি সালসীট ও বার্দেস হইতে আনীত হয়; তবে শস্ত্র, চাউল প্রভৃতি ভারতবর্ষ হইতে আমদানী হয়; তৈল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নদীপথে কাশ্মে বা মালাবার উপকূল এবং অন্যান্য স্থান হইতে আইসে। তালবৃক্ষজাত মত্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, ইহা অন্ত্র রপ্তানী হয়। সুপেয় পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব। নগর বহির্ভাগে বানগানীন্ (৩) নামে একটি কূপ আছে এবং এই কূপের জল দ্বারাই নগরের অভাব পূর্ণ হয়। কৃতদাসগণ কলসে করিয়া ইহা আনয়ন করিয়া নগরে বিক্রয় করে। এই জল অত্যন্ত সুপেয়। মাংস রন্ধন,

(৩) “Banganin.”

দ্রব্যাদি দ্বীত করণ ও অগ্রাণ্য কার্যের জন্য প্রত্যেকের গৃহের কুপোদক ব্যবহৃত হয়। নগরের ভূমি অত্যন্ত শুষ্ক ও প্রস্তর-পূর্ণ। এই নগরে একপ্রকার লোহিত মৃত্তিকা পাওয়া যায়। ইটালীদেশীয় রাসায়নিক-গণ এই মৃত্তিকা হইতে তাম্র ও সূবর্ণ নিষ্কাশনে ইচ্ছুক হইলেও, পর্তুগালাধিপতি ও প্রধান শাসনকর্তা অনুমতি প্রদান করেন না; তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে সূবর্ণলোভে বিবাদ ঘটতে পারে।

পর্তুগীজগণ এতদেশীয় স্ত্রীলোকগণের সহিত উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করে। এইরূপ বিবাহজাত সন্তানগণকে “মাষ্টিকোস” বা “দো-আঁশালা” বলা হয়। এই সকল মাষ্টিকোস সাধারণতঃ পীতবর্ণের হইয়া থাকে; তবে অনেক সুন্দরী ও সুশ্রী স্ত্রীলোক আছে। পর্তুগীজদের এই দেশ-জাত সন্তানগণ “মাষ্টিকোস” নামে কথিত হয়। ইহারা বর্ণ ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই পর্তুগীজদের গ্রায়; ইহাদের বর্ণ একটু পীতাভ। “মাষ্টিকোস”দের সন্তানগণ দেখিতে এই দেশীয় লোকদের গ্রায়। সুতরাং পর্তুগীজদিগের অধস্তন তৃতীয় পুরুষগণ সর্বপ্রকারে এতদেশীয় লোকের গ্রায়। ইহারা বঙ্গদেশ, পেণ্ডু, মালাক্কা, কাশ্মে, চীন এবং উত্তর দক্ষিণ সর্বত্রই বাণিজ্যার্থ গমন করে। গোয়ায় প্রত্যহ নাগরিক অধিবাসিগণ এবং ভারতবর্ষের সর্বস্থানের এবং সীমান্ত-প্রদেশের জাতিগণের সভা হয়। ইহা ঠিক একটা মেলার গ্রায়। ভদ্রলোক বণিক্ ও সকলপ্রকার ব্যক্তি এই স্থানে সমাগত হইয়া থাকেন এবং এই হাটে ভারতীয় সকল প্রকার পণ্যেরও আমদানী হয়। রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই এই সভা দ্বিপ্রহরের পূর্বে শেষ হয়। প্রাতঃকালে সাত ঘটিকার সময় আরম্ভ হইয়া নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। রৌদ্রের সময় বা দ্বিপ্রহরের পরে ইহা হয় না। নগরের

প্রধান রাজপথে ইহা ঘটিয়া থাকে। কতকগুলি চোপদার আছে— ইহারা চীৎকার করিয়া সকল দ্রব্য বিক্রয় করে এবং ইহারা এই কার্যের জন্যই নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহারা স্রবর্ণের নানাপ্রকার চেন, বহুমূল্যবান মুক্তা, অমুরী ও প্রস্তরসহ সভার সর্বত্র গমনাগমন করে ; ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষ, যুবক ও বৃদ্ধ উভয় প্রকারের বন্দী ও ক্রীতদাস থাকে। প্রত্যহই এই স্থানে এই গুলির ক্রয় বিক্রয় হয়। আমরা যে প্রকার আশাদের ইচ্ছানুযায়ী পণ্ড ক্রয় বিক্রয় করি, এই গুলিও সেই ভাবে ও নিরীক্ষিত মূল্যে ক্রয় বিক্রয় হয়। আরবদেশীয় অশ্ব, সকল প্রকার মসলা ও ঔষধ, নিষ্ঠে মদ, এবং কাষে, সিন্ধু, বঙ্গদেশ, চীন প্রভৃতি হইতে নানাপ্রকার আশ্চর্যজনক পণ্য আমদানী হয়। কি প্রকারে লোক জীবিকার্জন করে, ইহা একটা দেখিবার বিষয়। সকল লোকে প্রত্যহ এই স্থানে সমাগত হইয়া পণ্যাদি ক্রয় করিয়া অত্র সময়ে বিক্রয় করে। কোন ব্যক্তির দেহান্ত হইলে তাহার সকল পণ্য এই স্থানে আনীত হইয়া বিক্রীত হয় ; এমন কি, রাজপ্রতিনিধির পণ্যাদিও এইভাবে বিক্রীত হয়। মাতৃ-পিতৃহীন শিশু ও বিধবাদিগের স্বত্ব এবং তাহাদিগের প্রতি গ্রাম বিচার প্রদর্শনার্থই এইরূপ করা হয়। প্রতি বৎসরই অনিয়মিত জীবনযাত্রানির্বাহ ও অত্যধিক গ্রীষ্মের জন্য অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং প্রত্যেকেরই দ্রব্যাদি এইরূপ প্রকাশে বিক্রীত হয়। পর্তুগীজগণ ভারতবর্ষের যে যে স্থানে বাস করে, সেই সকল স্থানেই এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কতকগুলি বিবাহিত পর্তুগীজ ক্রীতদাসীগণ-অর্জিত অর্থদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। কাহারও কুড়িটা, কাহারও ত্রিশটি ক্রীতদাস বা দাসী থাকে। ক্রীতদাসাদি ক্রয় করিতে বা ইহাদের রক্ষা করিতে অধিক অর্থের

আবশ্যক হয় না। এই সকল ক্রীতদাসগণ বেতন লইয়া কৰ্ম্ম করে ; কেহ জল আনয়ন করিয়া রাজপথে ইহা বিক্রয় করে। ক্রীতদাসীগণ মিষ্টান্ন ও ভারতীয় ফলসমূহের চাটনী ও সুন্দর সূচিকার্য্যের দ্রব্যাদি নিৰ্ম্মাণ করে। তাহাদের প্রভুগণ সৰ্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ও যুবতী ক্রীতদাসীগণকে ঐ সকল প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয়ার্থ রাজপথে প্রেরণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, তাহাদের সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতায় আকৃষ্ট হইয়া ক্রেতৃগণ উহা ক্রয় করিবে। অনেক বণিক্ পৰ্তুগাল হইতে আনীত মুদ্রা ক্রয় করিয়া এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। এই সময়ে জাহাজগুলি চীনে গমন করে এবং পৰ্তুগীজ মুদ্রা শতকরা ২৫ কি ৩০ টাকা লাভে বিক্রীত হয়। এই পৰ্তুগীজ মুদ্রার পরিবর্তে অধিবাসিগণ অস্মাজ হইতে আনীত পারস্যের মুদ্রা গ্রহণ করে। এইগুলি আবার সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে পৰ্তুগীজগণ এইস্থানে আসিলে এই পারসীক মুদ্রা শতকরা ২০ কি ২৫ টাকা লাভে বিক্রয় করে। পারসীক মুদ্রা কোচীনে মরিচ ও অগ্ন্যাণ্ড পণ্যক্রয়ে বিশেষ উপকারে আইসে, এবং এই মুদ্রা তথায় বিশেষরূপে আদৃত হয়। প্যাগোডা, ও অগ্ন্যাণ্ডপ্রকারের স্তব্ধমুদ্রাও এই স্থলে ক্রীত ও বিক্রীত হয়। এইস্থানে অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা কেবল এই সকল মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করিয়া জীবিকানিৰ্ব্বাহ ও প্রচুর ধনোপার্জন করে। ধৰ্ম্মযাজকগণও অনেক সময় গোপনে এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। কেহ কেহ তাগবৃক্ষের আয় দ্বারাই জীবিকানিৰ্ব্বাহ করেন।

ইহাদের মধ্যে মাত্র দুইপ্রকারের অধিবাসী আছে—বিবাহিত ও সৈন্ত ; কারণ অবিবাহিত যুবক মাত্রই সৈন্ত-শ্রেণীভুক্ত হয়। তবে ইহা উল্লেখযোগ্য যে সৈন্তগণ কোনপ্রকার নিয়মভুক্ত নহে ; অথবা

তাহারা কোন কাপ্তেনেরও অধীন নহে অথবা কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্তও নহে। পর্তুগীজগণ ভারতবর্ষে পৌঁছিলে প্রত্যেকে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী যত্র তত্র যাইতে পারে। অবশ্য প্রত্যেক পর্তুগীজের নাম রওয়ানা হইবার পূর্বে পর্তুগালে তালিকাভুক্ত হইলেও ভারতবর্ষে পৌঁছিলে উহারা ঐরূপ করিতে পারে।

পর্তুগীজগণ, মাটিকোস এবং খৃষ্টিয়ানগণ—প্রত্যেকেরই সুন্দর সুন্দর গৃহ আছে এবং পূর্বে যেরূপ উল্লেখ করিয়াছি, প্রত্যেকেরই অবস্থানুযায়ী ৫, ৬, ১০, ২০ বা ততোধিক ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী আছে। তাহাদের গৃহের প্রত্যেক দ্রব্যই সুন্দর ও পরিষ্কার। তাহাদের বস্ত্রাদি বিশেষ পরিষ্কার, কারণ স্ত্রী পুরুষ উভয়েই—এমন কি তাহাদের ক্রীতদাস ও ভৃত্যগণও অতিরিক্ত উষ্ণতার জন্ত, প্রত্যহ বস্ত্রাদি পরিবর্তন করে। সকল পর্তুগীজগণকেই অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখা হইয়া থাকে। ভদ্রলোক, সাধারণ নাগরিক, সৈন্য, রাজপথে ধীরে ধীরে ও অত্যধিক অহঙ্কার ও গৌরবের সহিত গমনাগমন করে। রোদ্দ ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত প্রত্যেকের সঙ্গে ছত্রহস্তে একটি করিয়া ক্রীতদাস গমন করে। বর্ষাকালে, সাধারণতঃ একটি বালকভৃত্য বর্ষা হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত লাল বা অন্য কোন রংয়ের অঙ্গাবরণ বহন করে। দ্বিপ্রহরের পূর্বে হইলে “মাস”(৪)শুনিবার জন্ত একটি করিয়া ক্ষুদ্র উপাধানও বালক ভৃত্যগণ বহন করে। ভ্রমণকালে যাহাতে কোনরূপ ব্যাঘাত না জন্মে বা তাহাদের পদমর্যাদার হানি না হয়, তজ্জন্ত তরবারীগুলিও প্রায়ই বালকগণের হস্তে অর্পিত হয়। রাজপথে একের সহিত অপরের সাক্ষাৎ হইলে, কিঞ্চিদূর হইতে উভয়ে শরীর নত করিয়া, একটি পা

(৪) রোমান্ ক্যাথলিকদিগের উপাসনা।

অগ্রগামী করিয়া ও হস্তে টুপী লইয়া ঐ টুপী মৃত্তিকা স্পর্শ করান হয়। গির্জায় উপস্থিত হইলেও (যে স্থানে আগমনের পূর্বেই তাহাদের ক্রীতদাসগণ তাহাদের জন্ত আসন স্থাপন করিয়া থাকে) এইরূপ আচার অবলম্বন করা হয়। কেহ গির্জায় আগমন করা মাত্র অপর সকলে তাহাকে পূর্বোক্ত প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করে এবং কেহ যদি ঐরূপে সম্মানিত হইবার কালে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে, তবে অপর সকলে একত্র হইয়া তাহার নিকট গমন করে ও সে ব্যক্তি সম্মান পাইবার অনুপযুক্ত বলিয়া তাহার মস্তকাবরণ ধুও ধুও করিয়া ছিন্ন করে। যখন কোন ব্যক্তি এইরূপে অসম্মানিত হয় তখন সে ব্যক্তি তাহার বন্ধু বান্ধবদের একত্র করিয়া প্রতিজ্ঞা সাধন করে। হয় বন্ধু বান্ধবদের সাহায্যে শত্রুকে অনেকক্ষণ ধরিয়া পীড়ন করিয়া মৃতপ্রায় করে অথবা ক্রীতদাসগণদ্বারা তাহাকে হত্যা করে। যদি প্রতিপক্ষের মৃত্যু ঘটাইবার ইচ্ছা না থাকে, তবে বংশদণ্ড সহকারে একপক্ষে পঞ্জর প্রভৃতি স্থানে আঘাত করে যে তাহাকে অন্ততঃ আট দিবস শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হয়। ইহাই প্রচলিত আচার এবং এইরূপ আচরণকে ঘণার চক্ষে দেখা হয় না বা ইহার সংশোধনও করা হয় না। তাহারা বালুকাপূর্ণখলিও ব্যবহার করে এবং ইহা দ্বারা একে অপরকে একরূপ আঘাত করে যে তদ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভগ্ন হইয়া যায় এবং অনেক সময় চিরকালের জন্ত খণ্ড হইতে হয়।

যখন কোন ব্যক্তি অপরের সহিত সাক্ষাতাভিলাষে শেখোক্তের গৃহে আগমন করেন, তখন অভ্যাগত ব্যক্তি সামান্য সৈনিক বা অন্ত্র কেহ হইলেও এবং গৃহস্থামী নগরের প্রধান অধিবাসী হইলেও, গৃহস্থামী স্বীয় মস্তকাবরণ হস্তে করিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বিশেষ সম্মান সহকারে অভ্যাগতকে

অভ্যর্থনা করিয়া কক্ষে লইয়া যাইয়া প্রথমে অভ্যাগতের উপবেশনের জন্ত আসন প্রদান করেন ও তিনি উপবেশন করিলে পরে উপবিষ্ট হইবেন। অভ্যাগতের সহিত কথোপকথনান্তে পুনর্বার গৃহস্বামী তাঁহাকে গৃহের দ্বারদেশে আনয়ন করিবেন এবং যথারীতি বিদায় দিবেন। যদি গৃহস্বামী এরূপ না করেন, এবং অভ্যাগতকে উপবেশনার্থ সামান্য বা নিকৃষ্ট আসন প্রদান করেন, তবে অভ্যাগত ওরূপ ব্যবহার অত্যন্ত অপমানকর বিবেচনা করিবেন এবং বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন এবং প্রতিহিংসা সাধন করিবেন।

যখন তাহাদের মধ্যে কোন বিবাহ সংঘটিত হয়, তখন সামান্য ব্যক্তি হইলেও সেই বিবাহে বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশিবর্গ সকলেই অশ্বারোহণে সমবেত হয়। যাহার অশ্ব নাই তিনিও অপরের অশ্বে আরোহণ করিয়া উপনীত হন। সকলেই সুন্দর বেশ পরিধান করেন। পঞ্চাশ কি একশত ভদ্র ব্যক্তি এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণ করতঃ ও নিজ নিজ ভৃত্য পরিবেষ্টিত হইয়া ও সূর্য্যতাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত মস্তকাবরণ পরিধান করিয়া, মাতা, পিতা ও বিশিষ্ট বন্ধুগণকে শোভাযাত্রার পশ্চাদ্দেশে ও সর্কাপেক্ষা শেষ পংক্তিতে বরকে দুইটা বন্ধুর মধ্যে স্থাপন করিয়া— গির্জাভিমুখে যাইতে থাকেন। ইহাদের পশ্চাদ্দেশে ‘কনে’ দুইটা সখীসহ ও প্রত্যেকে মূল্যবান্ পাল্কি-আরোহণ করিয়া ও ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী পরিবৃত্ত হইয়া গমন করেন। গির্জায় পৌঁছিয়া রোমান্-ক্যাথলিক মতানুযায়ী উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। বিবাহান্তে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিতে থাকেন। রাজপথে প্রত্যাবর্তন কালে প্রতিবেশিগণ ভারতীয় ‘কার্পেটে’র উপর উপবেশন করিয়া গবাক্ষ মধ্য দিয়া বর ও কনের উপরে গোলাপজল ও

অগ্ন্যন্ত্র স্নগন্ধি দ্রব্য, ও শস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তাঁহাদের ক্রীতদাসগণ স্নমধুর বাত্ধ্বনি করিতে থাকে এবং বর ও কনের গৃহে সমাগত হইয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করতঃ প্রত্যাগমন করে। ইতিমধ্যে অগ্ন্যন্ত্র ব্যক্তিগণ গৃহের দ্বারদেশে অশ্বারূঢ় থাকেন। কনে, বর ও নিতবরগণ বিশেষ গান্ধীৰ্য্য সহকারে গবাক্ষোপরি উপবিষ্ট থাকেন ও অশ্বারোহিগণ একে একে বাত্ধ্বনি সহকারে দৌড়াইতে থাকেন। এই ব্যাপার সম্পাদিত হইলে তাঁহারা গবাক্ষোপরি উপবিষ্ট বর ও কনেকে আশীর্বাদ করতঃ স্বীয় স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। স্মতরাং সেই স্থানে কেবল বর, কনে ও অত্যন্ত নিকটবর্তী তিন চারিজন আত্মীয়-কুটুম্ব থাকেন। ইহারা একত্রে ভোজন করেন। এই প্রীতি-ভোজনে অধিক মাংস না থাকিলেও ইহা অত্যন্ত মূল্যবান।

শিশুর নামকরণ কালেও, পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে অশ্বারোহিগণ গির্জায় গমন করে। এই অশ্বারোহিবৃন্দের পশ্চাদভাগে শিশুর পিতা গমন করেন এবং তৎপশ্চাতে পদব্রজে দুইটি লোক থাকে। একজনের হস্তে ক্রটীপূর্ণ প্রকাণ্ড একটা রোপ্য বা গিল্টির পাত্র এবং তদুপরি বৃহৎ একটা মোম বর্ত্তিকা থাকে। এই বর্ত্তিকা সুন্দর রূপে প্রস্তুত ও গিল্টি করা হয় এবং ইহার মধ্যে সুবর্ণ ও রোপ্য মুদ্রা থাকে ও পাত্রের উপরে গোলাপ ফুল রক্ষিত হয়। সুবর্ণ ও রোপ্যমুদ্রা সমন্বিত বর্ত্তিকাটী শিশুর নামকরণে নিযুক্ত পুরোহিতকে দান করা হয়। অপরের একহস্তে একটা রোপ্য বা গিল্টি করা লবণের পাত্র ও অন্য হস্তে ঐ দ্রব্যানিশ্চিত প্রদীপ থাকে। এই উভয় ব্যক্তির স্বন্ধেই মূল্যবান ও সুদৃশ্য গামোছা থাকে। এই সকলের পশ্চাদ্দেশে দুইটি পাকী থাকে—পাকীর একটাতে ধর্ম্মমাতা ও অগ্নীতে ধাত্রী থাকে। শিশুটিকে বহুমূল্য বস্ত্রদ্বারা



গোয়াম পত্নীজগণ

ইউরোপীয়ান্ পৰ্যটক প্রথম খণ্ড

আবৃত রাখা হয়। নামকরণব্যাপার সমাধা হইলে, শিশুকে পূর্বোক্ত প্রকারে গৃহে আনয়ন করা হয় এবং বিবাহান্তে যেক্রপ অশ্বারোহিবৃন্দ গবাক্সসম্মুখে ক্রীড়া করে, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ করে। যাহারা বিবাহিত ও গৃহস্থামী তাহারা এইরূপ করে।

কিন্তু, অবিবাহিত সৈন্তগণের ব্যবস্থা অন্য প্রকারের। গ্রীষ্মকালে তাহারা নদীমধ্যস্থ জাহাজ সমূহে বাস করে। এই সময়ে তাহারা বহু-মূল্যবান্ পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং রাজপথে গম্ভীর ভাবে গমনাগমন করে। এই সময়ে ক্রীতদাসগণ তাহাদের মস্তকে ছত্রধারণ করিয়া থাকে। ক্রীতদাস না থাকিলে ঐ উদ্দেশ্য সাধনমানসে তাহারা অন্য লোক নিযুক্ত করে। এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যহ অনেক ভারতীয়গণকে নিযুক্ত করা হয়। এক একটা গৃহে ১০।১২ জন সৈন্ত বাস করে এবং তাহাদিগের পরিচর্য্যার জন্য একটা কি দুইটা ক্রীতদাস থাকে ; ইহারা সৈন্তগণের বস্ত্রাদি ধোত করে। প্রত্যেকটা সৈন্তের ৪।৫টা “ষ্টুল,” একটা টেবিল ও একটা শয্যা থাকে। সৈন্তগণ ভাত, লবণাক্ত মৎস্য অথবা স্বল্প মূল্যের কোন দ্রব্য আহার করে ও উৎসের পরিষ্কার জলপান করে— ইহারা রুটি আহার করে না। এই আহারেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। তাহাদের একটা কি দুইটা রেশমের পোষাক আছে এবং একজন গৃহবহির্ভাগে গমন করিলে, অপর ব্যক্তি গৃহে অপেক্ষা করিয়া সামান্য সাট ও সাধারণ পাণ্টালুন পরিধান করে। অত্যধিক গ্রীষ্মের জন্য গৃহে অন্য কিছুই পরিধান করা সম্ভবপর নহে। একজনকে যদি কুড়িবারও গৃহের বহির্দেশে গমন করিতে হয়, তবে তাহাকে রেশমের পোষাক পরিতে হয় এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহাকে ঐ রেশমের পোষাক পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয়।

কোন কোন সৈন্তের একটী ভদ্রব্যক্তি বা কাপ্তেন, বন্ধুর গায় তাহাদিগকে পরিচ্ছদ ক্রয় করিবার জন্য অর্থ প্রদান করেন। এই সকল বন্ধুগণের উদ্দেশ্য এই যে গ্রীষ্মকালে সৈন্তগণ তাঁহাদের সহিত সমুদ্রে গমন করিতে পারে, অথবা রাত্রিতে বা অন্য সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া আবশ্যকমত সাহায্য করিতে পারে। আমি পূর্বেই এই বিষয় উল্লেখকালে বলিয়াছি যে ভারতবর্ষের যে ব্যক্তির অনেকগুলি সৈন্ত-বন্ধু আছে, তাঁহাকে সকলেই সম্মান ও ভয় করে। সংক্ষেপে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, এই প্রকারে সৈন্তগণ জীবন যাত্রা নির্বাহ ও সভ্যসমাজে প্রবেশ করিতে পারে।অনেকে বন্ধুদের পণ্যাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে বহন ও বিক্রয় করতঃ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। ইহারা নৌবাহিনীর অন্তর্ভূত সৈনিকের কন্ম ত্যাগ করে; বস্তুতঃ এক্ষণে রাজপ্রতিনিধি, শাসনকর্তৃগণ ও অন্যান্য সকলে—এমন কি ধর্ম্মযাজক-গণও, সাধারণের উপকার বা রাজ্যকার্য্য বিস্তৃত হইয়া অর্থলাভেই ব্যাপৃত। যে তিন বৎসরকাল তাহারা এইস্থানে অতিবাহিত করে, তাহারা কেবল লাভের বিষয়ই চিন্তা করে এবং বলে যে তাহারা পূর্ব্ববর্তী ব্যক্তিদিগের দৃষ্টান্তানুসরণ করিতেছে এবং পরবর্ত্তিগণ সকল প্রকারে সুব্যবস্থা করিবে। তাহারা বলে যে পূর্ব্ব তাহারা অন্ততঃ যে সকল কার্য্য করিয়াছে, তাহারই পুরস্কারের জন্য রাজা এক্ষণে এই কার্য্যো নিযুক্ত করিয়াছেন।

পর্ভুগীজ, মাটিকোস্, এবং ভারতীয় খৃষ্টিয়ান্ স্ত্রীগণ গৃহের বহির্দিশে কদাচ গমন করেন না এবং অধিকাংশ সময়ই অন্তঃপুরে অতিবাহিত করেন। কেবল গির্জায় গমনকালে বা বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষে বহির্ভাগে গমন করেন। এইরূপ সুযোগ খুব কমই ঘটিয়া থাকে এবং এই সময়ে যাহাতে সাধারণে তাঁহাদিগকে না দেখিতে পায় তাহার বিশেষ

ব্যবস্থা করা হয় ; পাকীখানি মাছর বা বস্ত্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত করা হয় ।

যখন তাঁহারা গির্জায় বা বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাতাভিলাষে বহির্দেশে গমন করেন, তখন তাঁহারা বহুমূল্যবান বস্ত্র ও মূল্যবান মণিমুক্তা ও প্রস্তর সমন্বিত সূবর্ণের বলয় ও অঙ্গুরী ব্যবহার করেন । ইঁহারা দামক, ভেলভেট বা ‘সূবর্ণের বস্ত্র’ ব্যবহার করেন—রেশমী বস্ত্র ইঁহারা আদৌ পছন্দ করেন না । গৃহমাধ্য ইঁহারা অনাবৃত মস্তকে থাকেন ; ইঁহারা স্কন্ধদেশ হইতে নাভিমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি জামা ব্যবহার করেন ; ইহা একরূপ সূক্ষ্মবস্ত্রনির্মিত যে ইহার মধ্য দিয়া অবয়ব দৃষ্ট হয় । ইঁহারা নাভী হইতে পদমূল পর্য্যন্ত বাপ্ত রঙ্গীন বস্ত্র ব্যবহার করেন । ইঁহাদের বস্ত্রগুলি অত্যন্ত সুন্দর—অধিকাংশই তাঁতে নির্মিত এবং এইগুলিতে নানাপ্রকার ফুল ও মূর্তি বুনান হয় । শরীরের অগ্ৰাগ্ৰাংশ অনাবৃত । যুবা, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র সকলেই এইভাবে গৃহে সময় অতিবাহিত করেন—কারণ ইঁহারা কদাচিৎ গৃহের বহির্দেশে গমন করেন এবং যখন বহির্দেশে যান, তখন সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া বহির্গত হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীরা আনয়ন করে । স্ত্রীলোকগণ কুটী গ্রহণ করেন না অথবা সামান্য মাত্রই গ্রহণ করেন । ক্রীতদাসগণও ইহা গ্রহণ করে না । কুটী দুর্মূল্য বলিয়া ইহা পরিত্যক্ত নহে—(কারণ ইঁহাদের কোনই অভাব নাই—সকল দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে ইঁহাদের আছে) । ইঁহারা ভাত গ্রহণে একরূপ অভ্যস্ত যে, ইঁহারা আর অণু কিছুই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন । চাউল সিদ্ধ করিয়া উহা লবণাক্ত মৎস্য অথবা লবণাক্ত ফলসহ গ্রহণ করেন অথবা মৎস্য ও মাংসের সংমিশ্রণে প্রস্তুত বাজ্ঞন ভাতের সহিত মিশ্রিত করিয়া

হস্তদ্বারা ঐ সকল আহার্য গ্রহণ করেন। ইঁহারা চামচদ্বারা কোন খাদ্য আহার করেন না এবং কাহাকেও চামচ সহকারে আহার গ্রহণ করিতে দেখিলে হাস্য করেন। কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকাদ্বারা প্রস্তুত পাত্রে ইঁহারা জলপান করেন। এই সকল পাত্রের গলদেশে ছিদ্র ও নল আছে। পানকালে ইঁহারা ঐ পাত্র মুখদ্বারা স্পর্শ করেন না—পাত্রটী উচ্চ করা হয় এবং নল হইতে জল নির্গত হইয়া মুখের মধ্যে পতিত হয়। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে ঐ পান-পাত্র অপরিষ্কৃত হয় না। পর্তুগাল হইতে নবাগত কোন ব্যক্তির (যিনি ঐ পাত্র হইতে পান করিতে অনভ্যস্ত) ইহা হইতে পান করিবার কালে যদি জল বক্ষঃস্থলে পতিত হয় তাহাতে সকলের হাস্যোদ্রেক করে। পর্তুগীজগণ ভারতবর্ষে যেক্রপ গাভীখাবলম্বন করে, নবাগতগণ যতদিন উহা শিক্ষা করিতে না পারে, ততদিন তাহারা সর্বত্রই হাস্যোদ্ভূত হয়। ভারতবাসী পর্তুগীজগণ তাহাদের স্ত্রীগণকে অত্যধিক সন্দেহ করে; এবং যতই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হউক না কেন, কিছুতেই তাহাকে গৃহাভ্যন্তরে আনয়ন করে না—কেবল ধর্ম্মপিতা অথবা সঙ্গে স্ত্রী থাকিলে অপরে গৃহাভ্যন্তরে যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হয়। যখন তাঁহারা বিশ্রামার্থ বা আমোদ প্রমোদের জন্য অন্ত্র গমন করেন তখন তাঁহারা পরিচর্যা ও বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, সঙ্গে অনেকগুলি ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী লইয়া যান। গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ কেহ গৃহদ্বারে আগমন করিবামাত্র গৃহস্বামীর স্ত্রী ও কন্যাগণ গৃহমধ্যে পলায়ন করে। স্ত্রীলোক-গণ গৃহের যে অংশে বাস করে, সে স্থানে কোন পুরুষকে বাস করিতে দেওয়া হয় না। পুরুষের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ হইলেই তাঁহাকে স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিতে হয়—গৃহস্বামীর পুত্রগণও এই নিয়মের বহির্ভূত

নহেন। জ্বীলোকগণ অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়া ও অসতী। ইহারা ধূতুরাবীজ স্বামীদের প্রদান করিয়া তাহাদিগকে অজ্ঞান করতঃ ছদ্মিমা সাধন করে।

অনেক স্বামী স্বীয় স্বীয় জ্বী দ্বারা বিবাক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। কারণ, জ্বীলোকগণ বিষ প্রস্তুতে সুদক্ষ এবং একরূপভাবে ইহা প্রস্তুত করে যে ইহা প্রয়োগ করিয়া তাহাদেরই ইচ্ছানুসারে পুরুষের মৃত্যু আনয়ন করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ছয় বৎসর পূর্বে একজনকে বিষ প্রয়োগ করিলেও, বিষপ্রয়োগকারীর ইচ্ছানুযায়ী ছয় বৎসর পরে বিষের কার্য প্রকাশ পাইবে। জ্বীলোকেরা ১, ২, ৩ বৎসর পরে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে এইরূপ ব্যবস্থাও করিতে পারে। স্বামীরা জ্বীদিগকে হুচরিত্রতার জন্ত হত্যা করিয়া পরক্ষণেই অপর জ্বী গ্রহণ করে। পর্তুগাল ও স্পেনের নিয়মানুযায়ী পরপুরুষ-রত জ্বীলোককে হত্যা করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয় না। এবম্বিধকারে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক জ্বী হত্যা হয়। এ-দেশে এই প্রথা একরূপভাবে প্রবর্তিত হইয়াছে যে, ইহাতে লোকে আশ্চর্যান্বিত হয় না।

এতদেশীয় জ্বীলোকগণ স্বভাবতঃই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ইহাদের পরিচ্ছন্ন ও গৃহগুলিও পরিষ্কার। ইহারা প্রত্যহ যে পরিচ্ছন্ন ব্যবহার করে, তাহা শুভ্র, পরিষ্কার ও নূতন। ইহারা প্রত্যহ স্নান করে এবং কোন কোন সময় প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার করিয়া স্নান করে; এতদ্ব্যতীত, মলত্যাগকালে বা প্রস্রাবকালীন বা সঙ্গমান্তেও ইহারা গাত্র ধোত করে—এইরূপে আবশ্যক হইলে ইহারা দিবারাত্রি এক শতবারও গাত্র ধোত করে। জ্বীলোকেরা গৃহকর্মে রত নহে, কিন্তু সুগন্ধি ঔষধি, ও নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য ব্যবহারে বিশেষ আনন্দানুভব করে; তাহাদের অবয়ব

ও কপোলদেশে চন্দন ও অগ্ন্যন্ত সুগন্ধি কাষ্ঠ লেপন করে—এই কাষ্ঠ জলে ভিজাইয়া লওয়া হয়। সমস্ত দিবস তাহারা কিছুই করে না—কেবল পান চর্ষণ করে। এই পানের সহিত ইহারা চূণ ও শুপারী ব্যবহার করে। এই শুপারী এরূপ কড়া যে ইহাতে কখন কখন লোকে জ্ঞানশূন্য ও কখনও কখনও উন্মত্ত হয়। আশ্বাদে ইহা কাষ্ঠের ত্রায়। ষণ্ড বা গাভীতে যেরূপ তূণ চর্ষণ করে, এই সকল স্ত্রীলোকগণও কেবল এই পান, চূণ ও শুপারী চর্ষণ করে। রস গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ ফেলিয়া দেয়। ইহাতে মুখ এরূপ লাল ও কৃষ্ণ হয়, যে, যাহারা না জানে তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যজনক বোধ হয়। ইহারা এই সকল ও স্নান, গন্ধব্যবহার ও চন্দনলেপন, ভারতীয় পৌত্তলিকগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছে। শেযোক্তেরা বহুকাল হইতে এই সকল আচার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। তাহারা বলে যে ইহাতে দন্ত রক্ষা পায় এবং চর্ষণের জন্ত উপযুক্ত অবস্থায় থাকে এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করে। ভারতবাসিগণ পান-চর্ষণে এরূপ অভ্যস্ত যে তাহারা যে স্থানেই গমন করুক না কেন, ইহা সঙ্গে রাখে। ক্রীতদাসী-গণও ইহা সদাসর্বদা চর্ষণ করে। বস্তুতঃ পক্ষে এতদেশের অধিবাসিবৃন্দ এইরূপ মনে করে যে ইহা চর্ষণ না করিলে তাহাদের প্রাণ রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। স্বামিগণের বহির্দেশে গমনকালে স্ত্রীলোকগণের এই পান চর্ষণ ব্যতীত অন্য কোন কৰ্ম থাকে না। রাত্ৰিকালে, শয়নের সময় ইহা তাহাদের শয্যার নিকটে থাকে এবং তাহারা পান, লবঙ্গ, মরিচ, আদা ও একপ্রকার সিদ্ধ মাংস একত্র ভোজন করে। কামপ্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্ত শেযোক্ত মাংস নানাপ্রকার ঔষধি ও মসলা দ্বারা রন্ধন করা হইয়া থাকে।স্ত্রীগণ স্নানাগারে সন্তরণ দ্বারাও বিশেষ আনন্দ

উপভোগ করে। ইহারা অত্যন্ত সস্তরণ-পটু এবং অর্ধ মাইল প্রশস্তা নদী অনায়াসে সস্তরণে পার হইতে পারে।

প্রতি তিন বৎসর অন্তর ভারতবর্ষে একটী নূতন রাজপ্রতিনিধি প্রেরিত হইয়া থাকেন। তবে কোন কোন সময় রাজার ইচ্ছানুসারে প্রতিনিধি আরও দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন; কিন্তু খুব কম ব্যক্তি গোয়ায় চিরকাল অতিবাহিত করেন। রাজপ্রতিনিধির আসাদের কক্ষে শরীররক্ষিগণ থাকে এবং যে স্থানে তাঁহার মন্ত্রিগণ উপবেশন করেন, সেই বৃহৎ কক্ষে ভারতবর্ষে যে সকল রাজপ্রতিনিধি আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই চিত্র স্থাপিত থাকে। ভারতবর্ষ আবিষ্কারের কাল হইতে এ পর্য্যন্ত যত রাজপ্রতিনিধি আসিয়াছেন, সকলেরই চিত্র রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহারা আসিবেন তাঁহাদের চিত্রও রক্ষিত হইবে। এই সকল রাজপ্রতিনিধির আয় সুপ্রচুর—ইহারা ইচ্ছানুসারে রাজকোষ ব্যয়, দান ও রক্ষা করিতে পারেন। কারণ, ইহারা রাজার নিকট হইতে এই-রূপই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ, নির্দিষ্ট বেতন ব্যতীত ইহারা উপহারেও প্রচুর ধনলাভ করেন, এবং তজ্জন্ম ইহারা এই কন্ম্বে নিযুক্ত থাকিয়া অগাধ ধনসঞ্চয় করেন। কারণ, এতদেশীয় প্রথা এই যে নূতন রাজপ্রতিনিধি গোয়ায় আগমন করিলে গোয়ার চতুর্দিকস্থ রাজ্যবর্গ যাহাদের সহিত পৰ্তুগীজগণের সন্ধি ও সখিতা আছে, তাঁহারা রাজপ্রতিনিধির অভ্যর্থনা ও পূর্বতন সন্ধিসমূহ সুদৃঢ় রাখিবার জন্ত প্রচুর ও বহুমূল্যবান উপহার সহ দূত প্রেরণ করেন। এবম্প্রকারে রাজপ্রতিনিধি প্রভূত ধনলাভ করেন। পূর্বে জিসুইটগণ এই সকল উপহার গ্রহণ করিতেন কিন্তু ডন লোয়স্ ডি টেড্ আর্গ যখন রাজপ্রতিনিধি হইয়া গোয়ায় আগমন করেন তখন তিনি ইহা জিসুইটদিগকে গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন।

জিসুইটগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উক্ত রাজপ্রতিনিধিকে ‘বিধর্মী’ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই ; কিন্তু ঐ সময় হইতে এযাবৎ রাজপ্রতিনিধিগণই উহা গ্রহণ করিতেছেন । কথিত হয় (এবং ইহা প্রকৃত ও সত্য) যে রাজপ্রতিনিধির প্রথম বৎসর এতদেশীয় আচার ব্যবহার শিক্ষা করিতে ও স্বগৃহ মেরামত ও সজ্জিত করিতে অতিবাহিত হয় ; দ্বিতীয় বৎসর ধনসঞ্চয় ও লাভের বিষয় অনুসন্ধান ব্যাপ্ত হয় এবং তৃতীয় বৎসরে, যাহাতে তাহার পরবর্ত্তী শাসনকর্তার আগমনের পূর্বেই তিনি সঞ্চিত ধনসহ গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারেন তাহার চিন্তায়ই তিনি ব্যতিব্যস্ত থাকেন । দুর্গ সমূহের কাপ্তেনগণ ও ভারতীয় অন্যান্য কর্মচারী সম্বন্ধেও এই সকল কথা বলা যাইতে পারে ।

গোয়া সহরে ও দ্বীপে বহু পরিমাণ হিন্দু, মুর (মুসলমান), ইহুদী ও অন্যান্য নানা জাতি বাস করে । প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন আচার । মুসলমানগণ শূকরমাংস ব্যতীত আর সকল দ্রব্যই আহার করে এবং ইহাদিগকে ইহুদীদিগের গ্রাম সমাহিত করা হয় ; কিন্তু, হিন্দুগণ (দাক্ষিণাত্যবাসী, গুজরাটী ও কানারীনগণ) এবং অন্যান্য ভারতবাসিগণের মৃত্যু হইলে দাহ করা হয় এবং ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জ্বীলোককেও পুরুষের সহিত দাহ করা হয় । যাহারা ভদ্রলোক বা অভিজাত বা ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ পৌত্তোলিকগণের পুরোহিত) তাহাদিগের জ্বীগণকেই একপে দাহন করা হয় । অনেক বণিক্ গাভী ও মহিষ ব্যতীত অন্য সকল জন্তুই আহার করে । ইহারা গাভী ও মহিষকে পবিত্র বলিয়া মনে করে । কেহ কেহ জীবিত বা যে কোন দ্রব্যের রক্ত থাকে তাহা আহার করে না* । গুজরাটী ও কাশ্মীর বণিক্গণ এই শ্রেণীভুক্ত ।

* ফীচের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

অধিকাংশই সৃষ্টি ও শাসনকারী ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও সূর্য্য ও চন্দ্রকে পূজা করে। ইহারা এই জন্মের দোষগুণানুযায়ী পরজন্মে পুরস্কৃত হইবার কথাও স্বীকার করে। কিন্তু, ইহাদের পাগোডা নামক মূর্তি বা প্রতিমা আছে ; এইগুলি দেখিতে অত্যন্ত কদাকার ও ভূতপ্রেতের গায় + । এগুলিকে প্রত্যহ পূজা করা হয় এবং ইহারা বলে যে, যে সকল সাধু ব্যক্তি এই সকল অলৌকিক কীর্তিসম্পন্ন দেবতাদের সংসর্গে বাস করেন, তাঁহারা দেবতাদের সহিত কথোপকথন করিতে পারেন। অনেক সময় এই সকল মূর্তির অভ্যন্তর হইতে ভূত ঐ সকল সাধুব্যক্তিগণের সহিত বাক্যালাপ করে। সাধুব্যক্তিগণও তাহার সহিত সখ্যতা রাখিবার জন্ত তাহাকে নানা প্রকারে পূজা করে।

এতদেশে একটী অদ্ভুত প্রথা আছে। কুমারীর বিবাহের সময়, তাহাকে বিশেষ সাজসজ্জা ও বাণের সহিত দেবতার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হয়। এই দেবতা ক্ষুদ্র একখানি হস্তিদন্ত নির্মিত। নিকটবর্তী আত্মীয় ও আত্মীয়গণ বর ও কনে সহ দেবতার নিকট নানাপ্রকার কদাচার ও পূজাদি সম্পন্ন করে এবং দেবতাকে উপহার প্রদান করিয়া কনেকে গৃহে আনয়ন করতঃ বরের হস্তে সমর্পণ করে। প্রাতঃকালে যে দ্রব্যের সহিত তাহাদের সর্বপ্রথমে সাক্ষাৎ লাভ হয়, ইহারা সমস্ত দিবস কাল তাহাকেই পূজা করে। এমনকি ঐ দ্রব্যটী বরাহ বা অথবা যে কোন দ্রব্য হউক না কেন, তাহারা উহারই নিকট প্রার্থনা করে। প্রাতঃকালে গৃহের বহির্দেশে গমনকালে যদি সর্বপ্রথমে বায়স তাহাদের দৃষ্টীভূত হয় (এতদেশে এই পক্ষীর অভাব নাই), তবে সেই

+ ফীচের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দিবস পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য্য লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও তাহারা গৃহের বহির্ভাগে গমন করে না। তাহারা এই দৃশ্যকে ও ঐ দিনকে অশুভ-স্মৃচক মনে করে। তাহারা চন্দ্রকেও পূজা করে এবং প্রথম চন্দ্র-দর্শন কালে তাহারা জানু পাতিয়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি সহকারে পূজা করে। তাহাদের মধ্যে যোগী নামক এক প্রকার জাতি আছে—যেমন আমরা যাহাদিগকে সন্ন্যাসী বলি—অধিবাসীরা ইহাদিগকে সাধুবাক্তি বলিয়া বিশেষ ভক্তি করে। এই বাক্তিরা সকল বিষয়েই অত্যন্ত বীতম্পৃহ প্রদর্শন করে এবং সাধারণে ইহাদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রত্যয় স্থাপন করে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে অনেক দৈবজ্ঞ ও যাদুকর আছে। শেষোক্তগণ অনেক প্রকার ভক্তি জানে এবং অনেকগুলি সর্প সঙ্গে করিয়া দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করে। এই সকল সর্পকে তাহারা বশীভূত করিতে জানে এবং ইহাদিগকে ক্ষুদ্র করণ্ডমধ্যে আবদ্ধ রাখে ও বাহির করিয়া বাতুধ্বনি সহকারে নৃত্য করাইতে ও ইহাদের সহিত কথা কহিতে থাকে। যাদুকরগণ সর্পগুলিকে নিজ নিজ গলদেশে, হস্তে ও পদে ভড়াইয়া রাখে ও অর্থোপার্জনের জন্ত সর্পগুলিকে চুম্বন ও তাহাদিগের সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া করে। ইহারা বিষ প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত সুদক্ষ এবং এই বিষ দ্বারা একে অপরকে হত্যা করে। ইহাদের গৃহগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও নীচু; এ গুলি তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত, গবাক্ষবিহীন এবং দ্বারগুলিও এত ক্ষুদ্র ও অপ্রশস্ত যে গৃহাভ্যন্তরে গমন করিতে হইলে হাঁটু গাড়িয়া যাইতে হয়। শয়ন ও উপবেশনার্থ ডুম্বুর বৃক্ষের পত্রদ্বারা নির্মিত মাছুর ব্যবহৃত হয়। এই মাছুরগুলি তাহাদের টেবিল, চাদর, এমনকি পাত্রের অভাবও পূর্ণ করে; কারণ ইহারা এই সকল মাছরের উপরেই তাহাদের মাংস রক্ষা করে। বস্তুতঃ এই দেশে মুদীর দোকানে

বা ঔষধালয়েও (আমরা যেকোন কাগজের পাত্রে সকল দ্রব্য রক্ষা করি) এই সকল পত্রনির্মিত পাত্রে সকল দ্রব্য রক্ষিত হয় । এই সকল পত্র ইহারা একরূপ ভাবে সংযুক্ত করিতে পারে যে, পত্র-নির্মিত পাত্র মধ্যে তাহারা মাখন, তৈল এবং অগ্ন্যন্ত জলীয় পদার্থ ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি স্থাপন করিতে পারে । মাংস প্রস্তুত করিবার জন্য ইহারা মৃৎপাত্র ব্যবহার করে এবং এই সকল পাত্রে তাহারা চাউল সিদ্ধ করে । মৃত্তিকামধ্যে গর্ত করিয়া তাহারা চুল্লী প্রস্তুত করে । ইহাদের অবস্থা এতাদৃশ শোচনীয় যে ইহারা তুষ সহিত ধাতু ক্রয় করে, এবং কেহ কেহ গৃহের পশ্চাদ্ভাগেই ধাতু বপন করে । ইহারা তাম্র নির্মিত পাত্রে জল পান করে ; এই পাত্রের নল আছে এবং নলের মধ্য দিয়া জল মুখের মধ্যে পতিত হয়—কদাচ ওষ্ঠ দ্বারা এই পাত্র স্পর্শ করে না । গৃহগুলি গোময়লিপ্ত ; কারণ ইহারা বলে যে গোময়ে মক্ষিকা বিনষ্ট হয় । ইহারা অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ; এবং মুসলমানের ন্যায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই মল বা মূত্র তাগান্তেই গাত্র ধোত করে । দক্ষিণ হস্তদ্বারা আহার গ্রহণ করে বলিয়া ইহারা বাম হস্তে শৌচ কার্য সম্পন্ন করে এবং ইহারা চামচ ব্যবহার করে না । ইহারা বিশেষ ভক্তির সহিত পূজাদি সম্পন্ন করে এবং পথিমধ্যে গমন কালে কদাচ উপাসনা ব্যতীত গমন করে না ।

• পর্বত, কুন্দর, সর্বত্রই তাহাদের কদাকার ও ভয়াবহাকারের দেবতা আছে—এই সকল দেবতা পর্বত খনন করিয়া প্রস্তুত করা হয় । দেবতাগণের নিকটেই “ধুনী” ও কূপ আছে । এই কূপ সদাসর্বদাই জলপূর্ণ থাকে এবং দেবদর্শন প্রার্থীরা এই জলে পদ ধোত করে ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে । অনেকে দেবতার সম্মুখে ফল, চাউল, ডিম্ব, কুক্কট প্রভৃতি স্থাপনা করে । তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ আসিয়া এই সকল উপহার গ্রহণ করিয়া

ভক্ষণ করে এবং সাধারণের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মায় যে দেবতাই এই সকল উপহার ভক্ষণ করিয়াছেন।

সমুদ্র যাত্রার একপক্ষ পূর্বে হইতে তাহারা তুরীর বাদ্যধ্বনি দ্বারা ভীষণ শব্দ করিতে থাকে ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখে—দিবারাত্র এই বাত্মধ্বনি ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে এবং জাহাজখানি পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত করে। ইহারা বলে যে, এইরূপ করিলে দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া নিরাপদে সমুদ্রযাত্রা নিৰ্বাহ করিবেন। সমুদ্রযাত্রা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াও তাহারা একপক্ষ ঐরূপ আচরণ করিয়া দেবতাকে ধন্যবাদ প্রদান করে এবং ইহারা সকল সময়েই—বিবাহকালে, জন্মোৎসবে, মেলার সময়—এমনাক বীজ বপন ও ধাতুচ্ছেদন কালেও এইরূপ আচরণ করে।

গোয়ায় যে সকল ভারতীয় পৌত্তলিক বাস করে তাহারা অত্যন্ত ধনী বণিক এবং নগর মধ্যস্থ একটা রাজপথ কেবল এই সকল পৌত্তলিকদের বিপণিপূর্ণ। ইহারা কেবল সকল প্রকার রেশম, সাটীন্ ও টীন ও অগ্ন্যাগ্ন স্থানের পোসিলেনের দ্রব্যাদি বিক্রয় করে না; এতদ্ব্যতীত পর্তুগাল হইতে আনীত সকল প্রকার পণ্য যথা—ভেলভেট, রেশম, সাটীন্ বিক্রয় করে। এইগুলি তাহারা প্রচুরপরিমাণে ক্রয় করিয়া খুচরা বিক্রয় করে। তাহারা অত্যন্ত ধূর্ত ও স্বভাবতঃই চতুর এবং এই ব্যাপারে অত্যন্ত লাভবান হয়। অগ্ন একটা রাজপথে কাষের বণিকগণ বাস করে। ইহারা কাষে-জাত সকল প্রকার পণ্য এবং মূল্যবান প্রস্তরাদি বিক্রয় করে। ইহারা প্রস্তর, মুক্তা ও গুত্তিতে ছিদ্র করিতে বিশেষ সুদক্ষ। ঐ রাজপথের অগ্নদিকে অগ্ন্যাগ্ন পৌত্তলিক বাস করে। শেষোক্তেরা পালঙ্ক, টুল ও এই প্রকার দ্রব্য বিক্রয় করে। এই সকল দ্রব্য ইহারা সুকৌশলে গালাদ্বারা রঞ্জিত করে; দেখিতে এইগুলি

অত্যন্ত সুন্দর এবং ইহারা গালাকে ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিণত করিতে পারে ।

অন্য একটী রাজপথ স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার পূর্ণ—ইহারাও পৌত্তলিক । এতদ্ব্যতীত সূত্রধর ও অন্যান্য নানা প্রকার শিল্পীও আছে । ইহারাও পৌত্তলিক এবং ইহারা সকলে একটী রাজপথে বাস করে । আরও অনেক বণিক আছে ; ইহারা পাইকারী হিসাবে শস্ত, চাউল, কাষ্ঠ ও অন্যান্য ভারতীয় পণ্য বিক্রয় করে । ইহাদের কেহ কেহ রাজস্ব সংগ্রহের ভার গ্রহণ করে এবং সকল প্রকারেই বিশেষ লাভবান হয় । পৌত্তলিক দালালও অনেক আছে—ইহারা ক্রয় বিক্রয়ে অত্যন্ত চতুর এবং বাক্যপটুও বটে ।

গোয়ায় পৌত্তলিক চিকিৎসকও অনেক । ইহারা আতপ নিবারণার্থ পর্তুগীজদের গায় ছত্র ব্যবহার করে । দূত ও কতিপয় ধনী বণিক ব্যতীত অন্য কোন পৌত্তলিক এক্রপ করে না । এই সকল চিকিৎসক কেবল যে তাহাদের স্বজাতি বা স্বদেশীয়গণকে চিকিৎসা করে তাহা নহে ; ইহারা পর্তুগীজদিগকেও চিকিৎসা করে । রাজপ্রতিনিধি, প্রধান ধর্মযাজক এবং সন্ন্যাসিগণ পর্তুগীজ চিকিৎসক অপেক্ষা ইহাদিগের প্রতি অধিক আস্থাবান । এবম্ব্যকারে ইহারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে এবং ইহাদিগকে বিশেষ সম্মান ও আদর করা হয় ।

গোয়ার নিকটবর্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসী এবং গোয়ার শ্রমজীবীগণ প্রধানতঃ খৃষ্টধর্মাবলম্বী ; তবে ইহাদের ও পৌত্তলিকদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই । কারণ প্রথমোক্তগণ তাহাদের কুসংস্কার পরিত্যাগ করে নাই । ইহারা কুসংস্কার কতক পরিমাণে আচরণ করিতে আদিষ্ট হইয়া থাকে ; নতুবা ইহারা খৃষ্টধর্মাবলম্বী থাকিতে চাহে না এবং অন্য কেহই এক্রপ না হইলে খৃষ্টধর্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয় না ।

প্রত্যেক রাজপথেই “সরাফ” (৫) আছে। ইহারা ইহুদী। ইহারা সকল প্রকার হিসাব রক্ষণে সুদক্ষ এবং সকল দেশীয় মুদ্রার সহিতই পরিচিত। এতদ্দেশে এত জালমুদ্রা প্রচলিত যে ইহাদের সাহায্য-ব্যতীত কোন মুদ্রা গ্রহণ করা সুবিধাজনক নহে।

ভারতীয় পৌত্তলিকদের মধ্যে একরূপ প্রথা আছে যে কেহই স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অপরের ব্যবসায় অবলম্বন বা অপর ব্যবসায়ীর গৃহে বিবাহ করিতে পারে না। এক ব্যবসায়ীবলম্বী একই স্থানে বাস করে এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি কোন্ ব্যবসায়ী তাহাই জিজ্ঞাসা করা হয় অর্থাৎ তিনি স্বর্ণকার, পরামাণিক, বণিক, মংগুজীবী কি না।

ইহারা কণ্ঠ্য বিবাহকালে অলঙ্কার ব্যতীত অন্য কোন যৌতুক প্রদান করে না, এবং বিবাহের সকল ব্যয় বহন করে। পুত্রই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

এতদ্দেশীয় ঋতুগুলি এইরূপ :—কাস্মে হইতে কমরীন অন্তরীপ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উপকূল ভাগে এপ্রিলমাসের (৬) শেষ দিবসে শীত ঋতু আরম্ভ হয়। সমুদ্র হইতে প্রবাহিত বায়ুই এই ঋতু আনয়ন করে। প্রারম্ভ কালে বজ্রপাত ও পরে অবিরত বৃষ্টিপাত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে পুনর্বার বজ্রপাত হইয়া এই শীত ঋতুর অবসান হয়। অনবরত বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া ও সেই সময়ে সমুদ্রে গমনাগমন করা যায় না বলিয়া এই ঋতুকে শীতঋতু বলে। কিন্তু, উষ্ণ কালকে (অর্থাৎ যে সময়ে ফল জন্মে), গ্রীষ্ম ঋতু বলে। এই সময়ে আকাশ পরিষ্কার থাকে বলিয়া ভারতবর্ষে এই

(৫) সরাফ—পোদার।

(৬) ফীচের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ৪৮ পৃষ্ঠা ৭ পংক্তি

সময়কে গ্রীষ্ম বলা হয়। এই ঋতু অপেক্ষাকৃত শৈত্যপ্রধান ও স্বাস্থ্যকর। এই সময়ে পূর্বদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া রাত্ৰিকালে অত্যন্ত শীত বোধ হয়। এই সময়ে কোন বিশেষ ফল হয় না। বৎসরের অন্যান্য সময়ে যে ফল জন্মে এই গ্রীষ্ম ঋতুতেও সেই প্রকার ফল উৎপাদিত হয়। শীত ঋতু আরম্ভ হইবার পূর্বেই প্রত্যেকেই আহাৰ্য্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। সমুদ্র-মধ্যস্থ জাহাজগুলি নদীমধ্যে আনীত হয় ও তাহাদের সাজসজ্জা খুলিয়া লইয়া মাছুর দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয়। নতুবা ঐ গুলি অতি বৃষ্টির জল পচিয়া যায়। শীত ঋতুতে একরূপ অবিরল ধারায় বৃষ্টিপাত হইতে থাকে যে, এগুলি অনাবৃত রাখিলে নিশ্চিতরূপে নষ্ট হইয়া যায়। শীতের প্রারম্ভে বন্দরের মুখে একরূপ বালুকা জমিতে থাকে যে, জাহাজাদি বন্দরে প্রবেশ বা বন্দর হইতে নির্গত হইতে পারে না। সমুদ্র একরূপ ভাবে গর্জ্জন করিতে থাকে যে কিছুই শ্রুত হয় না। পর্বত হইতে অনবরত জল পতিত হয় বলিয়া নদীর জল স্ফুট ও লোহিতবর্ণের হয়। কিন্তু, গ্রীষ্মকালে নদীর জল অত্যন্ত লবণাক্ত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে শীত ঋতুর অবসান হইলে নদীমুখস্থ বালুকা সকল দূরীভূত হয় এবং সকল প্রকার জাহাজই নির্ভয়ে বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে। শীত ঋতুতে এই দেশে বাস করা অত্যন্ত দুষ্কর ; ব্যায়ামের কোন সুযোগ নাই এবং প্রতিবেশীদের সহিত ক্রীড়ায় সময়ান্তিপাত করিতে হয়। স্থীলোক ও মাটিকোসগণ এই কালে বিশেষ আনন্দোপভোগ করে। তাহারা, স্বামী ও ক্রীতদাসগণ-পরিবৃত হইয়া ও প্রচুর খাদ্য সহকারে উদ্ভানে গমন করে। এই সকল উদ্ভানে পুষ্করিণী আছে এবং তাহারা অবগাহন ও সন্তরণে বিশেষ আমোদ পায়। এই কালে ভারতীয় অধিকাংশ ফলই জন্মে।

সেপ্টেম্বর মাসে গ্রীষ্ম ঋতু আরম্ভ হইয়া এপ্রিল মাসের শেষ দিবসে অবসান হয়। এই সময়ে আকাশ পরিষ্কার থাকে এবং কদাচিৎ বৃষ্টি হয়। এই সময়ে সকল জাহাজ সজ্জিত হইয়া যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হয়। রাজকীয় সৈন্যগণও এই সময়ে উপকূল ও বণিকদিগকে রক্ষার্থ ব্রতী হয়। পূর্বদিক হইতে বায়ুও প্রবাহিত হইতে থাকে। এই বায়ু মনোরম ও শীতল। তবে, প্রথম বাতাস প্রবাহিত হইবার কালে ও উহা শরীর স্পর্শ করিলে উহাতে অনেক ব্যাধি সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ঋতু পরিবর্তন কালে নানারূপ ব্যাধি হয়। এই বায়ু গ্রীষ্মকালে সর্বদাই প্রবাহিত হয়। ইহা মধ্যরাত্রে আরম্ভ হইয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত থাকে। তবে সমুদ্র হইতে দশ মাইল দূরে প্রবাহিত হয় না। দিবা দ্বিপ্রহর হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পশ্চিমদিকের বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ু সমুদ্রমধ্য হইতে প্রবাহিত হইয়া দেশমধ্যে আসিয়া থাকে। এই উভয় প্রকার বায়ু ঠিক সময়েই প্রবাহিত হয় এবং এই উভয় বায়ু না থাকিলে অতিরিক্ত উষ্ণতার জন্ত এই দেশে বাস করা অসম্ভব হইত।

ইহাও আশ্চর্যের বিষয় যে, যখন ভারতবর্ষের একদিকে অর্থাৎ ডিউ হইতে কমরীন্ অন্তরীপ পর্য্যন্ত শীত ঋতু থাকে, তখন করমণ্ডল উপকূলে গ্রীষ্মঋতু অনুভূত হয়। উভয় উপকূলের মধ্যে মাত্র ৭০ মাইল ব্যবধান এবং কোনস্থানে ২০ মাইল ব্যবধান ও উভয় স্থানই একই বৃত্তের অন্তর্গত। অধিক কি, কোচীন হইতে সেন্ট টমাস্ এই উভয় স্থানই করমণ্ডল উপকূলে অবস্থিত হইলেও পর্বতের একদিকে বর্ষা অপর দিকে পরিষ্কার আকাশ দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের বহির্দেশে ও আরব দেশের অন্তর্ভুক্ত যখন গ্রীষ্ম কাল, অপর দিকস্থ অন্তরীপ তখন ঋতিকা ও বৃষ্টিগর্ণ থাকে।

পূর্বে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, গোয়া এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের সর্বত্রই ঋতু ও সময় পরিবর্তনের সময় ব্যাধি ও পীড়ার আতিশয়া দৃষ্ট হয়। ঐদেশে “মর্ডেক্সিন্”(৭) নামক এক ব্যাধি আছে; এই ব্যাধিদ্বারা বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং এই ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি কদাচিৎ রক্ষা পায়। আমাদের দেশে যেরূপ প্লেগ, ভারতবর্ষে রক্তমাশয়ও তদ্রূপ। এতদেশে অবিরাম জ্বরও আছে; এই জ্বরে একরূপ প্রদাহ হয় যে, পীড়িত ব্যক্তির ৪।৫ দিবসে মৃত্যু হয়। এই ব্যাধি অত্যন্ত অসাধারণ ও ভয়াবহ। রক্ত মোক্ষণ ব্যতীত পর্ন্তুগীজগণ অণু কোন প্রতীকার জানে না। কিন্তু, ভারতীয়গণ ও পৌত্তলিকেরা চন্দন ও অগ্ন্যাণু দ্রব্য দ্বারা ব্যাধি মুক্ত হয়। অনাহারের জন্ত বা বলকারক মাংস প্রভৃতির অভাবে অথবা অতিরিক্ত রতিক্রিয়ার জন্ত প্রত্যেক বৎসর বহুসংখ্যক পর্ন্তুগীজ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। রাজকীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রতিবৎসর পাঁচশত ব্যক্তি এই ব্যাধির জন্ত চিকিৎসিত হয়। ভারতীয়গণের জন্ত স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় আছে। রাজকীয় চিকিৎসালয়ে জিসুইট ও অগ্ন্যাণু ভদ্রলোকগণ ব্যাধিগ্রস্তব্যক্তিকে বিশেষ তৎপরতার সহিত পরিচর্যা করেন। পরিদর্শনের জন্ত প্রতিমাসে একজন করিয়া কর্মচারী নিযুক্ত হন এবং জিসুইটগণ পীড়িতের প্রার্থিত সকল দ্রব্যই দান করিয়া থাকেন এবং রাজনির্দ্ধারিত ব্যয় ব্যতীত তাঁহারা নিজ হইতে ৪।৫ শত ডুকাট এই কার্যের জন্ত ব্যয় করেন।

এতদেশে অর্শ ও অগ্ন্যাণু গোপনীয় ব্যাধিরও আতিশয়া দেখা যায়। কাহারও কাহারও চারি পাঁচবার এই শেষোক্ত প্রকারের ব্যাধি

(৭) “Mordefin.”—ইহার বর্তমান কোন নাম পাওয়া যায় না।

হয়, কিন্তু এতদেশে ইহা দুষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। ভারতবর্ষে কদাপি প্লেগ হয় নাই এবং অধিবাসীরা প্লেগের বিষয় অবগতও নহে ; কিন্তু বিষপ্রয়োগ ও যাদুগিরি—যদ্বারা তাহারা তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট ও জীবন নাশ করে—তাহাদের দৈনিক কার্য্য। পাখুরি ও অণ্ডকোষ বৃদ্ধি ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বিবাহিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই ব্যাধি অত্যধিক। দ্বিপ্রহরের পরে দুইঘণ্টা কাল ইহারা উদর অনাবৃত রাখে এবং সেই সময় একজন ক্রীতদাস ইহাদের পদ সেবা করে, একজন মস্তক টিপিয়া দেয়, তৃতীয় ব্যক্তনই সহকারে মক্ষিকা দূরীভূত করে। এই সময়ে ইহারা দিবানিদ্রাও উপভোগ করে। এবম্প্রকারে তাহারা দিবাভাগ অতিবাহিত করে এবং সেইজন্য ইহাদিগকে কুস্তোদর বলে।

গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুর দিবারাত্র একই প্রকার দীর্ঘ—বিশেষ প্রভেদ নাই। ছয়টার সময় সূর্য্য উদিত হয় এবং সন্ধ্যা ছয়টার অন্ত্যালে গমন করে। সাধারণতঃ দ্বিপ্রহরে সূর্য্য মস্তকোপরি থাকে এবং সে সময় দেহের ছায়া দৃষ্ট হয় না। গোয়াম উভয় নেক্রই দৃষ্ট হয়।

ভারতীয় পৌত্তলিকদের মধ্যে ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বাপেক্ষা সাধু এবং তাঁহাদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মান করা হয়। রাজ্যের প্রধান প্রধান কৰ্ম্মগুলি তাঁহারাই করেন। অধিকন্তু, তাঁহারাই পৈশাচিক মূর্ত্তি অথবা দেবতাগণের পুরোহিত ও উপাসনাকারী। ভারতবাসিগণের মধ্যে তাঁহাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত। রাজা তাঁহাদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে কোন কৰ্ম্মই সম্পন্ন করেন না। যাহাতে সকলে ব্রাহ্মণ দিগকে সহজে চিনিতে পারে সেইজন্য ও অগ্ৰাণ্য জাতিভুক্ত ব্যক্তি হইতে তাঁহাদিগের প্রভেদার্থ তাঁহারা স্কন্ধদেশ হইতে তিন চারিটা সূত্র বিলম্বিত রাখেন। জীবন বিপন্ন হইলেও তাঁহারা এই সূত্র পরিত্যাগ করেন না।

তাঁহাদের ব্যবসায় ও ধর্ম্যে ইহা কিছুতেই অনুমোদন করে না। কটীবন্ধে সামান্য একখানি বস্ত্র বাতীত তাঁহাদের অগ্ন্যাগ্ন শরীর অনাবৃত থাকে (৮)। অগ্ন্যত্র গমন কালে তাঁহারা অগ্ন্যাগ্ন ভারতবাসীর গায় সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের অঙ্গাবরণ বা কাব্বা ব্যবহার করেন (৯)। মস্তকে তাঁহারা একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র ব্যবহার করেন; ইহা কেশ আবৃত রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইঁহারা জ্বীলোকদের গায় দীর্ঘ বেণী রাখেন। অগ্ন্যাগ্ন ভারতীয়ের গায়, ইঁহারা কর্ণে সুবর্ণের অঙ্গুরীয় পরিধান করেন। ইঁহারা কোন জীবদেহ ভোজন করেন না (১০)—কেবল ফলমূল ও চাউল আহার করেন। পীড়িত হইলে ইঁহারা রক্তক্ষরণ করেন না; কেবল ঔষধি ও মলম প্রয়োগে ও চন্দন এবং অগ্ন্যাগ্ন সুগন্ধি কাষ্ঠ ব্যবহারে আরোগ্যলাভ করেন। গোয়া ও সমুদ্রের উপকূলে অনেক ব্রাহ্মণ আছেন; ইঁহারা মসলা ও ঔষধ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু, ইঁহাদের বিক্রীত ঔষধ উত্তম নহে। ইঁহারা হিসাব রক্ষণে অত্যন্ত পটু এবং এরূপ ধূর্ত যে মিথ্যা হিসাব লিখিয়া অগ্ন্যাগ্ন ভারতবাসীকে প্রতারণা করেন।

গৃহের বহির্দিশে গমন কালে, সর্বপ্রথমে যে দ্রব্য দর্শন করেন, ইঁহারা সেই দ্রব্যকেই পূজা করেন। জ্বীলোকগণ বহির্ভাগে গমনকালে মাত্র একখানি বস্ত্র ব্যবহার করেন; ইহা তাঁহাদের মস্তক হইতে জাম্বু পর্যন্ত আবৃত রাখে; অগ্ন্যাগ্ন স্থান অনাবৃত থাকে। জ্বীলোকে নাসিকায়, পদে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে, গলদেশে ও বাহুতে অঙ্গুরীয় পরিধান করে। প্রত্যেক

(৮) ফীচ, ৫৯ পৃষ্ঠা ৬ ও ৭ লাইন দ্রষ্টব্য।

(৯) ফীচ, ৫৭ পৃষ্ঠা ৫ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১০) ফীচ | লিন্সোটেন্ পুনঃ পুনঃ এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

হস্তে সামর্থ্যানুযায়ী রোপ্য বা গিণ্টির বলয় ব্যবহার করা হয়। সাধারণে হস্তে কাচের বলয় ধারণ করে। বালিকার সাত বৎসর বয়ঃক্রমে, নয় বৎসরের বালকের সহিত বিবাহ হয় (১১); কিন্তু স্ত্রী সন্তানবত্তী হইবার উপযুক্তা না হইলে, স্বামী স্ত্রী একত্র হইতে পারে না। কোন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ একত্র হইয়া মৃত্তিকায় গর্ত করিয়া তন্মধ্যে প্রচুর কাষ্ঠ ও অগ্ন্যাগ্নি দ্রব্য নিক্ষেপ করে। যদি ঐ ব্যক্তি ধনশালী হয় তবে ঐ গর্তে চন্দন, নানাপ্রকার সুগন্ধি মসলা, চাউল ও শস্তাদি, ও অগ্নি সুপ্রজ্জ্বলিত রাখিবা ঈজন্ত উহাতে প্রচুর পরিমাণে তৈল নিক্ষিপ্ত হয়। তৎপরে, তাহার মৃত ব্রাহ্মণকে ঐ গর্তে স্থাপন করে। পরে, তাহার স্ত্রী স্বজনগণ-পরিবেষ্টিতা হইয়া ও বাত্মধ্বনি সহকারে তথায় উপস্থিত হইয়া থাকেন। স্বজনগণ, মৃত ব্যক্তির প্রশংসা সূচক গীত ও স্বামীর অনুগমন করিতে বিধবাকে প্ররোচিত করে। তখন তিনি স্বীয় অলঙ্কারগুলি অবয়ব হইতে উন্মোচন করিয়া বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে অগ্নিকুণ্ডে ধূম্প প্রদান করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কাষ্ঠ ও তৈল দ্বারা আবৃত করা হয় এবং স্বামীর সহিত তাঁহাকেও ভস্মীভূত করা হয়। সময় সময় একরূপ ঘটে যে, স্ত্রী স্বামীর অনুসরণ করিতে অস্বীকার করেন। একরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করা হয়। সেই সময় হইতে তিনি আর অলঙ্কার পরিধান করিতে পারেন না। তাঁহাকে নিন্দনীয় হইতে হয় এবং অসতী বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করা হয়।

এই ব্রাহ্মণগণ বৎসরে অনেক দিন উপবাসী থাকেন। এই সকল দিবসে ইঁহারা কিছুই গ্রহণ করেন না এবং কোন কোন সময় ইঁহারা

ক্রমান্বয়ে ৩৪ দিবস উপবাসী থাকেন। ইঁহাদের মন্দির ও দেবতা আছে। ইঁহারা ঐ সকল দেবতার পূজা করেন এবং দেবতাদিগের জনসমাজকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইঁহারা বলেন যে, ঐ সকল দেবতা পূর্বজন্মে পৃথিবীর মনুষ্য ছিলেন এবং পবিত্র জীবনের জন্ত পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল কদাকার মূর্তিকে তাঁহারা পূজা করেন এবং দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করেন যে, ইঁহাদের পূজাদ্বারাই তাঁহারা জগদীশ্বরকে লাভ করিবেন। ইঁহারা ইঁহাও বিশ্বাস করেন যে, একটি সর্বশক্তিমান ভগবান আছেন এবং এই ভগবানই সকল শাসন করেন। ইঁহারা আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করেন এবং ইঁহাও বিশ্বাস করেন যে, মনুষ্য ও পশু নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে অপর পৃথিবীতে গমন করে। পাইথাগোরাস এইরূপ শিক্ষা দিতেন এবং ইঁহারা পাইথাগোরাসেরই শিষ্য।

গুজরাটী ও বানিয়াগণ কাষ্মেদেশের লোক। ইঁহাদের অধিকাংশই বাণিজ্যার্থ গোয়া, ডিউ, চৌল, কোচীন ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে বাস করে। ইঁহারা শস্ত্র, কার্পাস-বস্ত্র, চাউল ও অন্যান্য পণ্য, বিশেষতঃ মূল্যবান প্রস্তরের ব্যবসায় করে। ইঁহারা হিসাব রক্ষায় অত্যন্ত চতুর; এরূপ চতুর যে ইঁহারা ইহুদী, পর্তুগীজ ও অন্যান্য জাতিকে এবিষয়ে পরাজিত করিতে পারে। ইঁহারা সকলকেই প্রতারিত করে। ইঁহারাও কোন জীবদেহ আহার করে না। ইঁহার কারণ এই ইঁহারা দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক প্রাণীরই আত্মা আছে এবং পাইথাগোরাসের বিধানানুযায়ী মনুষ্যের পরেই অন্যান্য প্রাণীর স্থান। কোন কোন সময় ভারতে খৃষ্টীয়ান বা পর্তুগীজদের নিকট হইতে কুকুট বা অন্যান্য জন্তু ক্রয় করে এবং ক্রয় করিয়া ইঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করে।

কাষ্মেদেশে একটি প্রচলিত আচার আছে। রাজপথেও পশুপক্ষীর

আহারের জন্য জলপাত্র ও শস্ত রক্ষিত হয়। কাশ্মের সর্বত্রই পশু ও পক্ষীর সর্বপ্রকার ব্যাধি নিরাকরণের জন্য চিকিৎসালয় রহিয়াছে এবং এই সকল আর্ন্ত পশুপক্ষী আরোগ্য লাভ করিলে ইহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয় (১২)। এরূপ কার্যকে কাশ্মের অধিবাসীরা পুণ্যকার্য বলিয়া

(১২) এই প্রসঙ্গে পর্যটক ফা-হিয়ান বর্ণিত পাটলিপুত্রের দাতব্য চিকিৎসালয়ের (সমসাময়িক ভারত, অষ্টম খণ্ড, ৯১ পৃষ্ঠা) কথা স্মরণ করা কর্তব্য। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন “The animal hospitals which still exist at Ahmadabad, Surat and many other towns in Western India, may be regarded as either survivals or copies of the institutions founded by the Maurya monarch.” অর্থাৎ সুরাট, আহম্মদাবাদ প্রভৃতি স্থানে যে এখনও পশু চিকিৎসালয় দৃষ্ট হয় সেগুলিকে মৌর্যসম্রাট অশোক প্রতিষ্ঠিত পশু-চিকিৎসালয় সমূহের অনুকরণ বলিয়া মনে করা দাড়াইতে পারে। (Vincent Smith . Early History of India : 3rd. Edition. P183.) হ্যামিল্টন্ নামক পর্যটকও বলিয়াছেন “When an animal broke a limb, or was otherwise disabled, his owner brought him to the hospital, where he was received without regard to the caste or nation of his master. In 1772, this hospital contained horses, mules, oxen, sheep, goats, monkeys, poultry, pigeons, and a variety of birds ; also an aged tortoise, which was known to have been there seventy-five years. The most extraordinary ward was that appropriate for rats, mice, bugs and other noxious vermin, for whom suitable food was provided” (Hamilton : Description of Hindustan Vol. I. P718). অর্থাৎ কোন জন্তুর অঙ্গহানি হইলে পশুস্বামী তাহাকে চিকিৎসালয়ে আনয়ন করিত এবং তথায় পশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইত। ১৭৭২ সালে এই চিকিৎসালয়ে অশ্ব, অশ্বতর, ঘণ্ড, মেষ, বানর, পারাবত ও অন্যান্য পক্ষী ছিল। একটা বৃদ্ধ

পরিগণিত করে। ইহারা মক্ষিকা বা উৎকৃণেরও প্রাণ হরণ করে না এবং যাহাতে ঐরূপ না করা হয়, তজ্জন্তু নানারূপে প্রার্থনা করিতে থাকে। জগদীশ্বর যাহাকে শরীর ও আত্মা প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে হত্যা করা ইহারা অত্যন্ত দুষণীয় মনে করে। বস্তুতঃ, এরূপ একটি ক্ষুদ্র কীটকে হত্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্ত ইহারা প্রচুর অর্থ প্রদান করে। ইহারা শালগম, পলাণ্ডু, রসুন অথবা যে সকল মূলের বর্ণ লোহিত, তাহা গ্রহণ করে না, এবং ডিম্বে রক্ত আছে বলিয়া ইহাও তাহারা গ্রহণ করে না। ইহারা মণ্ড বা সিকী পান করে না, মাত্র জল ব্যবহার করে। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, তাহারা পৰ্ব্বগীচ্ছ জাহাজে গোয়া হইতে কোচীনে দ্রব্যাদি আনয়নার্থ গমনাগমন করে। তাহারা আবশ্যকায় খাদ্যাদি সঙ্গে করিয়া লয় কিন্তু যদি নির্দিষ্ট সময়াপেক্ষা অধিক সময় পথে

কচ্ছপও ছিল ; সে এই স্থানে ৭৫ বৎসর বাস করিতেছে। সৰ্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একটি বিভাগে মুষিক, ছারপোকা প্রভৃতির থাকিবার স্থান ছিল এবং ইহাদেরও আহারের ব্যবস্থা করা হইত। দা-হিয়ান বর্ণিত দাতব্য চিকিৎসালয় সম্বন্ধে ভিনসেন্ট স্মিথ যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ভারতবাসীমাত্রেই গৌরবান্বিত করিতে পারেন।—“It may be doubted if any equally efficient foundation was to be seen elsewhere in the world at that date ; and its existence anticipating the deeds of modern christian charity, speaks well both for the character of the citizens who endowed it, and for the genius of the great Asoka, whose teaching still bore such wholesome fruit many centuries after his decease.”

অর্থাৎ পৃথিবীর কোন স্থানেই এই সময়ে এরূপ অনুষ্ঠান দৃষ্ট হইত না। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লিখিত হইতে পারে যে, ইউরোপের সর্বপ্রথম চিকিৎসালয় সম্রাট কনষ্টান্টাইনের রাজত্বকালে (২৭৯-৩৩৭) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

অতিবাহিত হয় তবে তাহারা অনাহারে ও তৃষ্ণায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তথাপি খৃষ্টীয়ান দত্ত আহাৰ্য্য গ্রহণ করে না। ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ইহারা আহারের পূর্বে ও মলমূত্র ত্যাগের পরে স্নান করে। ইহাদের বর্ণ অনেক পরিমাণে ব্রাহ্মণগণের ন্যায় পীতভ, তবে অপেক্ষাকৃত শ্বেতাভ। ইহাদের মধ্যে পর্তুগীজ স্ত্রীলোক অপেক্ষা সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে। এই সকল গুজরাটীগণের বর্ণ ইউরোপীয়ান্গণের ন্যায়। ইহারা সূক্ষ্ম শ্বেত অঙ্গাবরণ ব্যবহার করে। ইহাদের পাছুকা লোহিত চর্ম্মের—পাছুকার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম এবং বড়শীর ন্যায় বক্র, শ্মশ্রু তুরকীদের ন্যায় কামান এবং ইহারা ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ৩৪ ভাঁজ করিয়া মস্তকে গুত্র বস্ত্র বন্ধন করে। ইহারা কেশের নিম্নভাগে কপালের উপর একটি তারকা ব্যবহার করে এবং চন্দনের সহিত জল ও ৩৪ গ্রেণ চাউল মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ঐ তারকা পরিষ্কার করে। ব্রাহ্মণগণও এইরূপ আচরণ করে। ইহারা সাধারণতঃ অবয়বে চন্দন ও অগ্ন্যাগ্নি স্মৃগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে। সকল ভারতবাসীই এইরূপ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকগণ ব্রাহ্মণদের স্ত্রীলোকগণের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করে। ইহারা মুসলমান ও অগ্ন্যাগ্নি ভারতবাসীর ন্যায় মৃত্তিকার উপরে উপবেশন করিয়া আহার করে। গৃহে বা সভায় ইহারা মাদুর বা কার্পেটের উপরে উপবেশন করে এবং সর্বদাই গৃহের বহির্ভাগে পাছুকা রাখিয়া গৃহমধ্যে গমন করে। ইহাদের আরও সহস্রাধিক কুসংস্কার আছে—উহা বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই।

অনেক দাক্ষিণাত্যবাসীও গোয়াল্য বাস করে। ইহাদের পরিচ্ছদও গুজরাটবাসীদের ন্যায় ; তবে ইহাদের পাছুকা বিভিন্নপ্রকারের। ইহারা দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখে ; ইহারা উহা কর্তন করে না। বর্ণে ও আকারে ইহারা গুজরাটী ও ব্রাহ্মণদের ন্যায়। ইহারা গো, মহিষ,

গৃহপালিত শূকর, মৎস্য ও মাংস ব্যতীত সকল দ্রব্যই আহার করে। ইহারা ষণ্ড, গো ও মহিষকে পবিত্র বলিয়া গণ্য করে এবং এই সকল জন্তুকে বিশেষ যত্ন করে এবং নিজেরা যে খাদ্য গ্রহণ করে, ইহাদিগকেও সেইরূপ খাদ্য প্রদান করে। ইহাদের মলত্যাগ কালে, উহারা পুচ্ছের নিম্নদেশে হস্ত ধারণ করিয়া মল গ্রহণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে। রাত্ৰিকালে উহারা গৃহপালিত পশুগুলির সহিত একই গৃহে শয়ন করে। বলিতে কি, উহারা পশুদিগকে মনুষ্যেরই ন্যায় বিবেচনা করে এবং মনে করে যে উহাদের পরিচর্যা করিয়া ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করিতেছে। আহারে, গৃহে উপবেশন কালে, স্নানে, শৌচে ও অন্যান্য আচারব্যবহারে ইহারা ব্রাহ্মণ ও গুজরাতীদের ন্যায়। সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহাদের বিবাহের চুক্তি হয় ও একাদশ কি দ্বাদশ বৎসর বয়সে স্ত্রীপুরুষ বিবাহিত হইয়া একত্র বাস করে। বিবাহের এক পক্ষ পূৰ্ব্ব হইতেই ইহারা তুরী, ঢকা ও অগ্নি সহকারে শব্দ করিতে থাকে। এই একপক্ষ কাল দিবারাত্র গীতবাণ্য একরূপ ভাবে চলিতে থাকে যে, অথ কিছুই শ্রুত বা দৃষ্ট হয় না। বিবাহ দিবসে উভয়পক্ষের স্বজনবর্গ একত্র হইয়া অগ্নিকুণ্ডের চারিপাশ্বে উপবেশন করে ও পরে উহা সাতবার প্রদক্ষিণ করে। এইরূপে বিবাহ ব্যাপার সমাধা হয়।

• মাতাপিতা, কন্যাকে সংসারে ব্যবহার-জন্তু বলয়, ইয়ারিং এবং অন্যান্য অল্প মূল্যের দ্রব্যাদি ষৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন। স্বামী ইহাতে সন্তুষ্ট থাকে, কারণ, কন্যা পিতৃধনে উত্তরাধিকারী নহেন—পুত্রই পিতার সকল ধন অধিকার করেন ; তবে পিতা পুত্র, ভগিনী ও কন্যাগণের বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করেন। ইহাদিগকে দাহ করা হয় এবং গৃহস্বামীর মৃত্যু হইলে সাধারণতঃ স্ত্রী সহমৃতা হয়। তবে, ব্রাহ্মণদের

শ্রায় ইহাদের মধ্যে এই আচারের ঐরূপ বাহুল্য দৃষ্ট হয় না। প্রত্যেকেই নিজ পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে এবং স্বব্যবসায়ীর কূলে বিবাহ করে। ব্রাহ্মণদিগের শ্রায় ইহাদেরও উপবাসের ব্যবস্থা আছে। ইহারা পর্তুগীজদের ভূমি ইত্যাদি ভাড়া লয় এবং পর্তুগালাধিপতির অধিকৃত বার্দেস, সালসীট ও গোয়াদীপের রাজস্বসংগ্রহের ভার লইয়া থাকে। আদালতে ইহারা ব্যবহারজীবের সাহায্য গ্রহণ করে না। ইহারা নিজেরাই মোকদ্দমা পরিচালনা করিতে পারে এবং ইহাদের বুদ্ধিতে আমরা আশ্চর্যান্বিত হই। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার কালে ইহারা ভাস্কের বৃত্তের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া মস্তকে যৎসামান্য ভস্ম স্থাপন করে এবং এক হস্ত মস্তকোপরি ও অগ্র হস্ত বক্ষোপরি রাখিয়া দেবতার নাম লইয়া সত্য কথা বলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ইহারা মনে করে যে, ঐরূপ করিয়া মিথ্যা কহিলে নরকগামী হইতে হয়।

কানারীন্গণ ভূমি কৰ্ষণ, মৎস্যজীবীর কার্য্য ও এবস্প্রকার নানা কৰ্ম্ম করে। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহুরাই সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ও দরিদ্র; ইহারা কায়ক্লেশে জীবিকানির্বাহ করে। ইহারা গো, ষণ্ড, মহিষ, বরাহ ও কুকুট মাংস ব্যতীত সকল দ্রব্যই আহার করে; ধর্ম্মে ও আচারে ইহারা দাক্ষিণাত্য-বাসিগণের শ্রায়। ইহারা গোপনীয় স্থান আবৃত রাখিয়া শরীরের অন্ত্রাংশ অংশ উলঙ্গ রাখে। স্ত্রীলোকগণ নাভির নিম্ন হইতে জাম্বু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ক্ষুদ্র বস্ত্র ব্যবহার করে। এই বস্ত্রেরই অন্ত্রাংশ স্বক্কেদেশ ও বক্ষের অর্দ্ধাংশ আবৃত রাখে। ইহারা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, অনেকেই খৃষ্টীয়ান্, এবং ইহারা সমুদ্র-তীরে বাস করে। তাল বৃক্ষ সমুদ্রতীরে বা নদীকূলে জন্মে। নিম্নভূমিতে ধান্য বপন করা হয়; এই ভূমি শীত ঋতুতে জলে আবৃত থাকে। কানারীন্দের চাউলই সম্বল। ইহারা কুকুট, ফল, দুগ্ধ, ডিম্ব

ও অন্ত্যাত্ম দ্রব্য নগরে লইয়া যাইয়া বিক্রয় করে। ইহারা খড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ করে ; গৃহের দ্বার গুলি এত নীচু যে বুকে হাঁটিয়া প্রবেশ ও বহির্গমন করিতে হয়। ইহারা মাছেরে শয়ন করে ; গর্তের মধ্যে রাখিয়া ধাতু হইতে তুষ বাহির করে এবং ইহাদের ভাত সিদ্ধ করিবার জন্য দুই একটি পাত্র আছে। ইহাই তাহাদের তৈজস। বস্তুতঃ পক্ষে তাহারা কি করিয়া জীবন ধারণ করে উহাই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের গৃহগুলি সন্তান সন্ততি পূর্ণ ; সন্তানগুলি সাতবৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উলঙ্গাবস্থায় থাকিয়া পরে ক্ষুদ্র বস্ত্রদ্বারা গোপনীয় স্থান আবৃত করে। এক সময়ে আমি ও আমার কয়েকটি বন্ধু ভ্রমণোদ্দেশ্যে ক্ষেত্রে ও যে স্থানে কানারীনগর বাস করে তথায় গমন করিয়াছিলাম। তৃতীয়ার্ত্ত হইয়া আমি জলপানার্থ একটি কুটারের দ্বারমধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইয়া জল প্রার্থনা করিলে দেখিতে পাইলাম যে, গৃহমধ্যে একাকিনী একটি স্ত্রীলোক কটীবন্ধে দৃঢ় করিয়া নিজ বস্ত্র বন্ধন করিতেছে। তাহার সম্মুখে কাষ্ঠের একটি জলপূর্ণ গামলা রাখিয়াছে এবং তন্মধ্যস্থ জলদ্বারা সে সন্তঃপ্রসূত শিশুকে ধৌত করিতেছে—বিনা সাহায্যে সে এই শিশু প্রসব করিয়াছে। ধৌত করিয়া সে শিশুটিকে উলঙ্গাবস্থায় বৃহৎ একটি ডুমুর পত্রের উপর স্থাপিত করিয়া আমাকে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিল। আমি তাহার অবস্থা দেখিয়া জল পানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া অন্য একটি গৃহে জলপানার্থ গমন করিলাম এবং অল্পক্ষণ পরেই সেই স্ত্রীলোকটিকে ঐ স্থান দিয়া গমন করিতে দেখিলাম। বোধ হইল যেন তাহার কিছুই ঘটে নাই। শিশুদিগকে উলঙ্গাবস্থাতেই লালনপালন করা হয় ; ইহাদিগকে অন্য কোনরূপে পরিচর্যা করা হয় না, কেবল মধ্যে মধ্যে সামান্য একটু শীতল জল দ্বারা ধৌত করা হয়। তথাপি

এই দেশীয় ব্যক্তিগণ শতবর্ষকাল জীবিত থাকে অথচ একদিবস শিরঃপীড়া বা দন্তপীড়া ভোগ করে না অথবা ইহাদের দন্তও পড়িয়া যায় না। ইহারা মস্তকের মধ্যদেশে একগুচ্ছ দীর্ঘ কেশ রাখে; অণুকেশ কর্তন করে কিন্তু এই গুচ্ছটিতে তাহারা হস্তক্ষেপ করে না। ইহারা সম্ভরণে এবং ডুবদিতে অত্যন্ত সুদক্ষ। ইহারা নদীতে “আলমাদিয়া” নামক নৌকায় গমনাগমন করে। এই নৌকা দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড হইতে প্রস্তুত হয়, ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। নদী পার হইতে এই নৌকা ২৩ বার উল্টাইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে তাহারা জলে নামিয়া নৌকা ঠিক করিয়া লইয়া থাকে। ইহারা এরূপ ঘৃণিত জীবন বহন করে যে, একটি পরস্পর জন্তু বেত্রাঘাত সহ্য করে। ইহারা এত স্বল্পাহারী যে মনে হয়, ইহারা বাতাস খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা অত্যন্ত ক্লশ, দুর্বল, কাপুরুষ এবং এই জন্তু পৰ্তুগীজগণ ইহাদিগকে কুকুর এবং পশুর গায় দুর্ব্যবহার করে।

বিবাহ ও মৃত্যুতে, ধর্ম ও আচারে ইহাদিগের আচরণ দাক্ষিণাত্য-বাসীদিগের গায়। মৃতদেহ দাহ করা হয় এবং স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী কেশ কর্তন করিয়া অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহাদের অধিক অলঙ্কার নাই, যাহা আছে তাহাও কাচের।

ভারতবর্ষে অনেক আরব-বাসী ও আবিসিনিয়ান্ আছে। আরববাসী, মুসলমান ধর্মাবলম্বী। আবিসিনিয়ান্দের কেহ মুসলমান, কেহ খৃষ্টীয়ান। আবিসিনিয়ান্দের চারিটি করিয়া ক্রম্ চিহ্ন আছে; নাসিকার উপরে উভয় চক্ষুর মধ্যস্থলে একটি, দুই গণ্ডস্থলে দুইটি, ও চতুর্থটি ওষ্ঠ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আরববাসী ও আবিসিনিয়ান্দের মধ্য যাহারা স্বাধীন তাহারা নাবিক ও সমুদ্রে যাতায়াত করে। পৰ্তুগীজগণ পৰ্তুগীজ-জাহাজে সাধারণ নাবিকের কার্য্য করিলেও, ভারতবর্ষে আসিয়া এরূপ কার্য্যকরা

হীন মনে করে এবং তজ্জন্ত তাহারা এতদ্দেশে আসিয়া জাহাজ পরিচালক ও “সুখানি”র কার্য্য করে। এই সকল আরববাসী ও আবিসিনিয়ান্গণ স্বল্প বেতনেই কার্য্য করে এবং অনেক সময়ে ইহাদিগকে কুকুরের ন্যায় পীড়ন করা হয়। ইহারাও তাহা ধীর ভাবে সহ্য করে, বিন্দু মাত্রও প্রতিবাদ করে না। যে সকল জাহাজে ইহারা কর্ম্ম করে, সেই সকল জাহাজেই নিজ নিজ পরিবার রাখে। ইহারা ভাত ও লবণাক্ত মৎস্য ভক্ষণ করে। উহাদের স্ত্রীপুত্রেরাও জাহাজে গমন করে, কারণ গ্রীষ্মকালেই এই সকল জাহাজ গমনাগমন করে এবং সে সময় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। এই সকল জাহাজে সাধারণতঃ জাহাজের অধ্যক্ষ এবং তরী পরিচালক একজন কি দুইজন পর্তুগীজ থাকে। এতদ্ব্যতীত আরব দেশীয় একজন অধ্যক্ষ থাকে; ইহাকে “মোকাডন্” বলা হয় এবং এবং এই ব্যক্তিই আরব দেশীয় ও আবিসিনিয়ান্ নাবিকদের অধ্যক্ষ। মোকাডন্ ইহাদিগকে ভৃত্য বা ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করে।

এই ব্যক্তিই জাহাজের স্বত্বাধিকারীদের সহিত নাবিকের সংখ্যা সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করে এবং নাবিকদের মাসিক বেতন গ্রহণ করিয়া তাহাদের সহিত ভিন্ন ব্যবস্থা করে। জাহাজগুলি সমুদ্র মধ্যে জলের পিপা ব্যবহার করে না; ইহাদের জলের পিপা নাই; তৎপরিবর্তে ইহারা চতুষ্কোণ চৌবাচ্চা ব্যবহার করে। জাহাজের অধ্যক্ষ, পরিচালক, বণিক্, যাত্রী প্রত্যেকে নিজের খাদ্য নিজেই সংগ্রহ করিয়া রাখে।

[অতঃপর, লিন্সোটেন্ মোজাম্বিক ও ইথিওপিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অনাবশ্যক বোধে পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হইল না।]

মালাবারগণ গোয়া ও কুমরীন অন্তরীপের মধ্যবর্তী সাগর-উপকূলে বাস করে। এই দেশেই মরিচ জন্মে। ইহাদের ভাষা স্বতন্ত্র এবং

ইহাদের দেশ অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত। পুরুষ ও স্ত্রীগণ কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্র ব্যবহার করে। ইহারা বলবান, অহঙ্কারী, উদ্ধত। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ হইলেও ইহাদের ত্বক ও কেশ চিকণ। ইহারা শরীরে ও কেশে তৈল মর্দন করে। ইহারা দীর্ঘকেশরাখে। ইহাদের মুখমণ্ডল, শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইউরোপীয়দের গ্রায়; কেবল বর্ণে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত অসতী।

ইহাদের গৃহাদি সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। ইহাদের আচার ব্যবহার, ধর্ম্য পৌত্তলিকদের গ্রায়। মালাবারদের মধ্যে দুই প্রকার জাতি আছে। অভিজাতীয়গণ নেয়ার অর্থাৎ সৈন্ত—ইহারা কেবল অস্ত্র পরিচালনা করেন। অগ্রাণ্ডলি পলিয়স্—ইহারা অস্ত্রধারণ করিতে পারে না। নেয়ারগণ যেখানেই থাকুন না কেন, রাজ্যদেশ প্রাপ্তিমাত্র তাঁহাদিগকে বুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতে হয়। তাঁহাদের কেহ কেহ সদাসর্বদা দক্ষিণ হস্তে উন্নুক্ত তরবারী ও বাম হস্তে দীর্ঘ ঢাল বহন করেন। এই সকল ঢাল গুলি পাতলা এবং ইহা দ্বারা তাঁহারা সম্পূর্ণ শরীর রক্ষা করিতে পারেন। এই ঢাল বহনে ইহারা এরূপ অভ্যস্ত যে, ইহাতে কোন অস্ত্রবিধা বোধ করেন না। ভ্রমণ কালে ইহারা তরবারীর বাট দ্বারা ঢালে আঘাত করিয়া শব্দ করিতে থাকেন। কেহ কেহ স্কন্ধে ধনুক ও বিষাক্ত তীর বহন করেন। এই তীর ও ধনুক ব্যবহারে তাঁহারা সুদক্ষ। কেহ বর্শা, কেহ বন্দুকও সঙ্গে রাখেন। ইহারা বন্দুক ছাড়িতে এরূপ পরিপক্ক, যে পর্তুগীজগণও ইহাদের সমকক্ষ নহেন। দিবারাত্র, যথায়ই ইহারা গমন করুন না কেন, ইহারা কিছুতেই অস্ত্রবিহীন হন না। ইহাদের কেহই বিবাহিত নহেন এবং কেহ বিবাহ করিতেও পারেন না। এই সকল নেয়ারগণ রাজপথে গমন করিলে ‘পো’ ‘পো’ শব্দ করিতে

থাকেন। এই শব্দে তাঁহারা অপর লোককে সাবধান হইতে বলেন। পলিয়স্ শ্রেণীভুক্ত কোন ব্যক্তি এই শব্দে স্থান ত্যাগ না করিলে ও কোন প্রকারে নেয়ারের গাত্র স্পর্শ করিলে, নেয়ার ইচ্ছাপূর্ব্বক উহাকে হত্যা করিতে পারেন এবং সে জন্ত কেহই তাহাকে দায়ী করিতে পারে না। কোন নেয়ারকে পলিয়স্ বা অন্য কোন জাতিভুক্ত ব্যক্তি স্পর্শ করিলে নেয়ারকে স্থান ও অন্যান্য আচারাদি সহ শরীর পরিষ্কার করিতে হয়। কোন খৃষ্টীয়ানও নেয়ারকে স্পর্শ করিতে পারে না। পর্তুগীজগণ যখন সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করে, তখন শান্তিরক্ষার্থ কোর্টীনে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, দুই পক্ষের দুই জনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবে এবং যে জয়লাভ করিবে তাহার জাতিই প্রাধান্য লাভ করিবে ; এই যুদ্ধে পর্তুগীজ যোদ্ধা জয়লাভ করাতে নির্দ্ধারিত হয় যে, নেয়ারগণ রাজপথে পর্তুগীজ দেখিলে স্থানত্যাগ করিবেন। নেয়ারগণ দীর্ঘ নথ রাখেন এবং ইহাদ্বারাই তাঁহাদের ভদ্রত্ব প্রমাণিত হয়।

নেয়ারদের অধ্যক্ষগণ কনুইয়ের নিম্নে, স্তূর্ণ বা রোপ্যের বলয় বা অঙ্গুরীয় ব্যবহার করেন। ইহাদের শাসনকর্তা, দূত ও নরপতিগণও এইরূপ অলঙ্কার পরিধান করেন। ইহা দ্বারাই তাঁহারা অন্তলোক হইতে চিহ্নিত হইয়া থাকেন ; অন্য কোন প্রভেদাত্মক চিহ্ন নাই। নেয়ারদের অধ্যক্ষ, নরপতি বা অন্যান্য দলপতিগণের অন্ত্র গমনাগমন কালে অন্যান্য নেয়ারগণ তাঁহাদের সমভিব্যাহারী হয়। ইহারা সূদক্ষ ও বলবান সৈন্য এবং অপরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিতে পারেন এবং অত্যন্ত প্রতিহিংসা পরায়ণ। জলযুদ্ধ বা স্থলযুদ্ধ কালে যদি কোন নেয়ার বর্শাবিদ্ধ হন, তবে তিনি সহজে পরাজয় স্বীকার করেন না ; দুই হস্তদ্বারা বর্শা শরীর হইতে উন্মুক্ত করিয়া শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসা সাধনে চেষ্টা করেন।

রাজা প্রকাশে কোন নেয়ারকে হত্যা বা তাঁহার বিচার করিতে অক্ষম ; যদি কেহ প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তবে তিনি অগ্নি নেয়ার গণকে উহার প্রাণহত্যার জন্ত নিযুক্ত করেন। যে স্থানে নেয়ারগণ বাস করেন, তথায় তাঁহারা একটি গর্ত বা কূপ খনন করেন। এই জলপূর্ণ গর্তে স্ত্রীপুরুষে প্রকাশে স্নান করে। রাজাও প্রতাহ এইরূপ গর্তে অবগাহন করেন। এই জল এরূপ নীলবর্ণ এবং হুর্গন্ধ যে, ইহার পার্শ্বদিয়া গমন করাও দুঃসাধ্য। ইহাদের ঋক বিশ্বাস যে, এই জলে স্নান না করিলে অপবিত্র ও পাপী হইতে হয়। ইহারা ইহাও বলে যে, প্রবাহিতা নদীর জলে অবগাহন করিলে ফল হয় না। বদ্ধ জল ও তাহাদের ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক নির্দ্ধারিত শব্দোচ্চারণ ও আচার সহকারে আশীর্বাদ ব্যতীত ইহা সিদ্ধ হয় না। অগ্ন্যাগ্নি পৌত্তলিকগণের গ্রাম ইহাদের দাহ করা হয়। ভাগিনেয় মাতুলের সম্পত্তির অধিকারী হয়—পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার নাই।

পল্লিসংগণ কৃষিজীবী, শ্রামিক ও মৎস্যজীবী। ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করা হয় ; ইহারা অতিকষ্টে জীবন যাপন করে, এবং কোনরূপ অস্ত্র ধারণ করে না ; নেয়ারগণকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। অগ্ন্যাগ্নি প্রকারে ইহারা হিন্দুদের আচার প্রতিপালন করে। প্রত্যেকেই পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করে, এবং কোন কারণেই স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে পারে না।

গোয়া ও কোচীনের গ্রাম ভারতবর্ষের অগ্ন্যাগ্নি স্থানেও ইহুদী ও যুরগণ বাস করে। তাহারা যে স্থানে বাস করে, আবাস-গৃহ ও পরিচ্ছদে সেই স্থানেরই প্রথা অবলম্বন করে। ভারতবাসীদের মধ্যে বাসকালে তাহারা নিজ নিজ মসজিদ, গির্জায় স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মানুমোদিত আচার

প্রতিপালন করে। কিন্তু, যে স্থানে পর্তুগীজগণ বাস ও শাসন করে, তথায় প্রকাশ্যভাবে ইহারা ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে না। এমন কি, যে সকল ভারতবাসী একূপ স্থানে বাস ও ব্যবসায় বাণিজ্য করে, তাহারা স্ব স্ব গৃহে ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহারা একূপ করিতে অক্ষম। নগর-বহির্ভাগে এবং যে স্থানে পর্তুগীজদের অধিকার নাই, তথায় তাহারা স্বেচ্ছানুসারে নিজ নিজ আচার প্রতিপালন করিতে পারে ; কেহ কোন স্থানে প্রকাশ্যে একূপ করিলে তাহাকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অথবা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। এই সকল ইহুদীগণ ইউরোপীয়দের ত্রায় শ্বেতবর্ণ এবং ইহাদের জ্ঞাণ ও সুন্দরী। অধিকাংশই পালেষ্টাইন ও জেরুজালেম হইতে আসিয়া থাকে এবং স্পেনীয় ভাষায় সুন্দররূপে কথোপকথন করিতে পারে।

মুরদিগেরও স্বতন্ত্র মসজিদ আছে এবং তাহারা তথায় উপাসনা করে। ইহাদের সন্তানগণ মসজিদে যাইবার পূর্বেই ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করে। মসজিদে যাইবার পূর্বে ইহারা পদধৌত করে। এই উদ্দেশ্যে তাহাদের মসজিদের নিকট চৌবাচ্চা থাকে। মসজিদে প্রবেশের পূর্বে ইহারা পাছুকা উন্মোচন করে ও মসজিদ মধ্যে উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পরে হস্তোত্তোলন পূর্বক নানা প্রকার মুখভঙ্গি করে। ইহারাও ইহুদীগণের ত্রায় মুঞ্চ ছেদন করে। ইহারা শূকর মাংস ভক্ষণ করে না এবং মৃতদেহকে সমাধি দেয়। ইহাদের গির্জায় কোন মূর্তি নাই ; কয়েকটি স্তম্ভ আছে এবং স্তম্ভ গাত্রে কোরানের কথা লিপিবদ্ধ আছে। একদিবস আমি ও আমার জনৈক বন্ধু নগর-বহির্ভাগে গমন করিয়াছিলাম এবং তথায় একটা মসজিদ দেখিয়া উহাদর্শনে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। দ্বারবান পাছুকাসহ আমাদের ঐ গৃহে

প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল কিন্তু মসজিদাভ্যন্তর দেখাইবার জন্য কয়েকটি গবাক্ষ উন্মুক্ত করিল। আমার সঙ্গীয় পর্তুগীজ-বন্ধু মসজিদে কোন দেবমূর্তি নাই দেখিয়া দ্বারবানকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মুর উত্তর করিল যে, তাহারা প্রস্তর উপাসনা করে না, স্বর্গের ঈশ্বরকে পূজা করে এবং পর্তুগীজ, খৃষ্টীয়ান ও পৌত্তলিকগণ একই ধর্মাবলম্বী ; কারণ তাহারা কাষ্ঠের ও প্রস্তরের মূর্তি উপাসনা করে ও একমাত্র ভগবানের যাহা প্রাপ্য তাহাই ঐ সকল মূর্তিকে প্রদান করে। এই উত্তরে পর্তুগীজ-বন্ধু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভৎসনা করিতে লাগিল এবং আমি না থাকিলে উভয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হইত।

করমণ্ডল উপকূলস্থ নরসিংহ রাজ্যে (১৩) একটি সুবৃহৎ, ধনশালী মন্দির আছে। এই মন্দির মধ্যস্থ দেবতাকে অত্যন্ত সম্মান করা হয় এবং নিকটবর্তী সকল প্রদেশ হইতে বহু তীর্থযাত্রী এইস্থানে সমবেত হয়। প্রতিবৎসর এই স্থানে অনেক মেলা, আমোদ প্রমোদ ও শোভা যাত্রা হয় ও প্রকাণ্ড একখানি শকট প্রতি মেলায় ও শোভাযাত্রায় প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই শকট একপ' ভারী যে তিন চারিটা হস্তী ইহা অতিকষ্টে টানিতে পারে। এই শকটে অনেকর জু সংলগ্ন থাকে এবং ভক্তিপূর্ণ চিত্তে তীর্থযাত্রী স্ত্রী পুরুষ এই শকট টানিতে থাকে। এই শকটের উর্দ্ধভাগে একটি আসনে দেবমূর্তি রক্ষিত হয় এবং আসনের তলদেশে সকল রাণী সমবেত হইয়া নানাপ্রকার সুমধুর বাগ্ধ্বনি করিতে থাকেন। এই প্রকারে বহুভক্ত পরিবেষ্টিত হইয়া এই শকট টানা

(১৩) বিজয়নগর রাজ্য। যখন পর্তুগীজগণ ভারতবর্ষে আসিতে আরম্ভ করেন, তখনও বিজয়নগর স্বাধীন ছিল।

হইয়া থাকে। অনেক যাত্রী ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া স্বীয় অবয়ব হইতে মাংস খণ্ড ছেদন করিয়া দেবতার নিকট নিক্ষেপ করে; কেহ কেহ চক্রের নিয়মদে পতিত হইয়া দলিত হয়। যাহারা এবশ্বপকারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদিগকে পুণ্যবান্ বলিয়া মনে করা হয়। তাহারা এইপ্রকার সহস্রাধিক কদাচার প্রতিপালন করে।

এক সময়ে আমি ও আমার কয়েকটি পর্তুগীজ বন্ধু রাজপ্রতিনিধির অনুমতানুসারে উপকূল হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূরবর্তী এক স্থানে সমবেত হইয়াছিলাম। আমাদের সহিত কয়েকটি দাক্ষিণাত্যবাসী ও ভারতবাসী ছিল। ইহারা দেশের অবস্থা উত্তমরূপে অবগত ছিল। আমাদের এইরূপ গমনের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা অবগত হইয়াছিলাম যে একজন ব্রাহ্মণের শবের সহিত তাহার স্ত্রী জীবিতাবস্থায় দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং এই দৃশ্য দেখিবার জন্তই আমরা আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমরা গ্রামের মধ্যে আরও অনেক আশ্চর্য ঘটনা দর্শন করিলাম। পশ্চিমমধ্যে ও প্রত্যেক পর্বতে, আমরা দেবতা দেখিলাম। প্রকৃত পক্ষে এই কদাকার দেবতাগুলি প্রেতের স্ত্রী। অবশেষে আমরা যে গ্রামে উপস্থিত হইলাম, তথায় প্রস্তর নির্মিত একটি মন্দির ছিল। এই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আমরা তথায় দোলায়মান মঞ্চ ও তত্পরি চিত্রিত এক দেবতা দর্শন করিলাম। ইহা একরূপ ভয়াবহ ও কদাকার যে আমরা একরূপ আর কোন দিন দেখি নাই। ইহার অনেকগুলি শৃঙ্গ ও মুখ হইতে জানু পর্য্যন্ত দীর্ঘ দস্ত ছিল। উদর ও নাভির নিম্নে দস্ত ও শৃঙ্গ বিশিষ্ট ঠিক একরূপ আর একটি মুখ অঙ্কিত ছিল। মূর্তির মস্তকোপরি মুকুট ছিল। ইহা প্রাচীর গায়ে বিলম্বিত ছিল। এই প্রাচীর অন্য একটি কক্ষকে পৃথক রাখিয়াছে।

শেষোক্ত কক্ষে গবাক্ষ বা আলোক প্রবেশের কোনই ছিদ্র নাই। মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র দ্বার এবং এই দ্বারের উভয় পার্শ্বেই প্রাচীর গাত্রে ক্ষুদ্র অগ্নিকুণ্ড ছিল। পূজাকালে গৃহে ধূম প্রবেশ জন্ত এই প্রাচীরে কয়েকটি ছিদ্রও ছিল। আমরা সেই স্থানে চাউল, শস্ত, ফল, কুক্কট ও অগ্ন্যাণ্ড নানা প্রকার উপহার দেখিলাম। ভারতীয়গণ প্রতিদিন এই সকল উপহার প্রদান করে। কিন্তু, ঐ স্থান হইতে একপ পূতিগন্ধ ও ধূম নির্গত হইতেছিল যে সকলেরই নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছিল। মন্দিরের মধ্যস্থলে প্রস্তর নিৰ্ম্মিত একটি ষণ্ড ছিল এবং আমাদের একজন সঙ্গী ক্রীড়াচ্ছিল এই ষণ্ডোপরি আরোহণ করাতে, মন্দির বক্ষক ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং তাহার চীৎকারে অনেক প্রতিবেশী তথায় সমাগত হইল। কিন্তু, তাহাদের আগমনের পূর্বেই, আমরা ব্রাহ্মণের নিকট দোষ স্বীকার করিয়া ও অগ্ন্যাণ্ড প্রকারে তাহার ক্রোধোপনয়নে সক্ষম হইলাম এবং প্রতিবেশী-বর্গও গৃহে গমন করিল। তখন আমরা ব্রাহ্মণকে অভ্যন্তরস্থ মন্দিরের দ্বার উদ্বাটনের জন্ত অনেকক্ষণ অনুরোধ করাতে সে সন্মত হইয়া আমাদের কপালে ভস্মচিহ্ন দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু আমরা অস্বীকার করাতে, বাধ্য হইয়া তাহার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম যে, আমরা মাত্র মন্দিরের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইব।

উহাদের মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত হইলে বোধ হইল যে উহা একটি চূণের খনি। আলোক প্রবেশের জন্ত উহাতে বিন্দুমাত্রও ছিদ্র ছিল না। কক্ষ মধ্যে অন্ততঃ একশত প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত এবং মধ্যস্থলে একটি বেদী ছিল। এই বেদী কার্পাস ও সুবর্ণের আবরণে আচ্ছাদিত ছিল। মন্দিরস্থ ব্রাহ্মণ বলিল যে, দেবতা আকারে ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায়।

মন্দিরের বৃহৎ দ্বারের পার্শ্বে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রস্তরের একটি চতুষ্কোণ গর্ত আছে—ইহা প্রস্তর খোদিত করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা নীলবর্ণ পৃতিগন্ধময় জলপূর্ণ। ইহাতে নামিবার অধিরোহণী আছে এবং যাত্রীগণ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বে এই জলে অবগাহন করে।

এই স্থান হইতে আমরা কিঞ্চিদূরে অগ্রসর হইলাম। সর্বত্রই প্রস্তর খোদিত ও পূর্বোল্লিখিত আকারের মূর্তি দেখিতে পাইলাম। মূর্তিগুলি মন্দিরের বহির্দিশে অবস্থিত এবং প্রত্যেকেরই নিকটে ক্ষুদ্র জলাধার রহিয়াছে। যাত্রীগণ গমনাগমন কালে এই সকল জলাধারে পদধৌত করিয়া এই সকল দেবতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। ঐসকল দেবতার নিকট সাধারণতঃ দুইটী অগ্নিকুণ্ড ও প্রস্তরের গাভী বা বৎস রহিয়াছে এবং নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী সকলেই ইহাদের সন্মুখে উপহার স্থাপন করে। যাত্রীগণ মনে করে যে, দেবতারা রাত্রিতে এই সকল উপহার ভক্ষণ করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা পূজক ব্রাহ্মণগণই গ্রহণ করে। প্রত্যেক স্থানেই আমরা এই প্রকার উপহার দেখিলাম কিন্তু এই গুলি এরূপ অপরিচ্ছন্ন যে আমাদের ঐ গুলি গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মিল না। এই সকল দেবমূর্তি দেখিয়া আমরা গ্রামে প্রত্যাগমন করিলাম এবং পূর্বোক্ত দেবমন্দিরে গমন করিলাম। ব্রাহ্মণ আমাদের বলিয়াছিল যে, ঐ দিবস সঙ্কটকালে শোভাযাত্রা করিয়া দেবতাকে বনভূমিতে লইয়া যাওয়া হইবে। ঐ সময়ে, তাহারা একটি ক্ষুদ্র ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিল। এই ঘণ্টাটি তাহারা খৃষ্টীয়ানদের নিকটেই পাইয়াছিল। ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে সকলে সেই স্থানে সমবেত হইল এবং দেবতাকে তাহারা পৈশাচিক গর্ত হইতে নিষ্কাশন করিয়া বিশেষ ভক্তি সহকারে পাকীতে স্থাপন করিল। তদন্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই পাকী বহন ও

অত্যাশ্চর্য্য সকলে পাকীর অনুগমন করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবধ্বনি ও চীৎকার হইতে লাগিল। এই প্রকারে তাঁহাকে একটী ক্ষেত্র পর্য্যন্ত লইয়া পূর্ব্বোক্ত জলাধার সমীপে আনয়ন করিয়া ঐ জলে তাহাকে উত্তম রূপে প্রক্ষালন করিল। অবশেষে তাহারা তাহাকে তাহার গর্ভে লইয়া প্রদীপগুলির মধ্যে স্থাপন করিল। তখন তাহারা চীৎকার করিয়া ও প্রত্যেকে সাধ্যানুসারে উপহার প্রদান করিয়া গৃহে গমন করিল। ব্রাহ্মণ একাকী রহিল এবং স্ত্রী ও পারিবারবর্গসহ সেই উপহার ভোগ করিল।

* * * * *

১৫৩৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চারিজন ইংরাজ আলেন্সো হইতে অস্মাজ দ্বীপে আগমন করেন। ইঁহারা ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া ও জিব্রাল্টর্ প্রণালী অতিক্রম পূর্ব্বক ত্রিপোলী ও তথা হইতে আলেন্সোয় পৌঁছেন। আলেন্সোনগরে ইতালিবাসী, ফরাসী, ইংরাজ, আর্মেনিয়ান, তুরকবাসী ও মূর প্রভৃতি সকল জাতীয় বণিক্ বাস করেন। এই নগর বাণিজ্য প্রধান; এই স্থান হইতে প্রতি বৎসর দুই দল বণিক্ ভারতবর্ষ, পারস্য, আরব এবং নিকটবর্তী অত্যাশ্চর্য্যদেশে বাণিজ্যার্থ গমন করে। উল্লিখিত ইংরাজগণের মধ্যে তিনজন তাঁহাদের কোম্পানী কর্তৃক, অস্মাজে কোন কর্মচারী থাকিতে পারেন কিনা ইহা অনুসন্ধানের জন্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই তিন জনের একজন পূর্ব্ব একবার অস্মাজে আসিয়া তত্রস্থ বাণিজ্যাদির বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শে অপর দুইজন এইস্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা বস্ত্র, জাফরান্, নানাপ্রকার কাচ, ছুরী এবং অত্যাশ্চর্য্য পণ্যসহ এইস্থানে আসিয়াছিলেন। যদিও এই সকল পণ্যের একত্রীভূত মূল্য কম ছিল না, তথাপি তাঁহাদের অন্ত উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, তাঁহারা মূলতঃ বহুমূল্যবান্

প্রস্তুতাদি ক্রয়ের সঙ্গে প্রচুর অর্থ আনয়ন করিয়াছিলেন এবং বাহাতে প্রতারিত না হন, তজ্জন্ত উহা অতি সঙ্গোপনে রাখিয়াছিলেন। অস্মাজে তাঁহারা একটা বিপণি সজ্জিত করিয়া নিজেদের পণ্য বিক্রয় করিতেছিলেন। কিন্তু ইতালী দেশীয় বণিকগণ এতদৃষ্টে ইংরাজদিগের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া এবং নিজেদের ভবিষ্যদুন্নতির আশঙ্কায় অস্মাজে কাপ্তেন ডন্ গজালো ডি মিনিসিসের নিকট গমন করিয়া ইংরাজগণ জুপুচর ও বিধর্মী বলিয়া নির্দেশ করাতে ও তাঁহাদের বিনা পরীক্ষায় স্থান ত্যাগ করিতে নিষেধ ও শাস্তি প্রদান করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন।

কাপ্তেন ইংরাজদের বন্ধু ছিলেন; ইতঃপূর্বে ইহাদেরই একজন এতদেশে আসিয়া তাঁহাকে নানা উপহারে ভূষ্ট করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্ত তিনি পণ্যসহ তাঁহাদিগকে গোয়াভিমুখী জাহাজে প্রেরণ করিলেন—উদ্দেশ্য গোয়ার গবর্নর যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন। গোয়ায় পৌঁছিবামাত্র তাঁহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল এবং সর্বপ্রথমে তাঁহারা খৃষ্টীয়ান কিনা তাহাই পরীক্ষা করা হইতে লাগিল। তাঁহারা খৃষ্টীয়ান বলিয়া নিজেদের প্রতিপন্ন করণে সক্ষম হইলেও, ইংরাজ বলিয়া তাঁহাদিগকে সন্দেহ করা হইতে লাগিল। জিসুইটগণ তাঁহাদিগকে বন্দীরূপে পর্তুগালে প্রেরণ করিবার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং ইংরাজগণকে জিসুইটদিগের ধর্ম গ্রহণে বিশেষরূপে প্রোৎসাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। জিসুইটগণের এইরূপ করিবার কারণ ছিল। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, ইংরাজদের নিকট অনেক অর্থ আছে এবং তাঁহারা এই অর্থ হস্তগত করিবেন। ইংরাজগণ ঐ ধর্ম গ্রহণে অস্বীকার করিলেন। অবশেষে তাঁহাদের একজন (ইনি চিত্রকর ছিলেন এবং দেশ-দর্শনেচ্ছায় ইংরাজগণের

সহগামী হইয়াছিলেন) ভয়ে ও অভাবে জিসুইট হইতে স্বীকার করিলেন। এই চিত্রকের নিকট অর্থ ছিল না কিন্তু ভারতবর্ষে চিত্রকের অভাব থাকাতে ও ইঁহার দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়া অপরেও জিসুইট হইবে মনে করিয়া, জিসুইটগণ ইঁহাকে স্বদলভুক্ত করিয়া লইল। তথাপি অপর তিনজন কারাগারে বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা অবগত হইলেন যে, প্রধান ধর্মযাজকের গৃহে কয়েকজন ওলন্দাজ বাস করেন, এবং আমাদিগকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রার্থনা করিলেন। আমরা তথায় উপনীত হইলে তাঁহারা দুর্দৃষ্টের কথা নিবেদন করিলেন, এবং প্রতিভূ হইয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে, যদি তাঁহারা প্রকৃত বণিক না হন, তবে বিচারে যে শাস্তি হয় তাহাই তাঁহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

আমরা সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া প্রধান ধর্মযাজকের নিকট উপনীত হইলাম এবং আমাদের প্রার্থনায় ধর্মযাজক মহাশয় শাসন-কর্তাকে অনুরোধ করাতে, ইংরাজগণ মুক্তি লাভ করিলেন এবং তাঁহাদিগের পণ্যও প্রত্যর্পণ করা হইল। কিন্তু তাঁহারা জামিন না দেওয়া পর্য্যন্ত স্থান ত্যাগ না করিতে আদিষ্ট হইলেন। তাঁহারা একজন নগরবাসীকে প্রতিভূ স্থির করিলেন এবং কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পণ্য-বিক্রয়ে ব্রতী হইলেন। তাঁহারা শীঘ্রই তাঁহাদের ভদ্রব্যবস্থারে সুষম অর্জন করিলেন; তাঁহারা আমাদিগকে যথেষ্ট বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কারণ, আমাদের জন্তই প্রধান ধর্মযাজক মহাশয় রাজ-প্রতিনিধির নিকট অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ ধর্মযাজক মহাশয়কে অনেক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি কাহারও উপহার গ্রহণ করেন না।

তঁাহারা “মাস” শ্রবণ ও অন্যান্য প্রকারে ধার্মিকের গ্রাম ব্যবহার করিতেছিলেন। কিন্তু, জিসুইটদের নিকট ইহা আদৌ প্রীতিকর হয় নাই এবং তঁাহারা নানাপ্রকারে ইহাদের ভীতি উৎপাদন করিতেছিলেন।

অবশেষে ইংরাজদের নিকট একরূপ আচরণ অসহ্য হইয়া উঠিল এবং স্থান ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে তঁাহারা বন্ধুদের সাহায্যে অর্থদ্বারা মূল্যবান প্রস্তর সমূহ ক্রয় করিলেন। গোপনে তঁাহারা গোয়ার তিন মাইল দূরবর্তী বাদেসে যাইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। যাহাতে কোনরূপ সন্দেহ না হয়, তজ্জন্ম তঁাহারা দোকানে যৎ সামান্য পণ্য রাখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

তঁাহাদের পলায়নের সংবাদে গোয়ার অধিবাসিবৃন্দ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইল। সর্বাপেক্ষা দুঃখিত হইল জিসুইটগণ। এদিকে যে ইংরাজটী জিসুইট হইয়াছিলেন, তিনিও তঁাহার সঙ্গিগণের পলায়নের সংবাদে এবং জিসুইটগণ পূর্বে তঁাহাকে যেরূপ যত্ন করিত, সেইরূপ যত্ন না করাতে জিসুইটদিগের সহিত কলহ করিয়া তাহাদের আশ্রয় ত্যাগ করিলেন। তিনি একজন মাষ্টিকোসের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঐ স্থানে পণ্যাজীবরূপে বাস করিতে লাগিলেন।

উক্ত ইংরাজগণের পলায়নের সময় হইতে এই প্রদেশে অন্য কোন ইংরাজ আগমন করেন নাই।

* * * * *

ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে গৃহপালিত পশু যথা ঘণ্ড, গাভী, মেঘ, শূকর, ছাগল অতি সুলভে পাওয়া যায়। অবশ্য, অত্যধিক উষ্ণতার জন্ম এই সকল পশুর মাংস ইউরোপীয় পশুর তায় সুস্বাদু নহে

এবং তজ্জন্তু অধিক পছন্দ করা হয় না। গোমায় সামান্য মূল্যে একটি মেষ ক্রয় করিতে পারা যায়। আহারের জন্তু সাধারণতঃ ভারতবর্ষে যত্ন হত্যা করা হয় না ; ইহাদিগকে ভূমি কর্ষণের জন্তু নিযুক্ত করা হয়। মেষ মাংস অধিক পছন্দ করা হয় না। শূকরমাংস মেষমাংস অপেক্ষা সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। এতদেশীয় মেষ বৃহদাকারের হইয়া থাকে—ইহার পুচ্ছেও মাংস থাকে। অনেক মহিষ আছে ; তবে ইহারা আহারের উপযোগী নহে। দরিদ্র ব্যক্তিগণই এই মাংস ভক্ষণ করে। মহিষের দুগ্ধ সুন্দর এবং যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত হয় এবং সাধারণতঃ এই দুগ্ধই পান করা হয়। ক্রীতদাস ও কানারীন্গণ রাজপথে মহিষ ও মেষের দুগ্ধ, এবং সর ও মাখন বিক্রয় করে। ইহারা ননীও প্রস্তুত করে ; তবে এই ননী লবণাক্ত ও শুষ্ক। বন্তবরাহ, খরগোস এবং হরিণ ভারতবর্ষের সর্বত্র পাওয়া যায়। কিন্তু, কুকুট ও তিতির প্রচুরপরিমাণে ও সুলভে বিক্রয় হয়। গোয়া ও তন্নিকটবর্তী স্থানে চড়ুই ও অগ্ন্যান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী সামান্য পরিমাণে দৃষ্ট হয় ; কিন্তু, কোচীন ও মালাবার উপকূলে এই প্রকার ক্ষুদ্র পক্ষী অত্যন্তই পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে একরূপ বৃহদাকারের বাহুড় আছে যে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। ইহারা ফল ও ওষধির অত্যন্ত হানি করে এবং তজ্জন্তু কানারীন্গণ ইহাদিগকে নিশ্চূল করিবার জন্তু বৃথা চেষ্টা করে। ভারতীয়গণ বাহুড়ের মাংস ভক্ষণ করে এবং বলে যে, ইহার মাংস তিতিরের তায়।

ভারতবর্ষে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে কৃষ্ণ বর্ণের বায়স আছে ; ইহারা শস্তাদির অত্যন্ত ক্ষতি করে এবং একরূপ সাহসী যে গবাক্ষ পথে গৃহে আসিয়া পাত্রস্থ মাংস গ্রহণ করে। আমি এক্ষণে আমার কক্ষে বসিয়া লিখিতেছি এবং একটি বায়স কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার

প্রতিবন্ধকতা সন্তোষ দোয়াতের মধ্যস্থ তুলা ফেলিয়া দিয়াছে। এই সকল বায়স সাধারণতঃ মহিষের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করিয়া তাহাদের লোম একরূপ ভাবে উৎপাটিত করে যে অতি অল্প মহিষেরই পৃষ্ঠদেশে লোম দেখা যায়। মহিষ কাকের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য জলা-ভূমিতে ও জলমধ্যে অবস্থান করে। অতঃ কোন প্রকারেই তাহারা কাকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না।

ভারতবর্ষে বৃহদাকারের মূষিকও আছে—একরূপ বৃহৎ যে এগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র বরাহের ন্যায় এবং মার্জ্জারগণ মূষিকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না। ইহাদের অত্যাচারে অনেক সময় গৃহ ভূমিসাৎ হয়। অতঃ এক প্রকার ক্ষুদ্র মূষিকও আছে ; ইহাদিগকে সুগন্ধি মূষিক বলে, কারণ ইহাদের গাত্রে মৃগনাভির গন্ধ থাকে।

ভারতবর্ষে এত অধিক পরিমাণে পিপীলিকা আছে যে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। ইহারা বস্ত্র ও আহাৰ্য্য উভয়ই নষ্ট করে। ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভারতবর্ষে বাক্সের মধ্যে আহাৰ্য্য বা বস্ত্র রাখা হয়। এই সকল বাক্সের চারিটি করিয়া পায়া থাকে এবং এই সকল পায়া জলমধ্যে স্থাপিত থাকে। বস্তুতঃপক্ষে ভারতবর্ষের পিপীলিকা এই দেশের একটা অভিশাপ। কেহ কেহ শয়নের খট্টানের নিম্নেও জলপাত্র রাখে। কেহ কেহ পর্তুগাল বা তুরস্ক এবং পারস্ত হইতে আনীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীকে রক্ষা করিবার জন্য খাঁচার নিম্নে জলপাত্র স্থাপন করে ; নতুবা পক্ষীর রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। অতঃ এক প্রকার পিপীলিকা আছে—ইহা প্রায় এক অঙ্গুলী দীর্ঘ এবং ইহারা ক্ষেত্রের ফল, শস্য ও বৃক্ষের অত্যন্ত অপকার করে।

ভারতবর্ষে কীট ও ঘৃণণ বিস্তর ; এতদেশে নিতান্ত আবশ্যকীয়

বস্ত্রাদি ব্যতীত কেহই অতিরিক্ত বস্ত্র এই সকল পোকা ও ঘূণের জন্ত রাখিতে পারে না। কীটের অত্যাচারে প্রয়োজনীয় দলিলাদি রাখাও মুকঠিন।

দেশ মধ্যে ব্যাঘ্রও আছে ; অগ্ন্যাগ্নি হিংস্র পশু যথা সিংহ, ভল্লুক প্রভৃতি অগ্নি, অথবা নাই বলিলেই হয়। তবে বিষধর সর্প প্রভৃতি আছে এবং ইহারা গৃহ প্রাচীরে উঠিয়া শয্যাশায়ী ব্যক্তিকে দংশন করে। এই জন্ত অর্থশালী ব্যক্তিবর্গ বিছানায় মশারি ব্যবহার করে। অনেক কুকলাসও আছে ; তবে ইহারা বিষধর নহে।

অনেক বানর আছে ; ইহারা তালবৃক্ষের অত্যন্ত অপকার করে। অনেক তোতা পাখী আছে। মালাক্কা হইতে তোতার গায় এক প্রকার পক্ষী ভারতবর্ষে আনীত হয় ; ইহারা দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর এবং ভারতবর্ষে ইহা বহুমূল্যে বিক্রীত হয় ; ইহাদের স্বরও অতি মিষ্ট। এই পক্ষীকে পৰ্তুগালে লইয়া যাইবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হওয়া যায় নাই ; পশ্চিমধ্যেই ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই হস্তী পাওয়া যায়। সিংহলদ্বীপেও প্রচুর হস্তী আছে। পৃথিবীর মধ্যে সিংহলের হস্তীই সর্বাপেক্ষা উত্তম ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিবেচিত হয়। কথিত হয় যে, অগ্ন্যাগ্নি স্থানের হস্তী সিংহলের হস্তীকে দেখিলে সম্মান করে। ভারতবর্ষে হস্তীকে নল ও অগ্ন্যাগ্নি ভারিদ্ৰব্য বহনে নিযুক্ত করা হয়। রূজাই হস্তী রাখেন এবং কাহারও আবশ্যক হইলে রক্ষকের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হয়। তখন রক্ষক হস্তীর স্বক্কেদে উঠিয়া ও হস্তে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মস্তকে আঘাত করে ; ইহাতেই হস্তী রক্ষকের আদেশ প্রতিপালনে বাধ্য হয়। ইহারা

চাউল ও জল ভক্ষণে জীবন ধারণ করে এবং অগ্নি চতুষ্পদ জন্তুর গায় শয়ন করে। শীতকালে, বর্ষারন্তের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা এক প্রকার উন্মত্ত হয় এবং তখন ইহাদিগকে দমন করিয়া রাখা রক্ষকের পক্ষে দুষ্কর হয়। এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ইহারা এইরূপ উন্মত্ত হয় এবং সেই সময়ে ইহাদিগকে উন্মুক্ত স্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

[অতঃপর লিন্সোটেন হস্তী সম্বন্ধে কয়েকটি আখ্যায়িকা প্রদান করিয়াছেন] ।

বঙ্গদেশ ও পাটনা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্ত্র গণ্ডার পাওয়া যায় না। ইহারা হস্তী অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহাদের নাসিকার উপরে শৃঙ্গ আছে। ইহারাই হস্তীর প্রধান শত্রু। পৰ্ব্বতগীজগণ ও বঙ্গদেশের অধিবাসি-বৃন্দ বলে যে গঙ্গা নদীতে অনেক গণ্ডার আছে। ভারতবর্ষে গণ্ডারের শৃঙ্গকে অত্যন্ত আদর করা হয় এবং ইহা সকল প্রকার বিষ নিরাকরণে ব্যবহৃত হয়। ইহার দন্ত, নখ, চর্ম, রক্ত, এমনকি ইহার পুরীষ এবং মূত্রকেও যথেষ্ট আদর করা হয়, ইহা অনেক প্রকার ব্যাধিতে প্রয়োগ করা হয় এবং অনেক পীড়াতে বিশেষ ফলদায়ক। আমি নিজেও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তবে সকল গণ্ডারই মূল্যবান নহে। বঙ্গদেশের গুলিই মূল্যবান।

বঙ্গদেশ, মালাক্কা ও শ্রামে একপ্রকার বন্য মেষ পাওয়া যায়; ইহাদের শৃঙ্গও মূল্যবান; এই সকল শৃঙ্গ বিষ নিরাকরণে ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে মৎস্ত সুপ্রচুর এবং সুমিষ্ট। অধিকাংশ মৎস্তই ভাতের সহিত আহার করা হয়। ইহার ঝোল করিয়া ভাতের সহিত গ্রহণ করা হয়। ইহা একটু অম্ল, কিন্তু খাইতে সুস্বাদু। মৎস্তই ভারতবাসীর দৈনিক খাদ্য। কাঁকড়াও যথেষ্ট পাওয়া যায়—ইহাও সুমিষ্ট ও বৃহদাকারের।

কোচীনে প্রচুর পরিমাণে শুক্কিও পাওয়া যায় ; কোচীন হইতে শুক্কি কুমারিকা অন্তরীপে রপ্তানি হয় । ভারতবর্ষে মৎশ অত্যন্ত সুলভ । সামান্ত পয়সায় একপ মৎশ ও চাউল পাওয়া যায় যে উহাতে পাঁচ ছয় জন লোকে সুন্দর রূপে আহাৰ করিতে পারে ।

গোয়ায় শীতঋতুতে, নদীমুখ রুদ্ধ হইলে, মৎশজীবগণ একটা অত্যাশ্চর্য আকারের মৎশ ধৃত করিয়াছিল । ভারতবর্ষে বা অন্ত্র একপ মৎশ আর কোনদিন ধৃত হয় নাই । ইহা প্রধান ধর্মযাজককে উপহার স্বরূপ প্রদান করা হইয়াছিল এবং তাহার আদেশে ইহার চিত্র প্রস্তুত হইয়া স্পেনের নরপতির নিকট প্রেরিত হইয়াছিল ।

ইহা আকারে একটা মধ্যমাকৃতি সারমেয়ের গায় এবং বরাহের গায় ইহার গুণ ছিল, ক্ষুদ্র চক্ষু ছিল, কর্ণ ছিল না কিন্তু কর্ণের পরিবর্তে সেই স্থানে দুইটা ছিদ্র ছিল । হস্তীর গায় এই চতুষ্পদ জন্তুটা কক্ষ মধ্যে বরাহের গায় শব্দ করিতে করিতে দোড়াইতেছিল । সর্কান্ন লৌহ বা ইম্পাৎ অপেক্ষা দৃঢ় কণ্টকে আবৃত ছিল ।

মোজাম্বিক হইতে ভারতগামী একখানি জাহাজ অনুকূল বায়ুতে বিষুবরেখার দিকে একপক্ষ কাল গমন করিয়া পরে দেখিতে পাইল যে, তাহারা বিন্দু মাত্রও অগ্রসর না হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছে । অবশেষে প্রধান নাবিক অকস্মাৎ জাহাজের পশ্চাদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটা প্রকাণ্ড মৎশ পুচ্ছদ্বারা জাহাজের হাল জড়াইয়া জাহাজকে তাহার গতির বিপরীতদিকে লইয়া যাইতেছে । ইহাতে জাহারা জাহাজের অগ্রসর না হইবার কারণ বুঝিতে পারিয়া অস্ত্রসহকারে মৎশের পুচ্ছ ছেদন করিল । মৎশ জাহাজ ত্যাগ করাতে নাবিকেরা চতুর্দশ দিবসে গোয়ায় পৌঁছিয়া তত্রস্থ শাসনকর্তাকে ঐ ঘটনা বিবৃত করাতে, তিনি

এই ঘটনা চিরস্মরণার্থ স্বীয় রাজপ্রাসাদে ইহা চিত্রিত করিয়া রাখিলেন। আমি এই স্থানে অনেক বার ইহা দেখিয়াছি এবং চিত্র হইতে জাহাজের ও কাণ্ডেনের নাম এবং ঘটনার দিন জানিতে পারিয়াছি।

মালাকার উপকূলে শঙ্কুবিধিষ্ট একপ্রকার মৎস্য পাওয়া যায় উহা এত ভারী যে দুইজনে উহা বহন করিতে পারে না। মালাকাবাসীরা ঐ মৎস্য আহার করে।

আনারস ভারতবর্ষের একটি সর্বোৎকৃষ্ট ফল। ইহা সর্বপ্রথমে পর্তুগীজগণ কর্তৃক ব্রাজিল হইতে আনীত হয়। পূর্বে ইহা দুর্শ্বাদ্য ছিল কিন্তু বর্তমানে এই গুলি বেশ সুলভ। ইহা আকারে তরমুজের ত্রায়; অভ্যন্তর লাল ও সবুজ বর্ণের সংমিশ্রণ। ইহার বৃক্ষের পত্র গুলি মুসব্বরের ত্রায়। আহার কালে ইহার ত্বক ফেলিয়া দিতে হয় এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিতে হয়। কোন কোনটীর মধ্যে শাঁস আছে। ইহার রস অনেকটা মণ্ডের ত্রায়—রসে অতৃপ্তি জন্মে না।

কঁটাল সমুদ্রোপকূলস্থ প্রদেশে জন্মে। ইহা বৃহদাকারের তরমুজের ত্রায়—তবে কোন কোনটী এত বড় হয় যে, এক জনে ইহা উত্তোলন করিতে পারে না। ফলের অভ্যন্তরে বাদামের ত্রায় বীজ আছে; ভাঙ্গিতে গেলে হস্তে আঠা লাগিয়া যায়।

ভারতবর্ষে আম্রও সুপ্রতুল। ইহার মধ্যেও শাঁস আছে। তবে এই শাঁস আহারযোগ্য নহে। আম্র অত্যন্ত সুস্বাদু এবং ভারতবর্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা লাভজনক ফল। অধিবাসীরা অনেকে এই ফলের সময়ে এই ফল খাইয়াই জীবন ধারণ করে।

ভারতবর্ষে লেবুও জন্মে। উহা অতি সুস্বাদু এবং দেখিতে সুন্দর। বৎসরে ৩৪ বার লেবু জন্মে।

[অতঃপর লিন্সোটেন্স আরও কয়েক প্রকার ফলের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন]।

তাল ভারতবর্ষের সর্বাধিক ফলবান্ বৃক্ষ। (১০) এই বৃক্ষ সরল ও দীর্ঘ, নিম্নদেশে শাখা প্রশাখা নাই। শাখার নিম্নেই ফল হয়। এই সকল বৃক্ষ উপকূলেই জন্মে।.....নিম্নোক্ত প্রকারে অধিবাসীরা এই বৃক্ষ হইতে লাভ করে।

সর্বপ্রথম, বৃক্ষের কাষ্ঠ নানা প্রয়োজনে আইসে। মালাকাদীপে এই বৃক্ষ হইতে অধিবাসীরা নৌকা প্রস্তুত করে; ইহা হইতে তাহারা নৌকার অবশ্যকীয় রজ্জু ও বৃক্ষপত্র দ্বারা পাইল করে। পত্র দ্বারা কানারীন্গণ গৃহ আচ্ছাদন ও রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত ছত্র নির্মাণ করে; পত্রদ্বারা তাহারা মাদুরও প্রস্তুত করে।

তালের যে ফল হয়, তাহার খোসা দ্বারা তাহারা রজ্জু প্রস্তুত করে; এই রজ্জু ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। তালের মধ্য পরিষ্কার স্নিমিষ্ট ও স্নিগ্ধ জল জন্মে। মধ্যস্থ ফলও স্নিমিষ্ট।

এই ফলের খোসা তাহারা নানা কার্যে প্রয়োগ করে; ইহা দ্বারা তাহারা হাতা প্রস্তুত করে, এবং মৃগ বহনार्থ ইহা হইতে ক্ষুদ্র পাত্র নির্মাণ ও অন্যান্য সহস্র কার্যে ইহা ব্যবহার করে। এই খোসা পোড়াইয়া স্বর্ণকারের কয়লা রূপে ব্যবহৃত হয়। শস্তের রস দ্বারা অনেক সময় ইহারা ভাত সিদ্ধ করে। শস্ত ক্ষুদ্রাকারে কর্তন ও শুষ্ক করিয়া ইহারা মালাবার হইতে কাশ্মে, অম্বাজ ও অন্যান্য স্থানে বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়।

(১০) ফীচের স্থায় লিন্সোটেন্সও তাল ও নারিকেল একত্র করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এই ফলের শস্য হইতে তাহারা একপ্রকার তৈল নিষ্কাশন করে; এই তৈল ঔষধ ও ভোজনার্থ এবং প্রদীপের জন্তও ব্যবহার করা হয়।

কোন কোন সময় ইহারা বৃক্ষগাত্রে ভাঙ খুলাইয়া একপ্রকার রস নিষ্কাশন করে। এই রসকে সুরা বলে; ইহা ঘোলের তায় এবং অপেক্ষাকৃত মিষ্ট। এই সুরা একঘণ্টা রৌদ্রতপ্ত হইলে মত্তে পরিণত হয়। ভারতবর্ষে ইহা অপেক্ষা সুন্দর মত্ত প্রস্তুত হয় না। ইহা উষ্ণ ও তেজস্কর; ভারতবাসীরা এবং পর্তুগীজগণও ইহা পান করে। অসম্ভব হইতে আনীত কিসমিস এই মত্তে পক্ষাদিককাল রক্ষা করিলে ইহা লোহিত বর্ণে পরিণত হয় এবং তখন ইহা বর্ণে ও স্বাদে পর্তুগালের মত্তের তায় হয় এবং এইরূপ অবস্থায় ইহা বঙ্গদেশ, মালাক্কা, চীন ও অন্যান্যস্থানে রপ্তানি হয়। পূর্বেক্ত সুরা হইতে তাহারা এক প্রকার চিনিও (১১) প্রস্তুত করে। ইহা বিশেষরূপে আদৃত হয় না। বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ সার কাগজের কাজ করে। ভারতবাসীদের পুস্তকাদি এই কাগজে লিখিত হয়।

এই তাল বৃক্ষের রজ্জু, তৈল ও অন্যান্য দ্রব্য কাইরোতে রপ্তানি হয়।

ভারতবর্ষে অন্য এক প্রকার বৃক্ষ আছে—ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। প্রথমে ইহা অন্যান্য বৃক্ষের তায় জন্মে; পরে ইহার শাখা প্রশাখার মূল হইতে থাকে এবং এই সকল মূল নিম্নগামী হইয়া ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। বৃক্ষ যতই বড় হইতে থাকে ইহার শাখা প্রশাখা এবং তৎসংলগ্ন মূলগুলিও দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় এবং ইহা অনেকখানি স্থান অধিকার করে। (১২)

(১১) লিন্সোটেই ইহাকে 'Jagra' বলিয়াছেন। কীচ ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১২) এই প্রসঙ্গে গ্রীকগণ বর্ণিত কটবৃক্ষের বর্ণনা 'সমসাময়িক ভারতে' দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষে আরও কয়েক প্রকার বৃক্ষ আছে; এই সকল বৃক্ষ হইতে জাহাজ নির্মিত হয়। কোচীনের এক প্রকার বৃক্ষ লৌহ হইতেও শক্ত।

ভারতবর্ষের সর্বত্রই ইক্ষুদণ্ড পাওয়া যায়; তবে ইহাকে বিশেষ আদর করা হয় না। মালাবার উপকূলে সর্বত্রই বংশ বলিয়া এক প্রকার নল আছে। এই বংশের মধ্যে শর্করাবৎ এক প্রকার শাঁস থাকে—ইহা ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় এবং আরববাসী, পারসী ও মুরদিগের দ্বারা বিশেষ সমাদৃত হয়। এই সকল বংশ বিজয়নগর, ও মালাক্কায় প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

[অতঃপর, লিন্সোটেন্ পান, সুপারি, ধুতুরার বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে মসলা ও ঔষধি প্রভৃতির বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা শেষোক্তের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।]

মরিচ বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। লক্ষা মরিচ বঙ্গদেশে জন্মিয়া থাকে এবং যবদ্বীপেও স্বল্প পরিমাণে জন্মে।

দারুচিনি ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং পর্তুগালে রপ্তানি হয়। ইহা সুগন্ধপূর্ণ এবং শূলবেদনার্থ উপকারী। সিংহল দ্বীপেই সর্বাপেক্ষা উত্তম দারুচিনি জন্মে। মালাবার উপকূলেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; তবে ইহা সিংহলের ত্রায় উত্তম নহে।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানে আর্দ্রক জন্মে; তবে মালাবার উপকূলস্থ আর্দ্রকই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং সর্কার মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া ইহা দ্বারা আচার করা হয়। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসেই ইহা প্রধানতঃ সংগৃহীত হয়। ভারতবর্ষ হইতে ইহা লোহিত সাগর, অর্য্যাজ, আরব ও এসিয়ার অন্যান্য স্থানে রপ্তানি হয়।

ভারতবর্ষে লবঙ্গও জন্মে।

ভারতবর্ষে এলাচি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং অধিবাসীরা অনেক সময় ইহা চর্ষণ করে। ইহা মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করিতে অত্যন্ত উপকারী এবং অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কালিকট ও কানানোরেই ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য স্থানে ইহার রপ্তানি হয়। ভারতবর্ষে মাংস রন্ধন করিতে হইলেই ইহা ব্যবহার করা হয়।

মালাবার উপকূলে, বঙ্গদেশে এবং দাক্ষিণাত্যে লাক্ষা জন্মে। সর্বোত্তম লাক্ষা পেণ্ডতে উৎপাদিত হয় এবং তথা হইতে সুমাত্রা দ্বীপে রপ্তানি হয়। সুমাত্রা হইতে লাক্ষা লোহিত সাগর, পারস্য ও আরবে প্রেরিত হয়। ইহা নিম্নোক্ত প্রকারে উৎপাদিত হয় :—পেণ্ড ও যে সকল স্থানে ইহা জন্মে, তথায় পক্ষ বিশিষ্ট একপ্রকার পিপীলিকা আছে। এই সকল পিপীলিকা যে সকল বৃক্ষে গঁদের গ্রাস পদার্থ জন্মে, তাহাতে উঠিয়া ঐ গঁদ পান করে এবং মৌমাছি যেরূপে মধু জন্মায় ইহারাও সেইরূপ লাক্ষা উৎপাদন করে। বৃক্ষ-স্বামীগণ শাখা প্রশাখা ভগ্ন করিয়া উহা শুষ্ক করে। (১৩) এই প্রকারেই লাক্ষা উৎপাদিত হয়। প্রথমে ইহা গাঢ় লালবর্ণ থাকে কিন্তু ভারতবাসীরা ইহা সকল প্রকার বর্ণে পরিণত করিতে পারে। (১৪)

ভারতবর্ষে শ্বেত, পীত ও রক্তবর্ণের চন্দন জন্মে।

মালাক্কা, সুমাত্রা, কাশ্মে ও শ্রামদ্বীপে মুসকর পাওয়া যায়। ইহার সুগন্ধের জন্য ইহাকে বিশেষ রূপে আদর করা হয়। ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের শবদাহ করিবার সময় ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

(১৩) লিন্সোটেনের লাক্ষাপ্রস্তুতের বর্ণনা বর্তমানেও কথঞ্চিৎপরিমাণে প্রযুক্ত।

(১৪) বর্তমানে ভারত-জাত সমস্ত লাক্ষাই রপ্তানি হয়।

লিন্‌ সোটে‌নে‌র প‌রিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

যদিও লিন্সোটেনের ভ্রমণ বৃত্তান্তে অনেক অবাস্তব কথা ও ভ্রম আছে তথাপি অনেক দিক্ হইতে তাঁহার বৃত্তান্ত যে অত্যন্ত মূল্যবান্ তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। “ভারতবর্ষে পর্তুগীজ” (The Portuguese in India) নামক গ্রন্থ প্রণেতা প্রথিতনামা ঐতিহাসিক ড্যানভার্স (Danvers) এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (দ্বিতীয় খণ্ড ; ১০৫ পৃষ্ঠা) :—

“Here existed about this period, 1586-96, in the States one John Hughen Van Linschoten, son of a plain burgher of West Friesland to whom the Dutch are indebted, not only for the information which first led to their entering upon the direct Indian trade, but also for many contributions to science and the progress of civilisation. Being seized with a strong desire to travel, he left home at the age of 17 and proceeded to Lisbon. After a residence there of about 2 years, he went to India in the suite of the Archbishop of Goa, and remained in that country for nearly 13 years, during which time by means of careful and diligent observation, he amassed a large fund of information on almost every branch of enquiry, including specially the products which formed the material of a great traffic, the means of transportation, and the cause of commerce. Linschoten returned home in 1592, and in 1596 he published the results of his researches,

which were studied with avidity not only by men of science, but by merchants and seafarers. He also added to the record of his Indian experiences a practical manual for navigators. He described the course from Lisbon to the East, the tradewinds and monsoons, harbours, islands, shoals, sunken rocks and dangerous quicksands, and he accompanied his work with maps and charts of land and water, as well as by various astronomical and mathematical calculations."

অর্থাৎ

জন্ লিন্সোটেনের নিকট ওলন্দাজগণ কেবল যে সংবাদের জ্ঞান ভারতীয় বাণিজ্যে যোগদান করিতে পারিয়া কৃতজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে ; তাঁহার নিকট তাঁহারা বিজ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধির জ্ঞানও কৃতজ্ঞ ছিলেন। ভ্রমণোদ্দেশ্যে তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গৃহত্যাগ করিয়া লিস্বনে গমন করেন। তথায় দুই বৎসর বাস করিয়া তিনি গোয়ার প্রধান পৰ্তুগীজ ধর্মযাজকের সঙ্গে গোয়ায় গমন করিয়া ত্রয়োদশ* বৎসর বাস করেন। এই সময়ে তিনি সযত্নে ও অধ্যবসায় সহকারে প্রত্যেক আবশ্যকীয় বিষয়ে প্রভূত সংবাদ সংগ্রহ করেন। বিশেষতঃ তিনি ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য, গমনাগমনের পথ ও বাণিজ্যের গতি সম্বন্ধে অমূল্য সংবাদ সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করেন। এই পুস্তক বৈজ্ঞানিক,

* সম্ভবতঃ তিনি পাঁচবৎসর গোয়ায় অতিবাহিত করেন।

বণিক, নাবিক সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ভারতীয় অভিজ্ঞতা বিষয় এই পুস্তক ব্যতীত তিনি নাবিক-গণের প্রয়োজনীয় একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি ইহাতে লিসবন্ হইতে পূর্বাঞ্চলে গমনের পথ, বাণিজ্যিক বায়ু, সাময়িক বায়ু, বন্দর, দ্বীপ, জলমগ্ন-পর্বত প্রভৃতির বর্ণনা করেন ও এই পুস্তকে তিনি জলস্থলের মানচিত্র ও অগ্ন্যান্ত মূল্যবান খগোল বৃত্তান্ত বিষয়ক চিত্রাদি প্রদান করেন।

জন্ হিউয়েন্ ভন্ লিন্সোটেনের জীবনী

সুপ্রসিদ্ধ ওলন্দাজ পর্যটক ও ভৌগোলিক লিন্সোটেন আন্দাজ ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে হার্লেমে জন্মগ্রহণ করেন। তখন স্পেন ও ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। দশবৎসর পরে, তাঁহার মাতাপিতা এন্থুইঝেন্ বন্দরে গমন করেন। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রতিপালিত বালক স্বদেশের বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া ভবিষ্যতে স্বদেশকে স্পেনের দাসত্ব-শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। আন্দাজ চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জন্ তাঁহার অগ্র দুই ভ্রাতার নিকট স্পেনে গমন করেন। তথায় স্পেন-দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি গোয়ার প্রধান ধর্মযাজক ফনসেকার অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অগ্রতম ভ্রাতা ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মচারী ছিলেন। দুই ভ্রাতা ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লিসবন্ পরিত্যাগ করিয়া সেপ্টেম্বর মাসে গোয়ায় উপনীত হন এবং জন্ এই স্থানে পাঁচবৎসর অতিবাহিত করেন। ফনসেকা ১৫৮৭ সালে ইউরোপে প্রত্যাবর্তন কালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে জনের চাকুরী যায় এবং তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ১৫৮৮ সালের শেষ ভাগে অথবা ১৫৮৯ সালের প্রারম্ভে গোয়া পরিত্যাগ করেন। পথিমধ্যে দুই বৎসর

আজোসে অতিবাহিত ও ঐ দ্বীপের বিবরণাদি সংগ্রহ করিয়া এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে লিস্বনে পৌঁছিয়া তথা হইতে স্বগৃহে গমন করেন।

যদি জন্ হিউয়েন্ ভন্ লিন্সোটেন্ কেবল দুঃসাহসিকের বেশেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন তবে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছুই অবগত হইতাম না। কিন্তু তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও স্বকীয় তত্ত্বানুসন্ধান কার্য্যকরী করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় রহিয়াছে। ১৫৯৬ সালের প্রারম্ভেই তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা শেষ করেন, কিন্তু ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে উহার অংশ বিশেষ প্রকাশিত হইয়া প্রথম ভারতীয় ওলন্দাজ অভিযানে ব্যবহৃত হইয়াছিল। নাবিক ও অনুসন্ধানকারীদিগের পক্ষে এই পুস্তক প্রভূত উপকারে আসিয়াছিল। প্রথমাংশে পূর্বাঞ্চলের বৃত্তান্ত ও তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ছিল; দ্বিতীয়াংশে পূর্বাঞ্চল ও অন্ত্যান্ত স্থানের পথের বর্ণনা ছিল; তৃতীয়াংশে আফ্রিকার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে অন্ত্যান্ত চিত্রাদি ব্যতীত ছয় খানি মানচিত্র ছিল। এই পুস্তকের মূল্য সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক ইংরাজী ও জার্মান ভাষায় এবং ১৬১০ সালে ইহা ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বহুবার ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। লিন্সোটেন্ এই সময়ে উত্তর-পূর্ব হইয়া চীন ও ভারতবর্ষ গমনকারী পথ আবিষ্কারে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন এবং এই পথ আবিষ্কারে যে দুইটা ওলন্দাজ অভিযান প্রেরিত হয় তাহাতেও তিনি যোগদান করিয়াছিলেন।

১৬১১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেন।

জন্ম মিল্‌ডেন্‌হলের
পর্যটন-বৃত্তান্ত

প্রথম পত্র ।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের, ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বাদশ তারিখে আমি বণিক্ জন্ মিল্ডেন্‌হল, লণ্ডন হইতে পূর্বাঞ্চলে গমন করিবার জন্য “হেক্টর” জাহাজে যাত্রা করি । ঐ বৎসরের এপ্রিল মাসের ২৭ তারিখে আমরা জাণ্টি পৌঁছিয়া, তথা হইতে স্মার্না ও পরে ২৯শে অক্টোবর কনষ্টান্টিনোপলে উপনীত হই । আমি কনষ্টান্টিনোপলে ১৬০০ সালের মে মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি ।

তথা হইতে আমি মে মাসের ২৪শে তারিখে আলেপ্পো উপস্থিত হইয়া ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত অতিবাহিত করি । আলেপ্পো হইতে আন্মেনিয়ান্, পারসীক, তুরকী বণিক্ ও কার্টরীট্ নামক ইংরাজ ধর্ম্মযাজকের সঙ্গে বীর্রাম গমন করি । এই নগর ইউফ্রেটীস্ নদীতীরে অবস্থিত । বীর্রাম হইতে আমরা কার্রাসিট্ হইয়া বিটেলোসে গমন করি । শেষোক্ত স্থান কুর্দ নামক জাতির অধীন । কনষ্টান্টিনোপল্ হইতে এই স্থান সাত দিবসের ব্যবধান । এই স্থান ত্যাগ করিয়া নানাস্থান হইয়া আমরা পারশ্চের অন্তর্গত কাসবীনে উপস্থিত হইয়া ত্রিশ দিবস অতিবাহিত করি । কাসবীন্ হইতে কন্ ও তথা হইতে কাসানে গমন করি । ধর্ম্মযাজক কার্টরীট্ এই স্থান হইতে পারশ্চের রাজধানী ইস্পাহানে গমন করেন । কাসান্ হইতে নানাস্থান হইয়া আমি কান্দাহারে উপনীত হই ।

দ্বিতীয় পত্র ।

(এই পত্র ১৬০৬ সালের অক্টোবর মাসের তৃতীয় দিবসে মিল্ডেনহল কর্তৃক কাসুবীন্ হইতে রিচার্ড ষ্টেপারকে লিখিত হইয়াছিল) ।

১৬০৩ খৃষ্টাব্দে আমি লাহোরে উপনীত হইয়া সম্রাটের দরবারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আবশ্যকীয় কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন করিয়া সংবাদ প্রেরণ করি । বাদশাহ আমার পত্রের উত্তর প্রদান করিলেন এবং আমাকে যথোপযুক্ত সম্মান ও ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করিতে ও আমার সহিত আগ্রা পর্য্যন্ত একদল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করিতে লাহোরের শাসনকর্ত্তাকে আদেশ প্রদান করিলেন । আগ্রায় বাদশাহের দরবার ছিল এবং ইহা লাহোর হইতে একবিংশ দিবসের ব্যবধান । আগ্রার নিকটে পৌঁছিলে আমাকে বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করা হইল এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সহ আমার জন্ত একটা সুসজ্জিত গৃহ নির্দ্ধারিত করা হইল । দুই দিবস বিশ্রামান্তে আমি তৃতীয় দিবসে বাদশাহের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহাকে উনত্রিশটা মূল্যবান ও সুন্দর অশ্ব, নানাপ্রকার মুক্তা, অঙ্গুরী ও কর্ণাভরণ প্রদান করিলাম । উপহারে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সেই দিবসের জন্ত বিদায়দান করিলেন ।

তৃতীয় দিবসে তিনি আমাকে তাঁহার আম-দরবারে ডাকিয়া পাঠাইলেন । ইতিমধ্যে আমি একজন পরাক্রান্ত ব্যক্তির সহিত সখ্যতা স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলাম । বাদশাহের সম্মুখে উপনীত হইলে তিনি আমাকে আমার আবশ্যকীয় বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । আমি প্রত্যুত্তরে নিবেদন করিলাম যে তাঁহার মহত্ব ও খৃষ্টীয়ানদিগের

প্রতি তিনি যে যথেষ্ট রূপা প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতে তাঁহার খ্যাতি জগদ্ব্যাপী হওয়াতে আমাদের মহারাজ্ঞীরও কর্ণগোচর হইয়াছে। ইহাতে আমাদের মহারাজ্ঞী তাঁহার সহিত সখ্যতা বন্ধনে ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং পর্তুগীজ ও অন্যান্য খৃষ্টীয়ান জাতিগণ যে ভাবে সুবিধাজনক বাণিজ্য করিতেছেন, তাঁহার প্রজারাও যাহাতে ঐরূপ ভাবে বাণিজ্য করিতে পারেন, তজ্জন্তু তিনি অভিলাষিনী হইয়াছেন। অধিকন্তু, পর্তুগীজদের সহিত আমাদের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ হইতেছে বলিয়া যদি আমরা কোন পর্তুগীজ জাহাজ অধিকার করি, তাহাতে যেন বাদশাহ্ অসন্তুষ্ট না হন। বাদশাহ্ এই সকল বিষয়ে উত্তর প্রদান করিবেন বলিলেন। অতঃপর আমি দরবার পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে গমন করিলাম।

আট কি দশ দিবস পরে তিনি আমাকে ঐ দেশীয় মুদ্রায় পাঁচশত গাউণ্ড প্রেরণ করিলেন। আমি অবগত হইলাম যে কয়েক দিবস পরেই তিনি আশ্রয় দুই জন ও লাহোরের দুই জন জিসুইটকে আমার প্রার্থিত বিষয় সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিবেন। এই জিসুইটগণ বিশেষ সম্মান সহকারে বাস করিত। ইহারা আমার প্রার্থিত দাবীর বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। বস্তুতঃপক্ষে, পূর্বে আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ছিল তাহা দূরীভূত হওয়ার আমরা পরম শত্রু হইলাম। বাদশাহ্ জিসুইটগণকে আমাদের মত জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা প্রত্যুত্তরে বলিল যে, ইংরাজ জাতি চোরের জাতি মাত্র এবং যাহাতে অন্যান্য ইংরাজগণ এতদ্দেশে আসিয়া বাদশাহের বন্দর অধিকার করিয়া তাঁহাকে বিপজ্জালে জড়িত করিতে পারে, তজ্জন্তু আমি গুপ্তচর রূপে প্রেরিত হইয়াছি। তাহারা বাদশাহকে ইহাও বলিল যে, তাহারা একাদশবর্ষ তাঁহার লবণ ও রুটী গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা সত্য কথা বলিতে বাধ্য। এই সকল ও

এই প্রকার বাক্যে বাদশাহ ও তাঁহার দরবারস্থ ওমরাহগণ আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যে কিছুই না বলিলেও, আমি দরবারস্থ বন্ধুদিগের মুখে ইহা শ্রুত হইলাম। পরে, তাঁহারা পর্তুগীজ জাহাজ অধিকার প্রভৃতি সংক্রান্ত সৰ্ত্ত ব্যতীত আমার প্রার্থিত অন্ত পঁচটী বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিতে ইচ্ছুক একরূপ প্রকাশ করাতে আমি দরবারে গমন করিয়া অগ্ৰাণু সৰ্ত্ত প্রার্থনা করিলাম। বাদশাহ উত্তর করিলেন যে তিনি দরবারের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর প্রদান করিবেন। এই প্রকারে আমার কার্যের ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল এবং আমি প্রত্যহ দরবারে যাইয়া ১৮।২০ দিবস অন্তর আবেদন করিতে লাগিলাম। বাদশাহ আমাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন এবং আজ কি কাল আমার কার্য সম্পাদন করিবেন এইরূপ বলিতে লাগিলেন। এবম্বিধ প্রকারে কার্যে বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া ও অনাবশ্যক ব্যয়ের জন্য আমি একমাস দরবার গমনে বিরত থাকিলাম। অবশেষে, বাদশাহ আমার কথা শ্রবণ করিয়া, আমাকে দরবারে উপস্থিত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। আমি দরবারে উপনীত হইলে বাদশাহ তথায় আমার উপস্থিত না থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি উত্তর করিলাম যে, কেবল বাদশাহের খ্যাতিপ্রতিপত্তির উপর নির্ভর করিয়াই পঁচবৎসর পর্যটনে ব্যয় করিয়া তাঁহার রাজ্যে উপনীত হইয়াছি, কিন্তু তাহা লাভজনক হইলেও এযাবৎ তাঁহার একটী আজ্ঞাও প্রাপ্ত হই নাই। আমি ইহাও বলিলাম যে, ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি আরও অধিক বিলম্ব করিতেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি আমাকে বিশেষ মূল্যবান ও সুন্দর পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন এবং যথাসময়ে আমার প্রার্থিত বিষয়গুলি সাধিত হইবে বলিয়া হুঃখিত হইতে নিষেধ করিলেন। এই প্রকার মিষ্ট

বচনে আমি আরও ছয় মাস অতিবাহিত করিলাম। কিন্তু আমার কার্যসিদ্ধি হইতেছিল না বলিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইতেছিলাম, অণ্ড অণ্ড কিছু করিবার উপায়ও ছিল না এবং আমার অর্থও অনটন হইতেছিল।

জিসুইটগণ দিবারাত্র আমার কি প্রকার ক্ষতি করিতেছিল তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ, তাহারা বাদশাহের প্রধান দুইজন কন্সচারীর প্রত্যেককে (যাহাতে তাহারা আমার প্রস্তাবে সম্মত প্রদান না করে) তদেশীয় মুদ্রায় পাঁচশত পাউণ্ড উৎকোচ প্রদান করিয়াছিল। ইহার ফলে আমি ঐ দুই জন কন্সচারীকে কোন উপহার প্রদান করিলেও তাহারা উহা গ্রহণ করিতেন না এবং তাহারা সকলপ্রকারে আমাকে অপমানিত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু জগদীশ্বর আমাকে সকলের সহিত সদ্ভাবে রাখিয়াছিলেন।

অধিকন্তু আমি আলেপ্পো সহরে একজন আর্মিনিয়ান দ্বিভাষী নিযুক্ত করিয়াছিলাম। গত চারি বৎসর এই ব্যক্তি সুন্দররূপে আমার কার্য নির্বাহ করিতেছিল। এক্ষণে আমার বিশেষ কার্যকালে জিসুইটগণ তাহাকে এরূপ শিক্ষা প্রদান করিল যে সে আমার সহিত বিবাদ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিল। ফলে আমি নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িলাম—আমি এতদেশীয় কোন কথাই বলিতে জানিতাম না। বন্ধু, অর্থ ও দ্বিভাষী-বিহীন হইয়া আমি বিদেশে কি অবস্থায় ছিলাম তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গই বুঝিতে পারিবেন। অবশেষে, আমি একজন শিক্ষকের সাহায্যে দিবারাত্র অধ্যয়ন করিয়া ছয়মাসে পারসীক ভাষায় কণ্ঠোপকথন করিতে শিক্ষা করিলাম। তখন আমি বিশেষ ক্রোধান্বিত হইয়া বাদশাহের নিকট উপনীত হইয়া জিসুইটগণ আমার সহিত যে ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিলাম এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ প্রার্থনা

করিলাম। বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতিপ্রতিপত্তিশালী নরপতির পক্ষে দুইজন জিসুইটের (যাহারা তাঁহার শত্রু—মিত্র নয়) কথায় আমার প্রার্থিত বিষয় সম্বন্ধে একরূপ বিলম্ব করায় কিরূপ সম্মানকর হইবে, ইহাও তাঁহাকে নিবেদন করিলাম। এই সকল জিসুইট তাঁহার দরবারে কিরূপ ব্যবহার করিতেছে আমি তাহাও নিবেদন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, কারণ এতদিন দ্বি-গাঘী অভাবে আমি তাহা করিবার অবসর প্রাপ্ত হই নাই এবং আমার যাহাতে আর বিলম্ব না ঘটে ও আমি সম্বর প্রত্যাবর্তন করিতে পারি, তজ্জন্ত পুনর্বার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। এইরূপ বাক্যে বাদশাহ জিসুইটদিগের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আগামী রবিবারে জিসুইটদিগের সম্মুখে আমার বক্তব্য শ্রবণ করিতে তিনি প্রাকৃত হইলেন। বাদশাহের সহিত বুধবারে এই কথোপকথন হইয়াছিল। রবিবারে দরবারে আসিয়া দেখিতে পাইলাম যে দরবারের সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তিই আমাদের বাদানুবাদ শ্রবণ করিবার জন্ত তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

সর্ব-পথমে, বাদশাহ আমাকে আহ্বান করিয়া, জিসুইটগণ আমার কি ক্ষতি করিয়াছে তাহা দরবারে পেশ করিবার জন্ত আদেশ করিলেন। আমি নিবেদন করিলাম যে তাহারা আমার স্বদেশ ও রাজ্যকে মিথ্যা পূর্বক চোর বলিয়াছে এবং যদি তাহারা অগ্র ব্যবসায়ী হইত তবে আমি তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতাম। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা বলিয়াছে যে পণ্য বিক্রয়ের ছলে আমরা আপনার দেশ আক্রমণ করিয়া আপনার ভূগাঙ্গি অধিকার করিয়া আপনাকে বিপজ্জালে জড়িত করিব। বাদশাহ এই সকল ব্যক্তির মিথ্যাকথা সহজেই প্রণিধান করিতে পারেন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে কনষ্টান্টিনোপলে আমাদের

রাজ্যের দূত আছেন এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর তিনি নূতন দূত প্রেরণ করেন। এই নূতন দূতের সহিত আমাদের রাজ্যী মূল্যবান উপহার প্রেরণ করেন এবং আপনার সহিতও তিনি এই ভাবে ব্যবহার করিতেন। এইপ্রকার মূল্যবান উপহার গ্রহণ ও দানে, দূত প্রেরণে এবং খৃষ্টীয়ান রাজত্ববর্গের সহিত প্রীতিবন্ধনে আপনার সম্মান বৃদ্ধি হইত। কিন্তু এই সকল দৃষ্টব্যক্তি তাহাদের প্রতারণাপূর্বক ব্যবহারে আপনার এই সম্মান লাভের অন্তরায় হইতেছে। অধিকন্তু, আমাদের দূতসকল আপনার রাজ্যে বাসকালে কি সাহসে আমরা আপনার বা আপনার প্রজার ক্ষতি সাধনে উদ্যত হইব? এইসকল বাক্যশ্রবণে বাদশাহ তাঁহার ওমরাহদিগের প্রতি দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে এব্যক্তি যাহা বলিতেছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত কথা বটে। তাঁহারাও ইহার অনুমোদন করিলেন। অতঃপর, আমি বাদশাহের সম্মুখে জিসুইটগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তাঁহারা যে দ্বাদশ বৎসর বাদশাহের দরবারে বাস করিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহারা কতজন দূত বা কতমূল্যবান উপহার আনয়ন করিয়াছে? ইহাতে বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে ইহা অতি সত্য যে একাদশ কি দ্বাদশ বৎসরে একজন দূতও উপস্থিত হয় নাই, অথবা বাদশাহের লাভজনক কোন কর্মও তাহারা করে নাই। ইহাতে বাদশাহ অত্যন্ত প্রীত হইয়া জিসুইটদের কিছুই বলিবার নাই দেখিয়া হাস্ত করিতে লাগিলেন। আমি বাদশাহকে আরও বলিলাম যে, বাদশাহের আদেশ হইলে আমি আমাদের রাজ্যের নিকট হইতে একজন দূত আনয়ন করিব। বাদশাহ ও তাঁহার অভিজ্ঞগণ আমাকে আরও নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং আমি এক্রূপ উত্তর প্রদান করিলাম যে, বাদশাহ তাঁহার মন্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ আদেশ

করিলেন যেন আমার প্রয়োজনীয় ও প্রার্থিত দাবীগুলি মঞ্জুর করিয়া আর বিলম্ব না করিয়া প্রদান করা হয়। এবং প্রকারে ত্রিশ দিবসের মধ্যে আমার আশানুরূপ ও আমার স্বজাতির লাভজনক শর্তে দস্তখত হইল। পরে, আমি বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট যাইয়াও ঐরূপ সৰ্ত্ত প্রার্থনা করিলাম; তিনিও বিশেষ আহ্লাদ সহকারে উহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। আমি ঐ সকল ফার্মান সহ দরবার পরিত্যাগ করিয়া পারশ্বে আগমন করিয়াছি। ঐগুলি এক্ষণে আমার নিকটে কাসবীনে (১) আছে। আমি স্বয়ং এইগুলি সহ আপনাদের নিকট উপস্থিত হইতাম কিন্তু আশ্রয় দুইজন ইতালী দেশীয় বণিক্ আছে; তাহারা বোগদাদ্ বা অন্তস্থানে আমার ক্ষতি করিতে পারে। আমি চারি মাসের মধ্যে মস্কোভিয়ার পথে অগ্রসর ও আপনাদের নিকট উপনীত হইয়া সকল বিষয়ে আপনাদিগের সন্তুষ্টি আনয়ন করিব।

(১) তেহেরানের উত্তর পশ্চিমে, কাস্পিয়ান্ সাগরের দক্ষিণ তীর হইতে প্রায় ৭০ মাইল।

মিল্‌ডেন্‌হলের পরিশিষ্ট

মিল্‌ডেন্‌হল যে আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহার সম্পাদিত ‘সন্ধি’তে ইংরাজজাতি বিশেষ ফললাভ করিবেন তাহা সফল হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে মিল্‌ডেন্‌হলের বর্ণিত আখ্যান কতদূর প্রত্যয়যোগ্য সে সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ তিনি কিছু আশ্বাস মাত্র পাইয়াছিলেন। মিল্‌ডেন্‌হল প্রতারণিত হইয়াছিলেন কি তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

মিল্‌ডেন্‌হল নিজের কৃতিত্বই অধিক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; মোগল সাম্রাজ্যের সামাজিক বা রাজনৈতিক বৃত্তান্ত কিছুই উল্লেখ করেন নাই এবং সে হিসাবে ইহা মূল্যবান্ নহে। বাদশাহের দরবার সংক্রান্ত অত্যন্ত বিষয়ই তাঁহার বৃত্তান্তে অবগত হওয়া যায়।

সাধারণ পরিশিষ্ট

আকবরের দরবারে জিসুইট

আকবরের দরবারে জিসুইট

সম্রাটের নিজ উদারনৈতিক বা শিথিল ধর্মপ্রাণতার জন্তই হউক অথবা জিসুইটদিগের অনুরঞ্জন করিবার ক্ষমতা থাকার জন্তই হউক জিসুইটগণ দরবারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জিসুইটগণ সাধারণতঃ প্রাচ্য দেশীয় ধর্ম্মাচারের সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিতে না পারিয়া যতদূর সম্ভব ঐ সকলের সহিত নিজেদের ধর্ম্মাচরণ বিধি যোগ করিয়া দিতেন। জিসুইটদিগের দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুগণের স্বীয় জাতিগত আচার ব্যবহার যে পরিত্যাগ করিতে হইত না তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কারণেই দাক্ষিণাত্যে উহারা অনেককে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর ফতেপুর শিকুরিতে একটি মসজিদ প্রস্তুত করেন। নামে মসজিদ হইলেও বস্তুতঃ ঐ স্থানে সকল ধর্ম্মেরই যাজকগণ একত্র হইয়া সম্রাটের সম্মুখে নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রমাণের জন্ত বাদানুবাদ করিতেন। অবদৌনি তাঁহার ‘মুস্তাখাব উত্তোয়ারিক’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে “ইউরোপের ধর্ম্ম যাজকগণের শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ (যিনি “পাপা” নামে খ্যাত এবং যাহার আদেশ ইউরোপের নরপতিগণও অমান্য করিতে সাহসী হন না) কর্তৃক প্রেরিত পাদরীগণ বাইবেলসহ এদেশে আসিয়া, সম্রাটের আদেশে ভগবানের ত্রিভু ও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। সম্রাট রাজকুমার মুরাদকে উক্ত পাদরীগণের নিকট বিদ্যানিক্ষার জন্ত প্রেরণ করেন। সেখ আবুল ফজল উহাদের ধর্ম্ম

পুস্তক অনুবাদ করিবার জন্ত আদিষ্ট হন। আমাদের সকল পুস্তকেরই প্রারম্ভে ‘বিসমিল্লা’ আছে ; কিন্তু উহাদের পুস্তকে বাহাকে আমরা যীশুখ্রীষ্ট বলি ইত্যাদি কথা আছে।” বদৌনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন এবং সেইজন্ত এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, এই সকল অভিশাপগ্রন্থে পাদরীগণ কেন যে ভগবানের পুত্রকে অপর সকলের সহিত তুলনা করে তাহা বোধগম্য হয় না। মুরাদ যে জিসুইটগণের নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে ফাদার একোয়াডাইজও লিখিয়াছেন যে, রাজকুমার মুরাদ মন্টসেরাটের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী (মানোচিকে ঠিক পর্যটক বলা যায় না, কেন না তিনি সম্রাট আওরংজীবের চিকিৎসক ছিলেন) মানোচিও এবিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

কোন মুসলমান গ্রন্থকারই বলেন না যে আকবর কোন সময়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণে বিশেষ অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় রাজকগণ এ বিষয়ে এইরূপ দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন যে; মানোচিও এক স্থলে লিখিয়াছেন যে “He had some thought of embracing it” অতএব আকবরের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া তিনি এই সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। পত্রখানি এই “Akbar Great Emperor of world” to the venerable Fathers of St. Paul. ‘I have address’d to you in my behalf Ebadola with an interpreter to testify to you the affection I have for you. You will desire you in my name to send to my court some of your Fathers, learn’d in the knowledge of the Scriptures and capable of explaining to me the profound

mysteries of it thoroughly and becoming a member of it. You may from hence judge, that your Fathers shall be received here with satisfaction and honour. Let them come then and be assur'd, that I will permit them freely to return to Goa, as soon as they have reason to complain of my docility ; as for the rest, they may depend on my protection."

এই পত্র কতদূর সত্য তাহা জানিবার বিশেষ কিছু উপায় নাই। "I have equally a desire of understanding it thoroughly, and becoming a member of it"—পত্রের এই ছত্র হইতে আমরা ধারণা করিতে পারি যে, আকবর খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আকবর সকল ধর্মকেই সমান স্থান দিতেন এবং খ্রীষ্টানদের গির্জা, হিন্দুর মন্দির, মুসলমানের মসজিদ, ইহার প্রত্যেকের নির্মাণের জন্যই যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন। বস্তুতঃ, শেখ লুৎফহকের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, "আকবরের রাজসভা সকল সম্প্রদায়ের, সকল সভাবলম্বীর এবং সকল জাতির, খোরাসান, ইরাক, মাওরাওনহার ও হিন্দুস্থানের বিদ্বজ্জনের, শাস্ত্রবেত্তা ও ধর্মবিদের, সিয়া ও সুন্নির, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ও খ্রীষ্টানের এবং ব্রাহ্মণের ও প্রত্যেক প্রচলিত ধর্মের প্রচারকের আকর্ষণ কেন্দ্র ছিল।" (মোগলবংশ, ১৮২ পৃষ্ঠা)। অপ্রকাশে বাদশাহ যদিও সকল ধর্মকে সমান আসন প্রদান করিতেন কিন্তু প্রকাশে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণ যে প্রচার করিতেন সে প্রসঙ্গে বদৌনি লিখিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয়ানগণ যে যাজনের সময় ঘণ্টাধ্বনি করে,

এবং ত্রিত্বের (Trinity) ছবি প্রদর্শন করে, তাহা লোকে তামাসা বলিয়াই বিবেচনা করে।”

আকবরের নিজের ধর্মমতের সম্বন্ধে অনেকে অনেক মতামত প্রকাশ করেন, কিন্তু সম্রাট আকবরের আদেশে আবুল ফজল কর্তৃক লিখিত আকবরনামায় দৃষ্ট হয় যে, “আকবর খ্রীষ্টধর্মযাজকগণকে তাঁহাদের ধর্ম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন কিন্তু কিছুকাল পরে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে তাহাদের উপদেশ আকবরের হৃদয়ে বিশেষরূপে বদ্ধমূল হয় নাই।” আমরা মানোচির বৃত্তান্ত অপেক্ষা আবুল ফজলের বৃত্তান্ত বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। আবুল ফজল আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং আকবরনামা যখন আকবরের আদেশেই লিখিত হইয়াছিল তখন আকবরের ধর্মমত সম্বন্ধে কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে এই আকবরনামার আশ্রয় গ্রহণই সর্বতোভাবে কর্তব্য। মানোচি নিজেই লিখিয়াছেন যে, পাদরী রডল্‌ফো একোয়াভাইবা তিন বৎসর আকবরের রাজসভায় থাকিয়া এবং সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইয়াও কোন প্রধান ব্যক্তিকে খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী করিতে সমর্থ হন নাই। মানোচি লিখিয়াছেন :—“’T is true, the Missionaries were at liberty to employ their zeal for the conversion of the people, which was rendered useless at court. Akbar had opened a way for their doctrine by permitting his subjects to embrace the Gospel ; but the Fathers had known, by experience how difficult a thing it is to convert Mahometans.” আমরা ইহা হইতে অনুমান করিয়া লইতে পারি যে সম্রাটের সর্বজনীন

প্রীতির জন্তই যাজকগণ অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন—খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হইবার জন্ত নহে।

পাদ্রী রডল্‌ফো ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ফতেপুর শিকরি পৌঁছেন। সম্রাট তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। যাজকগণ তাঁহাকে একখানি বাইবেল উপহার প্রদান করিলে সম্রাট বিশেষ আহ্লাদ-সহকারে উহা গ্রহণ করেন। সম্রাট মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্মের প্রাধান্য বিষয়ে বাদানুবাদের জন্ত রডল্‌ফোকে অনুরোধ করাতে কোরাণ ও বাইবেল, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ, মেরী ও মহম্মদ জননী এবং উভয় ধর্মের স্বর্গ প্রভৃতি বিষয়ে মৌলবীগণের সহিত বাদানুবাদ হয়। আকবর যদিও নিজে এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন, তাহা হইলেও কোনরূপ মতামত প্রকাশ করেন নাই। খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে জ্ঞানদাতাকাজ্জায় তিনি রডল্‌ফোকে পারস্তভাষা শিক্ষার জন্ত অনুরোধ করেন। রডল্‌ফো তিন মাসেই পারস্ত ভাষায় বাৎপত্তি লাভ করিয়া বাইবেলের অনেকাংশ পারস্ত ভাষায় অনুবাদ করেন। রডল্‌ফো লিখিয়াছেন যে, আকবর ইহার পরে একটি সুবর্ণ নির্মিত ক্রস প্রস্তুতের আদেশ দেন এবং মধ্যো মধ্যো জিসুইটদিগের গির্জায় উপাসনা শ্রবণ করিতেও গমন করিতেন। মানোচি বলিয়াছেন যে, জিসুইটগণ যেখানে রাজকুমার মুরাদের অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন, সম্রাট মধ্যো মধ্যো সে স্থানেও গমন করিতেন। একদিন সম্রাটের সম্মুখে মুরাদ নিজ পাঠ বলিবার সময় “জগৎ পিতার সম্মুখে” এই কথা বলিবা মাত্র সম্রাট বলিলেন “বৎস, ‘এবং যীশুখ্রীষ্টের সম্মুখে’ একথাও উহাতে যোগ কর।” পরে তিনি যীশুর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন। “Afterwards he enter’d the Chapel which the Fathers had fitted up in their apartment ;

and worshipp'd our Saviour falling prostrate on the ground. Then seating himself on cushions, according to the custom of the country, he began a conversation with the Missionaries which discover'd the bottom of his" (Manouchi)—মানোচির এ বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। মানোচি ইহার পরে বলিতেছেন যে, যাজকগণ প্রকৃষ্ট উপায়ে আকবরের নিকট খ্রীষ্টানধর্ম প্রচার করিয়া তাঁহাকে এ ধর্ম অবলম্বনে অনুরোধ করিলে আকবর বলিয়া উঠিলেন "What ! Become a Christian ! Change the religion of my Fathers ! How dangerous for an Emperor ! How difficult for a man bred up in the ease and liberty of Alcoran." (Manouchi) যাহা হউক রডল্‌ফো ইহা সত্ত্বেও দরবারে থাকিয়া গেলেন। ইহাতে তাঁহার অনেক ক্ষতিও হইতে লাগিল, কিন্তু এই সময় আবুল ফজল তাঁহাদের বলিলেন যে, সম্রাট কেবলমাত্র সাম্রাজ্যসংক্রান্ত নানারূপ বাধাবিপত্তির জগ্‌ই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী রডল্‌ফো তাঁহার আত্মীয় পাদ্রী ক্লডভিও একোন্নাভাইতাকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে (নিম্নলিখিত কারণে তিনি দরবার পরিত্যাগ করিতেছেন না) লেখেন—

1. Because now the king gives us greater hopes than ever before.

2. Because we hope that the second son of the king is learning Portugese and therewith also the doctrines of our religion which he loves.

3. As the society of Jesus has already obtained a footing here and enjoys the benevolence of so great a king as well as of his sons it does not seem proper to abandon it before trying all the means we possess for beginning the conversion etc.

অর্থাৎ প্রথমতঃ সম্রাট পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক আশা দিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পর্তুগীজ ভাষা শিক্ষা করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধর্মতত্ত্বও অবগত হইতেছেন এবং তৃতীয়তঃ যখন আমরা এইরূপ পরাক্রান্ত নরপতির আশ্রয় পাইয়াছি তখন যাহাতে ভারতবাসীরা খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করে সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। কিছুদিন পরে সম্রাট যখন নিজধর্ম প্রচার করিলেন তখন পাদরী মহাশয় যে বিশেষ ক্ষুধা হইয়াছিলেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পাদরী প্রস্থানোত্তত হইলে দয়ার্দ্ৰচিত্ত এবং দানশীল সম্রাট যথেষ্ট ধনাদি প্রদানে ইচ্ছুক হইলেন কিন্তু পাদরী তাহার কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

অনেকগুলি ইউরোপীয় পুস্তকে আমরা আকবরের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বন সম্বন্ধে উল্লেখ পাই। ‘*Arquivo Portuguez Oriental*’ নামক পুস্তকে আমরা তৎকালীন পর্তুগালের রাজার লিখিত কয়েক খানি পত্র দেখিতে পাই। এইসকল পত্রে একবার (Equebor) এবং মোগর (Moghor) নামে আকবর কথিত হইয়াছেন। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পর্তুগালের রাজার লিখিত পত্রে আমরা একস্থলে দেখিতে পাই যে রাজা মোগল বাদশাহের সহিত বিবাদ করিতে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছেন।

“The more so as we are progressing in the conquest of Ceylon and entertain hopes of the conversion

of the Moghul which although slender and uncertain God is nevertheless powerful enough to realise"। অণ্ড রাজা লিখিয়াছেন যে "The fruit which has hitherto not shown itself may appear whenever God pleaseth and when human hopes are perhaps, the smallest. Accordingly you are to make arrangements, with the provincials of the society that in case those friars should die or be necessarily recalled, for sending others, so that some may always be there as now." অর্থাৎ রাজা প্রথমে বলিতেছেন যে সিংহলবিজয়ের সম্ভাবনা এখন দেখা যায় না; তাহা হইলেও পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে আমাদের এ আশাও পূরণ করিতে পারেন।

অণ্ড স্থলে বলিয়াছেন যদিও আশাতরু মুকুলিত হয় নাই তথাপি পরম পিতা ইচ্ছা করিলে শীঘ্রই বৃক্ষে ফল ধরিতে পারে, এবং সেই জন্ত আপনি যাহাতে সর্বদা মোগল দরবারে আমাদের প্রতিনিধি থাকে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

উপরে যে সকল জিসুইটের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তদ্ব্যতীত বিনিডিক্ট গোয়েস্ আকবরের দরবারে বাস করিতেন এবং ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে পাদরী হিরোনিমাস জেভিয়ার ও গোয়েস্ বাদশাহের সহিত কাশ্মীর গমন করেন এবং ১৬০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত অতিবাহিত করেন।

মিল্ডেনহলের দৌত্যকার্যকালে জিসুইটগণ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

উপর্যুক্ত প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত পত্রাদি উল্লেখযোগ্য :—

(১)

ডানিয়েল্ বার্টলি লিখিত পাদ্রী একোয়াভাইভার বৃত্তান্ত *

যে ফতেপুর নগর ও দরবার গৃহ আকবর কর্তৃক নিৰ্মিত হইয়াছিল তথায় তিনি অনেক সময় প্রটোটারীস্ নানক একজন সূচতুর পর্তুগীজের সহিত কথোপকথন করিতেন। এই পর্তুগীজ বঙ্গদেশীয় একটি পোতাশ্রয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন ও আকবরের সামরিক বিভাগে কর্ম করিতেন। বাদশাহ কখনও কখনও পরিহাস সহকারে খ্রীষ্টিয় মুসলমান ধর্মের কথা আলোচনা করিতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে কোরাণে কোন সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু, ঐ ধর্ম লইয়া জন্মগ্রহণ ও উহাতেই দীক্ষালাভ করাতে, তিনি ঐ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অগ্র কোন্ ধর্মগ্রহণ করিবেন তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। মোল্লাদের তর্কেতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, অধিকন্তু হিন্দুধর্মের তত্ত্বে তিনি ইহাপেক্ষাও অসন্তুষ্ট ছিলেন। একসময়ে, এইরূপ কথোপকথন কালে তিনি টাভারীস্কে খ্রীষ্টীয়ানদের ধর্মপুস্তক সমূহের মূল্য ও সত্যতা সম্বন্ধে এবং খ্রীষ্টীয়ধর্মপ্রচারকগণ তাঁহাদের ধর্ম সম্বন্ধে কিরূপ মত পোষণ করেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। টাভারীস্ খ্রীষ্টিয় বিদ্যালুযায়ী নূতন ও পুরাতন ধর্মপুস্তক ও জিসুইটদের অধ্যক্ষগণ সম্বন্ধে যাহা জানিতেন তাহা আকবরের নিকট নিবেদন করিলেন। যাহাতে

* Daniel Bartoli, S. J., Missione at Grand Mogor del Padre Ridolfo Aquaviva.....Roma, MDCCXIV.

আকবর তাঁহাদিগের প্রতি আস্থাবান্ হন, তজ্জন্ম টাভারীস্ বিশেষ চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিবার জন্ম বলিলেন যে, যদি বাদশাহ তাঁহাদিগের দুইজনকে দরবারে আনয়ন করেন, তবে তাঁহারা কয়েক দিনসেই প্রকৃত সত্য প্রচারে সমর্থ হইবেন এবং তাহা হইলে বাদশাহকে আর মোল্লা বা ব্রাহ্মণগণের তর্কে সময়ের অপব্যয় করিতে হইবে না। জিম্মইট ফাদারগণ সম্বন্ধে গত ৩ বৎসর কাল হইতে আকবর তাঁহাদিগের সাধুতার জন্ম সম্মান করিয়া আসিতেছিলেন। ইহার কারণ এই যে, ইহাদিগের দুইজন তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূত বঙ্গদেশে ধর্মপ্রচারার্থ আগমন করিয়া এবং তত্রস্থ খ্রীষ্টীয়ানগণকে রাজকীয় শুল্ক প্রদক্ষনা পূর্বক গ্রহণ করিতে দেখিয়া ইহাদিগকে ঐ শুল্ক রাজকোষে প্রেরণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এইপ্রকারে অনেক অর্থ সংগৃহীত হয় এবং বিজ্ঞ বাদশাহ নিজ মন্ত্রিগণের নিকট এই বিষয় অবগত হইয়া ফাদারগণের সাধুতায় ও খ্রীষ্টীয়ান আইনে বৈদেশিক বা শত্রুর প্রতিও অত্যাচারণ বা রাজদ্রোহিতার প্রশয় দেয় না জানিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি বঙ্গদেশীয় সমুদ্রগ্রাম হইতে এগিডিও আনেস্ পেরিরাকে নিজ দরবারে আহ্বান করেন; পেরিয়ার জ্ঞান অপেক্ষা ধর্মপ্রাণতার আধিক্যতার জন্ম তিনি খ্রীষ্টীয়ানগণ সম্বন্ধে আকবরের মনে উত্তম ধারণা জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাতে বাদশাহ তাঁহার উপরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্মান ও উপহারে ভূষিত করিয়াছিলেন; কিন্তু পেরিরা বাদশাহের ইচ্ছানুযায়ী খ্রীষ্টধর্মের শত্রুদিগের সহিত তর্ক করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই সকল শত্রুর সকল বিষয়ে নিজেদের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য থাকিলেও খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি অত্যন্ত বিরুদ্ধি ছিল।

এইজ্ঞা এবং পেরিরার পরামর্শে আকবর তাঁহার দরবারের অগ্রতম ওমরাহ আবদালাকে একদল গ্রহরী ও ডোমেনিকো পেরীস্ নামক একজন আর্মেনিয়ান খ্রীষ্টীয়ান দ্বিভাষী সহ গোয়ার আর্কবিশপ, শাসনকর্তা ও জিসুইট ফাদারগণের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৫৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত মহাপ্রতাপশালী বাদশাহের দৌতাবাহিনীকে অভ্যর্থনা করা হয়। ফাদারগণ একদল দৌতাবাহিনী দৃষ্টে যে আধ্যাত্মিক প্রবোধ পাইয়াছিলেন, তাহাও বলা যাইতে পারে। বহুবর্ষ হইতে তাঁহারা মোগল দরবারে খ্রীষ্টীয়ানের পবিত্রনাম প্রচার করিতে বহু-প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এক্ষণে, অকস্মাৎ এবং সকল প্রকার আশার বিরুদ্ধে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে স্বয়ং বাদশাহ তাঁহাদিগকে শুধু আমন্ত্রণ করেন নাই, দরবারে প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়াছেন। সকলেই ফাদারগণকে অভিনন্দন এবং বাক্য ও কার্যে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ একদল মনে করিতে লাগিল, কেহ প্রতিজ্ঞাই করিল যে তাহাদের গমনে শুধু যে তাহাদের ধর্মের খ্যাতি বৃদ্ধি ও পর্তুগালের আর্থিক উন্নতি হইবে, তাহা নহে; ইহাতে বাদশাহ ও তাঁহার রাজ্যও খ্রীষ্টধর্মগ্রহণ করিবে। এইরূপ সময়ে যাহা ঘটে তাহাই হইল, সকলে প্রকাণ্ড ও বিশেষ আশাপূর্ণ হৃদয়ে প্রকাশ করিতে লাগিল যে, বহুদিন পূর্বে হইতেই আকবর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে অতিলাষী ছিলেন। পত্র ও চাক্ষুষ বৃত্তান্তে প্রমাণিত হইল যে তুর্ক-ছেদন ও মুসলমান পরিচ্ছদ পরিধান ব্যতীত তাঁহাতে মুসলমান ধর্মের আর কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইত না। তিনি কোরাণে আদৌ আস্থাস্থাপন করিতেন না। প্রমাণ স্বরূপ কথিত হইল যে পত্নী পরিগ্রহণ কালে তিনি মুসলমান অপছন্দ করিয়া হিন্দু পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যেক্রমে রবিবারে উপবাস করি, তিনিও শুক্রবারে সেইরূপ উপবাসী

থাকেন এবং এই সকল শুক্রবারে তিনি ফতেপুরস্থিত খ্রীষ্টীয়ানগণকে স্বীয় খাণ্ডের অংশ প্রেরণ করিয়া থাকেন। একজন খ্রীষ্টীয়ান খ্রীষ্টধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে জানিতে পারিয়া বাদশাহ তাঁহাকে দরবারে আনয়ন করিয়া তিরস্কার করতঃ নিম্ন লিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন “তুমি মহম্মদকে কি ঐশ্বরিক কার্য্য করিতে দেখিয়াছ যে স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ?” যখন স্বধর্মত্যাগী উত্তর করিল যে নিতান্ত অভাবগ্রস্ত হইয়া সে এরূপ কার্য্য করিয়াছে, তখন তিনি জীবিকানির্বাহের প্রচুর সংস্থান করিয়া পুনর্বার তাহাকে খ্রীষ্ট ধর্ম অবলম্বনে বাধ্য করিলেন। তিনি মেরী মাতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট যীশুর ভক্তি প্রকাশক এক মূর্তি রক্ষা করিয়া দরবারের ওমরাহের সম্মুখে মূর্তিকে প্রণাম ও পূজা করিতেন। একজন ভক্তিহীন ও অশিষ্ট মুসলমান মেরীমাতার সতীত্ব সম্বন্ধে দোষারোপ করাতে আকবর তাহাকে দরবার হইতে দূরীভূত করেন এবং অতিকষ্টে সে তাহার জিহ্বা ও গলদেশ ছেদন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। অবশেষে, ইহাও অনেক সময়ে তিনি বালিয়াছেন যে, তিনি জিসুইট ফাদারগণের জন্ত আগ্রা বা লাহোর বা নিজ ফতেপুরে এইরূপ একটা গির্জা নিৰ্ম্মাণ করিবেন যাহা গোয়ার সেন্টপলের গির্জাকে আকারে ও ঐশ্বর্য্যে পরাজিত করিবে। এতদ্ব্যতীত আকবরের অনেক স্বাভাবিক গুণ ছিল; প্রথম বিচারশক্তি, সত্যানুসন্ধিৎসা, মিথ্যানির্গয়ে সূক্ষ্মবুদ্ধি, এবং যে সকল নৈতিক গুণলাভে প্রত্যেক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীই অহঙ্কার করিতে পারেন, তাঁহাতে সেই সকল গুণই বিद्यমান ছিল। তিনি দরিদ্রের প্রতি অতিশয় সদাশয় ছিলেন এবং অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করিতেন; তিনি বিচারকালে সৎ ও অপকৃপাতী ছিলেন এবং আবশ্যক হইলে চক্ষুর সামান্যমাত্র ইঙ্গিতে

তাঁহার পরিচারকবর্গ বুঝিতে পারিত যে কাহাকেও হত্যা করিতে হইবে। অধিকন্তু, তিনি দোষীদিগের শাসনে একরূপ সতর্ক ও ধীর ছিলেন যে দণ্ডিত ব্যক্তির হত্যার পূর্বে তিনবার তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। তিনি সকল গুণাবলীর ভক্ত ছিলেন এবং নিম্নশ্রেণীস্থ কোন ব্যক্তিকে শাস্তি বা যুদ্ধ বিষয়ক গুণাবলী ভূষিত দেখিলে তাহাকে অর্থ ও পদ দ্বারা এবং নিজের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব সম্মানিত করিতেন। নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হইলে বাহাতে এইসকল ব্যক্তি অত্যন্ত অহঙ্কারী না হয়, তদ্বিষয়ে তিনি যথোপযুক্ত দৃষ্টি রাখিতেন। এইজন্য তিনি আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, কেহ এইরূপে উন্নীত হইলেও, তাহার পূর্বপদের চিহ্নস্বরূপ কোন চিহ্ন তাহার সন্মুখে প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যিনি সাহসের জন্য সম্মানিত হইয়াছেন একরূপ একজনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইঁহার সন্মুখে বর্ষার উপরে স্তবর্ণের হল ব্যবহার করা হইত; ইহাতে এইব্যক্তি নিজের পূর্বতন অবস্থার কথা অবগত থাকিয়া বিনয়নম্র হইতে এবং সেই সঙ্গে যিনি সামান্য কৃষিজীবিকে সেনাপতির পদে উন্নীত করিয়াছেন, তাঁহার জন্য কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আপ্লুত থাকিত। * আকবরের প্রশংসাসম্বন্ধে অগ্ণাত অনেক বিষয় ব্যতীত এইগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গোয়া হইতে দুই কি তিন মাইল দূরবর্তী স্থান হইতে আকবরের দূতকে যথোপযুক্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করা হয় এবং এই অভ্যর্থনার গোয়ার* সকল পণ্ডুগীজ অভিজ্ঞ যোগদান করিয়াছিলেন। তীরে অবতরণ করিবামাত্র ইঁহাদের কতকাংশ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন; অপরাংশ রাজপ্রাসাদে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বহু

* এই স্থানে আকবরের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার কাশীম খাঁর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

অম্বারোহী সমভিব্যাহারে তিনি সেন্টপল কলেজে উপনীত হইয়া ধর্ম্যাধ্যক্ষকে বাদশাহের পত্র ও গোয়া পরিত্যাগের পরবর্তী সময় হইতে ফতেপুরের দরবারে উপনীত হওয়া পর্যন্ত ফাদারগণের রক্ষার্থে যে সকল স্থানদিয়া তাঁহারা গমন করিবেন সেই সকল স্থানের শাসনকর্তা, প্রতিনিধি প্রভৃতিদিগের নিকট যে সকল পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি গির্জায় গমন করিলেন ও গির্জার দ্বারদেশে তিনি ও তাঁহারা অন্ত্যস্ত সন্নিগণ মসজিদে প্রবেশকালে আচার অনুসরণ করিয়া পাছকা উন্মোচন করিলেন। অতঃপর তিনি জেভিয়ারের সমাধিস্থলে গমন করিলেন। তৎপরে তিনি দ্বিভাষীদ্বারা দৌত্যবাহিনীর উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া বাদশাহের অনুরোধপত্র প্রদান করিলেন। *

(২)

ফান্সিস্ ডিসুসা নামক অন্যতম জিসুইটের লিখিত বৃত্তান্ত।

আকবর এই বৎসর + গোয়ার পর্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি, প্রধান ধর্ম্যাধ্যক্ষ এবং প্রাদেশিক "ধর্ম্যাধ্যক্ষকে" খ্রীষ্টধর্ম প্রচারার্থে দুইজন জিসুইটকে তাঁহার দরবারে প্রেরণার্থে পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্র নিম্নোক্ত ভাবে লিখিত হইয়াছিল :—

আপনারা অবগত হইবেন যে, আমি আপনাদের বিশেষ বন্ধু। এই সঙ্গে আমি আমার দূত আবদালা ও দ্বিভাষী পাইরীসকে দুইজন শিক্ষিত ফাদার আনয়নের জন্ত প্রেরণ করিলাম। ফাদারগণ যেন ধর্ম্যপুস্তকাদি

* আকবরের পত্রে ১৫৭৮ ডিসেম্বর তারিখ ছিল কিন্তু আবদালা ১৫৭৯ সালের সেপ্টেম্বরে গোয়ায় পৌঁছিয়াছিলেন।

+ পূর্ববর্তী পাদটীকা শ্রষ্টব্য।

সহ আগমন করেন, বাহাতে আমি যীশুর ধর্ম অবগত হইতে পারি। আমি ইহাও বিশেষভাবে জানাইতেছি যে, উক্ত দূতগণ তথায় পৌঁছিবামাত্র যেন ফাদারগণ পুস্তকসহ আগমন করিতে বিধা না করেন। তাঁহারা যেন অবগত থাকেন যে, আমি যথাসম্ভব সম্মানের সহিত উক্ত ফাদারগণকে অভ্যর্থনা করিব এবং আমি ঐ ধর্ম বিষয়ে সকল বিষয় অবগত হইলেই তাঁহারা নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগের প্রতি অনেক সম্মান ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিব। তাঁহারা যেন দরবারে আগমন করিতে বিন্দুমাত্র বিধাবোধ না করেন, কারণ তাঁহারা আমারই আশ্রয়ে বাস করিবেন।

উপরিউক্ত দূত বাদশাহের উপযুক্ত সম্মান সহকারে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। ফাদারগণ দূতকে নানা প্রকার স্নেহ ও অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবদালা ফাদারগণের জন্ত দুইটা অশ্বতর এবং যে সকল শাসনকর্তার প্রদেশ মধ্য হইয়া ফাদারগণের অগ্রসর হইবার কথা ছিল সেই সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তার নামে পত্র ও একদল শরীররক্ষীও আনয়ন করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই আকবর ফাদারগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন :—অত্যাচারি মোগলদের ন্যায় আকবরও মুসলমান ধর্মাবলম্বী হইলেও, মহম্মদের ধর্ম তাঁহার সন্তোষ সাধনে সমর্থ হয় নাই এবং কয়েকজন পর্তুগীজদত্ত সংবাদে তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন ; তিনি ক্রুস ও অত্যাচারি দেবমূর্তিকে পূজা করিতেন ; বিশেষতঃ তিনি যীশুখ্রীষ্ট ও মেরী মাতাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন এবং তাঁহার দরবারের ওমরাহগণ ইহাদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। একদিন তিনি স্বধর্মত্যাগী এক খ্রীষ্টীয়ানকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে

মহম্মদকে কি ঐশ্বরিক কার্য প্রদর্শন করিতে দেখিয়াছে যে সে খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং তিনি তাহাকে পুনর্বার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। যাহাতে এই ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, তজ্জন্ম তাহাকে একটি উত্তম চাকুরীও প্রদান করিলেন। একজন কাজী মেরীমাতার নিন্দাবাদ করাতে তিনি তাহাকে দরবার হইতে দূরীভূত করেন। আকবরের এই সকল স্বভাবোচিত প্রবৃত্তি দুইজন জিসুইটের জন্ম বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইঁহারা ধর্মপ্রচারার্থ বঙ্গদেশে গমন করিয়াছিলেন। যে সকল খ্রীষ্টীয়ান্ বণিক্ বাদশাহকে যথোচিত শুদ্ধ প্রদান করে নাই, ইঁহারা তাহাদিগকে “মুক্তি” প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন। বঙ্গদেশীয় এই দুইজন ধর্মপ্রচারকের সাধুতা ও বাদশাহের প্রিয়পাত্র টাভারিসের আবেদনে তিনি খ্রীষ্টধর্মের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন এবং এই সম্বন্ধে বিশেষরূপ তত্ত্ব অবগত হইবার জন্ম তিনি গিলি আনিম্ পেরিরা নামক একজন ধার্মিক ধর্মযাজককে আহ্বান করিলেন। এই জন্ম তিনি যাহা জ্ঞাত ছিলেন তাহা অবগত করাইয়া বাদশাহকে নিবেদন করিলেন যে গোয়ার পণ্ডিতগণের নিকট তিনি একটি মূর্খব্যতীত কিছুই নহেন এবং খ্রীষ্টধর্মসম্বন্ধীয় সকল বিষয় অবগত হইবার জন্ম বাদশাহকে গোয়া হইতে কাহাকেও আনয়ন করিবার জন্ম অনুরোধ করিলেন। হিন্দুস্থানের সর্বত্রই গোয়ার ফাদারগণের সুখশ ব্যক্ত হওয়ার কারণেই আমরা আকবরের নিকট প্রেরিত হইবার জন্ম নির্বাচিত হইয়াছিলাম। আমরা সত্যকথাই বলি। কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে,—এবং ‘ইঁহাদের সন্দেহের যথেষ্ট হেতুও আছে—আকবর একটি নূতন ধর্মপ্রচার করিয়া ইহাতে মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্মের সমন্বয় করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং এই প্রকারে

পৃথিবীতে নূতন ধর্ম প্রবর্তক বলিয়া খ্যাতিলাভে সচেষ্ট ছিলেন। এবং এই জন্তই তিনি মহম্মদের তায়, ফাদারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে বাদশাহের এরূপ উদ্দেশ্য হইলে তিনি উপযুক্ত উপদেশ-প্রদানকারী নির্বাচনে সমর্থ হন নাই।

দূতের প্রস্তাব প্রকাশিত হইলে, ফাদারগণের ফতেপুর যাওয়া সম্বন্ধে নানারূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। রাজপ্রতিনিধি মনে করিলেন যে ফাদারগণের তথায় যাওয়া সমীচীন হইবে না। তিনি আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে বাদশাহ এই সকল ফাদারগণকে প্রতিভূরূপে আবদ্ধ করিয়া ডামন্, ডিউ ও রণতরীসন্তারের অধ্যক্ষগণকে বাদশাহের আক্রমণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন। প্রাদেশিক ধর্ম্যাধ্যক্ষ, পক্ষান্তরে, ফাদারগণকে প্রেরণে বিশেষ উপরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি যে সকল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে রাজপ্রতিনিধিকথিত ভয়ের কোন আশঙ্কাই ছিলনা; অধিকন্তু, ধর্ম প্রচারের ও রাজ্যের বিশেষ সুবিধার আশা ছিল। রাজপ্রতিনিধি এই বিষয় বিবেচনার্থ প্রধান ধর্ম্যাধ্যক্ষ ও অন্যান্য কয়েকজনের উপর ইহা ন্যস্ত করিলেন। বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া ধর্ম্যাধ্যক্ষ নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করিলেন :—

মোগলবাদশাহ হইতে প্রতিভূ না লইয়া, তাঁহার দরবারে ফাদারগণকে প্রেরণ জন্ত আমরা বিবেচনা করি যে যদি ইহা সফল হয়, তবে অনেক আত্মা উদ্ধার হইবে। বাদশাহ যেরূপ আগ্রহের সহিত ফাদারগণকে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ স্বাধীনতা, বিপদ ও সাহসের সহিত প্রচারকগণ খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন তাহাতে যদি উক্ত ফাদারগণ বিধর্মীর আমন্ত্রণ রক্ষা না করেন, তবে বিধর্মীদিগের নিকট আমাদের অত্যন্ত নিন্দা হইবে। এই জন্ত বাদশাহপ্রেরিত

দূতের সহিত রাজপ্রতিনিধি ঈশ্বরের ভরসায় এবং অন্য কোনরূপ প্রতিভূ না লইয়া, ফাদারগণকে প্রেরণ করিবেন। তিনিই ইহাদিগকে সকল বিপদে হইতে রক্ষা করিবেন এবং এরূপ একজন পরাক্রান্ত সম্রাটকে আমাদের ধর্ম গ্রহণ করাইবেন। যদি কেবল কৌতূহলবশতঃই বাদশাহ্ এরূপ করিয়া থাকেন, তবে যে সকল ফার্মান প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ফাদারগণকে নিরাপদে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন। আর যদি বিদ্রোহবশতঃ বা চতুরতা পূর্বক বাদশাহ্ এরূপ করিয়া ফাদারগণকে পীড়া দেন, তবে তাঁহারা চিরস্মরণীয় হইবেন এবং পর্তুগালাধিপতিও বাদশাহের বন্দর ও জাহাজাধিকারে অধিকারী হইবেন।

এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া রাজপ্রতিনিধি ফাদার রডল্‌ফো একোয়া-ভাইতা, ফাদার এণ্টনিও ডি মনসিরাট্ এবং ফাদার ফ্রান্সিস্কো এনরিক্কে * প্রেরণ করেন। ইহারা ডিসেম্বর মাসের ত্রয়োদশ দিবসে ডামন্ পরিত্যাগ করেন।

(৩)

উল্লিখিত মনসিরাট্ লিখিত আদি পুস্তক কিছুদিন পূর্বে ফাদার হুগ্‌টিন্ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। মনসিরাট্ স্বীয় পুস্তকে যে ভূমিকা ও বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রাচীনকালে প্রাচীনেরা ভ্রমণের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেন। মাসিদোনিয়ান্ আলেকজান্দার এসিয়া আক্রমণে ত্রতী হইলে ইরাট্‌সথিনিস্কে এই বিষয়ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেলুকাস্ নিকেটর-পুত্র

* ইনি পারস্ত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

এন্টিওকস্ আটমিদোরস্ নিকেটরকে এই কৰ্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জুলিয়স্ সৌজর স্বয়ং এই কৰ্মসম্পাদন করিয়াছিলেন। পারশুর রাজত্ববর্গও এই প্রকারে স্বীয় রাজত্বের সকল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে স্থলপথে বা জলপথে ভ্রমণকারী অনেকে উপরোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়া সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

জিসুইট সমিতিতেও ইগ্নাসিয়াসের সময় হইতে এইরূপ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। যুগলাধিপতি আকবরের দরবারে যাত্রা করিবার সময় জিসুইটদিগের প্রাদেশিক অধ্যক্ষ রডেরিক্ ভিন্সেন্সিয়াস্ পথিমধ্যে ও দরবারে যাহা ঘটে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত আমাকে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আমার বৃত্তি ও সমাজের নিয়ম, এবং সঙ্গে সঙ্গে উপর্যুক্ত আদেশের জন্ত আমি প্রত্যহ রাত্রিতে স্বাক্ষর দুই ঘণ্টা শ্রম করিয়া ঐ দিবসের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমার গোচরীভূত সকল বৃত্তান্ত আমি বর্ণনা করিয়াছি। ইহার মধ্যে, নদী, নগর, প্রদেশ, অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার, মন্দির, ধর্ম ও আমরা দরবারে উপনীত হইলে বাদশাহ খৃষ্টধর্মের প্রতি যে সম্মান দেখাইয়াছেন, এবং রডল্ফোর প্রতি যে সকল কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে রডল্ফোর উৎসাহ, ধীরতা, জ্ঞান ও মুসলমানদের সহিত আমাদের তর্ক বিতর্ক, কাবুলযুদ্ধ (যাহাতে আকবরের উদ্দেশ্যের স্থির প্রতিজ্ঞা এবং উচ্চতর রাজনীতিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছিল), ও এই যুদ্ধজয়ের পরবর্তী জয়োল্লাসের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

আমার প্রত্যাগমনের পরে, আমাদের সমিতির কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ, বিজ্ঞ ও সাহিত্যরসাতীত ফাদার আমার অসংস্কৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া আমাকে বিশেষ সুখ্যাতি প্রদান পূর্বক এইগুলি আমার

ইচ্ছানুযায়ী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বিষয়ে আমি যেরূপ তাঁহাদের উন্নত জ্ঞান ও মতানুসারে কার্য্য করিয়াছি এবিষয়েও অনুরূপ করা সমীচীন মনে না করিয়া আপনাদের বিবেচনার্থ নিম্নলিখিত বর্ণনা উপস্থিত করিতেছি।

আটবৎসর পূর্বে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কার্য্যারম্ভের ছয় বৎসর পূর্বে প্রাদেশিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ পিটর্ মাটিন্ আমাকে ইথিওপিয়ায় প্রেরণ করেন এবং তজ্জন্তু আমাকে সাহিত্যালোচনা হইতে বিরত হইতে হয়।

আমাদের ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে অথবা রাজ-দরবারে বাসকালে এবং কাবুলবুদ্ধের সম্বন্ধে বাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমি পুস্তকখানিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথমাংশে, মোগল দরবারে আমাদের দৌত্য ও দ্বিতীয়াংশে গান্ধার প্রদেশের ভূগোল প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছি। অত্র দুই পুস্তকে ইথিওপিয়া ও আরবদেশের ভূগোলাদির বর্ণনা করিয়াছি।*

ভ্রমণ কালে তাঁহাদিগকে নিরাপদে রাখিয়াছেন বলিয়া যাজকগণ নগর দর্শন করিবামাত্র ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন ও নগরের আয়তন ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহারা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। নগরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাদের তীর্থবাত্রীর অভিনব সাজ সজ্জা সঙ্কলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। লোকে তাঁহাদিগকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল আর অজ্ঞতাবশে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল এই কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী, নিরস্ত্র, “ক্লোক” ও হাটধারী, মুণ্ডিত মস্তক, মুণ্ডিত শ্মশ্রু ব্যক্তিগণ কে ?

* এই দুইখানি পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বাদশাহের নিকট নীত হইলে তিনি তাঁহার উচ্চ আসন হইতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিবা মাত্র সন্নিধানে আসিবার জন্ত আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া গোয়ার আর্কবিশপ কর্তৃক প্রেরিত ভূগোল সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক বাদশাহকে উপহার প্রদান করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বাহ্যতঃ ইহা প্রকাশ না করিয়া নিজ সম্মুখে বজায় রাখিয়া তাঁহাদের সহিত ধীরভাবে কথাবার্তা করিলেন। তৎপরে শীঘ্রই সভা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে “কপুর তালাও” নামক অন্তঃপুরস্থ কক্ষে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার মহিষীগণ যাহাতে দেখিতে পান তদ্বৎ তিনি তাঁহাদিগকে “দোলতখানা” নামক উপযুক্ত স্থানে লইয়া গেলেন। তথায় অকস্মাৎ বৃষ্টি পতনের জন্ত তিনি পর্তুগীজদিগের ত্রায় স্তব্ধের কড়াযুক্ত বেঞ্চে রঙ্গের গাত্রাবরণে দেহ আবৃত করিলেন এবং স্বীয় পুত্রদিগকেও সেইরূপ করিতে ও পর্তুগীজদিগের ব্যবহৃত টুপী ব্যবহার করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার অতিথিদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্তই এরূপ করিয়াছিলেন। এতদ্বিন্ন তিনি তাঁহাদিগকে আট শত স্তব্ধ মুদ্রা প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। আমরা স্তব্ধাশ্রমে আগমন করি নাই,— রাজকগণ এইরূপ আপত্তি করিলে বহু চেষ্টাতেও তাঁহাদিগকে স্তব্ধ গ্রহণ করিতে অসম্মত দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগের নির্লোভতার যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিলেন। তদনন্তর টাভারিওর রাজদৌত্যের অবশিষ্ট পর্তুগীজদিগের-আবাসে তাঁহাদিগের অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। বাদশাহের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া পাদ্রীগণও অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া নির্দিষ্ট বাসস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সকল ব্যাপারে তাঁহাদিগের

দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে বাদশাহ খ্রীষ্টোপাসনা ও তাঁহাদের পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন।

গঙ্গারীডিদিগের অনুরোধে রাজার সহিত কথোপকথন করিতে যে যাজককে আমরা দেখিয়াছি তিনি এই যাজকদিগকে পরদিবস সদয়ভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। সে সময় লেন্টপার্ক (১) বলিয়া মৎস্তাদি সামান্য খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজার মনোভাব কিরূপ, তাহা তাঁহারা ইঁহার নিকট হইতেই পরে জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম উত্তর এই যে বাদশাহ যীশুখ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের কুমারী মাতাকে সম্মান করেন ও তিনি যীশুখ্রীষ্টকে প্রায় স্বর্গীয় সম্মান দিতে উদ্যত। সুসমাচারে লিখিত খ্রীষ্টের শিক্ষার তিনি কেবল অনুমোদন করেন না,—পরন্তু তাহার প্রশংসাবাদও করিয়া থাকেন। কিন্তু খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে একরূপ ঔৎসুক্য সহকারে সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষিত হয় যে কোন ব্যক্তিই একাধিক পত্নী রাখিতে পারে না এবং যাজকগণের পক্ষে পত্নী বা স্ত্রীলোক রাখা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ; এই ব্যাপারে তিনি বিশ্বয় প্রকাশ করেন। “ঈশ্বরের ত্রিভু, কুমারীর গর্ভে ঈশ্বরের পুত্রোৎপত্তি, ক্রুশে তাঁহার বহুনাভোগ ও ইহুদীদিগের হস্তে তাঁহার মৃত্যু শুনিয়া আমার চিত্তাকাশ সংশয় মেঘে আবৃত হইয়াছে” একরূপ কথা রাজা যখন বলিয়াছিলেন তখন তিনি প্রকৃত কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু সুসমাচার ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে লিখিত ইহা তাঁহাকে বিশ্বাস করাইতে পারিলে এসকল ব্যাপারে তাঁহার প্রত্যয় জন্মিবে। তিনি যীশুখ্রীষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন ও সেগুলি বিশ্বাস করেন; মহম্মদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অন্তরূপ, তিনি মহম্মদকে প্রবঞ্চক মনে করেন;

(১) খ্রীষ্টানদিগের ৪০ দিবসব্যাপী উপবাসের সময়। ইষ্টার পার্কে সমাপ্তি হয়।

মহম্মদ তাঁহার কল্পিত কাহিনীতে কতকগুলি ব্যক্তিকে উদ্ভাবিত করিয়া [চতুর্দিকে] প্রেরণ করিয়াছিলেন এইরূপ তিনি বলেন। তাঁহার ভোজন-কক্ষে খ্রীষ্ট, মেরী, মোজেস্ ও মহম্মদের চিত্র আছে। একবার মহম্মদের চিত্রের দিকে পশ্চাৎ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন “ইহা খ্রীষ্টের চিত্র, ঐটি মেরীর, এইটি মোজেসের আর ঐটি মহম্মদের”। শেষোক্ত সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব এইরূপে ইদিতে জানাইতে তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে রাজার মনোভাব কতদূর জানা গিয়াছে তাহার আর বিশেষ বৃত্তান্ত না দিয়া, ভবিষ্যতে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে তাহাই তিনি জানাইলেন। আমাদিগের পাদ্রীগণের উপস্থিতির পূর্বে, খ্রীষ্টধর্মের রাজার অত্যধিক আস্থা দেখিয়া জেজাইতিস্ (অপর পাদ্রীটির ইহাই নাম) রাজাকে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তিনি দোভাষীর অজ্ঞতা আর অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই ; অধিকন্তু এমন বিপদে পড়িয়াছিলেন যে, যখন কেহ এই কঠিন তর্ক বিতর্ক শেষ করিতে বলিলেন তখন তিনি ধর্মের জন্ত সাহসের সহিত পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিলেন যে, তিনি অগ্নি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন।

জিডোসাইসিদিগের সহিত যুদ্ধের পরে অগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিয়া বাদশাহ্ সম্প্রতি ফতেপুর (“বিজয়ের নগর”) নির্মাণ করিয়াছেন। বিক্ষা-পর্বত শ্রেণীর পাদদেশে এই নগর অবস্থিত। বিক্ষা পর্বতমালা পশ্চিমে শত মাইল পর্যন্ত আজমীরের দিকে বিস্তৃত। স্থানটি পর্বতসঙ্কুল, চিত্তাকর্ষক নহে ; ইহা একটি পুরাতন নগরের সন্নিহিতে অবস্থিত। “পুরানা শিক্রি” নামে অভিহিত হয়। দেশীয় ভাষায় “পুরানা” অর্থে পুরাতন ; তজ্জন্ত প্রকৃত পক্ষে স্থানটির নাম শিক্রি। নয় বৎসর ধরিয়া

রাজকোষের অর্থে ও রাজার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত রাজপারিষদগণের অর্থে বহু বিশাল অট্টালিকা নির্মিত হইল। ফতেপুরের প্রধান ভূষণ অবশ্য রাজপ্রাসাদ। ইহা বহু বিস্তৃত ও অত্যন্ত মনোরম। যে অট্টালিকায় হস্তীযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধ হয় তাহাও বহু বিস্তৃত ও খিলানের উপর নির্মিত। এই স্থানে “চুজান” [পোলো] ক্রীড়াও হইয়া থাকে। সর্বপ্রকার ও প্রচুর দ্রব্য পরিপূর্ণ পাঁচশত গজ দীর্ঘ বাজার ও স্নানাগারগুলিতে বহু মানবের সমাগম হয়। অনাবৃষ্টির আশঙ্কায় দুই মাইল দীর্ঘ ও ১৥০ মাইল প্রস্থ কৃত্রিম হ্রদ নির্মিত হইয়াছে। বাদশাহ ইহা নিম্নলিখিত রূপে নিয়ন্ত্রণ করাইয়াছিলেন।—পূর্বে এ স্থানে এক নিম্নভূমি শীত ঋতুতে বৃষ্টির জলে পূর্ণ হইত ; এই বারিরাশি সূর্য্যোক্তাপে বাষ্প হইয়া যাইত—কেবল কিয়দংশ প্রবাহিত হইয়া যাইত। বাদশাহ এই বহির্গমনের প্রণালী উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। এইরূপে বাদশাহের এক আদেশে জলাভাবের আশঙ্কা তিরোহিত হইল—সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানের আবহাওয়ারও উন্নতি হইল। কারণ সন্ধ্যার প্রাকালে মন্দ মন্দ মারুত উখিত হইয়া এস্থানের অত্যধিক উত্তাপও হ্রাস করিয়া দেয়। এতদ্ভিন্ন শিকারের দিনে রাজা এই হ্রদের সন্নিকটে যাইয়া প্রচুর আনন্দলাভ করেন। নগরের অত্যাশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না। কিন্তু দুই মাইল ব্যাপী দুর্গপ্রাচীর উল্লেখযোগ্য। ইহার স্থানে স্থানে বুরুজ ও ৪টি ফটক আছে। পূর্বদিকে আগ্রা ফটক, উত্তরে সিকাম্ ফটক ও দক্ষিণে দালপুরী ফটক। ইহার মধ্যে উত্তর ফটক সর্বাপেক্ষা সুন্দর। রাজা এই ফটক দিয়া মধ্যে মধ্যে সিকাম্ যাতায়াত করেন। ইহার প্রবেশ পথে প্রকৃত হস্তীর গায় আকার-বিশিষ্ট দুইটি শুভ্র-বিহীন হস্তীর মূর্তি আছে। (এগুলি দেখিলে ফিডিয়াস্*

* এথেন্সের সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর।

দেওয়ানী থাস্
খাদাবক্স লাইব্রারী হইতে



কর্তৃক নির্মিত বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত)। এই হস্তীঘর যেন ফটকে প্রহরীর কার্য্য করিতেছে এবং এই জন্ত স্থানটিও চমৎকার দেখায়। সিকামের সন্নিকটস্থ পীরামিড হইতে পূর্বদিকে আগ্রা ও পশ্চিমদিকে আজমীরের দূরত্ব, প্রতি সার্কিমাইল ব্যবধানে রোমীয়দিগের দ্বারা “মাইল ষ্টোন” দ্বারা চিহ্নিত আছে। যখন আকবর আগ্রায় অবস্থান করিতেছিলেন তখন পর্বতস্থিত কুটার নিবাসী জনৈক ফকীর (অর্থাৎ জ্ঞান ও ধর্ম্মই যাহাদের বৃত্তি) তাঁহাকে আগ্রাত্যাগ করিয়া শিক্ষা আসিতে অনুরোধ করেন।

যমুনাতীরে অবস্থিত আগ্রা নামেও একটি নগর আছে। ইহা পরিমাণ ও প্রাচীনত্বের জন্ত বিখ্যাত। এই স্থানে “জেলালদিনাস্” (৩) জন্মগ্রহণ করেন ও লালিত পালিত হন। পিতার শোচনীয় মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। এমায়ূমিস্ (হুমায়ূন) তাঁহার দিল্লীস্থ প্রাসাদের ছাদে যষ্টিহস্তে পাদচারণা করিতে করিতে ছাদের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার যষ্টি স্থলিত হওয়ায় তিনি ছাদ হইতে মিয়স্ উদ্ধানে পতিত হইলেন। এরূপ অকস্মাৎ ও ভয়ঙ্কর পতনই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। তিনি স্বয়ং বিদ্বান্ ও শিক্ষার্থীদের বন্ধু ছিলেন কিন্তু যুদ্ধ বিদ্যায় তাঁহার তেমন আগ্রহ ছিল না। তাঁহার পুত্র জেলালদিনাস্ এবিষয়ে পিতার বিপরীত ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার আগ্রহ ছিল না কিন্তু তিনি বিখ্যাত যোদ্ধা হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টান রাজাদের সময় হইতে দিল্লীতে রাজধানী ছিল। জেলালদিনাস্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মাত্র তথা হইতে তাঁহার জন্মস্থান আগ্রায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। এখানে তিনি রাজ প্রাসাদ ও এরূপ বৃহৎ দুর্গ

(৩) আকবর—জেলালুদ্দীনের অপভ্রংশ। এই ঘটনা সত্য নহে

নিৰ্মাণ করিলেন যে তাহা এই মহানগরের বিস্তীর্ণতাকেও পরাজিত করিল। তিনি ইহার সীমামধ্যে তাঁহার অভিজাতবর্গের আবাস, রাজভাণ্ডার, ধনাগার, অস্ত্রাগার, অশ্বশালা, দোকানদার, কারিকর, চিকিৎসক, নরসুন্দর এবং সমুদায় রাজভৃত্যের বাসস্থান নিৰ্মাণ করিলেন। এই গৃহগুলি চূণ না দিয়া এক্ষণে রক্ত প্রস্তর দ্বারা নিৰ্ম্মিত যে জোড় একেবারেই বুঝিতে পারা যায় না। ইহাতে প্রাচীরগুলির একপ্রকার সমতাব বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য হইয়াছে। তিনি দুই জন রাজাকে স্বহস্তে বধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহত্ব ও যশোমণ্ডিত যুদ্ধের কীর্তিস্বরূপ তিনি তাঁহাদের হস্তীর উপর আকৃষ্ট দুইটি মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করাইয়া সিংহদ্বারের দুই পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন। জল বায়ুর উৎকর্ষ, ক্ষেত্রের উর্বরতা, নদী, মনোরম উদ্যান, সর্বপ্রকার ব্যক্তির সমাগম ও নগরের পরিমাণে আশ্রা চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত নগরকে পরাজিত করিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪ মাইল ও প্রস্থে ২ মাইল। মানুষের জীবনযাত্রার জন্ত এক্ষণে কোন দ্রব্যই আবশ্যক হইতে পারে না যাহা আশ্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রয়োজন হইলে সূর্য ইয়ুরোপ হইতেও আনীত হইয়া নানা সামগ্রী নগরে সঞ্চিত থাকে। এ নগরে বহু সংখ্যক শ্রমজীবী, শূত্রধর ও স্বর্ণকার আছে; প্রচুর পরিমাণে বহুমূল্য প্রস্তর, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, পারশ্ব ও তাতার দেশীয় অশ্ব পাওয়া যায়; সংক্ষেপে বলিতে গেলে এখানে সমস্ত দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তজ্জন্ত এখানে কখনই খাদ্যদ্রব্যের অভাব হয় না। সর্বোপরি স্থানটি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত (যেন রাজ্যের নাভি স্বরূপ); তজ্জন্ত প্রয়োজন হইলে রাজার পক্ষে রাজ্যের সর্বত্র গমনাগমন ও প্রজার পক্ষে রাজধানীতে আগমন সহজ। মানুষ জীবনে প্রায় যেসকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে এক্ষেত্রেও সেইরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনা সংঘটিত হইল। সমস্তই

প্রস্তুত, নবদুর্গ ও প্রাসাদে রাজা তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে-
ছিলেন এমন সময়ে ঈশ্বরের আদেশে প্রেতের তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইল,
প্রেতগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, প্রত্যেক দ্রব্য উলট পালট
করিতে লাগিল, স্ত্রীলোক ও বালককে ভীতি প্রদর্শন ও লোষ্ট্রনিষ্ক্ষেপ করিতে
লাগিল, এক কথায় তাহারা সর্বত্র অনিষ্ট করিতে লাগিল। এরূপ অনিষ্ট বৃদ্ধি
প্রাপ্ত না হইলে সহ্য করা যাইত। কিন্তু প্রেতগণ বাদশাহের সম্মানদিগেরও
অনিষ্ট করিতে লাগিল। জন্মের ২৩ দিবস পরে তাহাদের মৃত্যু হইতে
লাগিল। তাহারা একেবারে ২৩ জন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে
লাগিল; শেষে কোন উত্তরাধিকারী থাকিবে না এই আশঙ্কা করিয়া
বাদশাহ শিক্রির পূর্বোক্ত নির্জনবাসী ফকীরের শরণ লইয়া প্রেতগণ
তাঁহার কি অনিষ্ট করিয়াছে তাহা বিবৃত করিলেন। ফকীর রাজাকে যত
শীঘ্র সম্ভব আগ্রা ত্যাগ করিয়া শিক্রিতে তাঁহার আবাস স্থানান্তরিত
করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা পালন
করিলেন। ক্ষুদ্রাকারে বাদশাহের আবাসের জন্ত অট্টালিকা নির্মাণের আদেশ
প্রদত্ত হইল এবং কিয়দিবসেই শিক্রি বাদশাহের আবাসস্থলে পরিণত হইল।

যাজকগণের পথ ভ্রমণজনিত শ্রান্তিদূর হইবা মাত্র তাঁহারা বাদশাহের
সম্মুখে আহূত হইলেন। তাঁহারও ইহারই জন্ত এতদিন অপেক্ষা করিতে
ছিলেন এবং এত দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ
এরূপ আস্থান গ্রহণ করিলেন। ৩রা মার্চ তারিখে তাঁহার চারিটা ভাষার
লিখিত বাইবেল গ্রন্থ লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেক
বাইবেলই ৭ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। বাদশাহকে এগুলি দেখাইবা মাত্র
তিনি খ্রীষ্ট শাসনকর্তা ও ধর্মশিক্ষকদের সম্মুখে পরম ধার্মিকের ন্যায় সেগুলি
চুষন করিয়া খ্রীষ্ট মন্তকে স্থাপন করিলেন। যে খণ্ডে সুসমাচার আছে

তাহা প্রদর্শিত হইলে তিনি ভক্তিতরে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহাদিগকে বাইবেল লইয়া তাঁহার ভোজন-কক্ষে উপস্থিত হইতে কহিলেন। তথায় তিনি অত্যন্ত ভক্তি ও আনন্দের সহিত বাইবেল খুলিয়া দেখিলেন। তিনি এগুলি তখন চাহিয়া লইয়া তাঁহার সর্বদা বসিবার স্থান উক্ত ভোজন কক্ষস্থিত একরূপ বহুমূল্য পুস্তকের উপযোগী একটি সুন্দর আধারে রক্ষা করিলেন। ধর্ম্মবিশ্বাস ও পবিত্র বাইবেলের প্রমাণ—এই দুই বিষয়ের উপর খ্রীষ্টধর্ম্ম অবস্থিত। এই সুযোগে ধর্ম্মশিক্ষক ও বিদ্বান্ ব্যক্তিদের সহিত দুই বিষয়ে বিচার হইল। ইহাদের ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া ইহারা বিশ্বাস করে। অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং মহম্মদ বহু সংখ্যক অকিঞ্চিৎকর ও একরূপ পুস্তকের অনুলপযুক্ত গল্প ইহাতে প্রবেশ করাইয়াছেন। এই ধর্ম্মপুস্তকের অসারতা ও অসত্যতা সম্বন্ধেও বিচার হইল। ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে মোজেস্ ও ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণের পুরাতন পুস্তক সুসমাচারের সাক্ষ্য প্রদান করে। কোরাণ ও বাইবেলে মতবৈধ হইলেও এবং বাইবেলের বিপরীত ও বাইবেল হইতে স্বতন্ত্র বিষয় কোরাণে থাকিলেও কোরাণ বাইবেলকে পবিত্র ও সত্য বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ যদিও লেখক [কোরাণের লেখক অর্থাৎ মহম্মদ] অজ্ঞানের ভ্রায় বলিয়াছেন যে রূপ মোজেস্কে আইন, ডেভিডকে সঙ্গীত পুস্তক এবং আল্ফুরেমান আমাকে ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে সেইরূপ সুসমাচার বর্ত্তমান সম্পূর্ণ অবস্থায় খ্রীষ্টকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তথাপি কোরাণের বহুস্থানে উল্লেখ আছে যে সুসমাচার সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কর্তৃক খ্রীষ্টকে প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ আল্ফুরেমাণের [কোরাণ] সমর্থক কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে ঈশ্বরের সাহায্যে প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্কজাল

ছিন্ন হইল এবং তাহাদের ধর্মপুস্তকের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইল তাহার উত্তর দিতে তাহারা অসমর্থ হইল ; তজ্জন্ত তাহারা বাদশাহের সম্মুখে তর্ক করিতে লাজ্জিত হইয়া শেষাবলম্বন স্বরূপ মৌনাবলম্বন করিল ।

তর্ক শেষ হইবা মাত্র বাদশাহ যাজকগণকে নেপথ্যে লইয়া গিয়া কহিলেন, “আমি আপনাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি ; আমি আপনাদের ধর্ম পছন্দ করি । এই লোকগুলি অসাধু, ইহাদিগের নিকট বাক্যে ও কার্যে আপনারা সাবধান থাকিবেন । আপনাদিগকে আমি একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করি ; আমাকে বুঝাইয়া দেন যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর একসময়ে তিন ও এক কিরূপ হইতে পারেন ? আর কুমারীর গর্ভে ঈশ্বরের পুত্র কিরূপে হইল ? এই দুই বিষয় আমার বুদ্ধির অগম্য ।” তাহারা উত্তর করিলেন “আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, এখন হইতে ধর্মশিক্ষকদের সহিত ব্যবহারে আমরা সেইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিব । আপনার রাজশ্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থই আমরা এরূপ করি নতুবা আমরা তাহাদিগকে কোনরূপে ভয় করি না । আর আপনার প্রশ্ন সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি, আপনি দয়ালু, উদার, সার্বজনীন, মার্জ্জনাকারী ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করুন এবং বিনয় সহকারে তাহার বাক্য শ্রবণ করুন ।” বিভিন্ন ভাষায় লিখিত হইলেও এই বাইবেল গুলিতে কোনরূপ অসঙ্গতি লক্ষিত হয় নাই ; উপরন্তু একই বিষয় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহাদের ধর্মশিক্ষকগণ আলকুরমাণ্ জানিতেন ও লাতিন ভাষায় অনূদিত (খ্রীষ্টতত্ত্ব কিংবদন্তী অনুসারে সেন্ট বার্নার্ডের অত্যধিক পরিশ্রম ও যত্নে) হওয়ায় আমাদের যাজকেরাও জানিতেন ; ইহাতে বাদশাহ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন । উক্ত কারণে আমাদের যাজকেরা একমত হইয়া তর্ক করিতেছিলেন

কিন্তু আল্ফুরমাণ্ সম্বন্ধে তাহারা তিরস্কৃত হওয়ায় তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত ও পরাজিত হইল ; বাদশাহও অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন । আগ্রার মোল্লাদের সহিত এইরূপে প্রথমদিন তর্ক হইল ।

তিন দিবস পরে স্বর্গের আনন্দ সম্বন্ধে দ্বিতীয় তর্ক আরম্ভ হইল । মহম্মদের ধর্মহীন ও মিথ্যা মতানুযায়ী আমোদ করিয়া পান ভোজন, জঘন্য আমোদ ও অশ্রুত কতকগুলি বিষয়ই স্বর্গের আনন্দ ইহা কিন্তু পবিত্র ধর্ম পুস্তকের [বাইবেল] শিক্ষার বিরোধী ।

কয়েক দিবস পরে মহম্মদের গর্ব আমাদের তৃতীয় তর্কের বিষয় হইল । কারণ যদিও তিনি কোরাণে লিখিয়াছিলেন যে খ্রীষ্ট ঈশ্বর-পরায়ণ, নিষ্পাপ এবং মানবের বিনা সাহায্যে পবিত্র আশ্রয় কার্যের দ্বারা কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন আর তিনি [মহম্মদ] পাপী ও মূর্তিপূজক এবং তাঁহার সাপক্ষে কোন অলৌকিক ঘটনাও নাই তথাপি তিনি আত্মশ্লাঘা ও প্রগল্ভতা সহকারে আপনাকে খ্রীষ্ট অপেক্ষা মহৎ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । যাজকগণ কহিলেন স্বয়ং স্বকীয় বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া দান্তিকতা ও উপহাসের বিষয় সন্দেহ নাই । (কারণ কোন বিষয় প্রমাণিত করিবার জন্য সাক্ষ্যের প্রয়োজন স্মরণে সাক্ষ্যের সত্যতা নিজ হইতে আসিতে পারে না) । খ্রীষ্টসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বক্তা অসামান্য ধর্মোপদেষ্টৃগণ সাক্ষ্য দিয়াছেন ; সুসমাচার হইতেও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । আল্ফুরমাণ্ যেরূপ মহম্মদ কর্তৃক সংগৃহীত, সুসমাচারেরূপ খ্রীষ্ট কর্তৃক লিখিত নহে । ইহাতে তাঁহার ধর্মাবলম্বী ও কার্যাবলী সরলভাবে বর্ণিত আছে । আর মহম্মদ স্বয়ং স্বকীয় একমাত্র সাক্ষ্য, তিনি আপনার সম্বন্ধেই লিখিয়াছেন এবং আপনার ব্যতীত অন্য কাহারও অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন নাই । আগ্রার মোল্লাগণ পরাজিত

ও বিরক্ত হইয়া শেষে অলৌকিক ঘটনার আশ্রয় লইতে চাহিলেন। তাহারা বলিল কাহাদের পুস্তক সত্য প্রমাণিত হয় দেখা যাউক। অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে তোমাদের একজন সুসমাচার হস্তে ও আমাদের একজন সিদ্দাগুমা হস্তে আরোহণ করিবে। যাহাদের পুস্তক ও পুস্তকধারী একরূপ অগ্নিপরীক্ষায় অক্ষতভাবে উত্তীর্ণ হইবে তাহাদের পুস্তক সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। বাদশাহও আমাদের রাজকগণের নিকট এইরূপ পরীক্ষার প্রস্তাব করিলে তাঁহারা সংক্ষেপে কহিলেন “আমরা আমাদের বিশ্বাস সপ্রমাণ করিয়াছি, বুঝাইয়াও দিয়াছি, অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন দেখি না।” ইহাতে রাজা যখন বলিলেন আপনাদের প্রমাণের প্রয়োজন নাই তখন সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন “বাদশাহের শান্তি হউক”। এইরূপে এই তর্কের পরিসমাপ্তি হইল।

রডল্ফো লোকটি একরূপ, যে তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে যাইত; কারণ তিনি উৎসাহ পূর্ণ ধর্ম্যভাবে অনুপ্রাণিত গ্রীষ্টের জন্ত প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত এবং ধর্ম্মের আহ্বানে কার্য্য করিতে সর্বদাই অগ্রসর ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁহার কিঞ্চিৎ সংশয় ছিল এবং তজ্জগুই তিনি প্রথমে একরূপ পরীক্ষায় স্বীকৃত হইতে বিরত হইলেন। তিনি প্রথম সুবিধা পাইবামাত্র বাদশাহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “হে রাজন, প্রস্তাবিত অগ্নি পরীক্ষা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, গ্রীষ্টের যে ধর্ম্ম আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদেরকে অর্পণ করিয়াছেন, যে ধর্ম্ম আমরা মাতৃস্তনের সহিত শরীরে ধারণ করি, যে ধর্ম্ম আমরা লালিত পালিত ও যে ধর্ম্ম আমরা পালন করি সেই পবিত্র ধর্ম্ম আমাদের অনুরাগ ও আকর্ষণ যদি আপনি পরীক্ষা করিতে চাহেন তাহা হইলে ঈশ্বরের উপর

নির্ভর করিয়া আমরা আহ্লাদিত চিত্তে একটি কেন, শত শত অগ্নিকুণ্ডে
 ঝম্প প্রদান করিব। যে ঈশ্বর তিনটি হিত্র শিশুকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে
 রক্ষা করিয়া অক্ষত অবস্থায় অগ্নি হইতে বাহির করিয়াছিলেন যদিও আমরা
 সেই ঈশ্বরেরই আরাধনা করিয়া থাকি তথাপি আমরা নির্বিশ্ব হইবার
 জন্ত অলৌকিক ঘটনার উপর নির্ভর করি না বা তাহা চাই না। ঈশ্বরের
 অনুগ্রহে আমরা হস্তী, সিংহ, বাঘ, পর্বতশৃঙ্গ, ক্রুশ, নির্যাতন বা যন্ত্রণা
 কিছুতেই ভীত নহি। আপনি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তে তাহা পরীক্ষা
 করিতে পারেন। আমাদের জনৈক পীড়িত শয্যাগত সঙ্গীকে আনিতে
 ষতটুকু সময়ের প্রয়োজন তাহার অপেক্ষা অধিক বিলম্ব হইবে না।
 আমাদের সঙ্গীও এরূপ আত্মত্যাগের আশায় এত আনন্দিত হইবেন যে
 তাহাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে। আমাদের দুইপক্ষের যে পক্ষ
 অগ্নিপরীক্ষায় অক্ষত শরীরে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে তাহারই প্রতি ঈশ্বরের
 অনুগ্রহ ও বন্ধুত্ব আছে। আপনি যদি মনে করেন অগ্নি পরীক্ষা দ্বারা
 ইহাই প্রমাণিত হইবে তাহা হইলে আমরা সরলভাবে স্বীকার করিতেছি
 যে আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস প্রবল হইলেও আমরা ঈশ্বরকে কুপিত করিয়াছি
 এবং এখনও করিয়া থাকি। আমরা পাপী; তজ্জন্ত অলৌকিক ঘটনার আশা
 করা দূরে থাকুক আমরা আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষানুযায়ী ইহাতে সংশয় প্রকাশ
 করি; কারণ আমরা জানি না যে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহীত কি তিনি
 আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। যে পুস্তকধারী অগ্নিশিখায় অক্ষত থাকিবে
 তাহার পুস্তক ঈশ্বরাদিষ্ট, অগ্নিপরীক্ষাদ্বারা ইহা নির্ণয় করা গ্রীষ্টের
 (যাহাকে আপনিও সম্মানপ্রদান করেন) শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ।
 গ্রীষ্ট, যিনি হিত্রদ্বিগকে ভৎসনা কালে বলিয়াছিলেন, ‘দুষ্ট ও ব্যাভিচারী
 লোকেই অলৌকিক ঘটনা দেখিবার জন্ত চাঁৎকার করে’ আপনি নিশ্চয়ই

সেই হিব্রুদের সহিত তুলনা হইতে চাহেন না)। কারণ যখন শয়তান তাঁহাকে প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র, তবে নিম্নে লক্ষ্য প্রদান কর তখন তিনি কহিয়াছিলেন “তুমি তোমার ঈশ্বরকে প্রলোভন প্রদর্শন করিও না।” হেরড্ অলৌকিক ঘটনা দেখিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। “তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র, তবে তুমি ক্রুশ হইতে অবতরণ কর আমরা তোমাকে বিশ্বাস করিব” এই কথা বলিয়া ইহুদীগণ তাঁহাকে অলৌকিক ঘটনা দেখাইতে বলিলে ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। যাহারা ধর্মবিশ্বাসের জন্ত যজ্ঞগা ভোগ করিয়াছিলেন এবং যাহাদের অধিকাংশ অগ্নিশিখায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আমাদের বাইবেল পুস্তক বক্ষে লইয়া বহু মন্দির ও অট্টালিকা আমাদের ধর্মের শত্রু কর্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছে। মহম্মদীয় ধর্ম পুস্তকের ভাগ্যও তাহাই ঘটিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অগ্নিপরীক্ষা অনিশ্চিত। এই পরীক্ষার প্রস্তাবক আগ্রার ধর্মোপদেষ্টৃগণের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তাহাদের ধর্মবিশ্বাসে তাহাদের আস্থা আছে কিংবা একরূপ পরীক্ষায় তাহাদের ধর্মপ্রচারক তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবিষাস যদিও আমাদের নাই তথাপি যদি আমাদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আরোহণ আপনার নির্বন্ধ হয় তাহা হইলে উহাদিগকেও অগ্নিকুণ্ডে আরোহণ করিতে হইবে; তখন আপনি আমাদের (আচরণের) পার্থক্য দেখিয়া বিচার করিতে পারেন। কারণ অলৌকিক ঘটনা দেখিবার প্রার্থনা করা উহাদের স্বভাব কিন্তু আমাদের ধর্মের কোন পবিত্র ব্যক্তি যদি উহা প্রদর্শন করেন তাহা হইলে তাহা যাহ ও মন্ত্রবলে হইয়াছে বলিয়া উহারা কারণ প্রদর্শন করে। যখন তিন ব্যক্তি অগ্নিকুণ্ড হইতে অক্ষত শরীরে বহির্গত হন তখন উহারা তীর

ও প্রস্তরখণ্ড লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে এবং অবশেষে স্বর্গীয় অলৌকিক ঘটনা ও উহার পবিত্রতার সংশয় প্রকাশ করে।

সেন্ট্ ফ্রান্সিস্ সম্প্রদায়ের স্পোলেটস্বাসী এণ্ড্রু নামক জনৈক সন্ন্যাসীর ভাগ্যে এইরূপ ঘটিয়াছিল। যদি তিনি অগ্নিকুণ্ড হইতে অক্ষত শরীরে বহির্গত হইতে পারেন তাহা হইলে আফ্রিকার মরক্কো-দেশবাসী কয়েক জন খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিবে, মরক্কোবাসীগণ প্রবঞ্চনা পূর্বক এইরূপ কহিলে তিনি ৪০ বৎসর পূর্বে এইরূপ অগ্নিপরীক্ষা দিতে সম্মত হইয়া-ছিলেন। তিনি অগ্নিশিখামধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু ও হস্তদ্বয় স্বর্গের দিকে তুলিতেছিলেন। এই দৃশ্য দেখিবামাত্র বন্দী খ্রীষ্টান-দের মুখ হইতে উচ্চ প্রশংসাবানি বহির্গত হইল। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া জনসমুহও এই প্রশংসায় যোগদান করিল। কিন্তু এই ব্যক্তি অগ্নিশিখা হইতেও রক্ষা পাইয়াছে এইরূপ কথিত হইবে এই আশঙ্কায় প্রধান প্রধান ধর্মোপদেষ্টা ও ইহুদীগণ এই ব্যক্তি ও অলস্ত অগ্নিকুণ্ডকে প্রস্তর-খণ্ড বর্ষণে আবৃত করিয়া ফেলিল। বন্দি হইতে মুক্ত হইয়া জনৈক বন্দী তাঁহার আশ্চর্য্য ভাবে রক্ষিত দেহাবশেষ পর্তুগালের রাণী কেথারীনের নিকট লইয়া গেলেন।

ইহার উত্তরে বাদশাহ কহিলেন, “ঈশ্বর না কুরুন যেন আপনাদের কোন অনিষ্ট না হয় ; আমি সেজ্ঞা আপনাদিগকে আহ্বান করি নাই।” কিন্তু আমার সভায় একজন ধর্মোপদেষ্টা আছেন ; তিনি স্বর্গীয় পবিত্রতার অত্যন্ত গর্ব করেন অথচ তিনি অসংখ্য পাপান্ত্রাণ করেন বলিয়া শুনিতে পাই। তিনি কোরাণকে স্বীয় উদ্ভাবিত নীতি-মালারূপে ধ্যাত্ম্য করেন। তাঁহার গর্ব থর্ব করিবার জ্ঞা আমি আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করি।” তাহাতে রডোল্ফো বলিলেন “ইহাতে আমরা আপনাকে সাহায্য করিতে

পারিব না। কারণ যাজকগণ কেবল মনুষ্যের জীবন লইতে নিষিদ্ধ নহেন; পরন্তু ধর্মশাস্ত্র সঙ্গত স্থল ব্যতীত, যাহাতে নরহত্যা হইতে পারে একরূপ কার্যের চেষ্টা করাও তাঁহাদের পক্ষে অনুচিত।” বাদশাহ কহিলেন “আমি আপনাদের অগ্নিপরীক্ষা চাহি না, আপনারা অগ্নিপরীক্ষা দিতে অসম্মত নহেন ইহা বলিলেই চলিবে।” “হুজুর, তাহাও বলিতে পারিব না।” “অন্ততঃ আমাকে তাহা বলিতে দিন। আপনাদের অগ্নিপরীক্ষা দিবার ইচ্ছার কথা আমি তারস্বরে বলিব। আপনারা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন।” “যদি আপনি প্রকাণ্ডতঃ আমাদের ইচ্ছার কথা ঘোষণা করেন, আমরাও আমাদের অনিচ্ছার কথা প্রকাশ করিব। এ লোকটি যদি প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত হয় তাহা হইলে ইহাকে অগ্নিশিখায় মৃত্যুদণ্ড দিবার জন্ত একরূপ প্রবঞ্চনার প্রয়োজন কি?” যে সকল প্রধান লোক রডোল্ফের এই বিখ্যাত বাক্য শুনিয়াছিল তাহারা শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। এইরূপে বাদশাহ ও তাঁহার ধর্মোপদেষ্টীগণের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ও প্রথম সাহিত্যিক তর্কবিতর্ক ঘটিয়াছিল।

“আমার আর প্রমাণের প্রয়োজন নাই” বাদশাহের এ উক্তি যাজকগণ বিশ্বস্ত হন নাই। তিনি তর্কবিতর্কে যেরূপভাবে যোগদান করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি যে নিজের সন্দেহভঞ্জনার্থ ইহা করিয়াছিলেন যাজকগণ তাহাই মনে করিলেন। বাদশাহের চিত্ত পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহারা বাদশাহের নিকট নিম্নলিখিত রূপ প্রস্তাব করিবার জন্ত পরামর্শ করিল “বাদশাহ যেরূপ পুনঃ পুনঃ জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, সেইরূপ যিনি ত্রীষ্টধর্মের স্বর্গীয় মত বুঝিতে চাহেন, তাঁহাকে দুইটি শর্ত পালন করিতে হইবে অর্থাৎ তিনি আপনার আত্মাকে একরূপভাবে প্রস্তুত করিবেন যে যাহাতে তিনি ঈশ্বরের আধাত্মিক, আলোক ও স্বর্গীয় দানের করুণা ধারা

গ্রহণ করিতে পারেন। এই দানের করুণাধারা তাঁহার আত্মাতে জলসেচন করিবে ও হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিবে।”

প্রথমতঃ তাঁহাকে যত্নপূর্বক পাপপথ পরিত্যাগ করিতে হইবে ; পাপ হইতে আমাদিগকে ঈশ্বর সর্বাপেক্ষা দূরে রাখেন কারণ পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সলোমন লিখিয়াছেন “পাপরত ব্যক্তির দেহে বা দুষ্ট ব্যক্তির আত্মায় জ্ঞান বাস করিতে পারে না।” ঈশ্বরের নামে একজন ধর্মপ্রচারক বলিয়াছেন ‘প্রভু বলেন তোমার চিত্ত আমার দিকে ফিরাও তাহা হইলে আমি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব।’ খ্রীষ্টের পূর্বগামী জাকারি-সুত জন্ম ইস্রায়েলবাসীকে যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস করাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন ‘তোমরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাঁহার আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত কর।’ খ্রীষ্ট তাঁহার প্রকাশ্য জীবনের প্রারম্ভে জনসাধারণকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিতেন এবং যখন শিষ্যবর্গকে ধর্মপ্রচারার্থে প্রেরণ করেন তখন তাঁহাদিগকেও এই উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি প্রধান পুরোহিতের মৃতকণ্ঠকে পুনর্জীবিত করিবার পূর্বে যেমন বংশীবাদক ও চীৎকারকারী জনসঙ্ঘকে অপসারিত করিয়াছিলেন তেমনই পাপকে পরিহার করিতে হইবে। শান্তির-ঈশ্বর খ্রীষ্টকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিবার প্রধান অন্তরায় আত্মার বিশৃঙ্খল অবস্থা। ইহা পাপানুষ্ঠানেই উদ্ভূত হয়। এই পাপানুষ্ঠান মানবের চিত্তরূপ চক্ষুকে ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত ধর্ম বিশ্বাসের আলোক দেখিতে দেয় না এবং হৃদয়ের দ্বার একরূপ ভাবে বন্ধ করিয়া দেয় যে মানব আর ঈশ্বর প্রেরিত করুণাধারা গ্রহণ করিতে পারে না। শ্রমজীবদিগের কার্য্য হইতে আমরা একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব। যদি গৃহ নির্মাণ করিতে হয়, তাহা হইলে যাহার উপর সমস্ত অট্টালিকা নির্ভর করিবে সেই

ভিত্তিস্থাপনের জন্ত মৃত্তিকাখনন করিয়া ও তাহা পার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া অটালিকার উপাদান প্রস্তরের জন্ত স্থান করা আবশ্যক। সেইরূপ বারি পূর্ণ পাত্র তৈলপূর্ণ করিতে হইলে প্রথমে পাত্রটি বারিশূণ্য করিতে হইবে; যদি পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন পরিধান করিতে চাহি, তবে অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন প্রথমে পারিত্যাগ করিতে হইবে। সেই জন্ত সেন্টপল্ বৃদ্ধ মনুষ্যটিকে অর্থাৎ আমাদের পাপ প্রবৃত্তিকে পরিহার করিতে আশাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন যেন আমরা “নব মনুষ্যটি” অর্থাৎ যাঁওত্রীষ্টকে গ্রহণ করিতে পারি।

সেইজন্ত তাঁহাকে জানান হউক যে তিনি কেবল তাঁহার বিবাহিত পত্নীকে রাখিতে পারেন। অন্য সকল স্ত্রী ব্যভিচারিণী বলিয়া তাঁহাদিগকে রাখা ঈশ্বর ও গ্রীষ্টের নিয়মে নিষিদ্ধ। তজ্জন্ত তাঁহাকে প্রথমতঃ অতীত পাপের জন্ত অনুতাপ করিতে হইবে, তৎপরে তিনি উক্ত ব্যভিচারিণীদিগকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবেন, স্বয়ং উপবাস করিবেন, কৃচ্ছসাধ্য অনুষ্ঠান করিবেন, ঈশ্বরের আরাধনা করিবেন, ভিক্ষা দিবেন এবং ধর্মের অন্যান্য অনুষ্ঠান করিবেন। কারণ এইরূপ কার্যানুষ্ঠানে ঈশ্বর তাঁহার প্রতি দয়ালু হইবেন। এইরূপ কার্যের দ্বারা শতবর্ষজীবী ক্লডিয়াস্ ঈশ্বরের করুণা লাভ করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত তিনি ভবিষ্যদৃষ্টির ক্ষমতা ও জনৈক দেবদূতের উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং গ্রীষ্টের প্রথম শিষ্য ও প্রতিনিধি সেন্টপিটার কর্তৃক দীক্ষালাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন।

আর একটি বিষয় এই যে এমন একটা সময় নির্দেশ করা তাঁহার পক্ষে প্রয়োজনীয় যখন অত্যন্ত গুরুতর কার্যাব্যতীত সকল কার্যই স্থগিত রাখিতে হইবে। সেই সময় সমস্ত তর্কবিতর্ক হইতে দূরে থাকিয়া তিনি একাকী বা ইচ্ছা করিলে কতিপয় বিশ্বস্ত মোল্লার সহিত

শিষ্যের গ্রাম উপদেশ শ্রবণ করিতে পারিবেন। অবশ্য শিক্ষাকালে তাঁহার কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে সে সন্দেহ দূর করিবার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার স্বাধীনতা থাকিবে। কারণ খ্রীষ্টের একটা শিক্ষা-বিষয়ক গল্পে কথিত আছে যে, যে বীজ পথিপার্শ্বে পতিত হইয়াছিল তাহা পক্ষীসমূহ ভক্ষণ করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, যে সকল ব্যক্তি নানারূপ চিন্তায় পীড়িত কিংবা কষ্টকর, কঠিন এবং প্রায় নিস্প্রয়োজনীয় কার্যে নিযুক্ত থাকে তাহাদিগের চিত্ত পথের গ্রাম উন্মুক্ত। কর্ষিত ভূমিতে বীজ পড়িলে কৃষক যেমন তাহা আবৃত করে, একরূপ ব্যক্তি বীজ পাইলে সেরূপ সাবধানে তাহা আবৃত করিতে পারে না, যাহাতে খ্রীষ্ট তাহাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন। যে সকল শয়তান মানবকে গ্রামপথ হইতে বিচ্যুত করে এখানে পক্ষীর তাহাই অর্থ। খ্রীষ্টের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল, কারণ বাইবেলের পুরাতন পুস্তকেরও ব্যবস্থা অনুসারে অধিকাংশ রোমন্থনকারী জন্তু বলি ও খাত্তের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই কারণেই বহু ব্যক্তি প্রকৃত ঈশ্বরের জ্ঞান ও আরাধনা হইতে দূরে চলিয়া যায়। তাহাদের স্বকীয় নির্বুদ্ধিতা তাহাদের চিন্তা-শক্তিকে মৃতবৎ করিয়া ফেলে। বাদশাহ স্বয়ং যাহাকে প্রশংসা করেন সেই সর্বাপেক্ষা নিষ্কলঙ্ক কুমারী যখন লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনগৃহে একাকিনী মানবজাতির মুক্তির জন্য ভাবিতেছিলেন তখন ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে তিনি ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তিকে জন্মদান করিবেন। ইথিওপিয়ার রাজ্ঞী যখন ঈশায়া সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তখন খ্রীষ্টশিষ্য ফিলিপ্ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়া খ্রীষ্টান করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার শিষ্যবর্গ ও খোজা বিন্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন যে তিনি জনৈক

দেবদূত কর্তৃক আজোভানে নীত হইলেন। যদি কলা বা বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে কিয়ৎ পরিমাণে অগ্ৰাণ্য কার্য ত্যাগ করিয়া সমস্ত সময় তাহাতে বিনিয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলেও সেইরূপ করিতে হইবে। নিকোডিমাস্ নামক জনৈক ধার্মিক ব্যক্তি খ্রীষ্ট কোন গৃহে গমন করিয়াছেন জানিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য নিকোডিমাস্ সেই গৃহে নিশাকালে গমন করিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। জাপানের রাজারাও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া থাকেন। আমাদের বিশ্বাস ও ধর্মের নিয়ম জ্ঞাত হইবার জন্য আমাদের সমাজের যাজকগণের সামান্য কুটীরেও ইঁহারা পদার্পণ করেন। একরূপ দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে আমরা অনুরোধ করি না, বরঞ্চ আমরাই রাজসভায় আসিতে প্রস্তুত আছি এবং খ্রীষ্টধর্মের নীতিগুলি বুঝাইবার জন্য আমরা দিবারাত্র পরিশ্রম করিব। আমরা কেবল এই মাত্র চাহি যে বাদশাহ সমস্ত চিন্তা ও কার্য পরিহার করিয়া বাধ্য ও মনোযোগী শ্রোতা এবং উৎসুক শিষ্য হইবেন। যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যের অসম্মান করি তবে আমাদের ধর্ম যুগিত হইবে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কার্য কদর্য্যভাবে করে তাহার অধোগতি হইবে—এই স্বর্গীয় বাণীর মর্যাদা রক্ষা না করিলে আমাদের আশঙ্কা হয় যে বাদশাহের ও আমাদের সর্বনাশ হইবে।”

বাদশাহকে এইরূপ কথা শুনাইবার নিমিত্ত রডোল্ফো সুবিধা অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কয়েক দিন পরে যাজকগণ রাজপ্রাসাদে আগমন করিলে বাদশাহ তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্ক্ষেতে গৃহ মধ্যে আহ্বান করিয়া স্বেচ্ছায় বলিলেন “আমার অভিলাষ এই যে আমার রাজ্যে স্বাধীনভাবে খ্রীষ্ট ধর্মের অনুষ্ঠান হউক। আমি শ্রুত হইয়াছি তুরস্ক

রাজ্যে গির্জা আছে। আপনারা এখানেও সেইরূপ গির্জা নির্মাণ করুন। যখন আমার রাজ্যে মূর্তিপূজা ও মন্দির-প্রতিষ্ঠা অনুমোদিত, তখন গির্জা-নির্মাণকে নূতন বলিয়া কেহ ভাবিবে না।” তিনি যে গভীর প্রীতি ও করুণার সহিত কথাগুলি বলিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াই রডোল্ফো সন্তুষ্ট থাকিলেন। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে উল্লিখিত ইঙ্গিত সম্বন্ধে বাদশাহের সহিত নির্জনে কথা বলিবার সুবিধা রডোল্ফোর দুই দিন পরেই ঘটিল। তাঁহার মতে ইহাই বলিবার উপযুক্ত সময় বলিয়া তিনি বাদশাহকে সতর্ক করিয়া কহিলেন “ভবিষ্যতের জ্ঞাত ব্যবস্থা করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য। আপনি এই মুহূর্তেই এইখানে এমন উপায় উদ্ভাবন করুন যাহাতে আপনি খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিলে কোনরূপ গোলমাল না হয় কিম্বা আপনার জীবন বিপদাপন্ন না হয়। নতুবা খ্রীষ্টধর্মের বিপক্ষদল যে আন্দোলনের তুফান তুলিবে তাহার তীব্রতায় হয়তো আপনি স্বয়ং ভীত হইবেন। কোন বিষয়ের বিপক্ষ ও সপক্ষ যুক্তি পূর্বে সম্যকরূপে বিবেচনা না করিয়া কোন আরক্ত যুদ্ধ বা অট্টালিকার যেমন হঠাৎ সমাপ্তি বা বিরতি হয় এক্ষেত্রেও তেমনই ঘটতে পারে। কিংবা আপনার মৃত্যু ঘটতে পারে। তাহাতে রাজ্যের ও আপনার ভবিষ্যৎশীর্ষদিগের পক্ষে অমঙ্গলের কথা।”

ইহার উত্তরে রাজা সংক্ষেপে কহিলেন “এরূপ কার্যো দৈবের উপর নির্ভর করিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করে তিনি তাহাকে নিশ্চিত উপায় করিয়া দেন; আর আমার কথা বলিতে গেলে আমার কোন বাঞ্ছা নাই। আমার নিকট দ্বীপুত্র রাজ্যের কোন মূল্য নাই। কোনরূপ গণ্ডগোলের সৃষ্টি না করিয়া যদি আমার খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করার কোন উপায় না থাকে তাহা হইলে ব্রত উদ্ঘাপনের জ্ঞাত মক্কা যাইবার ছল করিয়া আমি গোয়ায় গমন করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিব।”

এই কথা শ্রবণ করিয়া যাজকগণ অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন, এবং ট্যাভারিও-দৌতোয় যে সকল পণ্ডিতগণ তখন রাজসভায় ছিলেন তাহাদিগের সমভিব্যাহারে ঈষ্টার পর্বের পবিত্র শনিবারে বাদশাহকে সম্মান প্রদর্শন ও আশীর্বাদ করিতে গমন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সেই পবিত্র শনিবারে রহস্ত বুঝাইতে বলিলেন। তৎপরে যেখানে তাহার নিকটস্থ হইয়া যাজকগণ তাহাকে সহজে শিক্ষা দিতে পারে রাজপ্রাসাদের এইরূপ এক কক্ষে তাহাদিগকে লইয়া গেলেন। তদনন্তর তিনি অনুচর ও পরিষদগণকে বিদায় দিয়া আরাধনা ও পূজা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া রাত্রের অধিকাংশভাগ তাহাদের সহিত যাপন করিলেন। রডোল্ফো আপন কথায় সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

পরদিবস তিনি তাহাদিগকে তাহার সহিত ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহাদের আবাসে অসংখ্য অশ্রলোক থাকিত বলিয়া তাহাদের থাকিবার অসুবিধা হইত। তজ্জন্ত ঈষ্টার পর্ব গত হইলে তাহাদিগের বাসস্থান রাজপ্রাসাদের এক অংশে স্থানান্তরিত হইল। ইহা অবগত হইবামাত্র বাদশাহ একাকী তাহাদিগের বাসস্থানে যাইয়া প্রথমেই আরাধনাগৃহে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অনাবৃত মস্তকে আলুলায়িত কেশপাশ লইয়া ভূমিতে প্রণতিপূর্বক গ্রীষ্ট ও তাহার মাতার পূজা করিলেন এবং স্বর্গীয় বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। আট দিবস পরে তিনি তাহার তিন পুত্র ও কতিপয় সভাসদ সমভিব্যাবহারে পাছকা পরিত্যাগপূর্বক আরাধনাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি তাহার পুত্রগণকে গ্রীষ্ট ও তাহার কুমারী মাতার চিত্রের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিতে উপদেশ দিলেন। এই দৃশ্যে জনৈক সভাসদ আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন “উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত ও সিংহাসনোপবিষ্ট মূর্তি প্রকৃতই

স্বর্গের রাণী।” রোম হইতে প্রেরিত কুমারীর একখানি সুন্দর চিত্র দেশের নামে বাদশাহকে উপহার প্রদান করিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন। ইহাতে যাজকদিগের হৃদয় অত্যধিক আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। নব উদ্যমে তাঁহাদের চিত্ত উত্তেজিত হইল, ও সেই জন্ত তাঁহারা আত্মালাভ ও ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের জন্ত কার্য্য করিতে নব উদ্যমে আরম্ভ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে পারশুভাষা শিক্ষার জন্ত বাদশাহের নিকট জনৈক শিক্ষক প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহ, সভাসদবর্গ ও অধিকাংশ সেনানী এই পারশুভাষা ব্যবহার করিতেন এবং তজ্জন্ত ইহাই তর্কবিতর্কের উপযুক্ত ভাষা। বাদশাহ রডোল্ফোর ভাষা শিক্ষার ভার জনৈক চতুর ও কার্য্যকুশল যুবকের প্রতি অর্পণ করিলেন। ইহার যত্নে মেধাবী রডোল্ফো এই মাজ্জিত পারিভাষিক শব্দপূর্ণ বিদ্বজ্জনভাষিত ভাষায় তিন মাসের মধ্যে এতদূর জ্ঞান লাভ করিলেন যে, সুবক্তার স্থায় না হউক, বিনা আড়ম্বরে যে কোন বিষয়ে তিনি আপনার বক্তব্য বুঝাইতে পারিতেন। শিক্ষালাভে রডোল্ফোর এইরূপ তৎপরতা ও দক্ষতা দেখিয়া বাদশাহ ও তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহাকে পণ্ডিত ও মেধাবী ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তজ্জন্ত তাঁহার প্রশংসাবাদ করিলেন। একজন বিদেশী ব্যক্তিকে অল্পকালে অজ্ঞাত ও বিদেশী ভাষা এত সহজে আয়ত্ত করিতে দেখিয়া তাঁহারা বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছিলেন। রডোল্ফোর বিদেশীয় উচ্চারণে তাঁহারা আমোদ অনুভব করিতেন। সুসমাচার ও তাঁহাদের ধর্ম্মনাতি পারশুভাষায় অনুবাদ করিবার মত যথেষ্ট শব্দজ্ঞান হইবামাত্র যাজকগণ সুসমাচারের ঘটনাগুলি অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। আগ্রার মৌলবীগণের উত্থাপিত বিষয়ে যে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল তাহাও যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ হইল। সমস্ত লেখা গুলি বাদশাহের নিকট

প্রেরিত হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে অবকাশমত পাঠ করিয়া জানিতে পারিবেন। যে বিপক্ষদল বাদশাহের নিকট সর্বদাই ভ্রমসঙ্কুল ব্যাখ্যা করিতেন তাঁহাদেরও ইহাতে ঈর্ষা হইবে না। বিদেশী ব্যক্তি বাদশাহের সহিত সর্বদা কথা कहিলে ও বাদশাহকে স্বপক্ষে জানিতে পারিলে বিদেশী ব্যক্তির অহঙ্কার ও দুঃসাহস বাড়িয়া যায়। লেখাগুলি বাদশাহকে প্রদান করায় সে আশঙ্কাও তিরোহিত হইল।

বাইবেলে লিখিত ধর্মমত, ঈশ্বরের ত্রিত্ব ও একত্ব, ঈশ্বরের পুত্র ও তাঁহার মৃত্যু, মহম্মদ, কোরাণ, শেষ বিচার দিবস, মরণ, পুনর্জীবন, দার্শনিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং অসংখ্য অন্যান্য বিষয় লইয়া আমাদের যাজকগণ ও আগ্রার মৌলবীগণের মধ্যে বাদানুবাদ হইত। অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিতেছি যে ঈশ্বর-রূপায় আমাদের যাজকগণ তাঁহাদের প্রতিপক্ষকে প্রত্যেক তর্কেই পরাস্ত করিতেন। তখন প্রতিপক্ষগণ অলৌকিক ঘটনা দেখিতে চাহিত ও পূর্বলিখিত অগ্নি পরীক্ষার কথা উত্থাপন করিত। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি তর্কের সময় যে মহম্মদের অসম্মান করা হইত তাহারা এইরূপে তাহার প্রতিশোধ লইতে চাহিত। তাহাদের ধর্মের কোন ব্যবস্থা তর্কে তাহাদের সম্মুখে অসার প্রতিপন্ন হইলে (ইহার জন্ত কোন প্রাচীন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সতর্ক ক্রিয়া দিয়াছেন) কিংবা তাহাদের ধর্মোপদেষ্টার অসম্মান হইলে তাহাদিগকে নিন্দিত হইতে হয়। ইহাতে তাহাদের সর্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ হয় এবং যিনি ইহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছেন, তাঁহার মতে অত্যন্ত দুষণীয়। তাহারা যে নিজের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য তর্কবিতর্কে পরাস্ত হইল ইহাতে তাহাদের মনে লজ্জা ও বিরাগের উদ্রেক হইল। কারণ আমাদের যাজকগণ আমাদের ধর্মপুস্তক হইতে

না লইয়া তাহাদেরই ধর্মপুস্তক হইতে সাধারণতঃ যুক্তি বাহির করিতেন ; প্রতিপক্ষ মৌলবীগণ তাহাদের নিজের ধর্মমতে যাজকগণের বিজ্ঞতা দেখিয়া বিস্মিত হইত, এবং সাধারণের চক্ষে বাচাল বালকের গ্ৰাম প্রতীয়মান হইত। স্বয়ং প্রধান মৌলবী মুসলমান ধর্মে উপহাস করিতেন। তিনি যাজকগণের পক্ষে ছিলেন এবং তজ্জগৎ বাদশাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি তককালে মৌলবীগণের আচরণ লক্ষ্য করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিতেন। যখন কোন একটা বিষয় কোরাণে আছে কিনা বলিয়া তর্কবিতর্ক হইত, তখন প্রধান মৌলবী যাজকগণের পক্ষাবলম্বন করিতেন। কারণ কোন একটা বাক্য পুস্তকে আছে কিনা ইহা প্রমাণ করিবার জগৎ পুস্তক আনীত হইলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইত যে কোরাণ সুচারুরূপে অধ্যয়ন করিয়া আমাদের যুক্তি অবলম্বন করা হইয়াছে এবং উদ্ধৃত বাক্য কখনই অশুদ্ধ হইত না। প্রধান মৌলবী কেবল সরলভাবে স্বীকার করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ইহা শুনাহতেন। সমস্ত সাহিত্যিক তর্কবিতর্কে বাদশাহই ব্যাখ্যাকারক ও বিচারক থাকিতেন (অর্থাৎ মধ্যস্থ হইতেন) এবং যদি যাজকগণের মতের অনুকূলে কোন যুক্তি প্রদর্শিত হইত তাহা হইলে গৌরবসহকারে তাহার উল্লেখ করিতেন। তিনি তাঁহাদের প্রশংসা করিবার কোন সুযোগই পরিত্যাগ করিতেন না। ইহাতে সম্ভবতঃ তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন। তাঁহাদের দারিদ্র্য ও সংযমে আগ্রহ দেখিয়া বাদশাহ অত্যধিক আনন্দিত হইতেন। তাঁহার নিজের ধর্মের প্রতি আস্থা ছিল ও সংসার করিবার প্রবৃত্তি ছিল এবং তজ্জগৎই তিনি বলিতেন “যে ব্যক্তি সাংসারিক সুখ, পত্নী, পুত্র ও অগ্ৰাণ্য যাবতীয় বস্তু ত্যাগ করিয়াছে সে যে ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত একথা আমি বিশ্বাস করি।”

আমাদের যাজকগণের সাধুতায় তিনি এত বিশ্বাস করিতেন যে তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের শিক্ষার ভার যাজকগণের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণের জন্য তাঁহাদের হস্তে অর্থ প্রদান করিবার আজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শেমোক্কা কার্যটি তাঁহারা করিতে অসম্মত হইলে বাদশাহ ও আর দিকৃতি করিলেন না। তাঁহাদের সমাজের নিরহঙ্কার আচরণের জন্য তাঁহারা এই শিক্ষাদানরূপ সম্মান-সূচক কার্যো ও অসম্মত হইতেন কিন্তু দুই কারণে তাঁহারা তাঁহার পুত্রের শিক্ষার কার্য গ্রহণ করিলেন। প্রথমতঃ ইচ্ছাতে ভবিষ্যতে তাঁহাদের সুবিধা হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, বালকের শিক্ষাদান তাঁহাদের সমাজের একটি বিশেষত্ব। যে দিন বালকের শিক্ষাদান কার্য প্রথম আরম্ভ হইল সে দিন বাদশাহ দেশীয় প্রথানুযায়ী ৫ সেপ্টেম্বরে ওজনের স্বর্ণমুদ্রা রাজপুত্রের শিক্ষককে উপহার দিলেন কিন্তু তিনি ইচ্ছা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। এইরূপ অর্থবিত্ততা দেখিয়া বাদশাহ ও সভাসদবর্গ তাঁহাদের অতান্ত প্রশংসাবাদ করিলেন। বালকের শিক্ষাকার্য প্রথমে এইরূপে আরম্ভ হইল—খ্রীষ্টান প্রথানুযায়ী তাঁহাকে ভক্তির সহিত যীশু ও মেরীর নাম উচ্চারণ করিতে হইল। তৎপরে তাহাকে ললাট, বদন ও বক্ষে ক্রুশচিহ্ন ধারণ করিতে হইল; অবশেষে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রদর্শিত খ্রীষ্টের চিত্রের সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রণাম করিতে হইল। সম্ভ্রান্তব্যক্তিদিগের যে পুত্রগণকে বাদশাহ বাদশাহপুত্রের সহিত পড়িবার জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন তাহাদিগকেও এইরূপ করিতে হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম প্রথম জ্ঞান লাভ করিবার জন্য খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক পড়ান হইত এবং যাহা দেখিয়া তাহারা হস্তলিপি অভ্যাস করিত তাহাতেও ধর্মনীতির দৃষ্টান্ত থাকিত। ধর্মভাব, সুন্দর প্রকৃতি, ও বর্ণ শিক্ষার দিকে

রাজকুমারের স্বতঃই প্রবৃত্তি দেখা যাইত। ত্রীষ্টান বালকের নিকটও এইরূপ গুণই আমরা প্রত্যাশা করিতাম। বালক শিক্ষকের এত বাধ্য ছিল এবং এত মনোযোগপূর্বক শিক্ষকের বাক্য শ্রবণ করিত যে তিরস্কৃত হইলেও তাঁহার দিকে চাহিতে সাহস করিত না। তিনমাস গত হইবার পূর্বেই সে পড়িতে শিখিল এবং তাহার শিক্ষকের হস্তলিপির সহিত তাহার হস্তলিপির এমন সাদৃশ্য দাঁড়াইল যে, যে কেহ বিনা সন্দোহে বলিত যে বালক পূর্ণ একবৎসর পড়িয়াছে। এরূপ উন্নতিতে তাহার পিতা অবশ্য অত্যধিক আশ্লাদিত হইলেন ইহা বলাই বাহুল্য। বাদশাহ আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, শিক্ষক তাঁহাকে মুখস্থ করিবার জন্ত যে পাঠ দিবেন বাদশাহপুত্র প্রত্যহ তাহা বাদশাহকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইবে। ইহার জন্ত যথা সাধ্য পাঠ অভ্যাস করিতে তাহার উৎসাহ জন্মিল। কারণ বাদশাহের প্রকৃতি এইরূপ যে, তিনি সন্তানদিগকে যত অধিক স্নেহ করিতেন, প্রয়োজন হইলে ততই কৰ্কশভাবে তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিতেন। তখন তিনি শুধু তিরস্কার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, শাস্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিতেন। রাজপুত্রেরা দোষ করিলে তাহাদিগকে শাস্তিপ্রদান করিবার ক্ষমতা তিনি শিক্ষকদিগকে দিয়াছিলেন। যাজককে এইরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া তাহার শিক্ষককে রাজপুত্র এত ভয় করিত যে কেবল শিক্ষকের মিষ্ট কথায় তাহা দূর হইত। তিনি রাজপুত্রকে বুঝাইতেন যে তাঁহার নিকট ভয়ের কোন কারণ নাই; পর্তুগীজদিগের দেশে পিতা মাতা ও শিক্ষক ব্যতীত অন্য কাহারও রাজপুত্রকে শৈশবাবস্থায় শাস্তি দিবার রীতি নাই; আর দেশের ব্যবস্থাসম্মত হইলেও বিদেশীর পক্ষে এমন প্রতাপশালী বাদশাহের পুত্রকে প্রহার করা অনুচিত। এরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও প্রত্যয়কারী বাদশাহ শিক্ষককে তিরস্কার ও শাস্তিপ্রদান

করিতে বলিলেও তাহাতে নিষেধই বুঝায়। এইরূপ ও অন্যান্য কথা-বার্তায়—সাধারণ শিক্ষকগণের মধ্যে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না—যাজকমহাশয় বালক ও তাহার দুই ভ্রাতার এত প্রিয় হইয়া উঠিলেন যে তাহারা সর্বদাই নির্ভয়ে তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত। বালকটির নাম “পাহাড়ী”।*

ধর্ম্ম শিক্ষকগণের শীর্ষস্থানীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম ও প্রভাবে যাজকগণের প্রতি বাদশাহের সদয় বাবহার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি যাজকগণের প্রতি যথাসাধ্য অনুগ্রহ করিতেন। তাঁহার নাম সেখ আব্দুল ফসল।† যাজকগণ তাঁহার নাম রাখিয়াছিল রাজ জোনাথস্। তিনি এক অধ্যয়নরত ঈশ্বরধ্যানী বৃদ্ধ ধার্ম্মিকের পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা মহম্মদ কিংবা মহম্মদের পুস্তক বিশ্বাস করিতেন না। ইঁহার পুত্রগণও পিতার পদানুসরণ করিয়া প্রকাশ্যে বলিতেন, কোরাণে বহু কদর্যা ও ধর্ম্মহীন কথা এবং পরস্পর বিরোধী বিষয় আছে। সুতরাং তাঁহাদের দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে এরূপ পুস্তক ঈশ্বরাদিষ্ট নহে। এই বৃদ্ধ ব্যক্তিটির জ্ঞান, গাভীরা ও ত্রিষ্টধর্ম্মের দিকে প্রবৃত্তি যাজকগণের বিশ্বাসের কারণ হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত ভক্তিভরে সুসমাচার পাঠ করিতেন ও তাহা স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিতেন। তিনি যাজকগণকে দেবদূতের আশ্রয় দেখিতেন এবং যুবক-দোভাষিটি সর্বদা তাঁহাদের সঙ্গে থাকে বলিয়া তাহাকে সুখীব্যক্তি বিবেচনা করিতেন। আর কি অধিক হইতে পারে? বাদশাহের সহিত নির্জনে সাক্ষাৎকালে তাঁহাদের বিদ্যা-ভাবিনয়ের প্রশংসাবাদ ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না।

* পার্কিজ্।

† আবুল ফজল।

তিনি একদা আব্দুল ফসলের সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিলেন যে কোন বাদানুবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে তাঁহাদের যুক্তব্য ও যুক্তি তর্কবিতর্কের পূর্বেই শুনিয়া রাখিবেন। ইহাতে তিনি তাঁহাদের প্রতিপক্ষকে সূচাক্রমে উত্তর দিতে পারিবেন। বহু তর্কবিতর্কে তিনি ইহাই করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার উত্তর এত সুন্দর হইয়াছিল যে তাঁহাকে গ্রীষ্টান বলিয়া মনে হইল। প্রতি শনিবার তর্কবিতর্কের জন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছিল। একদিন গঙ্গার দিক হইতে সংবাদ আসিল যে পাঠান বিদ্রোহীগণ একটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে বধ করিয়াছে। বাদশাহ গ্রীষ্টধর্ম্মের অত্যন্ত অনুকূলে আছেন এই জনরব চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হওয়ায় তিনি ধর্ম্মশিক্ষার আগ্রহ হ্রাস করিয়া যাজকগণের সহিত সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। যাজকগণ সুযোগ পাইলেই সুসমাচারের অংশবিশেষের পারসীয় অনুবাদ বাদশাহকে প্রদান করিতেন। ধর্ম্মশিক্ষকগণের [মৌলবী] সম্মুখে এগুলি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলে ঈশ্বরপুত্র সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইত। স্বর্গীয় উৎপত্তির কারণ ও প্রকার লইয়া তর্ক হইলেই তাঁহার হৃদয়ে একপ্রকার স্বর্গীয় উত্তেজনা দেখা যাইত। ‘ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন’ ইহার পক্ষে আমাদের যুক্তিগুলি এমন সুন্দররূপে বুঝাইতেন যে আমাদের যাজকগণ বিস্মিত হইতেন। তখন রডোল্‌ফোও তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়া শুধু তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিতেন না, পরন্তু যুক্তিগুলি আরও ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতেন। সুতরাং প্রতিপক্ষগণ বলাবলি করিত ‘ইহার পরে ঈশ্বরের পিতৃত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করা সম্ভব।’ যখন তাঁহার [যীশুর] মরণ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইতে প্রশ্ন উঠিল যে, তিনি এরূপভাবে কেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন, তখন অন্য এক ব্যক্তি

সেই দৈবশক্তিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিল—“তিনি অণু বিবিধ উপায়ে আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারিলেও স্বীয় ঔদার্য্যশুণে এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন।” যীশুর দুই ভাবের যথার্থ বিবরণ রডোল্‌ফো প্রদান করিবামাত্র, বাদশাহ অনুমোদনসূচক সঙ্কেত করিয়া করতালি-ধ্বনি করিলেন এবং প্রতিপক্ষগণ বিষমভাবে মোনাবলম্বন করিল। আমাদের ধর্ম্মের প্রতি আব্দুল ফসলের এমন অনুরাগ হইয়াছিল যে, আমাদের আরাধনাগৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহার অন্তরতম আত্মা পর্য্যন্ত অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত এবং তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিত যে আমাদের গির্জায় কোন স্বর্গীয় পদার্থ আছে। তাঁহাদের নিজের মসজিদে গেলে তাঁহার একপাশে কিছু ভাব হইত না।

যখন যাজকগণ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাদের প্রতি বাদশাহের অত্যধিক সদয়ভাব সম্বন্ধে বহুবিস্তৃত জনরব বাদশাহের সহিত তাঁহাদের স্বাধীনভাবে সাক্ষাতের অন্তরায় হইয়াছে, তখন হইতে তাঁহারা ঠিক রাজপ্রাসাদের বহির্দেশে তাঁহাদের বাসস্থান স্থানান্তরিত করিতে মনঃস্থ করিলেন। দুই বাসস্থানের মধ্যস্থিত প্রাচীরে একটি দ্বার নির্মিত হইলে নির্জনে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, বাদশাহকে এই অভিলাষ ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিবামাত্র তিনি [নিকটস্থ বাসগৃহ হইতে] তৈল, সুগন্ধিদ্রব্য ও সুগন্ধিবারির পাত্রগুলি স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিলেন। এই গৃহেই সুগন্ধি তৈল মিশ্রিত হইয়া রক্ষিত হইত বলিয়া এই গৃহকে “সুগন্ধ নিকেতন” বলিত। “আমরা খ্রীষ্টের সুন্দর দ্বার” এই বাক্য এখানে তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদ্ভূত হইল। গৃহটি পরিশোভিত, বহুপ্রকারে সংস্কৃত ও তাঁহাদের উপদেশমতে একটি ভোজনগৃহ নির্মাণদ্বারা বিস্তৃত

হইলে তাঁহারা গৃহপ্রবেশ করিলেন। বাদশাহ প্রতিশ্রুত হইলেন যে তিনি শীঘ্রই সেখানে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

খ্রীষ্টমাস [বড়দিন] সমাগত প্রায়। তাঁহাদের অনুরোধে এই সময়েই যাজকদের রাজার দর্শন দিবার কথা। স্বর্ণখচিত রেশমের পর্দায় আরাধনা-গৃহ সুসজ্জিত হইয়াছিল। যে গহ্বরে যীশুর জন্ম হইয়াছিল, যে শিশুখটায় তাঁহাকে তাঁহার জননী স্থাপন করিয়াছিলেন, যে পর্বতে মেষপালকগণ প্রহরীর কার্য্য করিয়াছিল, সমস্তই সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি প্রস্তুত হইয়াছিল। বাদশাহ ও তাঁহার সহিত যে একজন প্রিয় পারিষদ আসিয়াছিলেন সকলেই এই দৃশ্য দেখিয়া যৎপরোনাস্তি হুঃ হইলেন। বাদশাহ সমস্ত দর্শন করিলে যখন খ্রীষ্টের জন্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিতে লাগিল তখন রডোল্ফো মৌলবী-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা কোরাণে উল্লিখিত দুইটি বিরোধী বাক্যের কিরূপ মীমাংসা করিবেন। ইহার একস্থানে কথিত হইয়াছে যে খ্রীষ্ট ইহুদীদিগের হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই বা নির্যাতিত হন নাই, তাঁহার হইয়া অন্ত একব্যক্তি মরিয়াছিল (ইহাতে নেষ্টোরিয়ান্-দিগের সহিত ঐক্য আছে)।—আবার অপর স্থানে উক্ত হইয়াছে যে, খ্রীষ্টের জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জীবনে ঈশ্বর আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। যদি তিনি প্রাণত্যাগ না করিয়াই থাকেন তবে মৃত্যুর সম্বন্ধ কোন্ আনুকূল্য প্রত্যাশা করিতে পারেন? আর যদি তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল;—“যদি তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহার ভবিষ্যদ্বংশীয়গণকে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত দেখিবেন ও ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁহার হস্তে অর্পিত হইবে।”—তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে যদি তিনি

প্রাণত্যাগ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি পুনর্জীবন প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু তিনি যদি পুনর্জীবন না পাইয়া থাকেন, তবে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি নিরর্থক হইয়াছে। প্রতিশ্রুতির সার্থকতা থাকিলে, খ্রীষ্টের পুনর্জীবন প্রাপ্তির প্রয়োজন আছে; আর যদি তিনি পুনর্জীবিত হইয়া থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই ক্রিয়াকালের জন্ত প্রাণপরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। আর যদি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে তোমাদের ধর্ম-প্রচারকের (মহম্মদ) সহিত তাঁহার নিজের অনৈক্য হইতেছে, যেহেতু তিনি একস্থানে বলিতেছেন খ্রীষ্টের মৃত্যু হইয়াছিল, অপরস্থানে তাহা অস্বীকার করিতেছেন; ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, “খ্রীষ্টের মৃত্যু হয় নাই তাঁহার পরিবর্তে অন্য লোকের মৃত্যু হইয়াছিল” এই বাক্যটি মিথ্যা। যদি ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্মপ্রচারকের অসত্য বাণী প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তিনি কখনই ঈশ্বর প্রেরিত নহেন। বেচারিরা রডোল্‌ফোর যুক্তিতে এমনই পরাভূত হইল যে তাহারা একবারে বসিয়া পড়িল। তাহারা কোরাণ আনাইল, টীকাভাষ্যগণের ব্যাখ্যা বাহির করিল, কিন্তু রডোল্‌ফোর যুক্তি প্রমাণ অকাট্যই রহিল। তন্নিম্ন রডোল্‌ফো তাহাদিগকে এমন একটি বাক্য [কোরাণের] দেখাইলেন যেখানে তাহাদের ধর্মপ্রচারক দুষণীয় প্রেমকে বৈধ বলিয়াছেন। একথা কেহ কেহ অস্বীকার করায় পুস্তক আনয়ন করিয়া সত্যতা প্রতিপন্ন করা হইল। বাক্যটি পুস্তক হইতে দেখান হইলে কেহ কেহ লজ্জিত হইল, কেহ কেহ আশ্চর্যান্বিত হইল, আবার কেহ বা বলিল “ইহার জন্ত তাঁহাকে নিন্দা করা যায় না, কারণ তিনি বলিয়াছেন ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট।” কিন্তু একজন চতুর ব্যক্তি বলিল যে এক্রপ বিষয়ের শব্দানুযায়ী অর্থগ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। রডোল্‌ফো তৎক্ষণাৎ উত্তরে বলিলেন যে ইহার আধ্যাত্মিক অর্থের কথা উঠিতেই

পারে না ; কারণ পূর্বোল্লিখিত পুস্তকে পীড়াগুলির কারণের বিবরণ এই বাক্যাটিতে আছে । বাক্যাটিতে আছে “কারণ যদি একদল বিষয়-স্বথের জন্ত রাজা অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে স্বথ তিরোহিত হয় ।” সন্ধ্যাকালে রাজা তাঁহার সন্তানগণকে শিশু-খট্টা দেখিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন । এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিয়াছিল । গণ্ডগোলকারী জনতা যে সকল মুন্সীদিগের নিকট কার্য-ব্যপদেশে আসিত তাহাদের সান্নিধানিবন্ধন যাজকদিগের আবাসস্থলের নিকটে শান্তি দূর হইত বলিয়া বাদশাহ তাঁহাদের জন্ত (তাঁহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়াই) মুন্সীদিগকে অন্য স্থানে যাইবার জন্ত আদেশ দিয়াছিলেন ।

কুমারীর একটি সুন্দর প্রতিমূর্তি চতুর্দিকে এক্রপ খ্যাতিলাভ করিল যে, আগ্রা ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী অসংখ্য লোকে ইহা দেখিবার জন্ত সর্বদাই আরাধনাগহে আসিত । মফঃস্বলের লোকেও উপহার লইয়া আসিত । প্রতিমূর্তিটি দর্শন করিয়া তাহারা, স্বর্গের দিকে হস্ত উত্তোলন করিয়া প্রতিমূর্তিকে সম্মান প্রদর্শন ও প্রণাম করিত । এই লোকগুলি অগ্ৰা বিষয়ে খ্রীষ্টানদিগের সমকক্ষ হইলেও অন্ততঃ এবিষয়ে তাহারা শ্রেষ্ঠ ; খ্রীষ্টানেরা সর্বদাই নূতনত্ব চাহে ।

তাঁহাদের জ্ঞান ও সাধুতা সম্বন্ধে বাদশাহের যে ধারণা আছে তাহা যাহাতে বিফল না হয়, তজ্জন্ত কোন নিন্দনীয় বিষয় দেখিলেই স্বাধীনভাবে তাঁহারা দোষকীর্তন করিতে মনঃস্থ করিলেন ; সেই জন্ত তাঁহার প্রবৃত্তি বুঝিয়া যথাযোগ্য সবিনয়ে তাঁহারা তাঁহার ধর্মজ্ঞানোন্নতিতে অবহেলা ও আলস্যের জন্ত তাঁহাকে প্রায়ই তিরস্কার করিতেন । একদিন তিনি যাজকদিগকে অসিধারীদিগের যুক্ত দর্শন করিবার জন্ত

নিমন্ত্রণ করিলেন ; তাঁহারা উত্তর দিলেন, “রাজকীয় অনুরোধ গ্রাহ্য করিতে আমরা অসমর্থ ; আমাদের ক্ষমা করিবেন।” তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিলেন “মनुষাকে হত্যা করা ও সেই হত্যা দর্শন করা উভয়ই খ্রীষ্টান রীতিনীতির বিরুদ্ধ। যিনি একরূপ ক্রীড়ার ব্যবস্থা করেন তিনি দারুণ অপরাধী। যদি আপনি আমাদের অস্ত্রক্রীড়া দেখাইয়া আমোদ দিতে চাহেন, তাহা হইলে অসিতে ধার থাকিবে না। অসিধারীগণ শিরস্কাণ ও বর্ম পরিধান করিবে, তাহাদিগের বামহস্তে ঢাল দিতে হইবে ; তাহা হইলে অসির আঘাতেও তাহাদের জীবনের আশঙ্কা থাকিবে না।” বাদশাহ এই পরামর্শের অনুমোদন করিলেন এবং তাঁহাদের ধর্মের পবিত্রতার প্রশংসা করিলেন। মুগলদিগের মধ্যে চারিজোড়া দামামার বাজের সহিত একরূপ যুদ্ধ হয়। ইহার মধ্যে প্রথম জোড়ার ধ্বনি সর্বাপেক্ষা উচ্চ, দ্বিতীয় জোড়াটির মৃদু, তৃতীয় জোড়াটির সূক্ষ্মতম মৃদু, এবং সর্বশেষ জোড়াটির ধ্বনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের ধ্বনির মিশ্রণ।

* * * * *

ব্রাহ্মণেরা উচ্চতর শ্রেণী। ইহাদের মধ্যে একটি প্রথা আছে যে মৃতস্বামীর সহিত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে তাহাদের পত্নীগণকে জীবিতাবস্থায় দাহন করা হয়। রাজকগণ প্রথমে একরূপ প্রথার বিষয় জানিতেন না। বাদশাহ তাঁহাদিগকে এইরূপ দৃশ্য দেখাইবার জন্ত একদা আহ্বান করিলেন। যখন তাঁহারা ঘটনাস্থলে আসিয়া ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলেন তখন তাঁহাদের বিষম বদনমণ্ডল একরূপ নিষ্ঠুর পাপানুষ্ঠানের প্রতিবাদ স্বরূপ হইল। একরূপ আত্মরিক অনুষ্ঠানে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ইহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন

ও সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া রডোল্‌ফো নির্ভীকভাবে বাদশাহকে প্রকাশে তিরস্কার করিলেন। কারণ তিনি বলিতেন যে, এরূপ কার্যে যে সাহসের প্রয়োজন তাহা ঈশ্বর দেন। যাজকগণের প্রতি বাদশাহের শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া বাদশাহ বিনা প্রতিবাদে তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিলেন। ইহার পরে তাঁহার প্রিয় বন্ধু, জনৈক ব্রাহ্মণজাতীয় ক্ষুদ্র রাজা আর কখনও তাঁহাকে চিতা দর্শন করিতে লইয়া যাইতে পারেন নাই।

যাহাতে যন্ত্রণা অনুভব করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে এই হতভাগ্য স্ত্রীলোকদিগকে অহিফেণ, সিদ্ধি (গাঁজার ত্রায় ওষধি) ও কখন কখন ধুতুরা খাওয়াইয়া মত্ত করা হয়। (ধুতুরা ইউরোপীয়দিগের অজ্ঞাত কিন্তু ভারতবাসীর পরিচিত একপ্রকার গাছ)। যখন তাহারা প্রায় বিহ্বল হইয়া পড়ে অথচ কিঞ্চিৎ চৈতন্য থাকে, তখন তাহাদিগকে উপদেশ, প্রার্থনা ও চিরস্থায়ী খ্যাতির আশা দিয়া প্রজ্বলিত চিতায় ঝম্প প্রদান করিতে উত্তেজিত করা হয়। যদি তাহারা ইতস্ততঃ করে, তবে তাহাদিগকে বল প্রকাশ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। তাহারা পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে, দীর্ঘ বংশদণ্ডদ্বারা প্রজ্বলিত অনলে পুনরায় নিক্ষিপ্ত হয়।

যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি [উক্ত সতীদাহের সময়] উপস্থিত ছিলেন, যাজকদিগের অনধিকারচর্চা তাঁহাদের ভাল লাগিল না। কিন্তু বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস না পাইয়া তাঁহারা চুপে চুপে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন “ঐ কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী ইউরোপীয়গণ চলিয়া যায় না কেন ?” ঐ বিষয়ে বাদশাহকে তিরস্কারের কথা ইউরোপীয়দিগের হুঃসাহসের কথা সমস্ত নগরে প্রচারিত হইল। সকলেই তাঁহাদের ব্যবহার প্রশংসা করিলেন।

যাহারা স্ত্রীবশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে একদা সেই লম্পট সম্প্রদায়ের একদলকে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের মনে বিষম ঘৃণার উদ্রেক হইল। সুযোগ পাইবামাত্র তাঁহারা গোপনে বাদশাহকে যথাশক্তি এ ব্যাপার জানাইলেন। “বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, এপ্রকার ব্যক্তিদিগকে আপনার রাজ্যের মধ্যে, বিশেষ করিয়া রাজধানীতে, থাকিতে দেওয়া হয়। এ আপদকে পৃথিবীর প্রান্তদেশে দূরীভূত কিংবা সমূলে উচ্ছেদ করা উচিত। যেখানে বাদশাহ স্বয়ং ধর্মপরায়ণতা, ত্রায়পরায়ণতা ও বিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন সেই রাজধানী বা প্রাসাদে একরূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায় ইহা কেহ বলিলে আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতাম না। সেই জন্য আমাদের নিবেদন, অস্ততঃ রাজধানীতে একরূপ লোকের বাস নিষিদ্ধ হউক।” পরে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক [মহম্মদ] কি একরূপ লোককে নিষ্পাপ বলিয়াছেন?” বাদশাহ যাজকগণের একরূপ প্রশ্নে ঈষদ্বাক্ত করিয়া “এবিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিব” এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান পূর্বক প্রস্থান করিলেন।

* * * * *

সমস্ত পদাতিক দল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করে। অশ্বারোহীগণই সেনার সার। তজ্জন্ত বাদশাহ, যতদূর সম্ভব অশ্বারোহীদল গঠন করিয়া সমস্ত সাম্রাজ্যে সেগুলিকে স্থানে স্থানে স্থাপন করিবার জন্য অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হন না। কারণ যে সকল সৈন্ত পুরুষানুক্রমে তাহাদের নেতৃগণের অধীন, তাহাদের মধ্যে বহু অশ্বারোহী, পদাতিক ও সাদি সৈন্ত আছে ও তাহারা বাদশাহ-প্রদত্ত প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে তাহাদিগের নেতৃগণের নিকট বেতন পায়। এতদ্ব্যতীত তিনি ৪৫ হাজার অশ্বারোহী, ৫ হাজার সাদি সৈন্ত ও বহু সহস্র পদাতিক

সৈন্তকে স্বীয় ধনভাণ্ডার হইতে বেতন প্রদান করেন। একটি পুরাতন প্রথা প্রচলিত আছে যে, বাদশাহ যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্য কোন ব্যক্তিবিশেষকে কিংবা চিরকালের জন্ত প্রদান করেন না ; পরন্তু যাহাতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ [আমীরগণ] প্রদেশ-শাসনে ইহা ব্যয় করিতে পারেন, তজ্জন্ত ইহা তাঁহাদিগকে তাঁহার ইচ্ছামত প্রদত্ত হয়। ইহার উপর স্থাপিত সামান্য মাত্র কর রাজকোষে প্রেরিত হয়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও আবার তাঁহাদের অধীন সেনানীগণের মধ্যে কতকগুলি করিয়া নগর ও গ্রাম ভাগ করেন এবং ব্যয়ের জন্ত তাহাদিগকে ভূমি অর্পণ করেন বা সাধারণ রাজস্ব হইতে অর্থ প্রদান করেন। যাহাতে এই আমীরগণ যোগ্যরূপে তাঁহাদের অধীন সৈন্তদল রাখিতে পারেন সে-রূপ ভাবে প্রদেশ অর্পণ করিবার দিকে বাদশাহের বিশেষ লক্ষ্য আছে। যাহাকে একদল সৈন্ত রাখিতে হয় তাহার অপেক্ষা, যাহাকে দুইদল সৈন্ত রাখিতে হয় তাহার অর্পিত প্রদেশের আয় অধিক। তাহাদের পূর্বপুরুষের প্রথা মত সৈন্ত-শ্রেণীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন সামন্ত থাকে। পারস্ত ভাষায় এই দলকে লঙ্কর বলে। সামন্তগণের প্রত্যেকে একটি করিয়া বাজার পাইয়াছিলেন বলিয়া তাতার ভাষায় এই দলকে উর্দু বলে, দেশীয় লোকে ওর্দা বলে। এই দলগুলি তাহাদের সামন্তের নামে অভিহিত হয়, যেমন আমরা হইলে বলিতাম মন্সিরামের উর্দু বা ওর্দা অর্থাৎ মন্সিরামের সৈন্তদল। সেই জন্ত যদিও সমস্ত নগর ও দেশ বাদশাহের, এবং সমস্ত সৈন্ত তাঁহার অধীন, তথাপি পূর্বোল্লিখিত পুরাতন প্রথানুযায়ী অধিকাংশ সৈন্তদলের নিজের নিজের সামন্ত আছে। ইহারা তাহাদিগের বাধ্য। এই সকল কারণে প্রায়ই ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা ঘটে। এই সকল নেতা ও সামন্ত পশ্চাৎ ক্ষমতাদৃপ্ত হয় এই আশঙ্কায়, বাদশাহ যাহা-

দিগকে ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী হইতেছে মনে করিতেন তাঁহাদিগকে ভৃত্যের
 গ্ৰায় পদচ্যুত করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের পূর্বতন ক্ষমতা ও সম্মানের
 লোপ হইত। কারণ তখন তিনি তাঁহাদিগকে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, ব্যাঘ্র,
 মৃগ ও পারাবতের আহারের তত্ত্বাবধান করিবার ভার প্রদান করিতেন।
 প্রতিবৎসর এই প্রাণীগুলি লইয়া তাঁহাকে দেখাইতে হইত। তাঁহারা
 তাঁহাদের পুরাতন প্রদেশ পুনরায় শাসন করিতে প্রেরিত হইলে, একস্থানে
 অধিক দিন যাপন করিতে পাইতেন না। যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের
 ক্ষমতা অপব্যহার করিতে না পারেন তজ্জন্ত এবং তাঁহাদের আচরণ
 সম্বন্ধে সর্বদা সংবাদ পাইবার নিমিত্ত তিনি প্রত্যেক নগরে জজ [কাজি]
 ও ম্যাজিষ্ট্রেট [ফৌজদার] নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

* * * * *

তাঁহার নূতন যুদ্ধজয়ের স্মরণার্থ তিনি মার্চমাসের কতিপয় দিবস
 উৎসবের জন্ত নির্দিষ্ট করিতে অভিলাষ করিলেন। এই দিনগুলিকে
 “নওরাস্” অর্থাৎ নব দিবস বলে। মহম্মদের কোন বিধি
 অনুসারে নহে, পৌত্তলিকদিগের প্রথানুযায়ী মুগলেরা ইহুদীদিগের
 গ্ৰায় মার্চ মাসে বৎসর গণনা আরম্ভ করিয়া তাহাদের পূর্বপুরুষদিগের
 গ্ৰায় এই সাম্বৎসরিক উৎসবে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করে। সগুদিয়ানা,
 বাক্তিয়া ও সিখীয়ান্বাসী ও অন্যান্য জাতি ৩৬ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখার
 অপর পারে বাস করে বলিয়া তাহাদের দেশে ইউরোপীয়দিগের
 গ্ৰায় আব্বাহওয়া প্রচলিত অর্থাৎ মার্চমাসে বসন্তের প্রারম্ভে পৃথিবীর
 ফল গুলি দেখা দেয়, বিবিধ কুসুমরাজিতে বৃক্ষগুলি সুশোভিত
 হয়, কুসুমের গন্ধে সমীরণ ভরিয়া উঠে, উজ্জ্বল ক্ষেত্রসমূহ ও হরিদ্বর্ণের
 পর্বতমালায় প্রকৃতি মনোহর শোভা ধারণ করে। সেইজন্ত এই

মাসের প্রথম নয় দিন, এই সকল লোকে কাজ কর্ম পরিত্যাগ করে, ক্ষেত্রে গমন করে না, উঠানে সময় অতিবাহিত করে, রাজার স্নান ভোজন করে এবং বহুমূল্য জাঁকজমকের পোষাক পরিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। জেলালুদ্দিনাস্ [জেলালুদ্দিন্ আকবর] বহুমূল্য বসনভূষণ পরিধান করিয়া শোভা ও আড়ম্বরের সহিত এই নয় দিন যাপন করেন। এবার এত বেশী জাঁকজমক হইয়াছিল যে, লোকে বলে পূর্বের বাদশাহেরা যেরূপ “নওরাস্” করিতেন ত্রিশ বৎসর পরে আবার সেইরূপ হইয়াছে। প্রাচীর ও অলিন্দ সুবর্ণরেশমে সজ্জিত হইয়াছিল। প্রত্যেকদিবসই বাদশাহ ক্রীড়া ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং পূর্ণরাজপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সোপান সম্বলিত সুবর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, সহচর ও সামন্ত সমূহকে খেলাত প্রদান করিলেন এবং এই মর্মে এক সাধারণ ঘোষণা দিলেন যে, সকলেই নৃত্য গীত ও ক্রীড়ায় আনন্দ প্রকাশ করিবে। যে জনসভ্য এই উপলক্ষে একত্র হইয়াছিল তাহাদিগকে ভোজ্য ও অর্থ প্রদানে তুষ্ট করিলেন। ইহাতে ঘটনা ক্রমে যোগীদিগের সমস্ত পরিবার আসিয়াছিল। ইহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রকৃত নহে, কেবল লোককে দেখাইবার জন্ত। সুতরাং তাহারা তাহাদের বৃত্তির গান্ধীর্যের অননুরূপ, অপবিত্র, কদর্য্য ও ইতর-জনোচিত নৃত্যগীত দ্বারা বাদশাহের অত্যন্ত প্রশংসা করিল। প্রাসাদের সুন্দর সজ্জা দেখিবার জন্ত স্ত্রীলোকদিগকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। বাদশাহ কুমারী মেরী মাতার ভক্ত ইহা আগ্রহ্য এত সুবিদিত যে, রাজার জনৈক আত্মীয়, এক আমীর, রাজভাণ্ডার হইতে গোপনে কুমারীর একখানি সুন্দর চিত্র লইয়া, বাদশাহ যে অলিন্দে প্রায়শঃ উপবেশন করেন এবং যেস্থান হইতে তিনি প্রজাবর্গকে দর্শন দেন ও সম্বোধন করেন, তাহার সম্মুখস্থ

ভোজন-কক্ষে মূর্তিটি স্থাপন করিয়া সোণার ঝালরে তাহা সুন্দররূপে সজ্জিত করিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে বাদশাহ ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহার ভ্রম হয় নাই, কারণ তাঁহার কার্য্য রাজানুমোদন লাভ করিল এবং মেরীর প্রতিমূর্তি অগ্রীষ্টান কর্তৃক সম্মানিত ও পূজিত হইতে দেখিয়া যাজকগণও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। প্রভাতের তারাদল যাহার স্তুতি করে, চন্দ্র সূর্য্য যাহার সৌন্দর্য্যো মোহিত হয় সেই কুমারীর চিত্রের সম্মুখে এই অগ্রীষ্টানগণ যেন কার্য্যাতঃ বাধ্য হইয়া প্রণত হইল। কিন্তু বহু অযোগ্য গ্রীষ্টান এমন কি সুসমাচারের যাজক, নির্লজ্জের গ্রাম তাঁহার অপমান করে। একপ গ্রীষ্টান প্রকৃতপক্ষে আগ্রাবাসীদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।*

* * * * *

রডোল্‌ফোর মৃত্যুর কথা বলিতে গিয়া জেলালদিনাসের বিষয় হইতে কিছু দূরে পড়িয়াছি। এখন তাঁহার বিষয় পুনরায় বর্ণনা করিতেছি। জেলালদিনাসের আকৃতি ও গঠন রাজযোগ্য। প্রথম দর্শনে যে কেহ তাঁহাকে নিঃসন্দেহ রাজা বলিয়া চিনিতে পারে। বিস্তৃত স্কন্ধ, জজ্বা কিঞ্চিৎ বক্র এবং অশ্বারোহণের উপযোগী, কৃষ্ণাভ সুন্দর বর্ণ, মস্তক দক্ষিণ স্কন্ধের দিকে কিঞ্চিৎ নত, বিস্তৃত ও মুক্ত ললাট, চক্ষু রৌদ্রদীপ্ত সাগরের

*অতঃপর যে অংশ প্রদত্ত হইল তাহার সহিত জিসুইটদিগের সম্পর্ক না থাকিলেও উহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বোধ করিয়া প্রদত্ত হইল।

গ্রায় উজ্জল, চীনা, জাপানী ও উত্তর অক্ষরেখার অধিকাংশ এসিয়া-বাসীদের গ্রায় আয়ত অক্ষিপুট, লোম-বিরল ক্র, নাসিকার মধ্যভাগ উচ্চ, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির গ্রায় বিস্তৃত নাসারন্ধ্র। বাম নাসারন্ধ্রের নিম্নে ওষ্ঠ পর্যন্ত তুর্কীদিগের মধ্যে যেমন প্রথা আছে, তিনিও সেইরূপ গুম্ফ রাখিয়া ক্ষৌরক্ষাৰ্য্য করতেন। কারণ তুর্কীগণ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে যত্নপূর্ব্বক শশ্রু ধারণ করে। জেলালদিনাস্ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের গ্রায় মস্তক মুণ্ডন করেন না এবং কোন মস্তকাবরণও পরেন না। একপ্রকার শালে সমস্ত শরীর বেষ্টন করিয়া তাহাতেই মস্তক ও কেশ আবৃত করেন। কথিত আছে তিনি এইরূপে ভারতবাসীদের প্রথা অবলম্বন করিয়া তাহাদের সহানুভূতি লাভের জন্য চেষ্টা করেন। যদিও তাঁহার বামপদ সম্পূর্ণ সুস্থ, তথাপি তিনি খঞ্জের গ্রায় ইহা টানিয়া টানিয়া চলেন। তাঁহার সুন্দর দেহ, অত্যন্ত ক্ষীণও নহে অথচ তাঁহার অসাধারণ সাহস ও অপরিমিত শক্তি আছে। হাস্য করিলে তাঁহাকে বড় কুৎসিত দেখায় কিন্তু তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলের জন্য তাঁহাকে দয়ালু ও গৌরবান্বিত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার চলনভঙ্গী অতি সুন্দর। যখন যাজকগণ তাঁহার প্রাসাদে প্রথম আগমন করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাত্রিংশ বৎসর। তিনি লোকের সহিত সাক্ষাতে ও কথাবার্তায় এত অমায়িকভাব দেখাইতেন যে তাহা বর্ণনা করা কঠিন। প্রজাবর্গ ও আমীরগণ তাঁহার সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিতে পায়। তাঁহার সহিত ব্যবহার করা কঠিন নহে, তিনি মিষ্টালাপী। এই মিষ্টালাপ ও অমায়িকভাব তাঁহাকে যেক্রপ জনপ্রিয় করিয়া তোলে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। কারণ যখন তিনি গ্রায়তঃ মুসলমান কুসংস্কার বশতঃ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, তখন আগ্রাবাসীগণের তাহা অসহ্য হইলেও কেহই তাঁহার জীবন নাশ

করিবার কথা চিন্তা করেন নাই। তিনি চতুর, বিজ্ঞ এবং পূৰ্ব্বাহ্নে বিপদ-
বুঝিতে ও কোন কার্যের সুযোগ গ্রহণ করিতে দূরদর্শী। কিন্তু ধর্ম-
বিশ্বাসের আলোকাভাবে দেহের ও হৃদয়ের সমস্ত গুণই মহিমা বঞ্চিত।

তিনি বহুজন্তু শীকার করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন কিন্তু পক্ষিশীকার
তাঁহার তত প্রিয় নহে। যাহাতে আমীর ও সাধারণ ব্যক্তি উভয়েই
আমোদ উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্তু তিনি হৃদয়ের বিষাদ দূর করিয়া
প্রকাশভাবে বিবিধ আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেন। যে ক্রীড়ায় তিনি ও
দর্শকবর্গ আমোদ উপভোগ করেন তাহা এই—অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া
বর্তুল ও দণ্ড লইয়া ক্রীড়া [পোলো ?]; হস্তী, মহিষ, মৃগ ও মোরগের
লড়াই; মল্ল ও অসিধারীদিগের ক্রীড়া; মুষ্টিযুদ্ধ, বাজি খেলিতে পারে এমন
পারাবত উড়ান, দেশ হইতে দেশান্তরে দলে দলে পক্ষীর গমনাগমন দর্শন
এবং নূতন নূতন বিষয়ের দৃশ্য। তিনি গীতবাগ এবং বাজীকরের তামাসাও
ভালবাসেন। তিনি যে সকল ব্যক্তিকে প্রায়ই আহারের জন্ত নিমন্ত্রণ
করেন, তাহাদের সহিত তিনি পরিহাস ও রসিকতা করিতে ভালবাসেন।
যদিও তিনি তাঁহার কর্মের সময় নির্দিষ্ট ও নিয়মিত করিয়াছেন, তথাপি
তাঁহার অবসর সংসার-চিন্তাহীন ব্যক্তি : জায় নহে। মনুষ্যের সাহায্যের
জায় আর কিছুই তাঁহার প্রিয় নহে। সেইজন্তু তাঁহার প্রাসাদ বিবিধ
ব্যক্তির সমাগমে সর্বদাই পূর্ণ থাকে। ইহার মধ্যে প্রধানতঃ আমীর-
গণের ভাগই অধিক; তিনি ইঁহাদিগকে প্রতিবৎসর বিভিন্ন প্রদেশ
হইতে রাজসভায় আহ্বান করেন। তিনি তাঁহাদিগকে যতক্ষণ না
সঙ্কেতে অশ্বারোহণ করিতে আদেশ দেন তাঁহারা ততক্ষণ সশস্ত্রে পদভ্রমণে
তাঁহার অনুগমন করেন। এই সকল কার্যে রাজসভায় মহিমা ও
মর্যাদা আশ্চর্যরূপে রক্ষিত হয়।

মহম্মদের আদেশ ও আগ্রাবাসিগণের রীতি অনুযায়ী, যাহারা ব্যবস্থা মানিয়া চলে তাহারা 'আজজ্যা-লম্বিত অঙ্গরাখা, আপদগ্রস্থি কার্পাস বা পশমের শ্বেত জজ্যাবরনী এবং এক নির্দিষ্ট প্রকারের পাছকা পরিধান করে। কিন্তু বাদশাহ এই ধর্মপ্রচারকে উপদেশের এত সম্মান করেন যে, তিনি রেশম ও সূবর্ণ মিশ্রিত ফুলকাটা বস্ত্র গ্রীষ্টানদিগের স্ত্রী-আজ্ঞানুলম্বিত অঙ্গরাখায় গ্রস্থির আবরনী দ্বারা স্ত্রী-অঙ্গ ভূষিত করেন। তিনি তরবারি ও ইউরোপীয় ছুরিকা ধারণ করিতে ভালবাসেন। তিনি যখন অন্তঃপুরে থাকেন তখন পর্য্যন্ত সর্বদাই বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিংশতিজন শরীররক্ষক তাঁহার সঙ্গে থাকে। তিনি স্পেনীয়ভাবে পরিচ্ছদ পরিধান করিবার বড়ই পক্ষপাতী এবং যখন একাকী থাকেন তখন সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করেন।

তিনি হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্রে আরোহণ করেন এবং যুগ্মবাহী শকট পরিচালন করেন। তিনি রক্তবর্ণ কার্পেটে-আবৃত সিংহাসনে এক পদের উপর অপর পদ বিগ্ৰস্ত করিয়া উপবেশন করেন। একখানি রেশমে আবৃত পর্দা গীজ চেয়ার তাঁহার পশ্চাৎ আনীত হয়। তিনি প্রায়ই ইহার উপর আসন গ্রহণ করেন।

তাঁহার ভোজ্যদ্রব্য অত্যন্ত জাঁকাল। এগুলি চাল্লিশ খানিরও অধিক পাত্রে (পরাত্রে) আনীত হয়। পরাতগুলি বস্ত্রে আবৃত এবং বিবের আশঙ্কা ও সন্দেহ নিবারণ জন্য পাচক কর্তৃক চিহ্নিত থাকে। ভোজনগৃহের পার্শ্বস্থ কক্ষ ঘোষক ও সর্দার খানসামার পশ্চাৎবর্তী বালকগণ এগুলি বহন করিয়া লইয়া আইসে। তৎপরে খোজারা পরিবেশনকারী দাসীগণের হস্তে এগুলি প্রদান করে। কোন সাধারণ ভোজে নিমন্ত্রিত না হইলে তিনি সাধারণতঃ একাকী ভোজন করিয়া থাকেন।" পিপাসা

নিবারণার্থ তিনি পোর্ট মদিরা কিংবা জলপান করেন। প্রথমোক্ত পানীয় বহু পরিমাণে পান করিবার পর তিনি বিহ্বল অবস্থায় চঞ্চলভাবে বসিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার ভোজন-কক্ষে একাকী পালকে হেলান দিয়া উপবেশন করেন। পালকখানি দেশীয় বৃক্ষজাত কোমল অংগু-পূর্ণ বালিশ ও গদি আঁটা এবং রেশমী বস্ত্রে আবৃত।

বাদশাহের প্রাসাদের জাঁকজমক ইউরোপীয় অটালিকার অনুরূপ। ইহা সুন্দররূপে চিত্রিত ও ভিত্তি হইতে ছাদের প্রান্ত পর্য্যন্ত খোদিত প্রস্তরে নির্মিত। ভারতীয় অল্প ক্ষুদ্র রাজাদের প্রাসাদ দেবমন্দিরের ন্যায় অনুচ্চ ; কিন্তু এই প্রাসাদ বেশ উচ্চ। ইহা এত বিশাল যে ইহার মধ্যে চারিটি বৃহৎ মহল আছে ; তন্মধ্যে তাঁহার নিজের মহলটি সর্বোৎকৃষ্ট, দ্বিতীয়টি দ্বীলোক-দিগের, তৃতীয়টি সন্তানগণের এবং চতুর্থটিতে ভাণ্ডার ও অস্ত্রগৃহ আছে।

• ছাদে টালির আচ্ছাদন নাই, ইহা খিলান করা। প্রস্তরের টালির পার্শ্বদেশে প্রলেপযুক্ত করিয়া ছাদ রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষিত। ইহাতে অটালিকা সহজেই শুষ্ক থাকে। চারিটি ক্ষুদ্র স্তম্ভোপরি স্থাপিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র গৃহদ্বারা অটালিকাগুলি ভূষিত। • এইগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র গাড়ী-বারান্দার ন্যায়। কতকগুলি বপ্রে ইহাদের সৌন্দর্য্য বদ্ধিত হইয়াছে। ইহাতে পারাবত অবস্থান করে। , বপ্ৰগুলির চতুঃপার্শ্ব সুধাধবলিত ; কেবল ছাদ, রক্তনীল, ধূসর ও শ্বেত প্রস্তর বিনির্মিত ; তজ্জন্ত ইহা অত্যন্ত মনোহর। খোজা ও বাদীগণ পারাবতের তত্ত্বাবধান করে। যেক্রপ উত্তম সৈন্তগণ যুদ্ধের বাণদ্বারা চালিত হয় সেইক্রপ এই পারাবতগুলির উড্ডয়ন কতকগুলি সঙ্কেত দ্বারা নিয়মিত হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারা নৃত্য করে, তালে তালে উড়িয়া বেড়ায়, এবং তাহাদের পরিচিত শিশু গুনিবামাত্র তাহাদের কক্ষ হইতে বহির্দিশে গমন করে।

ফিরিয়া আইসে। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সঙ্কেতে তাহারা ছাদের উপর উপবেশন করে, আর অন্তরূপ সঙ্কেত করিলে তাহারা ‘খোঁপের’ ভিতর উপবেশন করে; আবার অন্তরূপ সঙ্কেতে ‘খোঁপের’ বাহিরে আইসে।

এইরূপ বিস্তৃতভাবে শিক্রির প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পীর সেকিস ওলিজেঁকামাসের সমাধি আছে। এই ফকির বাদশাহকে অনুরোধ করিয়া শিক্রিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করাইয়াছিলেন। তিনি আগ্রাবাসীদের পাপাচরণে কলঙ্কিত হইলেও “সেন্ট্” রূপে (পীর) সম্মানিত হইয়া থাকেন।

জেলালাদিনাস্ তাহার রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অত্র যে সকল অটালিকা নির্মাণ করাইয়াছিলেন সে গুলিও অল্প প্রসিদ্ধ নহে। বহু সংখ্যক রাজমিস্ত্রি, শিল্পী ও মজুর নিযুক্ত করিয়া এইগুলি তিনি অতি অল্প সময়ে নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি দুইশত ফীট দীর্ঘ সমচতুরশ্র স্থানে স্তম্ভ শ্রেণীর উপর এক গৃহ তিন মাসে, বহু প্রসাধন কক্ষ ও জলপ্রণালী-সম্বলিত তিনশত ফীট বিস্তৃত এক স্নানাগার ছয় মাসে নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং এই স্থান স্নানের জন্য ব্যবহার করেন। প্রস্তর ও কড়ির গঠনে লৌহাস্ত্রের শব্দ পরিহার করিবার জন্য, অটালিকার প্রত্যেক অংশই স্থানান্তরে যত্নপূর্বক উদ্দেশ্য অনুযায়ী গঠিত হইত; পরে অটালিকার নির্মাণ স্থানে আনিয়া নির্মাণ কার্যের জন্য সেগুলি জুড়িয়া দিলেই হইত। যাজকগণ ইহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং জেরুজালেমের মন্দির নির্মাণের কথা যাহা বিবৃত আছে তাহা তাঁহাদের স্মরণ পথে উদ্ভিত হইল। লৌহাস্ত্র সমুষ্কিত শব্দ পরিহারের জন্য কোন অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন হয় না।

তিনি অটালিকা-নির্মাণ কার্যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে সময়ে সময়ে প্রস্তরের আকরে শ্রমজীবীদিগের সহিত যোগদান করিয়া স্বয়ং প্রস্তর কাটিতেন। কারখানায় নিযুক্ত সাধারণ লোকের সহিত মিলিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। পক্ষান্তরে তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত মধো মধো তাহাদিগের কার্যেও হস্তক্ষেপ করিতেন। তিনি আগ্র-বশতঃ চিত্রকর, স্বর্ণকার, তন্তুবাগ, অস্ত্রনির্মাতা, জরীর কাজ ও কার্পেট নির্মাণকারীকে শিল্পকার্যের অন্তর্ভুক্ত করার নিমিত্ত তাঁহার বাসস্থানের নিকটে এক বৃহৎ গৃহ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এইস্থানে তিনি প্রায়ই যাইয়া শিল্পকার্য দর্শনে আরাম লাভ করেন।

তিনি সাহিত্যের প্রধান উৎসাহদাতা। দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার সম্মুখে তর্কবিতর্ক করিবার নিমিত্ত এবং পূর্বতন রাজগণের জীবনী ও মহৎ কার্যের বিবরণ শুনাইবার জন্য পণ্ডিত ব্যক্তি সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকেন। তাঁহার অপূর্ণ বিচারশক্তি ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। সেই জন্য তিনি ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া এবং তর্কবিতর্কে স্বয়ং যোগদান করিয়া বিবিধ বিষয়ে এ প্রকার অদ্ভুত জ্ঞানলাভ করিয়াছেন যে, তাঁহার অক্ষর পরিচয় না থাকিলেও (কারণ তিনি লেখাপড়া জানেন না) তিনি কঠিন কঠিন বিষয়ে অনায়াসে ও সুন্দররূপে তর্কবিতর্ক করিতে পারেন। তিনি এত স্পষ্টরূপে ও নিপুণতার সহিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহার উক্ত অজ্ঞানতা সম্বন্ধে অজ্ঞ, সে তাঁহাকে পণ্ডিত ব্যক্তি বঙ্গিয়া মনে করিবে। আর বাস্তবিকই তাই, কারণ উপর্যুক্ত কারণে আমরা দেখিতে পাইতেছি তিনি সূচত্বর লোকের ন্যায় গণ্য হওয়া সম্ভবে রাজকীয় ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রভাবে তাঁহার যে বাকশক্তি জন্মিয়াছে তাহাতে তাঁহাকে রাজ্যের অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তির উপরে স্থাপন

করিতে হয়। তিনি প্রত্যহ অপরের সহিত সাহিত্যের প্রসঙ্গে কথোপকথন করেন। তিনি সাধারণ অভিনেতা অপেক্ষা ভাঁড় বা বিদুষকের অভিনয় অধিক আগ্রহের সহিত দর্শন করেন, কারণ তাহাদের অভিনয়েরও সাহিত্যের দিক্ হইতে মূল্য আছে। ব্যবস্থা-দাতা বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত প্রভৃতি নাটকের অভিনয় নিষেধ করিয়াছেন। তিনি এমনই লোক যে, স্বয়ং ত্রায়পরায়ণ ও পবিত্র ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য নির্দোষ কার্য্যও নিষেধ করিয়াছেন। অথচ, মানবের মর্যাদা দূরে থাক্, মানবের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধজনক কার্য্যও বৈধ করিয়াছেন। এখানে কেবল দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। তিনি মাতা ও সহোদরা ভগিনী ব্যতীত অন্য সকল আত্মীয় স্ত্রীলোকের সহিত দুষনীয়া বিবাহে অনুমতি দিয়াছেন। বাদশাহ আগ্রাবাসিগণ কর্তৃক পরিগৃহীত দুইপ্রকার পত্নীর ব্যবস্থা অনুমোদিত করিয়াছেন। এদিকে গৃহে পত্নী, চারি জন পর্য্যন্ত হইতে পারেন। এগুলি আইনমতে বিবাহিত পত্নী। অপর পক্ষে এমন কতকগুলি স্ত্রীলোক থাকে যাহারা স্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহাদের সংখ্যা অনিদিষ্ট। যতগুলি ইচ্ছা ক্রয় করিয়া আহাৰ দিতে পারিলেই হয়। শান্তির দোহাই দিয়া বাদশাহ, এই ভয়ানক লাম্পট্য দোষ রাজকুমার ও প্রজাগণের বা প্রতিবেশীর পক্ষেও অনুমোদন করেন। কারণ রাজকুমারগণ প্রজার ভগিনী ও কন্যাগণকে মহলে লইয়া যান। জেলালুদ্দিনাসের এইরূপে তিনশত পত্নী হইয়াছে। বৃহৎ প্রাসাদে তাহাদের প্রত্যেকের কক্ষ আছে। ইহাদের গর্ভে তাহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা হইয়াছে। যাজকগণের অবস্থান কালে তাহার পুত্রগণের এইরূপ নাম ছিল,—জ্যেষ্ঠের নাম সেকিস্ [সেলিম ?]—যে সেকিসের অনুরোধে বাদশাহ শিক্রিতে রাজধানী করিয়াছিলেন তাহার পূর্বসন্তানগণের মৃত্যুর পরে এই প্রথম পুত্রই

জীবিতছিলেন, দ্বিতীয় পুত্রের নাম পাহাড়ী ও তৃতীয় পুত্রের নাম দামিস বা দানিয়েল।

তাঁহার গৃহকার্য্য-পরিচালন ও রাজ্যশাসনের নিমিত্ত তিনি প্রায় কুড়ি জন হিন্দুজাতীয় ক্ষুদ্র রাজাকে মন্ত্রী ও কন্সচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। ইঁহারা বুদ্ধি ও কার্যদক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি ইঁহাদিগের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করেন। ইঁহারা সর্বদাই ইঁহার সঙ্গে থাকেন এবং প্রাসাদের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত ইঁহাদের গতিবিধি আছে। মোগল আমীর-দিগকেও একরূপ অধিকার প্রদত্ত হয় নাই। অমীরগণের মধ্যে যাহাদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব-বন্ধন আছে, তাঁহাদিগকেই তিনি সাধারণতঃ প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন।*

সম্পূর্ণ

* বলা বাহুল্য, জিহুইট সংক্রান্ত বৃত্তান্ত কথঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত। প্রকৃতপক্ষে আকবর খ্রীষ্ট ধর্মগ্রহণে কতদূর অগ্রগামী হইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। ইঁহা এক স্থলে মূল অস্পষ্ট বলিয়া অনুবাদও অস্পষ্ট হইয়াছে।